হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদক
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩৷১ আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

'হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডের সূচী

আখ্যাপত্র

(৬) আশাকানন

(৭) ছায়াময়ী

(৮) দশমহাবিদ্যা

(৯) রোমিও-জুলিয়েত

(১০) চিত্ত-বিকাশ

(১১) বিবিধ

আশাকানন

[১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৬০

মূল্য দুই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
৭'২—১. ৭. ৫৩

ভূমিকা

'আশাকানন' ১২৮৩ বঙ্গাব্দে (বেঙ্গল লাইব্রেরিতে জমা দেওয়ার তারিখ ৩০ মে ১৮৭৬) প্রকাশিত হইলেও ইহা যে তিন বৎসর পূর্বে ১২৮০ বঙ্গাব্দে (১৮৭৩) রচিত হইয়াছিল, প্রকাশক উমাকালী মুখোপাধ্যায় তাঁহার "বিজ্ঞাপনে" তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৭২। আখ্যাপত্রটি এইরূপ ছিল—

> আশাকানন। [সাঙ্গ-রূপক-কাব্য] শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত ও শ্রীউমাকালী মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা। রায় যন্ত্র, নং ১৭, ভবানীচরণ দত্তের লেন, শ্রীবাবুরাম সরকার দ্বারা মুদ্রিত। সন ১২৮৩ সাল।

এই allegorical কাব্যটি লিখিয়া, প্রকাশ করিতে হেমচন্দ্রের সঙ্কোচ ছিল। 'বীরবাহু' কাব্যে তিনি স্বদেশ ও স্বজাতিকেই একটি কল্পিত কাহিনীর মধ্য দিয়া বড় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কবিচিত্ত তাহাতে সম্পূর্ণ প্রসন্ন হয় নাই। তিনি মানবের কাব্য, জগতের কাব্য লিখিতে চাহিলেন। 'আশাকানন' সেই ইচ্ছার ফল। তবু তিনি স্বদেশকে সম্পূর্ণ ভুলিতে পারেন নাই, বাল্মীকির সাক্ষাতে দেশমাতার দুঃখ নিবেদন করিয়াছেন।

শশাঙ্কমোহন সেন 'বঙ্গবাণী' গ্রন্থের (১৯১৫) দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ. ৭-৯) এবং শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ 'হেমচন্দ্র' পুস্তকের (১৩২৭) দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ. ৪৪-৫৬) 'আশাকাননে'র বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন।

স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে 'আশাকাননে'র প্রথম সংস্করণ মাত্র দেখিয়াছি। গ্রন্থকারের জীবিতকালে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীভুক্ত 'আশাকাননে'র সহিত প্রথম সংস্করণের পাঠ মিলাইয়া আমাদের পাঠ প্রস্তুত করা হইয়াছে।

আশাকানন

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

আশাকানন একখানি সাঙ্গ-রূপক কাব্য। মানব-জাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিসকলকে প্রত্যক্ষীভূত করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। ইংরাজি ভাষায় এরূপ রচনাকে 'এলিগারি' কহে। প্রধান বিষয়কে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, তাহার সাদৃশ্যসূচক বিষয়ান্তরের বর্ণনা দ্বারা সেই প্রধান বিষয় পরিব্যক্ত করা, ইহার অভিপ্রেত। ইহা বাহ্যত: সাদৃশ্যসূচক বিষয়ের বিবৃতি; কিন্তু প্রকৃতার্থে গূঢ় বিষয়ের তাৎপর্য্যবোধক। এই ইংরাজি শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিতে পারে, এরূপ কোনও শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত নাই; এবং কোনও বিচক্ষণ পণ্ডিতের নিকট অবগত হইয়াছি যে, সংস্কৃত ভাষাতেও অবিকল প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। তবে আলঙ্কারিকেরা যাহাকে 'অপ্রস্তুত প্রশংসা' বলিয়া উল্লেখ করেন, যৌগিকার্থে তাহার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে; কিন্তু সাঙ্গ-রূপক শব্দ সম্যক্ অর্থবোধক হওয়াতে তাহাই ব্যবহার করা হইল।

প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল এই কাব্য লিখিত হয়। কিন্তু কবি নানা কারণে সঙ্কুচিত হইয়া পুস্তকখানি প্রচার করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন, সম্প্রতি তিনি আমার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ইহা প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এ প্রকার কাব্য সম্বন্ধে লোকের মতভেদ থাকিতে পারে; এবং অনেক স্থলে কবিগণের আশঙ্কাও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। হেম বাবুর সুললিত লেখনীবিনিঃসৃত কাব্যরসাস্বাদনে সর্ব্বসাধারণকে বঞ্চিত করা অকর্ত্তব্য মনে করিয়া আমি ইহার মুদ্রাঙ্কনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সর্ব্বথা ঈদৃশ কাব্য বঙ্গ-সাহিত্য হইতে বিলুপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

খিদিরপুর
১লা মে, ১৮৭৬

শ্রীউমাকালী মুখোপাধ্যায়

প্রথম কল্পনা

আশার সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয়, তাঁহার সঙ্গে আশাকাননে প্রবেশ।
ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে কর্ম্মক্ষেত্রাভিমুখে প্রাণিসংপ্রবাহ।

বঙ্গে সুবিখ্যাত দামোদর নদ
ক্ষীর সম স্বাদু নীর ;
বৃক্ষ নানা জাতি বিবিধ লতায়
সুশোভিত উভ তীর ;
বিন্ধ্যগিরি-শিরে জনমি যে নদ
দেশ দেশান্তরে চলে ;
সিকতা-সজ্জিত সুন্দর সৈকত
সুধৌত নির্ম্মল জলে ;
পবিত্র করিলা যে নদের কূল
সুকবি কঙ্কণ-কবি
ফুটায়ে কবিতা কুসুম মধুর
বাণীর প্রসাদ লভি ;
যে নদ নিকটে রসবিহ্বলিত
ভারত অমৃতভাষী
জনমি সুক্ষণে বাঁশীতে উন্মত্ত
করেছে গউড়বাসী।
সেই দামোদর তীরে এক দিন
অরুণ-উদয়ে উঠি,
দেখি শূন্যমার্গে ধরণী-শরীরে
কিরণ পড়িছে ফুটি ;
দশ দিশ ভাতি পড়িছে কিরণ
আকাশ মেঘের গায়,
হরিদ্রা লোহিত বরণ বিবিধ
গগনে চারু শোভায় ;

গগন-ললাটে চূর্ণ-কায় মেঘ
স্তরে স্তরে স্তরে ফুটে,
কিরণ মাখিয়া পবনে উড়িয়া
দিগন্তে বেড়ায় ছুটে।
পড়ে সূর্য্যরশ্মি দামোদর-জলে
আলো করি দুই কূল;
পড়ে তরু-শিরে তৃণ-লতা-দলে
রঞ্জিয়া প্রভাতী ফুল।
হেরি চারু শোভা ভ্রমি ধীরে তীরে
পরশি মৃদু পবন,
সংসার-যাতনে হৃদয় পীড়িত
চিন্তায় আকুল মন;
ভ্রমি কত বার কত ভাবি মনে,
শেষে শ্রান্তি-অভিভূত,
বসি চক্ষু মুদি কোন বৃক্ষতলে
ক্রমে তন্দ্রা আবির্ভূত;
ক্রমে নিদ্রাঘোরে অবসন্ন তনু
পরাণী আচ্ছন্ন হয়,
স্বপন-প্রমাদে সংসার-ভাবনা
পাসরিনু সমুদয়;
ভাবি যেন নব নবীন প্রদেশে
ক্রমশঃ কতই যাই,
আসি কত দূর ছাড়ি কত দেশ
কানন দেখিতে পাই;
অতি মনোহর কানন রুচির
যেন সে গগন-কোলে
কিরণে সজ্জিত ঈষৎ চঞ্চল
পবনে হেলিয়া দোলে,
বরণ হরিত বিটপে ভূষিত
সরল সুন্দর দেহ,

বৃক্ষ সারি সারি সাজায়ে তাহাতে
রোপিলা যেন বা কেহ।
শোভে বন-মাঝে বিচিত্র তড়াগ
প্রসারি বিপুল কায়;
মেঘের সদৃশ সলিল তাহাতে
দুলিছে মৃদুল বায়।
বারি শোভা করি কমল কুমুদ
কত সে তড়াগে ভাসে;
কত জলচর করি কলধ্বনি
নিয়ত খেলে উল্লাসে;
ভ্রমে রাজহংস সুখে কণ্ঠ তুলি,
মৃণাল উপাড়ি খায়;
রৌদ্র সহ মেঘ তড়াগের নীরে
ডুবিয়া প্রকাশ পায়;
তড়াগ-সলিলে প্রতিবিম্ব ফেলি
কত তরু পরকাশে;
হেলিয়া হেলিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ভাসে;
দুলিয়া দুলিয়া বায়ুর হিল্লোলে
তটেতে সলিল চলে;
উড়িয়া উড়িয়া সুখে মধুকর
বেড়ায় কমলদলে;
শ্যামা দেয় শীস্ বন হৃষ্ট করি,
ভ্রমে সে ললিত তান;
প্রতিধ্বনি তার পূরি চারি দিক্
আনন্দে ছড়ায় গান;
ঝরে সুমধুর কোকিল-ঝঙ্কার
সকল কাননময়,
মধুবৃষ্টি যেন ঘন কুহুরবে
শ্রুতি বিমোহিত হয়।

তড়াগের তীরে হেরি এক প্রাণী
বসিয়া সুদিব্যকায়া,
করেতে মুকুর হাসিতে হাসিতে
হেরিছে আপন ছায়া!
মনোহর বেশ নিরখি সে প্রাণী
ক্ষণেক নহে সুস্থির,
নেহারি মুকুর নিমিষে নিমিষে
আনন্দে যেন অধীর;
অপরূপ সেই মুকুরের শোভা
কত প্রতিবিম্ব তায়
পড়িছে ফুটিয়া হেরিছে সে প্রাণী
হইয়া বিহ্বল-প্রায়।
জিজ্ঞাসি তাহারে আসিয়া নিকটে
কিবা নাম কোথা ধাম,
বসিয়া সেখানে কি হেতু সেরূপে
করি কিবা মনস্কাম।
হাসিয়া তখন কহিলা সে প্রাণী
"আমারে না জান তুমি,
আশা মম নাম স্বরগে নিবাস
এবে এ নিবাস-ভূমি;
মানবের দুঃখে অমরের পতি
পাঠাইলা ভূমণ্ডলে;
দেবরাজ দয়া করিয়া মানবে
আমায় আসিতে বলে;
থাকি চিরকাল সুখে স্বর্গপুরে
ধরাতে কিরূপে আসি,
মরতে কেমনে স্বর্গের বিরহ
সহিব তাঁহে জিজ্ঞাসি;
শুনি শচীপতি করি আশীর্ব্বাদ
হাতে দিলা এ দর্পণ,

কহিলা 'দেখিবে ইথে যবে মুখ
পাবে সুখ তত ক্ষণ ;
যে পরাণী ইথে দেখিবে বদন
পাইবে অতুল সুখ,
যাও ধরাতলে তাপিলে হৃদয়
দর্পণে দেখিও মুখ' ;
তদবধি আমি আছি ভূমণ্ডলে
পুরী সৃজি এই স্থানে ;
মানবের দুঃখ নিবারি জগতে
জুড়াই তাপিতপ্রাণে ;
যখন হৃদয়ে স্বর্গের সৌন্দর্য্য
দেখিতে বাসনা হয়,
নিরখি দর্পণ তুষি সে বাসনা,
শীতল করি হৃদয়।
হেরি চিন্তা-রেখা ললাটে তোমার,
হবে বা তাপিত জন,
ভুলিবে যাতনা ভাবনা সকলি
এ পুরী কর ভ্রমণ।"
ছাড়িয়া নিশ্বাস কহিনু আশায়,
"কিবা এ নবীন স্থান
দেখাবে আমারে, দেখেছি অনেক,
নহে এ তরুণ প্রাণ।"
আশা কহে "তবু কভু ত সে পুরী
কর নাই পরিক্রম,
চল সঙ্গে মম, দেখ একবার,
ঘুচুক চিত্তের ভ্রম।
জানি যে কারণে তাপে চিত্ত তব,
যে বাসনা ধর মনে—
পুরাব বাসনা সকল তোমার,
প্রবেশ আমার বনে ;

দেখাব সেখানে কত কি অদ্ভুত,
কত কিবা অপরূপ,
দেখে নাই যাহা নয়নে কখন
স্বপনে কোন সে ভূপ ;
থাকিবে কাননে স্বরগে যেমন,
কাঁদিতে হবে না আর ;
শোক চিন্তা তাপ ভুলিবে সকল,
ঘুচিবে প্রাণের ভার।”
বচনে আশার পাইয়া আশ্বাস
পশ্চাতে তাহার সনে
যাই দ্রুতগতি হৈয়ে কুতূহলী
প্রবেশিতে সে কাননে।
আসি কিছু দূর দাঁড়াইলা আশা
হাসিয়া মধুর হাসি,
পরশি তর্জ্জনী মম আঁখিদ্বয়ে
কহিলা মৃদুল ভাষি ;
“হের বৎস, হের সম্মুখে তোমার
আমার কাননস্থল,
কাননের ধারে হের মনোহর
ধারা কিবা নিরমল।”
নিরখি সম্মুখে আশার কানন
প্রক্ষালিত ধারা-জলে ;
স্বচ্ছ কাচ যেন সলিল তাহাতে
উছলি উছলি চলে ;
কখন উথলি উঠিছে আপনি,
কখন হইছে হ্রাস,
মণি-পদ্ম কত, মণির উৎপল
ধারা-অঙ্গে সুপ্রকাশ ;
খেলে ধারা-নীরে তরী মনোহর
হীরকে রচিত কায়,

প্রাণী জনে জনে একে একে একে
কত যে উঠিছে তায় ;
বিনা কর্ণ দণ্ড ভ্রমে সে তরণী
খেয়া দিয়া ধারা-নীরে ;
উঠে ক্রমে তাহে প্রাণী যত জন
পরপারে রাখে ধীরে।
উঠে তরী'পরে প্রাণী হেন কত
যুবা বৃদ্ধ নারী নর,
মনোরথ-গতি খেলায় তরণী
ধারা-নীরে নিরন্তর।
গগনে যেমন দামিনীছটায়
কাদম্বিনী শোভা পায়,
প্রাণী সে সবার বদন তেমতি
প্রদীপ্ত সুখ-প্রভায়,
চিত-হারা হৈয়ে হেরি কত ক্ষণ
প্রাণী হেন লক্ষ লক্ষ
দশ দিক্ হৈতে আসে সেই স্থানে
তরণী করিয়া লক্ষ্য।
আশা কহে হাসি চাহি মুখপানে
"কি হের সম্বিদ্-হারা,
আমার কাননে প্রবেশে যে প্রাণী
তাহারই এমনি ধারা—
হের কিবা সুখ ভাতিছে বদনে,
নাচিছে হৃদয় কত ;
বাসনা-পীযুষ পানে মত্ত মন
চলে মাতোয়ারা মত ;
নন্দনে যেমন নিমেষে নূতন
নবীন কুসুম ফুটে,
নিমেষে তেমতি ইহাদের চিতে
নবীন আনন্দ উঠে ;

দেখেছ কি কভু কখন কোথাও
তরী হেন চমৎকার,
পরশে পরাণে বিনাশে বিরাগ,
ঘুচায় প্রাণের ভার ;
উঠ তরী'পরে, বুঝিবে তখন
এ কাননে কত সুখ ;
নন্দন-সদৃশ রচেছি কানন
ঘুচাতে প্রাণীর দুখ।"
এত কৈয়ে আশা ধরিয়া আমারে
তুলিলা তরণী'পর ;
অমনি সে ধারা- সলিল উথলি
চলে দ্রুত থর থর ;
দেখিতে দেখিতে পুরিয়া দু কূল
ছল ছল চলে জল ;
দেখিতে দেখিতে সলিল ঢাকিয়া
ফুটিল কত উৎপল ;
চলিল তরণী গতি মনোহর,
মধুর মুরলীধ্বনি
বাজিতে লাগিল সহসা চৌদিকে
তরীতে সদা আপনি ;
ভুলিলাম যেন এ বিশ্ব-ভুবন
করতলে স্বর্গ পাই।
চারি দিকে যেন মণিময় পুষ্প
নিরখি যেখানে চাই।
শুনি যেন কেহ কহে শ্রুতিমূলে
"দেখ রে নয়ন মেলি,
কলঙ্ক-বিহীন মানব-মণ্ডলী
ধরাতে করিছে কেলি ;
স্বর্গতুল্য এবে হয়েছে পৃথিবী,
স্বর্গের মাধুরীময়,

দ্বেষ, হিংসা, পাপ বর্জ্জিত পরাণী,
নির্ম্মল শুচিহৃদয়।”
হেরি যেন মর্ত্ত্যে তেমতি তরুণ,
তেমতি নবীন ভাব
ধরেছে মানব যে দিন বিধির
হৃদি-পদ্মে আবির্ভাব;
নাহি যেন আর সেই মর্ত্ত্যপুরী,
যেখানে দারিদ্র্য-শিখা
ভস্ম করে নরে, হুতাশ-অঙ্গারে,
অনলে যথা মক্ষিকা;
হৃদয়-মন্দিরে যেন অভিনব
কিরণ প্রকাশ পায়,
চুরি করা ধন, ফিরে যেন কাল
কোলে আনে পুনরায়;
কত যে হৃদয়ে আনন্দ-লহরী
উঠিল তখন মম,
ভাবিলে সে সব, এখনও অন্তরে
সহসা উপজে ভ্রম!
কত দূর আসি ভাসি হেন রূপে
তরণী হইল স্থির,
পরপারে আসি আশা সহ সুখে
উতরি ধারার নীর;
তরী হৈতে তীরে নামিয়া তখন
হেরি মনোহর স্থান;
বহিছে সতত শীতল পবন
বিস্তারি মধুর ঘ্রাণ;
তরু-ডালে ডালে পূর্ণ-প্রকাশিত
সুরভি কুসুমদল;
চন্দ্রমার জ্যোতি- সদৃশ কিরণে
উজ্জ্বল কাননস্থল;

পল্লবে বসিয়া পাখী নানা জাতি
মধুর কূজিত করে ;
নাচিয়া নাচিয়া গ্রীবা-ভঙ্গি করি
ময়ূর পেখম ধরে ;
কুহু কুহু কুহু কুহরে গলায়
কোকিল প্রমত্ত ভাব,
মুহু মুহু মুহু তনু-স্নিগ্ধকর
সুগন্ধ সুধার স্রাব ;
সরোবর-কোলে প্রফুল্ল কমল,
কুমুদ, কহ্লার ফুটে,
গুঞ্জরিয়া অলি কুসুমে কুসুমে
আনন্দে বেড়ায় ছুটে ;
চলেছে সেখানে প্রাণী শত শত
সদা প্রমুদিত প্রাণ,
সুমধুর সুরে পূরে বনস্থলী
আনন্দে করিয়া গান ;
কেহ বা বলিছে "আজ নিরখিব
কুমুদরঞ্জন শোভা,
উঠিবে যখন গগনেতে শশী
জগজন-মনোলোভা ;
আজি রে আনন্দে ধরিব হৃদয়ে
মধুর চাঁদের কর,
কোমল করিয়া কুসুম সে করে
রাখিব হৃদয়'পর ;
তাহার উপরে রাখিয়া প্রিয়ারে,
কত যে পাইব সুখ।
কখন হেরিব গগনে শশাঙ্ক,
কখন তাহার মুখ।"
কহে কোন জন বেণুরবে সুখে
"কোথা পাব হেন স্থান ;

জগত-দুর্লভ রাখিয়া এ নিধি
নিরখি জুড়াই প্রাণ!
দিলা যে গোঁসাই এ হেন রতন
যতনে রাখিতে ঠাঁই
ভূমণ্ডল মাঝে নিরজন হেন
নয়নে দেখিতে নাই।"
কেহ বা বলিছে "হায় কত দিনে
পাব সে কাঞ্চন-ফল;
নাহি রে সুন্দর দেখিতে তেমন
খুঁজিলে অবনীতল!
সে দুর্লভ ফল কি যে অপরূপ
দেখিতে কিবা সুন্দর,
বুঝি ক্ষিতিতলে অনুরূপ তার
নাহি কিছু সুখকর!
পাই দরশন নয়নে কেবল
না লভি আস্বাদ কভু,
হায় মধুময় কিবা সে আনন্দ,
কিবা সে আঘ্রাণ তবু;
না জানি সঞ্চয়ে পাব কত সুখ,
ঘুচিবে সকল ভয়,
কভু যদি পাই করিব পৃথিবী
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়;
ভাবনা কি ছার, ছার চিন্তা, রোগ,
সে ফল যদ্যপি মিলে,
বিনিময়ে তার জীবন পরাণী
ক্ষোভ নাহি বিকাইলে।"
চলে কত জন সুখে করে গীত,
বলে "কবে পাব যশ,
পরিয়া শিরেতে শোভিব উজ্জ্বল,
ধরণী করিব বশ;

পৃথিবী-ভিতরে দ্বিতীয় রতন
কে আছে তেমন আর—
হীরা মণি হেম চিকণ মৃত্তিকা,
কেবল যখের ভার।"
বাজিছে কোথাও জয় জয় নাদে
গম্ভীর দুন্দুভি-স্বর,
চলে প্রাণিগণ করিয়া সঙ্গীত
কম্পিত মেদিনী'পর।
বলে "প্রভাকর আজি কি সুন্দর
হেরিতে গগন-ভালে,
আজি মত্ত নদী মাতঙ্গ-বিক্রমে
হের কি তরঙ্গ ঢালে।
আজি রে প্রতাপ প্রভঞ্জন তোর
হেরিতে আনন্দ কত,
আজি ধরা তব হেরি অবয়ব
কিবা সুখ অবিরত।
তোল হৈম ধ্বজা গগনের কোলে
কেতনে বিদ্যুৎ জ্বাল—
লেখ ধরাতলে কৃপাণের মুখে
মানব জিনিবে কাল;"
বলিয়া সুসজ্জ তুরঙ্গ-উপরে
ভর করি কত জন,
চলে দ্রুতবেগে শাণিত কৃপাণ
করে করি আকর্ষণ।
দশ দিক্ হৈতে কত হেনরূপ
সঙ্গীত শুনিতে পাই;
হরষ উল্লাসে উন্মত্ত পরাণ
প্রাণী হেরি যত যাই।
যথা সে জাহ্নবী তরঙ্গ নির্ম্মল
ছাড়িয়া শিখরতল,

ভ্রমে দেশে দেশে শীতল বারিতে,
শীতল করি অঞ্চল ;—
ছোটে কল কল ধ্বনি নীরধারা
ধরণী পরশে সুখে,
বিবিধ পাদপ নানা শস্য ফল,
বিস্তৃত করিয়া বুকে ;
খেলে জলচর মীন নানা জাতি
সন্তরণ করি নীরে ;
পশু স্থলচর বিবিধ আকৃতি
সদা ভ্রমে সুখে তীরে ;
তীর-সন্নিহিত বিটপে বিটপে
পাখী করে সুখে গান ;
লতা গুল্মরাজি বিকাসে সৌরভ
প্রফুল্লিত করি প্রাণ ;
ভ্রমে তটে তীরে প্রাণী লক্ষ লক্ষ
সদা প্রমুদিত মন,
আনন্দিত মনে নীরে করে স্নান
সদা সুখে নিমগন ;—
যথা সে জাহ্নবী ভারত-শরীরে
বহে নিত্য সুখকর,
বহে নিত্য এথা নিরখি তেমতি
আনন্দ-সুধা-লহর।
দেখি শত পথে ছাড়ি শত দিক্
প্রাণিগণ চলে তায়,
যুবা বৃদ্ধ প্রাণী পুরুষ রমণী
ক্ষিতি পূর্ণ জনতায় ;
চলে থাকে থাকে কাতারে কাতার
পিপীলির শ্রেণী মত ;
অসংখ্য অসংখ্য প্রাণীর প্রবাহে
পরিপূর্ণ পথি যত।

নিরখি কৌতুকে চাহিয়া চৌদিকে
সাগরের যেন বালি—
চলে প্রাণিগণ ঢাকি ধরাতল,
চলে দিয়া করতালি ;
অশেষ উৎসাহ আনন্দ আশ্বাসে
সকলে করে গমন,
দেখিয়া বিস্ময়ে পূরিয়া আশ্বাসে
আশারে হেরি তখন ;
জিজ্ঞাসি তাহায় "এরূপ আনন্দে
প্রাণী সবে কোথা যায়,
কি বাসনা মনে চলে কোন্ স্থানে
কি ফল সেখানে পায় !"
আশা কহে শুনি হাসিয়া তখন
"চল বৎস, চল আগে,
প্রাণি-রঙ্গভূমি কর্ম্মক্ষেত্র নাম
নিরখিবে অনুরাগে ;
প্রাণী যত তুমি হের এই সব
সেইখানে নিত্য যায়,
বাসনা কল্পনা যাদৃশ যাহার
সেইখানে গিয়া পায়।
আশা-বাণী শুনি চলি দ্রুত বেগে,
আশা চলে আগে আগে,
আসি কিছু দূর দেখি মনোহর
পুরী এক পুরোভাগে।

দ্বিতীয় কল্পনা

[কর্ম্মক্ষেত্র—ছয় দ্বার—ছয় জন প্রহরী কর্ত্তৃক রক্ষিত—পুরী-পরিক্রম—প্রতি দ্বারে প্রহরীর আকৃতি ও প্রকৃতি দর্শন। ১ম দ্বারে শক্তি, ২য় দ্বারে অধ্যবসায়, ৩য় দ্বারে সাহস, ৪র্থ দ্বারে ধৈর্য্য, ৫ম দ্বারে শ্রম, ৬ষ্ঠ দ্বারে উৎসাহ—পুরীমধ্যে প্রবেশ—পুরী-দর্শন—পুরীর মধ্যভাগে যশঃশৈল।]

চৌদিকে প্রাচীর অপূর্ব্ব নগরী
পাষাণে রচিত কায়া,
নিরখি সম্মুখে বিশাল বিস্তৃত
প্রকাশিয়া আছে ছায়া ;
প্রাচীর-শিখরে প্রাণী শত শত
নিরখি সেখানে কত
বিচিত্র সুন্দর সামগ্রী ধরিয়া
ভ্রমে সুখে অবিরত ;
নিম্নদেশে প্রাণী করি ঊর্দ্ধ মুখ
কতই আকুল মন
চাহিয়া উচ্চেতে অধীর হইয়া
সদা করে নিরীক্ষণ—
রাজ-পরিচ্ছদ রাজ-সিংহাসন
সুবর্ণ রজত কায়,
প্রবাল মাণিক্য মণ্ডিত হীরক
কত দ্রব্য শোভা পায়।
আশা কহে "বৎস, অপূর্ব্ব এ পুরী
আমার কাননে ইহা,
প্রবেশে ইহাতে প্রাণী নিত্য নিত্য
মিটাতে প্রাণের স্পৃহা,
এ পুরী পশিতে আছে ছয় দ্বার,
ছয় দ্বারী আছে দ্বারে।
কেহ সে ইহাতে আদেশ বিহনে
প্রবেশিতে নাহি পারে ;

আ(ই)সে যত জন প্রবেশ-মানসে
সেই পথে করে গতি,
যে পথে যাহারে করিতে প্রবেশ
দ্বারী করে অনুমতি।
দ্বারে দ্বারে হের মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
আ(ই)সে প্রাণী কত জন,
একে একে সবে প্রতি দ্বারে দ্বারে
ক্রমশঃ করে ভ্রমণ।
চল দেখাইব এ পুরী তোমারে
আগে দেখ বড় দ্বার,
কিরূপ আকৃতি প্রকৃতি প্রহরী
গতি মতি কিবা কার।"
এত কৈয়ে আশা লইয়া আমায়
চলিল প্রথম দ্বারে;
নিরখি সেখানে যুবা এক জন
দাঁড়ায়ে দ্বারের ধারে;
দ্বার-সন্নিধানে প্রকাণ্ড মূরতি,
অচলের এক পাশে
সে যুবা পুরুষ ভুরু দৃঢ় করি
দাঁড়ায়ে দেখে উল্লাসে;
হেলিয়া পড়েছে অচল শরীর,
সে যুবা ধরিয়া তায়
তুলিছে ফেলিছে অবলীলাক্রমে
ভ্রূক্ষেপ নাহি কায়;
কভু সে অচলে ভ্রুকুটি করিয়া
যুবা হেরে মাঝে মাঝে,
নিহত কপোত নিক্ষেপি অন্তরে
নিরখে যেমন বাজে।
দেখিয়া যুবার বিচিত্র ব্যাপার
বিস্ময়ে নিস্পন্দ হই,

বাণীশূন্য হয়ে প্রমাদে ক্ষণেক
স্তম্ভিত ভাবেতে রই ;
পরে কুতূহলে চাহি আশা-মুখ,
আশা বুঝি অভিপ্রায়
কহে "শক্তিরূপ প্রাণি-রঙ্গভূমে
এই দ্বারে হের তায় ;
অসাধ্য ইহার নাহি এ ভুবনে
যাহা ইচ্ছা তাহা করে ;
অন্য দৈত্যকুলে মানবমণ্ডলী
পূজে এরে সমাদরে।"
কহিয়া এতেক হৈয়ে অগ্রসর
আসিয়া দ্বিতীয় দ্বার
আশা কহে "বৎস, দেখ এ দুয়ারে
প্রাণী এক চমৎকার।"
দ্বিতীয় দ্বারেতে নিরখি বসিয়া
বৃদ্ধ প্রাণী একজন,
করি হেঁট মাথা বালুস্তূপ পাশে
বালুকা করে গণন ;
গুণিয়া গুণিয়া শিখর-সদৃশ
করিয়াছে বালুরাশি,
আবার গুণিয়া লয়ে ভার ভার
ঢালিছে তাহাতে আসি ;
অন্য কোন সাধ অন্য অভিলাষ
নাহি কিছু চিত্তে তার,
অনন্য মানসে বালি গুণি গুণি
করিছে শৈল-আকার ;
অতি সাম্যভাব প্রকাশ বদনে
অণুমাত্র নাহি ক্লেশ,
অন্তরে শরীরে নহে বিকসিত
চাঞ্চল্য বিরক্তি লেশ।

আশা কহে "বৎস, ভুবনে প্রসিদ্ধ
ধরাতে সুখ্যাতি যার,
সে অধ্যবসায় প্রাণি-রঙ্গভূমে
চক্ষে দেখ এইবার।"

ক্রমে উপনীত তৃতীয় দুয়ারে
আসিয়া হেরি তখন,
দাঁড়ায়ে সে দ্বারে প্রাণী লক্ষ লক্ষ
করে দ্বারী-আরাধন;
মহা কোলাহল হয় সেই দ্বারে
শস্ত্রধারী সর্ব্বজন;
রবির আলোকে চমকে চমকে
অস্ত্রে অস্ত্র ঘরষণ;
নিরখি নির্ভীক পুরুষ জনেক
দ্বারেতে প্রহরী-বেশ,
অপাঙ্গ-ভঙ্গিতে বীর্য্য পরকাশি
চাহি দেখে অনিমেষ;
সম্মুখে উন্মত্ত কেশরী কুঞ্জর
করে ঘোরতর রণ,
নিমগ্ন ভাবেতে সেই বীর্য্যবান্
করে তাহা দরশন;
অটল শরীর আসি মধ্যস্থলে
দুই হাতে দোঁহে ধরে,
এক হাতে সিংহ, এক হাতে করী—
বেগ নিবারণ করে,
আবার উদ্রেক করিয়া উভয়ে
দেখে ঘোরতর রণ,
কেশরী কুঞ্জর লৈয়ে করে ক্রীড়া
মনসাধে অনুক্ষণ।
আশা কহে "দ্বারে দেখিছ যাহারে
সাহস তাহার নাম,

ইনি তুষ্ট যারে ধরা তুষ্ট তারে
মর্ত্ত্যে ব্যক্ত গুণগ্রাম।”
চতুর্থ দুয়ারে আশা আ(ই)সে এবে
কহে “বৎস, ধৈর্য্য দেখ,
প্রাণি-রঙ্গভূমে এর তুল্য প্রাণী
হেরিতে না পাবে এক,
দেখ কিবা ছটা বদনে প্রদীপ্ত
কিবা সে প্রশান্ত ভাব,
এ মূর্ত্তি যে ভাবে পবিত্র হৃদয়ে
করে নিত্য সুখলাভ।”
বিস্ফারিত-নেত্র নিরখি সে দ্বারে
স্থিরদৃষ্টি এক জন
শূন্যে দৃষ্টি করি অন্তরের বেগ
সদা করে সম্বরণ;
ঘিরিয়া চৌদিকে ভুজঙ্গ তাহারে
দংশন করিছে কত,
এক(ই) ভাবে সদা তবু সে পুরুষ
গ্রীবাদেশ সমুন্নত,
মুখে নাহি স্বর নয়ন অপাঙ্গে
নাহি ঝরে অশ্রুকণা;
নাহি বহে ঘন শ্বাস নাসারন্ধ্রে,
নহেক চঞ্চলমনা।
কতিপয় মাত্র প্রাণী সেই দ্বারে
প্রবেশ করিছে হেরি,
দূরে দাঁড়াইয়া প্রাণী শত শত
আছয়ে সে দ্বার ঘেরি;
হেরি অপরূপ প্রাণী দ্বারদেশে
সম্ভ্রমে সুধি আশায়,
সেরূপে সেখানে কেন সে বসিয়া
ফণী দংশে কেন গায়।

শুনিয়া বচন ধীর শান্তমতি
ধৈর্য্য সে তখন কয়
"শুন বলি কেন হেন দশা মম
কিরূপে উদ্ভব হয়।
অদৃষ্ট সৃজন করিয়া বিধাতা
ভাবিয়া আকুল প্রাণ,—
অতি মধুময় মাধুরীতে তার
সর্ব্ব অঙ্গ নিরমাণ ;
যা বলেন বিধি তখনি সে সাধে
যারে করে পরশন
দেব, দৈত্য, প্রাণী তখনি অমনি
বশীভূত সেই জন ;
কিন্তু অঙ্গে তার ভুজঙ্গের মালা
পরাণী দেখিয়া ত্রাসে,
নিকটে তাহার আপন ইচ্ছাতে
কেহ না কখন আসে ;
কি করেন বিধি ভাবিয়া অধীর
সৃজন বিফল হয়,
অদৃষ্টের কাছে প্রাণী কোন জন
সুস্থির নাহিক রয়।—
আমি দৈব-দোষে আসি হেন কালে
নিকটে করি গমন ;
না জানি যে বিধি কি ভাবিলা মনে
আমারে হেরি তখন ;
খুলি ফণিমালা অঙ্গ হৈতে তার
পরাইলা মম অঙ্গে,
কহিলা ভ্রমণ করিতে ভুবন
শরীরে বাঁধি ভুজঙ্গে ;
বিধাতার বাক্য না পারি লঙ্ঘিতে
ত্রিলোক ভুবনে ফিরি

ফণিমালা গলে, অঙ্গ বিষে জ্বলে,
দিবা নিশি ধীরি ধীরি;
ব্রহ্মাণ্ড ভুবনে নাহি পাই স্থান
সুস্থির পরাণে থাকি,
শেষে আশা-পুরে আসি সুস্থ কিছু
এরূপে দুয়ার রাখি।
দেখি সুকুমার মানস তোমার
এ পুরী-ভ্রমণে তাপ
পাও যদি কভু, আসিও নিকটে,
ঘুচাইব সে সন্তাপ।"
শুনি ধৈর্য্য-বাণী হৈয়ে চমৎকৃত
চলিনু পঞ্চম দ্বার;
নিরখি সেখানে প্রহরী জনেক
প্রাণী অতি খর্ব্বাকার,
বামন আকৃতি সেই ক্ষুদ্র প্রাণী
কোদালি করিয়া হাতে,
করিছে খনন ধরণী-শরীর
নিত্য নিত্য অস্ত্রাঘাতে,
খনন করিয়া তুলিছে মৃত্তিকা
রাশিতে রাখিছে একা,
কলেবরে স্বেদ ঝরিছে সতত,
বদনে চিন্তার রেখা।
শুনি সেই দ্বারে প্রাণি-কোলাহল
নিবিড় জনতা তায়,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রাণী প্রবেশিছে
পতঙ্গ কীটের প্রায়;
বসন-ভূষণ- বিহীন শরীর
ক্লেদ ঘর্ম্ম স্বেদ মলা,
অঙ্গে পরিপূর্ণ ক্ষুধা তৃষ্ণাতুর
কেশজাল তাম্রশলা।

নিরখি তাদের আক্লিষ্ট বদন
আশারে জিজ্ঞাসা করি,
কেন বা সে সব প্রাণী সেই দ্বারে
সেরূপ আকার ধরি।
আশা কহে "বৎস, অন্য কোন পথ
যে প্রাণী নাহিক পায়,
কর্ম্মক্ষেত্র-মাঝে এই দ্বারে তারা
প্রবেশ করিতে চায়;
শ্রম নামে দুঃখী শুনিয়াছ তুমি
নরে তুচ্ছ যার নাম,
সেই শ্রম এই হের মূর্ত্তি তার
কষ্টে সিদ্ধ মনস্কাম।"
শুনি আশা-বাণী দুঃখিত অন্তরে
নিকটে তাহার যাই,
বিনয়ে নিবৃত্ত করিয়া শ্রমেরে
বারতা ধীরে সুধাই;
সান্ত্বনা-বাক্যেতে হৈয়ে সুশীতল
কহে দ্বারী খেদস্বরে,
বলিতে বলিতে বক্ষঃস্থলে নিত্য
ঘর্ম্মবিন্দু ঘন ঝরে;
কহে "চিরদিন আমি এইরূপে
এই সে কোদালি ধরি,
ধরণী খনন করি অহরহ,
না জানি দিবা শর্ব্বরী,
প্রভাত ফুরায় আ(ই)সে অপরাহ্ণ
আবার প্রভাত হয়,
তবু ক্ষণকাল এ ক্ষিতি খননে
আমার বিরাম নয়,
দিবস যামিনী খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া
নিত্য যা সঞ্চয় করি,

যে মৃত্তিকা-রাশি পবনে উড়ায়
কিম্বা অন্যে লয় হরি ;
দশ বর্ষে যাহা তুলি আকিঞ্চনে
এক বাত্যাঘাতে নাশে,
না জানি কেন বা অদৃষ্টে আমার
এতই দুর্দ্দৈব আসে ;
আর আর দ্বারে দ্বারী হের যত
কেহ না বিঘ্ন পোহায়,
ধূলিমুঠি করে না করিতে তারা
সোনামুঠি হয়ে যায় ;
আমি যদি সোনা রাখি কণ্ঠে গাঁথি,
তখনি সে হয় ভস্ম,
শ্রমের ভাগ্যেতে নাই নাই শুধু,
কিবা অন্ত কি পরশ্ব ;
অই যে দেখিছ তব সঙ্গে আশা
কত কি করিবে দান,
বলিয়া আমারে আনিল এখানে
এবে সে দেখ বিধান।”
শুনি চাহি ফিরে আশার বদন
আশা ফিরাইয়া মুখ,
কহে “বৎস, চল যাই ষষ্ঠ দ্বারে,
অদৃষ্টে উহার দুখ।”
ফেলি দীর্ঘশ্বাস চলি আশা-সনে
অগ্রভাগে ষষ্ঠ দ্বার,
হেরি স্তম্ভপাশে ভীম মহাবল
প্রাণী সেথা চমৎকার ;
দাঁড়ায়ে দুয়ারে অতুল বিক্রমে
শূন্য পদে আছে স্থির,
করতলে ধরি আকাশ-মণ্ডল,
হুঙ্কার করে গম্ভীর ;

নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিছে সঘনে
অপরূপ তেজ তায়,
নিমেষে পরশে শরীর যাহার,
দেবশক্তি যেন পায়;
প্রাণিগণ আসি দ্বারে উপনীত
হয় নিত্য যেই ক্ষণ,
সে নিশ্বাস-বেগে আবর্ত্ত আকারে
প্রবেশে পুরে তখন;
যথা নদীগর্ভে ঘুরিতে ঘুরিতে
সলিল যখন চলে,
পড়িলে তাহাতে ভগ্নতরী-কাষ্ঠ
মুহূর্ত্তে প্রবেশে তলে,
এথা সেইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে
প্রাণী প্রবেশিছে তায়,
ক্ষণকাল স্থির কেহ দৃঢ় পদে
সেখানে নাহি দাঁড়ায়;
প্রাণীর আবর্ত্তে পড়িতে পড়িতে
আশা দৃঢ় করে ধরি
রাখিল আমারে স্তম্ভ-বহির্দ্দেশে
যতনে সুস্থির করি।
বিস্ময়ে তখন কৌতুক প্রকাশি
আশার বদন চাই,
আশা কহে "বৎস, না হও চঞ্চল
আছি সঙ্গে ভয় নাই;
এ মহাপুরুষ এই ষষ্ঠ দ্বারে
ভুবনে বিখ্যাত যিনি
উৎসাহ নামেতে অসম সাহস,
সেই মহাপ্রাণী ইনি।"
আশার বাক্যেতে উৎসাহ তখন
আনন্দে আগ্রহে অতি

বসায়ে নিকটে বলিতে লাগিল
সম্মুখে দেখায়ে পথি—
"এই পথে যাও কর্ম্মক্ষেত্র-মাঝে
না কর অন্তরে ভয়,
কে বলে ক্ষণিক মানব-জীবন ?
জগতে প্রাণী অক্ষয় ;
প্রাণি-রঙ্গভূমে ভ্রম তীব্র তেজে
শরীর অক্ষয় ভাব,
মৃত্যু তুচ্ছ করি জীবরঙ্গে মজি
দৈত্যের বিক্রমে ধাব ;
শৈবালের জল স্বপন-প্রলাপ
নহে এ মানব-প্রাণ,
কীট কৃমি তুল্য আহার শয়ন
আত্মার নহে বিধান ;
ব্রহ্মাণ্ড জিনিতে এ মহীমণ্ডলে
জীবাত্মা বিধির সৃষ্টি ;
সেই ধন্য প্রাণী, নিত্য থাকে যার
সেই পথে দৃঢ় দৃষ্টি ;
স্বকার্য্য সাধন নহে যত কাল
এ বিশ্ব-ভুবন মাঝে,
জ্ঞান বুদ্ধি বল ধন মান তেজ
দেহ প্রাণ কোন্ কাজে ;
ধিক্ সে মানবে এখনও না পারে
প্রাণ সঞ্চারিতে জীবে,
এখন(ও) কৃতান্তে না পারে জিনিতে
সংহারি সর্ব্ব অশিবে ;
কি কব এ তেজ সহিতে না পারে
নর-জাতি তেজোহীন,
নতুবা তাদের দেবতুল্য তেজ
করিতাম কত দিন।"

এত কৈয়ে ক্ষান্ত হইল উৎসাহ
নিশ্বাসে হুঙ্কার ছাড়ে ;
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রাণীর আবর্ত্ত
নিরখি আশার আড়ে ;
মুহূর্ত্তে শতেক সহস্র পরাণী
ঘুরিতে ঘুরিতে যায়,
দ্বারদেশে পশি তিলার্দ্ধেক কাল
ভূমিতে নাহি দাঁড়ায়।
বিস্ময়ে তখন আশার সংহতি
নগরে প্রবিষ্ট হই,
প্রবেশি নগরে ক্ষণকাল যেন
স্তম্ভিত হইয়া রই ;
পরে নিরীক্ষণ করি চারি দিকে
প্রাণী হেরি রঙ্গভূমে,
শত শত প্রাণী শত শত ভাবে
গতি করে মহা ধুমে ;
নিরখি কোথাও কেতন সুন্দর
বহুমূল্য বিরচিত ;
কোথাও চিত্রিত রঞ্জিত বসনে
ধরাতল সুসজ্জিত ;
কোথা চন্দ্রাতপ অভ্র-শোভাকর
বিস্তৃত গগনভালে ;
কোথা যবনিকা চিত্রিত দুকূল
আচ্ছাদিত হেমজালে ;
মুকুতা-জড়িত বসনে আবৃত
তুরঙ্গ কুঞ্জর কত
পথে পথে পথে ক্ষিতি ক্ষুব্ধ করি
গতি করে অবিরত ;
হীরক-মণ্ডিত যান শত শত
পথে পথে করে গতি ;

জনতার স্রোতে নগর প্লাবিত
রজঃপরিপূর্ণ পথি ;
কোথা বা সুন্দর হেম মণিময়
আসন সজ্জিত আছে ;
প্রাণী লক্ষ লক্ষ করি কর যোড়
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে ;
বসিয়া আসনে প্রাণী কোন জন
হেমদণ্ড করতলে,
আকাশ বিদীর্ণ, ঘন জয়ধ্বনি,
প্রাণিবৃন্দ কোলাহলে ;
হেরি স্থানে স্থানে বসি কত জন,
শিরস্ত্রাণে জ্বলে মণি,
ইঙ্গিতে কটাক্ষ হেলায় যে দিকে
সেই দিকে স্তবধ্বনি ;
কোথা বা সুসজ্জ তুরঙ্গম-পৃষ্ঠে
কেহ করে আরোহণ,
বান্ধিয়া কটিতে হিরণ্য-মণ্ডিত
অসি লগ্ন সারসন ;
কোটি কোটি প্রাণী ইঙ্গিত-কটাক্ষে
চৌদিকে ছুটিছে তার,
করিছে গর্জ্জন, অসি নিষ্কাসন,
ভীষণ ঘন চীৎকার ;
কোন দিকে পুনঃ হেরি কত বামা
অন্তরে ভাবিয়া সুখ
বাঁধিছে কবরী বিননী বিনায়ে,
হাসিরাশি মাখা মুখ ;—
কেহ বা কুসুমে পাতিছে আসন
কোমল ধরণীতলে,
বসিছে তাহাতে অন্তরে সুখিনী
সিঞ্চিয়া সুগন্ধি জলে ;

কেহ বা চিকণ পরিয়া বসন
করতলে মণিমালা
দুলাইছে ধীরে, বাজুতে ঘুংঘুর,
বাহুতে বাজিছে বালা ;
চলে কোন ধনী ধীরে ধীরে ধীরে
চারু কলা যেন শশী,
যুবা কোন জন আঁকে রূপ তার
ধীরে ধরাতলে বসি ;
চলে কোন বামা রাঙ্গা পদতল
পড়ে ধরণীর বুকে,
যুবা কোন জন কোমল বসন
সম্মুখে পাতিছে সুখে,
নিরখি কোথাও নারী কোন জন
বসিয়া ধরণীতলে,
কোলে সুকুমার হেরে শিশুমুখ
ব্যজন করি অঞ্চলে ;
প্রসন্ন-বদন দাঁড়ায়ে নিকটে
হৃদয়বল্লভ তার,
হেরে প্রিয়ামুখে, কভু শিশুমুখে
মৃদু হাসি অনিবার ;
হেরি কোনখানে প্রণয়ীর ক্রোড়ে
প্রমদা সোহাগে দোলে ;
শশচিহ্ন যথা পূর্ণ ষোল কলা
শোভে শশাঙ্কের কোলে ;
কোথাও দাঁড়ায়ে প্রাণী কোন জন,
ঘেরে তার চারি পাশ
চাতক যেমন আছে শত জন
বদনে প্রকাশ আশ ;
আনন্দে মগন সেই সুখী প্রাণী
ধরিয়া কাঞ্চনডালা,

পূরি করতল করে বিতরণ
বিবিধ রতন-মালা ;
তনয় তনয়া নিকটে যাহারা
বান্ধব যতেক জন,
বদন তাঁহার ভাবি শশধর
সুখে করে নিরীক্ষণ ;
কোথাও আবার ধূলি-ধূসরিত
সহস্র সহস্র প্রাণী
করিছে ক্রন্দন ভার-ভগ্ন দেহ
শিরে করাঘাত হানি ;
যুবা, বৃদ্ধ, শিশু স্বেদ-আর্দ্র বপু,
বসনবিহীন কায়,
অনশনে ক্ষীণ, শিরে কক্ষে ভার,
কত কোটি প্রাণী যায় ;
হাসে খেলে কত কাঁদে কত প্রাণী
ভাবে বসি কত জন,
কেহ অন্ধকারে, কেহ বা মাণিক-
কিরণে করে ভ্রমণ ;
কত অপরূপ, কত কি অদ্ভুত,
রহস্য এরূপ কত
দেখি চক্ষু মেলি প্রাণি-রঙ্গভূমে
চলিতে চলিতে পথ।

তৃতীয় কল্পনা

রত্নোদ্যান—আকাঙ্ক্ষা-ভবন—তন্নিবাসীদিগের নৃশংস ব্যবহার ও কঠোর রীতি নীতি।

চলিতে চলিতে হেরি এক স্থানে
অপূর্ব্ব নব অঞ্চল,
তরুশিরে ফল অতি মনোহর
কনকের পত্রদল।
ছুটেছে সে দিকে কত শত প্রাণী
কত শত আসি কাছে,
ফল পত্র হেরি তরুর শিখরে
ঊর্দ্ধমুখ হ'য়ে আছে।
কোথাও তরুতে ঝরিছে রজত
বহিছে সুরভি বাস,
প্রাণিগণ তায় ঘেরিয়া চৌদিকে
করিছে কত উল্লাস।
আশ্চর্য্য প্রকৃতি তরু সে সকল,
ঘুরিছে প্রদেশময়,
কভু মধ্যদেশে, কভু প্রান্তভাগে,
তিলেক সুস্থির নয়;
ভ্রমিছে তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে
প্রাণী হেরি কত জন,
তরু সরি সরি চলে যেই দিকে
সে দিকে করে গমন;
ভ্রমে কত তরু, ভ্রমে তরু-পার্শ্বে
প্রাণী হেন কত শত,
সদা ঊর্দ্ধশ্বাস, সদা ঊর্দ্ধবাহু,
অবিশ্রান্ত, অবিরত;
ভ্রমে ক্ষিপ্তপ্রায় পথে নাহি চায়
তরু না পরশে তবু,

ছুটিতে ছুটিতে ত্যজি নাভিশ্বাস
তরুমূলে পড়ে কভু।
কত তরু পুনঃ দেখি স্থানে স্থানে
স্থির হৈয়ে সেথা আছে ;
ঘোর বিসম্বাদ মহা গণ্ডগোল
হয় নিত্য তার কাছে ;
কত যে দুর্ব্বাক্য অশ্রাব্য কটূক্তি
সতত সেখানে হয়,
শুনিতে জঘন্য, ভাবিতে জঘন্য,
মুখেতে বক্তব্য নয়।
কোন প্রাণী যদি করে আকিঞ্চন
পরশিতে তরু-অঙ্গ,
আঘাত, চীৎকার, কতই প্রকার
কে দেখে সে প্রাণিরঙ্গ !
দেখিলে তখন সে সব বিকট
ক্রূরমতি ভয়ঙ্কর,
মনে নাহি লয় সেই সব জন
বসুন্ধরাবাসী নর।
সবার বাসনা উঠে তরু'পরে,
উঠিতে না পায় কেহ,
এমনি অদ্ভুত বিপরীত মতি
প্রাণীরা পিশাচদেহ ;
কেহ যদি কভু সহি বহু ক্লেশ
উঠে কোন তরু'পরে,
তখনি চৌদিকে শত শত জন
তারে আক্রমণ করে,
ফেলে ভূমিতলে পাদ পৃষ্ঠ ধরি
খণ্ড খণ্ড করে তূর্ণ,
নখ-দন্তাঘাতে নির্দ্দয় প্রহারে
অস্থি মুণ্ড করে চূর্ণ ;

আরোহী যে জনে না পারে ধরিতে,
অস্ত্রে কাটে হস্ত পদ,
এমনি বিষম বাসনা দুরন্ত
এমনি ঈর্ষা দুর্ম্মদ ;
তবু সে পরাণী উঠে তরুশিরে
আনন্দে কাঞ্চন বাঁধে ;
ফুটিয়া বসন থাকিয়া থাকিয়া
মণি-আভা নেত্র ধাঁধে ;
ছিন্ন হস্ত পদ কত প্রাণী হেন
হেরি সেথা তরু'পরে
উঠে অকাতরে কত তরু বাহি
ক্ষত অঙ্গে রক্ত ঝরে ;
সে রুধির-ধারা নাহি করে জ্ঞান
প্রাণী সে কাঞ্চন পাড়ে,
কনকের পাতা কনকের ফল
যতনে বসনে ঝাড়ে।
এইরূপে সেথা উঠে নিত্য প্রাণী,
কভু আইসে কোন জন
অতি দূর হৈতে সে প্রাণিমণ্ডলী
নিমিষে করি লঙ্ঘন ;
বিজুলির গতি উঠে তরু'পরে
কেহ না ছুঁইতে পায়,
তরুর শিখরে উঠেছে যখন
তখন সকলে চায়।
তরু হৈতে পুনঃ রতন পাড়িয়া
নামে শেষে ধরাতলে ;
তরুতলস্থিত প্রাণিগণ এবে
কেহ নাহি কিছু বলে ;
যায় দম্ভ করি দেখায়ে রতন
ভয়ে সবে জড়সড়,

না পারে ছুঁইতে না পারে চলিতে
চরণে যেন নিগড়।
বুঝিয়া তখন মম চিত্তভাব
আশা কহে "বৎস, শুন
ভেবো না বিস্ময় এই তরুদলে
এমনি আশ্চর্য্য গুণ—
ছলে কিম্বা বলে কিম্বা সে কৌশলে
যে পারে উঠিতে শিরে,
তাহারে এখানে কভু কেহ আর
পরশিতে নারে ফিরে;
অন্তরে দাঁড়ায়ে শ্বাপদ যেমন
গর্জ্জিবে তখন সবে;
অথবা নিকটে আসিয়া সত্বরে
পদধূলি তুলি লবে।"
জিজ্ঞাসি আশারে এত কষ্টে সবে
রতন সঞ্চয় করে;
কি বাসনা সিদ্ধি, কিবা মোক্ষপদ,
কোথা পায় পুনঃ পরে।
আশা কয় "এথা আসিতে আসিতে
দেখিলে যতেক জন
দিব্যাসনে বসি দিব্য মণি শিরে
অপূর্ব্ব শোভা ধারণ;
দেখিলা যতেক মাতঙ্গ ঘোটক
হেম রৌপ্যময় যান;
দেখিলা যতেক দাতা ভোক্তা প্রাণী
ভুঞ্জে সুখে পদ মান;
এই তরু শস্য পত্রাদি চয়ন
আগে করি গেলা তারা,
তাই সে এখন ভোগে সে ঐশ্বর্য্য
ধরাতে আশ্চর্য্য ধারা।"

বলিতে বলিতে আশা চলে আগে
পশ্চাতে পশ্চাতে যাই,
সে অঞ্চল মাঝে আসি এক স্থানে
চকিত অন্তরে চাই।
দেখি সেইখানে প্রাণী কত জন
ভ্রমিছে প্রমত্তভাব ;
দামিনীর ছটা মুখেতে যেমন
নিত্য হয় আবির্ভাব ;
করেতে উলঙ্গ করাল কৃপাণ
ঝকিছে তড়িদ্‌বৎ ;
নক্ষত্র-পতন- বেগেতে তাহারা
ছুটি ভ্রমে সর্ব্বপথ ;
কেহ অশ্ব'পরে করি সিংহনাদ
ঝড়গতি সদা ফিরে,
যেন অভিলাষ গগনমণ্ডল
আকর্ষণ করি চিরে ;
কেহ চলে দম্ভে উন্মত্ত কুঞ্জরে
ক্ষিতি কাঁপে টল টল,
বৃংহতি-নির্ঘোষ ছাড়িয়া কর্কশ
চলে দর্পে মদকল ;
কেহ মত্তমতি ধায় পদব্রজে
তরঙ্গ যে ভাবে ধায়,
তুলি দীপ্ত অসি ঘন, শূন্যপথে,
বজ্রধ্বনি নাসিকায় ;
হেন মত্তভাব প্রাণী সে সকল
ভ্রমে নিত্য সেই স্থানে,
পদতলে দলি ক্ষুব্ধ ধরাতল
গগনে কটাক্ষ হানে ;
নিরখি সেখানে কাচ-বিনির্ম্মিত
কত চারু অট্টালিকা—

চারু শুভ্র ভাতি প্রভা মনোহর
প্রকাশে যেন চন্দ্রিকা ;
হৈম ধ্বজদণ্ডে শত শত ধ্বজা
শ্বেত রক্ত নীল পীত
অট্টালিকা-চূড়ে উড়িছে সতত
গগন করি শোভিত।
ছুটিতে ছুটিতে প্রাসাদ নিকটে
সবে উপনীত হয়,
না চিন্তি ক্ষণেক করে আরোহণ
চিত্তে ত্যজি মৃত্যুভয়।
প্রাসাদ-শরীরে প্রাণীর শৃঙ্খল
আরোপিত কাঁধে কাঁধে,
লম্ফে লম্ফে এরা সে প্রাণি-শৃঙ্খলে
শিখরে উঠে অবাধে ;
উঠে যত দূর ক্রমে গৃহচূড়া
উঠে তত শূন্য ভেদি ;
অসম সাহসে প্রাণী সে সকল
উঠে অভ্র-অঙ্গ ছেদি ;
উঠে যেন ক্রমে দূর অন্তরীক্ষে
আকাশে মিলিত হয় ;
ঘেরি যেন দেহ সৌদামিনী সহ
জলদ সুস্থির রয়।
কোন বা প্রাসাদ মাঝে মাঝে কভু
অতি গুরুতর ভারে
পড়ে ভূমিতলে বিচ্ছিন্ন হইয়া
চূর্ণ কাচ চারি ধারে ;
প্রাণীর সোপান, আরোহী সে জন,
কাচ-বিনির্ম্মিত গেহ
নিমিষে অদৃশ্য নাহি থাকে কিছু,
নাহি থাকে প্রাণী কেহ।

না পড়ে যাহারা উঠিয়া শিখরে,
ঘন সিংহনাদ ছাড়ে ;
পড়িছে প্রাসাদ চারি দিকে যত
নিরখি আনন্দ বাড়ে।
সে প্রাসাদমালা উপরে আশ্চর্য্য
প্রাণী এক হেরি ভ্রমে,
বিজুলির লতা ক্রীড়া করে যেন
প্রাসাদশিখরে ক্রমে।
আরোহী প্রাণীরা নিকটে আইলে
মুকুট তুলিয়া ধরে ;
অধৈর্য্য হইয়া প্রাণী সে সকল
কিরীট শিরেতে পরে ;
পরিয়া উজ্জ্বল কিরীট মস্তকে
বেগে নামে ধরাতলে ;
ছাড়িয়া হুঙ্কার কাঁপায়ে মেদিনী
মহাদম্ভ তেজে চলে ;
বলে গর্ব্ব করি "পৃথিবী সৃজন
বল সে কাহার তরে,
না যদি সম্ভোগ করিবে এ ধরা
কেন বিধি সৃজে নরে।
সুর-বীর্য্য ধরি যে আসে মহীতে
তাহারি উচিত হয়
ভুঞ্জিতে ধরাতে ঐশ্বর্য্য প্রতাপ,
পশু যারা ভাবে ভয়।
ধর্ম্ম লৈয়ে ভাবে পাবে কর্ম্ম-ফল
পাবে মোক্ষপদ, হায়!
মর্ত্ত্যে ইন্দ্রালয় করিতে পারিলে
স্বর্গপুরী কেবা চায়।"
হেন গর্ব্বভাব চলে দর্প করি
প্রাণী সে সকল হেরি,

অশ্রুত নয়নে শত শত প্রাণী
চলে চারি দিক্ ঘেরি ;
কেহ বলে কোথা জনক আমার,
কেহ বলে ভ্রাতা কই,
কেহ বলে ফিরে দেও ধরানাথ
নাহি সে সম্বল বই।
এইরূপে কত রমণী বালক
ক্রন্দন করিয়া ধীরে,
গলবস্ত্র হয়ে চলে কৃতাঞ্জলি
সঙ্গে সঙ্গে সদা ফিরে।
না শুনে সে বাণী সে ক্রন্দনস্বর
সে প্রাণী শার্দ্দূল-প্রায়
অসি হেলাইয়া চমকে চমকে
উন্মত্ত ভাবেতে ধায় ;
যে পড়ে সম্মুখে কি পুরুষ নারী
কিবা বৃদ্ধ শিশু প্রাণী
খণ্ড খণ্ড করে তখনি সে জনে
শাণিত কৃপাণ হানি।
দেখিলাম কত শিশু এইরূপে
কত যে অনাথা নারী
করিল বিনাশ সদা-মত্ত-মন
সেই সব অস্ত্রধারী ;
নাহি করে দয়া প্রাণে নাহি মায়া
কত প্রাণী হেন বধে,
কমল-কোরক শুণ্ডেতে ছিঁড়িয়া
হস্তী যেন চলে মদে ;
কেহ উত্তরাস্তে কেহ বা পশ্চিমে
পূর্ব্ব দিকে কোন জন,
দেখি সেই সব উন্মত্ত পরাণী
দাপটে করে গমন ;

উত্তর পশ্চিমে প্রাণী দুই এক
কিঞ্চিৎ সঙ্কোচে যায়,
কেশরি-গর্জ্জনে পূর্ব্ব দিকে হায়
ছুটে কত মহাকায়।
দেখিয়া তখন হৃদয়ে যেমন
রুধির হইল জল;
যেন বিষপানে জ্বলিল পরাণ,
দেহ হৈল শূন্যবল।
কহিনু আশায় এই কি তোমার
আনন্দ-কানন-স্থান!
আসিলে এখানে জুড়ায় তাপিত
হৃদয় শরীর প্রাণ!
ঈষৎ লজ্জিত ভাবে কহে আশা
"শুন রে বালকমতি,
আমার সেবক প্রাণী যত এথা
এ নহে তাদের গতি;
দুরাকাঙ্ক্ষা নামে দুরাত্মা পরাণী
কখন পশে এথায়,
দুর্দ্দম প্রতাপ দাপট তাহার,
নিবারিতে নারি তায়;
ভুলাইয়া প্রাণী ফেলয়ে কুপথে
অহি সম পূর্ণ-ছল,
বারেক যাহারে সে জন পরশে
করে তারে করতল;
নাহি থাকে আর অধিকার মম
সে প্রাণী পশ্চাতে ধায়,
নাহি জানি পরে হয় কিবা গতি
বৃথা সে দোষ আমায়;
চল এই দিকে দেখিবে সেখানে
কিবা এ পুরী-মহিমা,

কেন এত জন প্রবেশে পুরীতে
ভাবিয়া এত গরিমা।"
আমি কহি, চল ওই দিকে যাই
শুনি যেন কোলাহল,
নিরখিব কিবা কেন কোলাহল
হয় পুরি সে অঞ্চল।
অনেক নিষেধ করিলা আমারে
সে পথে যাইতে আশা;
তবু কোন ক্রমে সম্বরিতে নারি
পরাণীর সে পিপাসা।
অনন্ত-উপায় শেষে আশা মোরে
লইয়া সে দিকে যায়;
নিকটে আসিয়া অতি ধীরে ধীরে
প্রচ্ছন্ন ভাবে দাঁড়ায়।
দেখি সেইখানে তনু অস্থিসার
প্রাণী এক বৃদ্ধ জরা;
শত গ্রন্থিময় বস্ত্র ধূলিপূর্ণ
মলিন বপুতে পরা;
ধূলিপিণ্ডবৎ খাদ্য কিছু হাতে,
কণা কণা করি তায়
বাঁটিছে সকলে চারি দিকে প্রাণী
ঘোর কোলাহলে ধায়;
ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল সদৃশ ছুটিছে
যুবা বৃদ্ধ কত প্রাণী,
বিলম্ব না সয় বণ্টন করিতে
কাড়ি লয় বেগে টানি;
ক্ষুধানলে জলে জঠর সবার
কি করে অন্নের কণা,
পরস্পরে সবে করে কাড়াকাড়ি,
নিবারে ক্ষুধা আপনা।

কত যে করুণ শুনি ক্ষুণ্ণ স্বর
কত খেদবাক্য হায়!
শুনে স্থির-চিত্তে বারেক যে জন
জনমে না ভুলে তায়।
দেখিলাম আহা কত শিশুমুখ
বিশুষ্ক পুষ্পের মত,
কত অন্ধ খঞ্জ রমণী দুর্ব্বল
চেয়ে আছে অবিরত;
অশ্রুজলে ভাসে গণ্ড বক্ষঃস্থল
জনতা ভেদিতে চায়,
নিকটে যে আসে অন্নকণা লৈয়ে
লালচে নেহারে তায়।
হায় কত জন অধীর ক্ষুধায়
নিরখি সেখানে ধায়,
দুর্ব্বল অবলা শিশু হস্ত হৈতে
অন্ন কাড়ি লয়ে খায়।
সে প্রাণিমণ্ডলী কত যে অধৈর্য্য
কত যে কাতরে আসে
করিয়া চীৎকার মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
সেই বৃদ্ধ প্রাণী পাশে।
কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ন কণা কণা
বণ্টন করে সে প্রাণী,
নিত্য খিন্ন ভাব সদাই আক্ষেপে
অতি কষ্টে কহে বাণী—
কেন রে সকলে আ(ই)স এইখানে
কোথা আর অন্ন পাব,
বিধির বঞ্চনা! তোদের লাগিয়া
বল আর কোথা যাব;
এ পুরী-ভিতরে নাহি হেন স্থান
না করি যেথা ভ্রমণ;

নাহি হেন বৃত্তি 	চৌর্য্য কিম্বা ছল
	না করি যাহা ধারণ ;
তবু নাহি ঘুচে 	কাঙ্গালের হাল
	কি কব কপাল দুষ্ট ;
কোথা পাব বল 	আহার তোদের
	বিধাতা আমারে রুষ্ট ;
কেন এ পুরীতে 	করিস প্রবেশ
	ভুঞ্জিতে এ হেন ক্লেশ,
প্রাণিরঙ্গভূমি 	ধনীর আশ্রয়,
	নহে কাঙ্গালের দেশ ।
তাপিত অন্তরে 	কহিনু আশায়
	আর না দেখিতে চাই,
এ পুরী মহিমা 	গরিমা যতেক
	এখানে দেখিতে পাই,
দেও দেখাইয়া 	বাহিরিতে দ্বার
	পুনঃ যাই সেই স্থান ;
আসি যেথা হৈতে, 	দেখিয়া এ সব
	অস্থির হয়েছে প্রাণ ।
মধুর বচনে 	আশা কহে "কেন
	উতলা হইছ এত,
দেখাইব তোর 	বাসনা যেরূপ
	যেবা তব অভিপ্রেত ;
কর্ম্মভূমি নাম 	শুন এ নগরী
	কর্ম্মগুণে ফলে ফল,
বালমতি তুমি 	বুঝিনু তোমার
	অন্তর অতি কোমল ;
কঠিন ধাতুতে 	নির্ম্মিত যে প্রাণী
	সেই বুঝে রঙ্গ এর ;
প্রাণিরঙ্গভূমে 	ভ্রমিতে আপনি
	বিরিঞ্চি ভাবেন ফের ;

চল এই দিকে তব মনোমত
পদার্থ দেখিতে পাবে,
এ পুরী-ভ্রমণ কৌতুক-লহরী
তখন নাহি ফুরাবে।"
এত কৈয়ে আশা চলে আগে আগে
সভয়ে পশ্চাতে যাই;
আসি কিছু দূর পুরী-মধ্যভাগে
অচল দেখিতে পাই।

চতুর্থ কল্পনা

যশঃশৈল—নিম্নভাগে প্রাণিসমাগম—আরোহণ-প্রথা—ভিন্ন ভিন্ন শিখর দর্শন—ভিন্ন ভিন্ন যশস্বী প্রাণিমণ্ডলীর কীর্ত্তিকলাপ দর্শন—বাল্মীকির সহিত সাক্ষাৎ।

নিকটে আসিয়া নিরখি সুন্দর
অপূর্ব্ব শিখর-শ্রেণী;
শিখরে শিখরে কনক প্রদীপ
যেন কিরণের বেণী।
শৈল চারি দিকে তৃষিত নয়ন
প্রাণী লক্ষ লক্ষ জন,
কুসুমে গ্রথিত মাল্য মনোহর
শূন্যে করে উৎক্ষেপণ;
ঘন ঘন ঘন হয় জয়ধ্বনি
ক্ষণেক নাহি বিশ্রাম,
যেন ঊর্ম্মিরাশি জলরাশি-অঙ্গে
গতি করে অবিরাম।
প্রাণিবৃন্দ আসি একে একে সবে
ক্রমে শৈলতলে যায়;
চূড়াতে জ্বলিছে মাণিকের দীপ
সঘনে দেখিছে তায়।

সে অচলে হেরি যেরি চারি দিক্
প্রাণী আরোহণ করে ;
আমূল শিখর শৈল-অঙ্গে প্রাণী
অপরূপ শোভা ধরে !
চলে ধীরে ধীরে শিরে শিরে শিরে
অঙ্গে অঙ্গে পরশন,
অবিরত স্রোত প্রাণীর প্রবাহ
কৌতুকে করি দর্শন ;
শিলাতে শিলাতে পদ রাখি ধীরে
উঠিছে পরাণীগণ,
উঠিতে উঠিতে পড়ে কত জন
স্খলিত হৈয়ে চরণ ;
বটফল যথা বৃক্ষ হ'তে সদা
খসিয়া পড়ে ভূতলে ;
এথা সেইরূপ প্রাণী নিত্য নিত্য
খসিয়া পড়ে অচলে।
পড়িয়া উঠিতে কেহ নাহি পারে
কেহ বা আরোহে পুনঃ ;
সে প্রাণী-প্রবাহ অবিচ্ছেদ গতি
কখন না হয় ঊন।
লৈয়ে নিজ নিজ যে আছে সম্বল
উঠিছে যতনে কত ;
শিখরে শিখরে কনক-প্রদীপ
নেহারে সুখে সতত।
উঠে প্রাণিগণ দীপ লক্ষ্য করি
শীত গ্রীষ্ম নাহি জ্ঞান।
মন্ত্র করি সার দেহ ভাবি ছার
পণ করি নিজ প্রাণ।
কাহার মস্তকে মণি-মুক্তারাশি
উপাধি কাহার শিরে,

কাহার সম্বল নিজ বুদ্ধি বল
অচলে উঠিছে ধীরে ;
গ্রন্থ রাশি রাশি লৈয়ে কোন জন
কার করতলে তুলি,
কেহ বা ধরিছে যতনে কক্ষেতে
কাব্যগ্রন্থ কতগুলি,
কেহ বা রূপের ডালা লৈয়ে শিরে
চলেছে সুরূপা নারী ;
চলেছে গায়ক নাটক, বাদক,
বীণা বেণু আদি ধারী।
উঠিতে বাসনা করে না অনেকে
আসিয়া ফিরিয়া যায়,
নীচে হৈতে শূন্যে ফেলি ফুল-মালা
সেই অচলের গায় !
বহু জন পুনঃ করিয়া প্রয়াস
উঠিছে অচল-দেশে,
পাই বহু ক্লেশ ফিরিয়া আবার
নামিয়া আসিছে শেষে !
জিজ্ঞাসি আশারে প্রাণিরঙ্গভূমে
কিবা হেরি এ অচল ;
আশা কহে "বৎস, যশঃশৈল ইহা
অতি মনোরম্য স্থল।"
বাড়িল কৌতুক উঠিতে শিখরে
আনন্দে আগ্রহে যাই ;
আগে আগে আশা চলিল সম্মুখে
অচলে পথ দেখাই।
উঠিতে উঠিতে শুনি শূন্য'পরে
সুমধুর ধ্বনি ঘন,
মস্তক উপরে ঘুরিয়া যেমন
সতত করে ভ্রমণ,

যেন শত বীণা বাজিছে একত্রে
মিলিত করিয়া তান,
শ্রবণে প্রবেশ করিলে তখনি
পুলকিত করে প্রাণ।
শূন্যে দৃষ্টি করি রোমাঞ্চ শরীর,
বিস্ময় ভাবিয়া চাই,
কিবা কোন যন্ত্র, কিবা বাদ্যকর,
কিছু না দেখিতে পাই।
হাসি কহে আশা "বৃথা আকিঞ্চন,
দৃষ্টি না হইবে নেত্রে ;
এ মধুর ধ্বনি নিত্য এইরূপে
নিনাদিত এই ক্ষেত্রে ;
বীণা কি বাঁশরি কিম্বা কোন যন্ত্র
নিঃসৃত নহেক স্বর,
স্বতঃ বিনির্গত সুললিত সদা,
ভ্রমে নিত্য গিরি'পর,
সদা মনোহর বায়ুতে বায়ুতে
বেড়ায় ঝঙ্কার করি,
কমলের দল বেষ্টিয়া যেমন
ভ্রমর ভ্রমে গুঞ্জরি।"
শুনিতে শুনিতে আশার বচন
ক্রমশ অচলে উঠি,
যত ঊর্দ্ধে যাই তত সুমধুর
ধ্বনি ভ্রমে সেথা ছুটি।
ছাড়ি অধোদেশ উঠিনু যখন
মধ্যভাগে গিরিকায় ;
শরীর পরশি ধীরে ধীরে ধীরে
বহিল মৃদুল বায়।
সে বায়ুতে মিশি সুমধুর ঘ্রাণ
করিল আমোদময় ;

যেন সে অচল সুরভি-মধুর
সৌগন্ধে ডুবিয়া রয়।
অগুরু চন্দন জিনিয়া সে গন্ধ
পুষ্পগন্ধ যেন মৃদু;
মরি কি মধুর মনোহর যেন
দেবের বাঞ্ছিত মধু!
ভ্রমিছে সে গন্ধ ঘেরিয়া অচল
প্রতি শিখরের চূড়ে;
ছুটিছে পবনে সে ঘ্রাণ নিয়ত
কতই যোজন যুড়ে;
নাহি হয় হ্রাস ক্রমে যত যাই
ক্রমে বৃদ্ধি তত হয়,
নাসারন্ধ্র যেন ঘ্রাণ পূর্ণ করি
প্রাণ করে মধুময়।
সেই গন্ধে মজি শুনি সেই ধ্বনি
ভ্রমি সে অচল'পরে;
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কত কি অদ্ভুত
দেখি চক্ষে সুখভরে;
নিরখি তাহার কোন বা শিখরে
প্রাণী বসি কোন জন
অসুর-অসাধ্য অসম্ভব ক্রিয়া
নিমেষে করে সাধন;
কোন গিরিচূড়ে বসি কোন প্রাণী
মণিদণ্ড হেলাইছে,
ক্ষণপ্রভা তার বশবর্ত্তী হৈয়ে
চরাচর ঘুরিতেছে;
কোন বা শিখরে বসি কোন জন
তোলে ভোগবতী-জল;
কেহ বা করেতে আকর্ষণ করি
ঘুরায় বিশ্বমণ্ডল;

কেহ বা নক্ষত্র, গ্রহ, ধূমকেতু,
ধরিয়া দেখায় পথ,
লক্ষ্য করি তাহা শূন্য মার্গে উঠে
ভ্রমে সবে চক্রবৎ ;
কেহ বা ভেদিয়া সূর্য্যের মণ্ডল
আচ্ছাদন খুলে ফেলি
আনন্দে দেখিছে বাষ্প সরাইয়া
নিবিড় বিদ্যুত-কেলি ;
কেহ শূন্য হৈতে পাড়ি চন্দ্র তারা
করতলে রাখে ধরি,
পুনঃ ছাড়ি দেয় সর্ব্ব অঙ্গ তার
সুখে নিরীক্ষণ করি ;
দেখি কোন চূড়া উপরে বসিয়া
সুদিব্য-মূরতি প্রাণী
তন্ত্রী বাজাইয়া মনের আনন্দে
ঢালিছে মধুর বাণী ;
কোন শৃঙ্গে হেরি প্রাণী কোন জন,
মস্তকে কাঞ্চনময়
জ্বলিছে মুকুট, শিখর উপরে
হয় যেন সূর্য্যোদয় ;
হেরি দিব্য মূর্ত্তি দিব্যাসনোপরে
প্রাণী বৈসে কোথা সুখে,
ধক্ ধক্ করি হীরা-খণ্ড সদা
প্রদীপ্ত হইছে বুকে ;
হেরি কত ঋষি স্থির শান্ত ভাব
বসিয়া অচল-অঙ্গে
গ্রন্থ করে পাঠ যেন ধ্যান ধরি
ভাসিছে ভাব-তরঙ্গে।
হেরি অপরূপ অচল-প্রকৃতি
প্রাণিগণ যত উঠে,

ছাড়ি মধ্যদেশ স্থির হয় যেথা
সেইখানে পদ্ম ফুটে ;
তখনি শিখরে হয় শৃঙ্গনাদ
দশ দিক্ শব্দে পুরে,
অচল-শরীর কাঁপায়ে নিনাদ
প্রবেশে অমরপুরে।
প্রাণী সেই জন এবে দিব্য মূর্ত্তি
বৈসে চারু পুষ্প'পর ;
উঠে অন্য যত সে অচল-অঙ্গে
পূজে তারে নিরন্তর।
স্তবকে স্তবকে সে ভূধর-অঙ্গে
কত হেন পদ্মফুল
উপরে উপরে দেখিলাম রঙ্গে
কৌতুকে হৈয়ে আকুল।
বিস্ময়ে তখন জিজ্ঞাসি আশারে,
আশা মৃদু ভাষে কয়
"ত্যজে জীবলীলা প্রাণী যে এখানে
এই ভাবে এথা রয় ;
প্রাণিরঙ্গভূমে জানাতে বারতা
হয় শূন্যে শৃঙ্গনাদ ;
শিখর-উপরে আ(ই)সে দেবগণ
করিয়া কত আহ্লাদ।
এই যে দেখিছ প্রাণী যত জন
পদ্মাসনে আছে বসি,
ধরার ভূষণ প্রলয়ে অক্ষয়,
মানব-চিত্তের শশী ;
দেখ গিয়া কাছে তব পরিচিত
প্রাণী এথা পাবে কত,
বদন হেরিয়া করিয়া আলাপ
পূর্ণ কর মনোরথ।"

একে একে আশা কাণে কহি নাম
চলিল দেখায়ে রঙ্গে ;
পুলকিত তনু দেখিতে দেখিতে
চলিনু তাহার সঙ্গে ।
ব্যাস, কালিদাস, ভারবি প্রভৃতি
চরণ বন্দনা করি,
শঙ্কর আচার্য্য, খনা, লীলাবতী
মূর্ত্তি হেরি চক্ষু ভরি ;
উঠিনু সেখানে যেখানে বসিয়া
বাল্মীকি অমর-প্রায়
আনন্দে বাজায়ে সুমধুর বীণা
শ্রীরাম-চরিত গায় ।
দেখিয়া আমারে অমর ব্রাহ্মণ
দয়ার্দ্র-মানস হৈয়ে ;
দিল পদধূলি স্বদেশী জানিয়া
আশু শিরস্ত্রাণ লৈয়ে ;
জিজ্ঞাসিল ত্বরা অযোধ্যা-বারতা
কেবা রাজ্য করে তায় ;
ভারতীর পুত্র কেবা আর্য্যভূমে
তাঁহার বীণা বাজায় ;
কোন্ বীরভোগ্যা এবে আর্য্যভূমি,
কোন্ ক্ষত্রী বলবান্
দৈত্য রক্ষঃকুল করিয়া দমন
রক্ষা করে আর্য্যমান ;
কোন্ আর্য্যসুত যশঃ-প্রভাগুণে
স্বদেশ উজ্জ্বলমুখ ;
দ্বিতীয় জানকী হৈয়ে কোন্ নারী
স্নিগ্ধ করে পতি-বুক ;
কেবা রক্ষা করে বেদবিধি ধর্ম্ম
কোন্ বুধ মহামতি

ব্রাহ্মণ-কুলের তিলক-স্বরূপ
সাধন করে উন্নতি;
কত এইরূপ জিজ্ঞাসে বারতা
সুধাইয়া বারম্বার;
কি দিব উত্তর ভাবিয়া না পাই
চক্ষে বহে নীরধার।
হেরে অশ্রুধারা করুণ বাক্যেতে
ঋষি অতি ব্যগ্রমন
আগ্রহে আবার অতি সযতনে
কৈলা মোরে সম্ভাষণ।
কহিনু তখন কি বলিব ঋষি
কি দিব সম্বাদ তার—
তোমার অযোধ্যা তোমার কোশল
সে আর্য্য নাহিক আর;
ডুবেছে এখন কলঙ্ক-সলিলে
নিবিড় তমসা তায়;
সে ধনু-নির্ঘোষ সে বীণা-ঝঙ্কার
আর না কেহ শুনায়,
নিস্তেজ হয়েছে দ্বিজ ক্ষত্রীকুল
বেদ ধর্ম্ম সর্ব্ব গিয়া,
ভাসে পুণ্যভূমি অকূল পাথারে
পরমুখ নিরখিয়া;
সে বচন শুনি আর্য্য-ঋষিমুখ
ধরিল যে কিবা ভাব,
কি যে ভয়ঙ্কর ধ্বনি চতুর্দ্দিকে
আর্য্য-মুখে ঘন স্রাব,
ভাবিতে সে কথা এখন(ও) হৃদয়
ভয়েতে কম্পিত হয়,
অন্তরে অঙ্কিত রবে চিরদিন
বাণীতে প্রকাশ্য নয়।

যত ছিল সেথা আর্য্যকুলোদ্ভব
মহাপ্রাণী মহোদয়,
ঘোর বজ্রাঘাতে একেবারে যেন
আকুলিত সমুদয়।
সে দুঃখ দেখিয়া, দেখিয়া সে ভাবে
আর্য্যসুতে চিন্তাকুল ;
তুলিয়া দর্পণ আশা কহে "ইথে
চাহি দেখ আর্য্যকুল ;
দেখ রে দর্পণে ভবিষ্যতে পুনঃ
ভারত কিরূপ বেশ ;
দেখে একবার প্রাণের বেদনা
ঘুচা রে মনের ক্লেশ।"
দেখিলাম চাহি যেন পূর্ব্বদিক্
জ্বলিছে কিরণময়,
ভারতমণ্ডল সে কিরণে যেন
প্রদীপ্ত হইয়া রয় ;
ভারত-জননী যেন পুনর্ব্বার
বসিয়াছে সিংহাসনে ;
ফুটিয়াছে যেন তেমনি আবার
পূর্ব্ব তেজ হাস্যাননে ;
ঘেরিয়া তাঁহারে নব আর্য্যজাতি
কিরীট কুণ্ডল তুলি
পরাইছে পুনঃ ভূষণ উজ্জ্বল
ঝাড়িয়া কলঙ্ক-ধূলি ;
নবীন পতাকা তুলিয়া গগনে
ছুটেছে আবার দূত
ভুবন-ভিতরে করি ঘন নাদ
বদনে প্রভা অদ্ভুত ;
দিক্‌দশবাসী মানব-মণ্ডলী
আনি সপ্ত সিন্ধুজল

করে অভিষেক, বলে উচ্চ নাদে
জাগ্রত আর্য্য-মণ্ডল ;
পশ্চিমে উত্তরে হয় ঘোর ধ্বনি
আনন্দ-সঙ্গীত গায় ;
উঠে সিন্ধুবারি ভারত প্রক্ষালি
আবার গর্জ্জিয়া ধায় ;
উঠে হিমালয় পুনঃ শূন্য ভেদি
পূর্ব্বের বিক্রম ধরি ;
ছুটে পুনরায় জাহ্নবী যমুনা
গভীর সলিলে ভরি ;
আনন্দে আবার ভারত-সন্তান
বীণা ধরে করতলে ;
আবার আনন্দে বাজায়ে দুন্দুভি
বসুন্ধরা-মাঝে চলে ;
দেখে সে দর্পণে অপূর্ব্ব প্রতিমা
হরষ-বাষ্পেতে আঁখি
পূরিল অমনি ফুটিল বাসনা
হৃদয়ে তুলিয়া রাখি ;
দেখিতে দেখিতে সে দর্পণ-ছায়া
আরোও ঊর্দ্ধভাগে যাই ;
স্তরে স্তরে যেন হেরি সে ভূধর
উঠে শূন্যে যত চাই।
আশা কহে "বৎস, কত দূর যাবে
নাহি পাবে এর পার,
যত দূর যাবে তত দূর ক্রমে
শৃঙ্গ পাবে অন্য আর।"
আশার বচনে ক্ষান্ত হৈয়ে ফিরি
পুনঃ সে অচল-অঙ্গে ;
নামি কিছু দূর নিরখি সেখানে
সুকবিকঙ্কণে রঙ্গে।

পদতলে তার দেখি মনোসুখে
বসিয়া ভারত দ্বিজ।
বাজাইছে বাঁশী মধুর স্বরবে
ছড়াইয়া রস নিজ;
ক্রমে ভূমিতলে অবতরি পুনঃ
তবু যেন প্রাণ মন
করে আকিঞ্চন গিরিতলে থাকে
সুখে আরো কিছু ক্ষণ।
যথা নীড় হৈতে করিয়া হরণ
অরণ্যে পক্ষিশাবক
দ্রুত বেগে গতি করে গৃহমুখে
দুরন্ত কোন বালক,
তখন যেমন সেই পক্ষিশিশু
চায় দুঃখে নীড়পানে,
কাকলি করিয়া মৃদু আর্ত্ত স্বরে
আকুলিত হয় প্রাণে;
সেই ভাবে এবে ফিরিয়া ফিরিয়া
অচল-শিখরে চাই;
মুকুট উজলি জ্বলে হেম-দীপ
হেরিতে হেরিতে যাই।

পঞ্চম কল্পনা

স্নেহ, ভক্তি, বাৎসল্য, প্রণয় প্রভৃতির নিবাসে প্রবেশ করিবার পুর্ব্বে এই অঞ্চল অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়—কর্ম্মক্ষেত্র এবং স্নেহাদি অঞ্চলের মধ্যবর্ত্তিনী নদী—তদুপরিস্থিত পরিণয় সেতু—তাহাতে প্রাণিগণের গতিবিধি।

কর্ম্মক্ষেত্র এবে করি পরিহার,
আশার সহিত পরে
উপনীত হই আসি এক স্থানে
নিরখি আনন্দভরে—

নব দূর্ব্বাময় ভূমি সমতল
বিস্তার বহুল দূর,
প্রান্তভাগে তার পড়েছে ঢলিয়া
নীল নভঃ সুমধুর ;
তরুণ তপন তরুর শিখরে
ঘন চিকিচিকি করে ;
শাখা বল্লী যেন ভানুরশ্মি মাখি
দুলিছে সুখের ভরে ;
প্রফুল্ল ভাস্কর কিরণ প্রকাশি
প্রফুল্ল করেছে বন ;
মৃদুতর তাপ পরশি শরীর
স্নিগ্ধ করে অনুক্ষণ ।
হেমন্ত-প্রভাতে যেন সুমধুর
সূর্য্যের মৃদুল ভাতি
সুখে ভুঞ্জে লোক আলোকে বসিয়া
কিরণে শরীর পাতি,
এথা সেইরূপ পশু পক্ষী প্রাণী
ভ্রমে সুখে নিরন্তর
অঙ্গেতে মাখিয়া স্নিগ্ধ নিরমল
উজ্জ্বল ভানুর কর ।
চারি দিকে কত নেহারি সেখানে
তৃণমাঠ গোষ্ঠ'পরে
নিজ নিজ বৎস লৈয়ে গাভী মেষ
নিরন্তর সুখে চরে ;
শস্য নানা জাতি ক্ষিতি-শোভাকর
বীজ পুষ্প ধরি কোলে
কিরণে ডুবিয়া পবন-হিল্লোলে
হেলিয়া হেলিয়া দোলে ।
নিরখি চৌদিকে কৌতুকে সেখানে
শস্যস্তম্ভ নতশির

কাঞ্চনবরণ মঞ্জরী পরিয়া
ভূষণ যেন মহীর।
মনোহর চিত্র যেন সেই স্থান
চিত্রিত ধরণী-বুকে ;
কিরণে সুন্দর চলে পথবাহী
প্রাণী সেথা কত সুখে।
চলি কত পথ ক্রমে এইরূপে
আসি শেষে কত দূর
নিরখি সম্মুখে চমকিত চিত্ত
সুসজ্জ গৃহ প্রচুর ;
শোভে সৌধরাজি অভ্র-অঙ্গে যেন
চিত্রিত সুন্দর ছবি ;
রঞ্জিত করিয়া তাহে যেন সুখে
কিরণ ঢালিছে রবি।
দেবালয় সব সেই সৌধরাজি
সুরচিত্ত-মনোহর,
স্তরে স্তরে স্তরে অবিমুক্ত শ্রেণী
শোভিছে তটের 'পর।
চলিছে তরঙ্গ খরতর বেগে
ভিত্তি প্রক্ষালন করি,
উঠিছে পড়িছে আবর্ত্তে ঘুরিছে
সূর্য্যপ্রভা জটে ধরি ;
ছল ছল ছল ছুটিছে তটিনী
কুল কুল কুল নাদ,
থর থর থর কাঁপিছে সলিল
ঝর ঝর ঝরে বাঁধ,
ঘর্ ঘর্ ঘর্ ঘুরিছে আবর্ত্ত
কর্ কর্ কর্ ডাক ;
লপট ঝপট ঝাঁপিছে তরঙ্গ
থমক থমক থাক ;

নব জলধর সলিল-বরণ
কিরণ ফুটিছে তায় ;
লুটিতে লুটিতে ছুটিতে ছুটিতে
সৈকতে হিল্লোল ধায় ;
তটে দেবালয়, জলে ঢেউ-খেলা,
রৌদ্র-খেলা তার সঙ্গে ;
আনন্দে নিরখি নয়ন বিস্ফারি
দেখি সে কতই রঙ্গে।
দেখি মনোহর নদীর উপর
সেতু বিরচিত আছে,
যুগল যুগল পরাণী সেখানে
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে।
দেবালয় যত কত যে সুন্দর,
অসাধ্য বর্ণন তার ;
উচ্চে বেদধ্বনি প্রতি দেবালয়ে,
শুনে সুখ দেবতার।
সদা শঙ্খ ঘণ্টা সুমঙ্গল ধ্বনি
হয় মন্ত্র উচ্চারণ ;
চন্দন-চর্চ্চিত কুসুমের ঘ্রাণে
প্রফুল্লিত করে মন ;
স্তব স্তোত্র পাঠ জয় জয় নাদ
সর্ব্বত্র উঠে গম্ভীর ;
বিধাতার নাম ভক্ত-কণ্ঠ-স্রুত
রোমাঞ্চ করে শরীর।
হয় নিত্য নিত্য গীত বাদ্য ধ্বনি
কত মত মহোৎসব,
নিয়ত সেখানে ধ্বনিত কেবল
সুখদ আনন্দ-রব।
সহাস্য বদন প্রাণী কত জন
প্রতি দেবালয়-দ্বারে

পূজি অভিপ্রেত দেব নিজ নিজ
উপনীত সেতু-ধারে।
সেতুমুখে প্রাণী দেখি কত জন
ধান দূর্ব্বা লৈয়ে হাতে
আশীর্ব্বাদ করি করিছে পরশ
পথিকমণ্ডলী-মাথে ;
দিয়া দূর্ব্বা ধান ধরি করে করে
দুই দুই সুখী প্রাণী
জনেক পুরুষ রমণী জনেক
বদ্ধ করে উভপাণি ;
বাঁধে গ্রন্থি দৃঢ় অঞ্চলে অঞ্চলে
শুভ বিধি দৃষ্টি শুভ ;
খুলিয়া অঙ্গুরী পরায় অঙ্গুলে
শুচি মনে উভে উভ ;
অগ্নি সাক্ষী করি মাল্য করে দান
কণ্ঠে কণ্ঠে এ উহার ;
করেছে প্রতিজ্ঞা উভয়ে আনন্দে
সেতু হৈবে দোঁহে পার।
এইরূপে বাহু বাহুতে বান্ধিয়া
প্রাণী দোঁহে সেতু'পর
উঠিছে আনন্দে প্রকম্পিত বুক
প্রস্ফুট সুখে অন্তর।
কত হেন রূপ নিরখি কৌতুকে
মনোসুখে নিরন্তর
উঠিছে দম্পতি হাসিতে হাসিতে
বিচিত্র সেতুর 'পর।
আশা কহে "বৎস, সম্মুখে তোমার
দেখ যে সুন্দর সেতু,
আমার কাননে কৌশলে রচিত
কেবল সুখের হেতু ;

পরিণয়-সেতু নামে পরিচিত
এ কানন-মাঝে ইহা ;
আ(ই)সে ইথে লোক মিটাইতে শেষে
কানন-ভ্রমণ-স্পৃহা ;
এই সেতু বাহি দম্পতি যে কেহ
পারে হৈতে নদী পার,
এ কানন-মাঝে আছে যত সুখ
নিত্য প্রাপ্তি হয় তার।
দেখিছ যে অই নদী অন্য পারে
দিব্য উপবন যত,
প্রবেশিতে তায় আমার কৌশলে
আছে মাত্র এই পথ ;
সদা প্রীতিকর, সতত সুন্দর,
অই সব উপবন,
পবিত্র নির্ম্মল অতি রম্য স্থল
প্রাণীর শান্তি-কানন ;
বিচিত্র গঠন অপূর্ব্ব কৌশলে
সেতু বিরচিত এই,
সেই হয় পার নিগূঢ় সন্ধান
বুঝেছে ইহার যেই।"
এত কৈয়ে আশা আমারে লইয়া
সেতু কৈলা আরোহণ ;
সেতুমুখে সুখে নবীন আনন্দে
কৌতুকে করি গমন।
দুই ধারে দেখি রঞ্জিত বসন
ভূষিত সুন্দর সেতু ;
বসন্ত-বায়ুতে স্তম্ভে স্তম্ভে তাহে
উড়ে শ্বেত পীত কেতু ;
গ্রথিত সুন্দর বন্ধনে বিবিধ
সজ্জিত কেতনকুলে

স্তম্ভ মাঝে মাঝে নবীন পল্লব
মঞ্জরী সহিত দুলে।
বহিছে মৃদুল মৃদুল পবন,
পড়িছে শীতল ছায়া;
মধুপ্রিয় পাখী বসিয়া পল্লবে
কিরণে ঝাড়িছে কায়া;
উঠে চারু বাস বায়ু আমোদিয়া
চলিতে চলিতে যায়;
চলে প্রাণিগণ মুগ্ধ নব রসে
বায়ু, গন্ধে স্নিগ্ধকায়।
সেতুমুখে হেন যাই কত দূর,
পাই পরে মধ্য স্থান;
ঘোর রৌদ্রতাপ সেথা খরতর,
উত্তাপে আকুল প্রাণ।
উত্তপ্ত বালুকা প্রচণ্ড কিরণে
করে দগ্ধ পদতল;
শুষ্ক কণ্ঠতালু আকুল তৃষ্ণায়
প্রাণিগণ চাহে জল।
নীচে ভয়ঙ্কর বহে বেগবতী
স্রোতস্বতী কোলাহলে,
ঘন ঘূর্ণিপাক ভীষণ গর্জ্জন
তীব্রতর বেগে চলে।
মাঝে মাঝে মাঝে ভূকম্পনে যেন
সেতু করে টল টল;
ঘন হুহুঙ্কার বহে মাঝে মাঝে
দুরন্ত ঝটি প্রবল।
অস্থির চরণ প্রাণী কত এবে
মুখে প্রকাশিত ভয়,
চঞ্চল নয়ন, অস্থির শরীর,
চলে কষ্টে সেতুময়।

যথা যবে ঝড়ে উৎপীড়িত বন,
যতেক বিহঙ্গচয়
ছিন্ন ভিন্ন দেহ রুক্ষ শুষ্ক পাখা
অস্থির শরীর হয়,
আকুল নয়ন চাহে চতুর্দ্দিক্
চঞ্চুপুট ভয়ে জড়,
শূন্য কলরব ঘন তরুশাখা
নখে নখে ধরে দড়,
কত পড়ে তলে ভগ্ন শাখা সহ
ভগ্ন পাখা, ভগ্ন পদ,
পড়ে পুনঃ কত হৈয়ে গত-জীব
চঞ্চুবিদ্ধ করি ছদ;
শত শত প্রাণী এথা সেই ভাবে
সেতু হৈতে পড়ে জলে—
সেতু-কম্পে কেহ, কেহ পিপাসায়,
কেহ ঝটিকার বলে।
পড়ে একবার না পারে উঠিতে
বিষম তরঙ্গে ভাসে,
কত জন হেন, পুনঃ কত জন
তলগামী হয় ত্রাসে।
কদাচ কখন ভাসিতে ভাসিতে
কেহ আসি লভে কূল,
কপালে যাদের ঘটে এ ঘটন
দৈব সে তাহার মূল।
কতই পরাণী, নিরাখ চমকি,
ভাসিছে নদীর জলে,
সেতুমুখস্থিত প্রাণিগণ সবে
দেখে তাহে কুতূহলে;
কেহ ভাসে একা কেহ বা যুগল
নদীর আবর্ত্তে ঘুরে;

ভাসে নদীময় প্রাণী স্ত্রী পুরুষ
দু'কূল আক্ষেপে পূরে।
আসি কত জন তটের নিকটে
ক্ষণে বাড়াইছে হাত,
বালিমুঠি ধরি পুনঃ ঘূর্ণিজলে
ঘুরে পড়ে অকস্মাৎ।
ভাসে এইরূপে প্রাণী কত জন
সেতু হৈতে পড়ি নীরে,
চলে অন্য প্রাণী সেতুর উপরে
দেখিতে দেখিতে ধীরে।
দেখিয়া দুঃখেতে ভাবিতে ভাবিতে
আরো কত দূর যাই,
ছাড়ি মধ্য ভাগ ক্রমশঃ আসিয়া
সেতু-প্রান্ত শেষে পাই।
এখানে নিরখি অতি মনোহর
আবার শীতল ছায়া
পড়েছে সেতুতে, পরশি তখনি
শীতল হইল কায়া;
পড়িছে যে এত প্রাণী নদীজলে
তবু হেরি সেই স্থানে
লক্ষ লক্ষ জন চলেছে আনন্দে
সদা প্রফুল্লিত প্রাণে;
চলে চিত্তসুখে সদাতৃপ্ত মন
অক্ষুণ্ণ শান্ত হৃদয়;
মধুমক্ষি সম সে বনে তাহারা
করয়ে মধু সঞ্চয়।
কেন যে বিধাতা সবার ভাগ্যেতে
এ ফল নাহিক দিল!
কেন এত জনে বিমুখ হইয়া
বিপাক-স্রোতে ফেলিল!

কেন বা যে হেন সেতুর নির্ম্মাণ
রচিত এত কৌশলে !
কেন এত প্রাণী উঠিয়া সেতুতে
মগ্ন হয় পুনঃ জলে !
এইরূপ চিন্তা ধরি চিত্তে নানা
আশার সহিত যাই ;
সেতু হৈয়ে পার প্রাণী-শান্তিবন
হাসিছে দেখিতে পাই ।

ষষ্ঠ কল্পনা

প্রণয়োদ্যান—তাহাতে ভ্রমণ—অপূর্ব্ব তরু-পুষ্প দর্শন—সতী-নির্ঝর—প্রণয়ের মূর্ত্তি—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ ।

যথা যবে ঋতু সরস বসন্ত
প্রবেশে ধরণী-মাঝে,
শোভে তরু লতা ধরি চারু বেশ
নবীন পল্লব সাজে ;
ঝরে ধীরে ধীরে পত্র পুরাতন
ছাড়িয়া বিটপি-অঙ্গ ;
চারু কিসলয় প্রকাশিত ধীরে
পাইয়া মলয় সঙ্গ ;
নব চারু মৃদু কিসলয় যত
হরিত বরণ মাখা,
পরিয়া সুন্দর মঞ্জরী মধুর
বিকাশে তরুর শাখা ;
সে বসন্ত কালে যথা অপরূপ
আনন্দ উথলে মনে,
হৃদয়ে অব্যক্ত সুখের প্রবাহ
প্রকাশ্য নহে বচনে ;

এখানে প্রবেশি তেমতি আনন্দ
উপজে হৃদয়ময় ;
শীতস্নিগ্ধ রস যেন সে এখানে
বায়ুতে মিশ্রিত রয় ;
উদ্যান রচিত দেখি চারি দিকে
প্রকাশিত চারু ছবি,
স্তবকে স্তবকে সাজিছে সুন্দর
বিবিধ শোভা প্রসবি ;
অতি মনোহর উদ্যান সে সব
পার্শ্বে পার্শ্বে অবস্থিতি,
অঙ্গে অঙ্গে মিশি, মধুচক্রে যেন
অপূর্ব্ব বিন্যাস-রীতি ;
প্রবেশের মুখ পৃথক্ সকলে
তথাপি মিলিত সব ;
প্রতি উপবনে নব নব ঘ্রাণ
সদা হয় অনুভব।
আশা কহে "বৎস, আমার কাননে
স্থির শান্ত এই দেশ,
ভ্রমিলে এখানে কিছু কাল সুখে
ভুলিবে পথের ক্লেশ।
দেখ ভিন্ন ভিন্ন যত উপবন
ভিন্ন ভিন্ন স্নেহ-স্থান ;
সৌহার্দ্দ প্রণয় প্রভৃতি যে রস
সদা স্নিগ্ধ করে প্রাণ।
উচ্চ কোলাহল কটু তিক্ত স্বর
না পাবে শুনিতে এথা,
ধীরে ধীরে গতি, ধীর মিষ্ট ভাষা,
এখানে প্রাণীর প্রথা ;
সবে সত্যবাদী, সবে সখ্যভাব,
পরিষঙ্গ প্রাণে প্রাণে ;

এখানে প্রাণীরা দ্বেষ হিংসা ছল
কেহ কভু নাহি জানে।
এখানে নাহিক ষড় ঋতু ভেদ,
সমভাবে সূর্য্যোদয়,
আমার কাননে স্নেহময় প্রাণী
এই স্থানে তারা রয়।"
এত কৈয়ে আশা প্রণয়-কাননে
হাসিয়া করে প্রবেশ,
অতুল আনন্দে মাতিল হৃদয়
হেরিয়া মধুর দেশ।
লতা-গৃহ সেথা হেরি চারি ধারে,
অপূর্ব্ব কিরণময়,
অমরাবতীতে যেন দেব-গৃহ
তারকাভূষিত রয়।
পুষ্পময় পথ, মৃত্তিকা পরশ
নাহি হয় পদতলে;
তরু হৈতে স্বতঃ চারু সুকুমার
পুষ্প পড়ে বৃষ্টি-ছলে।
প্রতি গৃহদ্বারে সুখে চক্রবাক
চকোর ভ্রমণ করে;
বায়ুর হিল্লোলে নিরবধি যেন
সুধাধারা সেথা ঝরে।
শোভে তরুরাজি সে প্রদেশময়
ধরে অপরূপ ফুল,
অপূর্ব্ব প্রকৃতি অবনী-ভিতরে
নাহিক তাহার তুল;
যত ক্ষণ থাকে শাখার উপরে
শোভামাত্র দৃষ্টি তার,
মধুর সৌরভ বহে সে কুসুমে
গাঁথিলে হৃদয়ে হার;

আপনি গ্রথিত হয় সে কুসুম
বৃন্তে বৃন্তে স্বতঃ যুড়ে ;
কিন্তু পুনঃ আর নাহি যুগ্ম হয়
বারেক যদ্যপি তুড়ে।
প্রতি ক্ষণে ধরে নব নব ভাব
নবীন মাধুরী তায় ;
নেহারি আনন্দে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
নূতন পত্র ছড়ায় ;
প্রতি ক্ষণে তাহে নবীন সৌরভে
নবীন পরাগ উঠে,
আসিলে নিকটে আপনা হইতে
তরু ছাড়ি হৃদে লুটে।
কত তরু হেন নিরখি সেখানে
শ্রেণীবদ্ধ দলে দলে ;
ভ্রমে সুখে কত যুগল পরাণী
নিয়ত তাহার তলে ;
করতল পাতি তরুতলে যায়,
সেই মনোহর ফুল
পড়ে কত তায়, পরাণী সকলে
আনন্দে হয় আকুল ;
পাতিয়া অঞ্চল দাঁড়ায় দুজনে
গিয়া কোন তরুমূলে,
মুহূর্ত্ত ভিতরে পরিপূর্ণ তাহা
হয় মনোমত ফুলে।
প্রতি তরুতলে ভ্রমে দুই প্রাণী
তরু বৃষ্টি করে ফুল ;
যেন বা আনন্দ হেরিয়া তাদের
আনন্দিত তরুকুল।
যথা সে পবিত্র কণ্বের আশ্রমে
হেরে শকুন্তলা-সুখ ;

শাখা নত করি পুষ্প ছড়াইল
ফুল তরু ফুল্ল-মুখ ;
সেইরূপ হেরি প্রণয়ী যখন
আসে এথা তরুতলে,
তরু নতশিরে করে আশীর্ব্বাদ
বরষি কুসুমদলে।
সে ফুলের মালা পরিয়া গলায়
প্রণয়-প্রফুল্ল প্রাণ
হেরি কত প্রাণী ভ্রমিছে সেখানে
লভিয়া কুসুম-ঘ্রাণ ;—
চাঁপা ফুল হেন বরণের শোভা,
সুন্দর নলিন-আঁখি
চলে কত রামা, বল্লভের দেহে
সুখে বাহুলতা রাখি ;
কোন সে যুবক চলে মনঃসুখে
বাঁধি নিজ ভুজপাশে
কমল-কোরক সদৃশ তরুণী
অর্দ্ধস্ফুট মৃদু হাসে ;
চলেছে সোহাগে কোন বা সুন্দরী
ফুল্ল বিকশিত ছবি,
লোহিত সুন্দর গণ্ডে প্রস্ফুটিত
গুলাব-রঞ্জিত রবি ;
আহা কোন রামা স্মিতচারুমুখী
প্রণয়ীর বাহুমূলে
চন্দ্রকর-মাখা শেফালিকা যেন
চলেছে গুণ্ঠন খুলে ;
কাহার বদনে ফুটিয়া পড়িছে
মধুর মৃদুল হাস,
সহকারে-কোলে সরস মঞ্জরী
বসন্তে যেন প্রকাশ ;

চলেছে মৃগেন্দ্রে জিনিয়া কটিতে
কোন রামা মনঃসুখে,
পূর্ণ ষোল কলা যৌবনে প্রকাশ,
আড়ে হেরে প্রিয়মুখে ;
প্রিয় চারু করে রাখি নিজ কর
প্রফুল্ল উৎপল যেন
চলেছে চঞ্চল পঙ্কজ-নয়না
আহা, কত রামা হেন ;
নীলপদ্ম যেন ভ্রমে কত নারী
মধুর মাধুরী ধরি,
সুখিনী মহিলা প্রিয়-অঙ্গে অঙ্গ
সুখে সুমিলন করি।
দেখি স্থানে স্থানে কৌতুকে সেখানে
কত উৎস মনোহর,
সুধার সঙ্কাশ সলিল ছড়ায়ে
পড়িছে সহস্র ঝর ;
পড়িছে নির্ঝর মরি রে তেমতি
চারি ধারে ধীরে ধীরে,
পুরাণে লিখন জাহ্নবী যেমন
জটায় শিবের শিরে।
কোথা সে ভূতলে ভূপতি-ভবনে
শ্বেতশিলা-বিরচিত,
ক্রীড়া-উৎস সব মহিষী মোহন
মাণিক্য-স্বর্ণ-মণ্ডিত!
উঠিছে নির্ঝর সে কাননময়
নিত্য ক্ষিতিতল ফুটে,
শত ধারা হ'য়ে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া
পুষ্প যেন পড়ে ফুটে ;
নীল কৃষ্ণ শ্বেত আদি বর্ণ যত
নিন্দিত করি শোভায়

প্রতি ধারা অঙ্গে কত রঙ্গে তাহে
অপূর্ব্ব বর্ণ ছড়ায়।
ঝরিছে নির্ঝর ধারা হেন কত
প্রণয়-অচল-অঙ্গে,
দেখিলে নয়ন ফিরিতে না চায়
নেহালে ভুলিয়া রঙ্গে।
ফুটে কত ফুল ঘেরি উৎস সব
অমর-নন্দন-ভাতি;
নন্দনে তেমন বুঝি বা সুন্দর
নাহি পুষ্প হেন জাতি।
অতুল সৌন্দর্য্য সে সব কুসুমে
নাহি কভু বৃদ্ধি হ্রাস;
নিরবধি শোভা ফুটে সম ভাবে
নিরবধি ছুটে বাস।
অতি শূন্যগামী চকোর প্রভৃতি
স্বর্গীয় বিহঙ্গ যত,
মৃদু কলস্বরে ধারা ধারে ধারে
সুখে ভ্রমে অবিরত।
হেরি কত প্রাণী আসি উৎস-পাশে
ধারাজলে করে স্নান;
নিমেষ ভিতরে নির্ম্মল শরীর
ধরে সুধা-সম ভ্রাণ।
হেরি কত পুনঃ পরাণী বিস্ময়ে
পরশনে সেই বারি,
পাষাণ হইয়া হারায় সম্বিৎ
চলিতে চিন্তিতে নারি।
কত যে পুরুষ হেরি হেন ভাব
নির্ঝর নির্ঝর পাশে;
কত সে রমণী পাষাণ-মুরতি
চক্ষুজলে সদা ভাসে।

চিন্তিয়া না পাই   কারণ তাহার,
আশারে জিজ্ঞাসা করি,
কেন সে প্রাণীরা   সলিল-পরশে
থাকে হেন ভাব ধরি।
হাসি কহে আশা   "শুন রে বালক,
অতি শুচি এই জল,
পবিত্র-মানস   প্রাণী যেই জন
পরশি হয় শীতল ;
অপবিত্র-দেহ   অপবিত্র-প্রাণ
যে ইহা পরশ করে,
তখনি সে জন   সলিল-মাহাত্ম্যে
পাষাণ-মূরতি ধরে ;
কাঁদে চিরকাল   এই ভাবে সদা
চলৎ-শকতিহীন,
অনুতাপ হেরে   অন্য প্রাণী যত
স্নিগ্ধ হয় অনুদিন ;
সতী-ঝর নামে   এ সব নির্ঝর
সুপবিত্র বারি অতি,
পরশে যে নারী   সলিল ইহার
লভে যশঃ নাম সতী ;
পুরুষ যে জন   করে ইথে স্নান
জিতেন্দ্রিয় নাম তার,
ধরাধামে থাকি   লভে স্বর্গসুখ
আনন্দ লভে অপার।
কঠোর সাধনা   প্রণয়ে যাহার
পবিত্র নির্ম্মল মন,
পরচিন্তা চিতে   জনমে যে প্রাণী
করে নাই কোন ক্ষণ,
সেই নারী নর   পরশে এ বারি,
অন্যে না ছুঁইতে পারে ;

অন্যে যে পরশে অপবিত্র মনে
অই দশা ঘটে তারে।"
নিরখি নির্ঝর নিকটে সে সব
ভ্রমে প্রাণী এক জন,
মধুময় হাসি, মধুর মাধুরী
অঙ্গেতে করে ধারণ ;
অতি সুললিত আকৃতি তাহার
দেহকান্তি নিরুপম,
মুখে দিব্য ছটা অধরে সতত
মৃদু হাসি সুধা-সম ;
গলে প্রস্ফুটিত প্রীতিকর দাম
গ্রথিত অপূর্ব্ব ফুলে ;
স্বতঃ-নিনাদিত মধুর বাদিত্র
লম্বিত বাহুর মূলে ;
সুখে করি গান ভ্রমে ঝরে ঝরে
সরল সুমিষ্ট ভাষে ;
বিমল বদনে নিরমল জ্যোতি
সূর্য্য-আভা পরকাশে।
নির্ঝর-বিলাসী প্রাণিগণ তারে
কত সমাদর করে ;
বসায়ে নিকটে আনন্দে বিহ্বল
শুনে গীত প্রেমভরে।
হেরি কত ক্ষণ জিজ্ঞাসি আশারে
কেবা সে অপূর্ব্ব জন,
তুষি এ সবারে নির্ঝরে নির্ঝরে
এরূপে করে ভ্রমণ ?
আশা কহে হাসি "এই যে পরাণী
দেখিতে হেন সুঠাম,
প্রণয়-কাননে চিরদিন বাস,
সন্তোষ ইহার নাম।"

সে যুবা-প্রসঙ্গে করি আলাপন
আশার সহ উল্লাসে,
চলিতে চলিতে আসি কিছু দূর
এক লতাগৃহ-পাশে :
হেরি তার মাঝে প্রাণী এক জন
অন্য জন পাশে বসি ;
মেঘের আড়ালে উদয় যেমন
পূর্ণকলা চারু শশী।
বসি তার কাছে সতৃষ্ণ নয়ন
চাহিয়া বদন তার,
কতই শুশ্রূষা কতই যতন
করে হেরি অনিবার।
নির্ব্বাণ-উন্মুখ প্রদীপ যেমন
ক্ষণে স্নিগ্ধ ক্ষণে জ্বলে,
প্রাণী সেই জন বিকাশে তেমতি
কিরণ মুখমণ্ডলে।
নাহি অন্য আশা নাহি অন্য তৃষা
কেবল বদনে চায় ;
সূর্য্য-অংশু-রেখা পড়ে যদি তাহে,
কেশজালে ঢাকে তায়।
নিস্পন্দ শরীর যেন সে অসাড়
হৃদয় ছাড়িয়া প্রাণ
আসিয়া যেমন নিবিড় হইয়া
নয়নে পেয়েছে স্থান।
মলিন বদন প্রাণী অন্য জন
দেখাইছে বিভীষিকা
কত যে প্রকার নিমেষে নিমেষে
বর্ণেতে অসাধ্য লিখা ;
কখন বা বেগে কণ্ঠে চাপি কর
করিছে নিশ্বাস রোধ ;

কখন বা নখে ছিঁড়ি ওষ্ঠাধর
উঠিছে করিয়া ক্রোধ ;
কখন মাটিতে ভাঙ্গিছে ললাট,
রুধির করিছে পাত,
কভু সর্ব্ব অঙ্গে ধূলি ছড়াইয়া
বক্ষে করে করাঘাত ;
কখন গর্জ্জন করিছে বিকট,
দন্তে দন্তে ঘরষণ,
কখন পড়িছে ধরাতল'পরে
সংজ্ঞাহীন বিচেতন ;
প্রাণী অন্য জন নিকটে যে তার,
কতই যতনে, হায়,
সেবিছে তাহায় করিছে শুশ্রূষা
ঘুচাইতে সে মূর্চ্ছায়।
কভু ধীরে ধীরে করশাখা খুলে
মার্জ্জিছে হৃদয়দেশ ;
কভু করতল কভু পদতালু
কভু ঘর্ষে ধীরে কেশ ;
কখন তুলিছে হৃদয়-উপরে
অবসন্ন বাহুলতা ;
কভু স্নেহপূর্ণ বলিছে শ্রবণে
পীযূষ-পূরিত কথা ;
কখন আনিয়া বারি সুশীতল
বদনে করে সিঞ্চন ;
কখন তুলিয়া মৃদুল সুগন্ধ
নাসাগ্রে করে ধারণ ;
আবার যখন চেতন পাইয়া
হয় সে উন্মাদ-প্রায়,
মধুর মধুর বীণাবাদ্য করি
স্নিগ্ধ করে পুনঃ তায়।

হেরে সে প্রাণীরে কত যে আহ্লাদ
হৃদয়ে হইল মম।
বাসনা ফুটিল যেন নিরবধি
হেরি মুখ নিরুপম।
দেখেছি অনেক প্রণয়ী পরাণী
হেরে পরস্পর মুখ,
নয়ন-হিল্লোলে ভাসি এ উহার
পিয়ে সুধাসম সুখ,
বসি নিরজনে করে আলাপন
সুমধুর স্বর মুখে,
প্রেমানন্দে ভোর হইয়া দু জনে
হেরে নিরন্তর সুখে;
কপোতী যেমন কপোতের মুখে
মুখ দিয়া সুখে চায়,
মৃদু কলধ্বনি মধুর কূজন
কুহরে ঘন গলায়—
দেখে পরস্পরে দোঁহে মনঃসুখে
লভিয়া প্রণয়-ঘ্রাণ;
আনন্দ-পুলকে পুলকিত তনু,
সুখে পুলকিত প্রাণ;—
দেখেছি অনেক সেইরূপ ভাব
প্রণয় প্রকাশ, হায়,
প্রণয়ী জনের প্রেমের অনলে
বদন বহ্নির প্রায়;
কিন্তু কভু হেন বিশুদ্ধ প্রণয়,
নির্ম্মল স্নেহের ক্ষীর
নাহি দেখি চক্ষে মানব-শরীরে
প্রগাঢ় হেন গভীর।
কতই উৎসুক অন্তরে তখন
হেরি সে প্রাণিবদন;

নব জলধর নিরখে যেমন
চাতক উৎসুক মন ;
অথবা যেমন ধনাঢ্য-আগারে
দুঃখী হেরে ধনরাশি ;
সুখে নিরন্তর নিরখি তেমতি
আনন্দ-বাষ্পেতে ভাসি।
পাইয়া সুযোগ গিয়া কাছে তার
বিনয়ে জিজ্ঞাসা করি,
কিরূপে এরূপে থাকে সে সেখানে
এক ধ্যান চিত্তে ধরি,
কি সুখে উন্মাদে লৈয়ে করে সেবা,
সহে নিত্য এত ক্লেশ,
কেন সে মণ্ডপে জাগ্রত সতত
থাকিতে এতেক দেশ।
সম্বদ্ধ বীণাতে পড়িলে যেমন
সহসা কাহার কর,
আপনা হইতে উঠে সে বাজিয়া
নিঃসারি মধুর স্বর ;
সেইরূপ ভাব কহে সেই জন
জ্যোৎস্না যেন মুখে ফুটে,
কি সুখ-সম্ভোগ করে সে সতত
কি আনন্দ প্রাণে উঠে ;
কহে সে "কেমনে বুঝাব তোমায়
কিবা যে আনন্দে থাকি,
এ লতা-মণ্ডপে বসিয়া ইহাঁরে
কেন এ যতনে রাখি ;
প্রণয়ী যে নয় কেমনে বুঝিবে
প্রণয়ের কিবা প্রথা ;
মরু কি জানিবে স্রোতধারা কিবা
মধুময় তরুলতা।

বসি এইখানে   দ্যুলোক ভুবন,
বৈকুণ্ঠ দেখিতে পাই ;
জলনিধি মেঘ   বায়ু ব্যোম ধরা
সকলি ভুলিয়া যাই।
ভাবি যেন মনে   আসি সুরবালা
আনিয়া স্বর্গের রথ
ঘেরিয়া আমারে   লইয়া বিমানে
চলে বহি শূন্য-পথ,
প্রবেশি স্বরগে   নিরখি সেখানে
নন্দনবনের ফুল,
শুনি দেবধ্বনি   হেরি মনঃসুখে
মন্দাকিনী-নদীকূল ;
দেববৃন্দ সেথা   দেখায় আমারে
আনন্দে অমরালয় ;
তারা শশধর   অমৃত-ভাণ্ডার,
সুর-সুখ সমুদয়।
কেমনে বুঝাব   সে সুখ তোমারে
বাণীতে বর্ণিব কিবা—
দিবাকর-জ্যোতি   জ্যোতি যে কিরূপ
তাহা সে প্রকাশে দিবা।"
যথা হুতাশন   পরশে যেমন
যখন গৃহের ছদ ;
প্রথমে প্রকাশ   ধূম অনর্গল
শেষে অনলের হ্রদ।
বলিতে বলিতে   সেইরূপ তার
বদন পূরে ছটায়,
নেত্রে বাষ্পধূম   নিমেষে শরীর
প্রদীপ্ত বহ্নির প্রায়।
পরে পুনরায়   সেই প্রাণী-পাশে
এক চিন্তা এক ধ্যান

ধরিয়া আবার প্রাণী সেই জন
পুনঃ কৈলা অধিষ্ঠান।
নিদাঘ-তাপিত বিহগ যেমন
পাইলে বরষা-জল,
সুখে ধৌত করে আর্দ্র-পক্ষ-ক্লেদ,
স্নানে হয় সুশীতল;
শুনে বাণী তার তেমতি শীতল
পরাণ হইল মম;
হেরি বার বার ফিরে ফিরে চাহি
সেই মুখ সুধা-সম।
অতৃপ্ত নয়নে হেরি কত বার,
ভাবি কত মনে মনে—
ভাবি নিরমল মাধুরী তেমন
বুঝি নাই ত্রিভুবনে।
বিস্ময় ভাবিয়া চাহি আশামুখ,
আশা বুঝি অভিলাষ,
কহিলা তখন আনন্দে হাসিয়া
বদনে মধুর ভাষ;
"এই যে পরাণী এ কাননে মম
হেন সুখী নিরমল
প্রণয় নামেতে ভুবন-বিখ্যাত,
নিত্য সেবে ভূমণ্ডল।"
শুনি আশাবাণী রোমাঞ্চ শরীর
আকুল হইয়া চাই;
প্রাণের হুতাশে প্রণয় ভাবিয়া
বিধিরে স্মরিয়া যাই।

সপ্তম কল্পনা

স্নেহ-উপবন—মাতৃস্নেহ—সান্ত্বনা-মন্দির—দ্বারদেশে ভ্রান্তির সহিত সাক্ষাৎ।

আশার আশ্বাসে চলিনু পশ্চাতে
প্রণয়-অঞ্চল মাঝে ;
আসি কিছু দূর দিব্য বাপী এক
সম্মুখে হেরি বিরাজে।
মনোহর বাপী গভীর সুন্দর
থই থই করে জল ;
স্থির শান্ত নীর সুগন্ধি রুচির
অতি স্বচ্ছ নিরমল।
দাঁড়াইলে তীরে অপূর্ব্ব সৌরভ
পরাণ করে শীতল ;
হেন ভ্রান্তি হয় মনে নাহি মানে
আছি যেন ধরাতল ;
সলিল তেমন কভু ক্ষিতিতলে
চক্ষে না দেখিতে আসে,
সুধা দেখি নাই জানিয়াছি শুধু
ঋষির বাক্য-আভাসে ;
না জানি সে বারি সুধা কিনা সেই
আশা-বনে পরকাশ,
এমন নির্ম্মল এমন সুরভি
এমনি সুচারু ভাস।
বাপী-চারিধারে প্রাণী লক্ষ লক্ষ
দাঁড়ায়ে গাঢ় ভকতি ;
করে নিরীক্ষণ নির্ম্মল সলিল
সতত প্রসন্ন-মতি।
দাঁড়ায়ে তটেতে হাতে হেম-পাত্র
অপরূপ এক নারী ;

আইসে যত প্রাণী সতত সকলে
বিতরণ করে বারি ;
কিবা মূর্ত্তি তার কি মাধুরী মুখে
কিবা সে অধরে হাস।
বিধাতা যেমন জগতের সুখ
একত্রে কৈলা প্রকাশ।
কুসুম-পরাগে করিয়া গঠন
অমৃত লেপন করি
বিধি যেন সেই নিরুপম দেহ
গঠিলা হৃদয়ে ধরি ;
সদা হাস্যময়ী সদা বারি দান
করেন সুবর্ণ-পাত্রে ;
কোটি কোটি জীব আ(ই)সে অনুক্ষণ
সতৃপ্ত পরশ মাত্রে।
পিপাসা-আতুর চাহি আশা-মুখ
কতই আনন্দ মনে,
আশা কহে "বৎস, মাতৃস্নেহভূমি
ইহাই আমার বনে।
হেন পুণ্য-ভূমি পাবে না দেখিতে
খুঁজিলে অবনীতল ;
হ্রদ পরিপূর্ণ নেহার সম্মুখে
কিবা সুমধুর জল।
ব্রহ্মাণ্ডের জীব নিত্য করে পান
কণামাত্র নহে ক্ষয় ;
চারি যুগ ইহা আছে সমভাবে
এইরূপে পূর্ণপয়।
এই দিব্য বাপী এ কানন-সার
মাতার স্নেহের হ্রদ ;
সুধা হৈতে মিষ্ট সলিল ইহার
বিনাশে সর্ব্ব বিপদ ;

কেহ কোন কালে এ সুধা-সলিলে
বঞ্চিত নহে অদ্যাপি ;
চিরকাল ইহা আছে এইরূপ
অগাধ অক্ষয় বাপী।
অই যে দেখিছ মাধুরীর রাশি
নারী-রূপ-নিরুপমা,
দেবীমূর্ত্তি ধরি জননীর স্নেহ
প্রকাশে হের সুষমা ;
প্রকাশি এখানে বিতরে সলিল
রাখিতে প্রাণীর কুল ;
জগত-ভিতরে এই সুধা-নীর,
এ মূর্ত্তি নিত্য, অতুল।"
হেরি কত ক্ষণ হেরি প্রাণ ভরি
কত বার ফিরি চাই।
কত যে আনন্দ উথলে হৃদয়ে
অবধি তাহার নাই।
ধ্যান ধরি হেরি, হেরি চক্ষু মেলি
ভুলি যেন ভূমণ্ডল,
হাতে যেন পাই হেরি যত বার
পবিত্র ত্রিদশ-স্থল।
চাহিয়া আবার হেরি বাপীতটে
চারু ইন্দ্রধনু উঠে ;
বাঁকিয়া পড়েছে ধরণী-শরীরে
শিশুগণ ধায় ছুটে ;
ধরি ধরি করি ধায় শিশুগণ
ইন্দ্রধনু ধায় আগে ;
সরিয়া সরিয়া নানা বর্ণ আভা
প্রকাশিয়া পুরোভাগে ;
ধরেছে ভাবিয়া, কেহ বা খুলিয়া
নিজ করতলে চায়,

সেই ইন্দ্রধনু আছে সেইখানে
দূরেতে দেখিতে পায়।
হাসি নাহি ধরে মধুর অধরে
লুটাইয়া পড়ে ভূমে;
হাত বাড়াইয়া উঠিয়া আবার
ধরিতে ধাইছে ধূমে।
কোন শিশু ধেয়ে ধরে ধনু-অঙ্গ
অমনি মিলায়ে যায়;
আবার ফুটিয়া নূতন নূতন
নয়ন-পথে বেড়ায়।
খেলে শিশুগণ মনের হরষে
সে বাপী-তীরেতে সুখে;
তরুণ তপন সুন্দর কিরণ
ভাতিয়া পড়েছে মুখে;
হাসিছে নয়ন হাসিছে অধর
বদনে ফুটিছে আলো,
না জানি তেমন অমরাবতীতে
আছে কি কিরণ ভালো।
হেরে সে আনন্দ রোমাঞ্চ শরীর
কত চিন্তা করি মনে,
ভাবি বুঝি হেন নিরমল সুখ
নাহি ভুঞ্জে কোন জনে;
ভাবি বুঝি ব্যাস, বাল্মীকি তাপস,
করেছিলা দরশন,
মর্ত্তে স্বর্গপুরী ভুবনে অতুল
আশার স্নেহ-কানন;
তাই সে গোকুলে, তপস্বী-আশ্রমে,
ছড়ায়ে আনন্দরস
গায়িলা মধুর সুললিত হেন
জননী-স্নেহের যশ।

ভাবি মর্ত্তধামে থাকিতে এ পুরী
আবার কি হেতু লোক
যাইতে কামনা করে স্বর্গপুরী
ছাড়িয়া মরত-লোক ?
ভুলিয়া সে ভ্রমে ভাবিতে ভাবিতে
মৃত্যুরূপ পুনঃ স্মরি ;
কাতর অন্তরে উৎসুক হইয়া
আশারে জিজ্ঞাসা করি,
এই ভাবে নিত্য এ শোভা প্রকাশ
থাকে কি তোমার বনে ?
এ আনন্দ-ধারা নাহি কি শুকায়
মৃত্যুশিখা-পরশনে ?
ধরাতে সে জানি বিধির ছলনে
বৃথা সে শৈশব-নিধি ।
কৈশোরে রাখিয়া মৃত্যু-ফণী শিরে
মানবে বঞ্চিলা বিধি ।
এ কাননে পুনঃ আছে কি সে কীট
দারুণ করাল কাল ?
আশারও কাননে এ স্বর্গ-পুত্তলি-
পথে কি আছে জঞ্জাল ?
শুনি কহে আশা "কখন এখানে
পড়ে সে কালের ছায়া,
কিন্তু সে ক্ষণিক, নিবারি তাহাতে
নিমেষে প্রকাশি মায়া।
অশেষ কৌশলে করেছি নির্ম্মাণ
দিব্য অট্টালিকা ফুলে ;
শোকতপ্ত প্রাণী প্রবেশে যে তায়
তখনি সকল ভুলে ।
প্রবেশি তাহাতে পায় নিরখিতে
যে যাহা হয়েছে হারা—

প্রণয়ী, প্রেমিকা, দারা, সুত, ভ্রাতা,
হেন সে প্রাসাদ-ধারা।
চল দেখাইব" বলি চলে আশা,
যাই পাছে কুতূহলে ;
আসি কিছু পথ হেরি অট্টালিকা
শোভিছে গগন-তলে।
কি দিব তুলনা ? তুলনা তাহার
নাহি এ ধরার মাঝ!
ভূলোকে অতুল তাজ-অট্টালিকা
সেহ হারি মানে লাজ!
পরীর আলয় স্বপনে দেখিয়া
বুঝি কোন শিল্পকর
রচিলা সে তাজ করিয়া সুন্দর
মানবের মনোহর।
শুভ্র চন্দ্র-করে শিলা ধৌত করি
রাখিয়াছে যেন গাঁথি ;
চুনী পান্না মণি হীরক প্রবাল
তাহাতে সুন্দর পাঁতি ;
লতায় লতায় শোভে ভিত্তিকায়
কতই হীরার ফুল ;
মণি পদ্মরাগ মণি মরকত
সৌন্দর্য্য শোভা অতুল ;
নীল কৃষ্ণ পীত লোহিত বরণ
মাণিকের কিবা ছটা ;
মাণিকের লতা মাণিকের পাতা
মাণিকের তরুজটা ;
চামেলি, পঙ্কজ, কামিনী, বকুল,
কত যে কুসুম তায়
রতনে খচিত রতনে জড়িত
ভিত্তি-অঙ্গে শোভা পায় ;

কিবা মনোহর গোলাপের ঝাড়
সুন্দর পদ্মের শ্রেণী
খুদিয়া পাষাণে করেছে কোমল
যেন নবনীতে ফেণি;
দেখিলে আলয় পাষাণ বলিয়া
নাহি হয় অনুমান;
ভ্রমে ভুলে আঁখি উপজে প্রমাদ
পুষ্পতনু হয় জ্ঞান।
ভিতরে প্রবেশি শিলা-অঙ্গে আভা
আহা কিবা মনোহর,
যেন সে পূর্ণিমা চাঁদের জ্যোৎস্না
ঝরে তাহে নিরন্তর।
এ হেন সুন্দর অট্টালিকা-তাজ,
তুলনাতে সেহ ছার।
নিরখি আসিয়া অট্টালিকা সেথা,
হেরে হই চমৎকার।
কত কাচখণ্ড স্থানে স্থানে মরি
জ্বলিছে প্রাসাদ-গায়;
যেন মনোহর সহস্র মুকুর
প্রদীপ্ত আছে প্রভায়।
হেরি কত প্রাণী প্রবেশিছে তায়
ম্লান-মুখ মৃদুগতি,
চিন্তা-সমাকুল বদন নয়ন
শরীরে নাহি শকতি;
কতই যতনে ধরেছে হৃদয়ে
সুগন্ধি কাষ্ঠের পুট,
মুখে মৃদু রব করিছে নিয়ত
সুমধুর অর্দ্ধ স্ফুট;
খুলিয়া খুলিয়া পুট হৈতে তুলি
দ্রব্য করি বিনির্গত।

রাখি বক্ষ'পরে ধীরে লয় প্রাণ
আদরে যতনে কত,
কখন বা দুঃখে করিছে চুম্বন
সে পুট হৃদয়ে রাখি,
কখন মস্তকে করিছে ধারণ
মনস্তাপে মুদি আঁখি।
এরূপে আলয়ে করিয়া প্রবেশ
ভ্রমে তাহে কত ক্ষণ;
শেষে ধীরে ধীরে আসি ভিত্তি-পাশে
ঈষৎ তুলে বদন,
যেমনি নয়ন পড়ে কাচ-অঙ্গে
অমনি মধুর হাস,
বদন নয়ন অধর ওষ্ঠেতে
ক্ষণে হয় পরকাশ।
তখনি বিরূপ হয় পূর্ব্বভাব
ভুলে যত পূর্ব্বকথা;
হাসিতে হাসিতে প্রফুল্ল অন্তরে
গৃহে ফিরে নব প্রথা।
অট্টালিকা-দ্বারে আশা-সহচরী
ভ্রান্তি হাতে দেয় তুলে
কৌটা নব নব হেরিতে হেরিতে
পূর্ব্বভাব সবে ভুলে।
কত প্রাণী হেন হেরি কাচখণ্ড
ফিরে সে আলয় ছাড়ি
সহাস্য বদনে কেশ, বেশ, অঙ্গ
চলে নানারূপে ঝাড়ি।
আশার কুহকে চমকিত মন
বসি সে সোপান'পর;
আদেশে তাহার উঠি পুনর্ব্বার,
ধীরে হই অগ্রসর।

অষ্টম কল্পনা

ব্রহ্মবন্দনা ও সরস্বতী-অর্চ্চনা।

ব্রহ্মাণ্ড ভুবন স্বজন যাঁহার,
প্রাণী বিরচিত যাঁর,
যে জন হইতে জগত পালন,
যিনি জীব-মূলাধার;
রবি, শশধর, পবন, আকাশ,
জ্যোতিষ্ক, নক্ষত্রদল,
জীমূত, জলধি, পর্ব্বত, অরণ্য,
হ্রদিনী, ধরিত্রী, জল,
নিনাদ, বিদ্যুৎ, অনল, উত্তাপ,
হিম, রৌদ্র, বাষ্প, বাস,
পুষ্প, বিহঙ্গম, ফল, বৃক্ষলতা,
লাবণ্য, আস্বাদ, শ্বাস,
বাক্য, স্পর্শ, ঘ্রাণ, শ্রবণ, দর্শন,
স্মৃতি, চিন্তা সুখকর,
স্বজন যাঁহার প্রেম, ভক্তি, আশা,
পালন পৃথিবী'পর;
জগত-ভূষণ মানব-শরীর,
মানব-ভূষণ মন,
স্বজিলা যে জন নমি আমি সেই
দেব নিত্য সনাতন।
করেছি প্রবেশ দুর্গম কান্তারে,
দুরাশা বামন হৈয়ে
ধরিতে শশাঙ্ক ধরাতে থাকিয়া
শিশুর উৎসাহ লৈয়ে;
দুরন্ত বাসনা আশার কাননে
ভ্রমিব পৃথিবীময়;

কর কৃপা দান কৃপানিধি প্রভু
হর ভ্রান্তি, হর ভয়।
পথের সম্বল নাহি কিছু মম
অবলম্ব সুধু আশা,
জ্ঞান চিন্তাহীন বোধ বিদ্যাহীন
অঙ্গহীন খর্ব্ব ভাষা ;
যশঃ তৃষাতুর, ক্ষিপ্ত অভিলাষ
পীড়িত করে হৃদয়,
সর্ব্বশক্তিময়, তব শক্তি বিনা
বাঞ্ছা পূর্ণ কভু নয়।
কর দয়াময় দয়াবিন্দু দান,
আমি ভ্রান্ত মূঢ়মতি,
জ্ঞানী পরমেশ আদি মধ্য শেষ
অচিন্ত্য চরণে নতি।—
তুমিও গো দয়া কর মা ভারতী,
দেও মনোমত ফুল,
সাজাই কানন বাসনা যেরূপ
তুষিতে বান্ধবকুল ;
খোল মা বারেক উদ্যান তোমার,
প্রবেশ করিব তায়,
তুলিয়া আনিব গুটিকত ফুল
গাঁথিতে নব মালায় ;
নাহি সে সুবর্ণ রজতের কুঁজি
অদৃষ্টে আমার ঠাঁই,
বিহনে সাহায্য জননি তোমার,
কাননে কেমনে যাই।
কত চিত্র মাতঃ। দেখি চিত্ত-পটে,
বাসনা অক্ষরে আঁকি,
বাণীর অভাবে না পারি আঁকিতে
অন্তরে লুকায়ে রাখি।

পূর্ণ কর মাতঃ, মূঢ়ের বাসনা
রসনাতে দিয়া বাণী,
বর্ণে যেন পাই শত অংশে তার
যে চিত্র মানসে মানি ;
মানবের হৃদি আঁকি চিত্র-পটে
রচিব আশার বন।
জননি, তোমার করুণা-বিহনে
কোথা পাব কিবা ধন।
দেও গুটিকত মানস-রঞ্জন
কুসুম তোমার তুলে,
পূরাই বাসনা, আশার কানন
সাজাই তোমার ফুলে।

নবম কল্পনা

বিবেকের সহিত সাক্ষাৎ—আশার অন্তর্দ্ধান—বিবেকের অনুবর্ত্তী হইয়া কাননের প্রান্তভাগ দর্শন। শোকারণ্য—তাহাতে প্রবেশ ও ভ্রমণ—শোকের মূর্ত্তি দর্শন ও তাহার পরিচয়।

আশার পশ্চাতে প্রাসাদ হইতে
আসিয়া কিঞ্চিৎ দূর,
জিজ্ঞাসি তাহারে কোন্ পথে এবে
ভ্রমিব তাহার পুর ;
জিজ্ঞাসি কাননে সকলি কি হেন—
সকলি সৌন্দর্য্যময় ?
কোন স্থানে কিছু সে কানন-মাঝে
কলঙ্ক-অঙ্কিত নয় ?
শুনি হাসি আশা অতি সুমধুর
কহিলা আমার কাণে
"পাইবে দেখিতে ভুলিবে যাহাতে
উতলা হৈও না প্রাণে ;

চল এই পথে" হেন কালে হেরি
জ্যোতির্ম্ময় ঋষি-বেশ,
তেজঃপুঞ্জ ধীর, অমল-বদন
শ্বেত-শ্মশ্রু, শ্বেত-কেশ
প্রাণী একজন আসি উপনীত
শিরেতে কিরণ-ছটা,
ছায়াশূন্য দেহ দেবের সদৃশ,
অঙ্গেতে সৌরভঘটা;
কহিলা আমারে "কুহকে ভুলিয়া
কোথা, বৎস, কর গতি!
দেখিছ যে অই আশা মায়াবিনী,
বড়ই কুটিলমতি।
করো না প্রত্যয় উহার বচনে
ভুলো না উহার ছলে,
হেন প্রবঞ্চক দেখিতে পাবে না
কদাপি অবনীতলে।
ছিল সত্য আগে অমর-আলয়ে,
সদা সত্যপ্রিয় অতি,
মিথ্যা, প্রবঞ্চনা না জানিত কভু,
সরল সুন্দর গতি।
বলিত যাহারে যখন যেরূপ
ফলিত বচন তথা;
ত্রিলোক ভুবনে আছিল সুখ্যাতি
মিথ্যা না হইত কথা।
ছিল বহু দিন সুখে স্বর্গধামে
ক্রমে দৈববিড়ম্বনা—
দানব দুরন্ত স্বর্গ শৈল হরি
অমরে করি ছলনা।
ইন্দ্রাদি দেবতা দনুজ-দৌরাত্ম্যে
স্বর্গপুরী পরিহরি,

ধরি ছদ্মবেশ　　　করিলা ভ্রমণ
　　আসিয়া পৃথিবী'পরি ;
স্বার্থ-পরবশ　　　আশা না আইসে
　　অমরাবতীতে থাকে ;
দানব-রাজত্ব-　　　সময়ে স্বর্গেতে
　　স্বর্গের দুয়ার রাখে,
সেই পাপে ইন্দ্র　　　দিলা অভিশাপ
　　গতি হ'বে ধরাতলে,
মানব-নিবাসে　　　হইবে থাকিতে
　　চির দিন ভূমণ্ডলে।
তদবধি দুঃখে　　　ভ্রমে কুহকিনী
　　ঘুরিয়া পৃথিবীময়,
কহে যত বাণী　　　সকলি নিষ্ফল,
　　সকলি অলীক হয়।
চিরকাল হেন　　　ভ্রমে এ কাননে
　　ভুলায়ে মানব যত,
নাহিক বিরাম　　　ভ্রমে দিন দিন
　　শঠতা করি সতত।
নিরখি তোমারে　　　সুকুমার অতি
　　সরল নির্ম্মল মন,
পড়িলা বিপাকে　　　উহার সংহতি
　　এখানে করি গমন ;
করিয়া গোপন　　　রেখেছে তোমারে
　　এ কানন গূঢ় স্থল।
আ(ই)স সঙ্গে মম　　　আমি চেতাইব
　　দেখাইব সে সকল।"
ঋষির বচন　　　শ্রবণে কৌতুকী
　　আশার উদ্দেশে চাই,
হেরি চারি দিক্　　　কোন দিকে তারে
　　নিরখিতে নাহি পাই।

ঋষি কহে "বৎস, পাবে না দেখিতে
এখন তাহারে আর;
আমার নিকটে থাকে না সুস্থির
এমনি প্রকৃতি তার।
দেখিয়া আমারে নিকটে তোমার
অদৃশ্য হইলা ছলে,
গেলা ভুলাইতে অন্য কোন জনে,
আনিতে কাননস্থলে।"
শুনিয়া সে কথা তখন যেমন
ভাঙ্গিল নিদ্রার ঘোর;
নিছুলি ঘুচিলে উঠে যেন প্রাণী
পলাইলে পরে চোর!
কথায় প্রত্যয় হইল তাঁহার,
অগত্যা পশ্চাতে যাই,
আশাপুরী-প্রান্তে গাঢ়তর এক
অরণ্য দেখিতে পাই।
ঋষি কহে "বৎস, ভ্রমে এইখানে
আশাদগ্ধ প্রাণী যারা—
পতি, পুত্র, ভ্রাতা, দারা, বন্ধু, পিতা,
জননী, বান্ধব-হারা।"
বাড়িল কৌতুক, যাই দ্রুতগতি
বন-দরশন আশে;
অরণ্য-নিকটে আসিয়া অস্থির,
স্তম্ভিত হইনু ত্রাসে।
যথা যবে ঝড় বহে ভয়ঙ্কর,
বায়ুমুখে মেঘ ছুটে,
অতি ঘোরতর দূর হ(ই)তে শূন্যে
হুহু শব্দ বেগে উঠে;
কানন হইতে তেমতি উচ্ছ্বাসে
উঠিছে গভীর রব;

শুনিয়া সে ধ্বনি কানন-বাহিরে
পরাণী নিস্তব্ধ সব;
ঘন হাহা রব, প্রচণ্ড নিশ্বাস,
উঠিছে ঝটিকা সম;
কভু শান্ত ভাব কভু ভয়ানক
এই সে তাহার ক্রম।
প্রবেশের মুখে সে অরণ্য-পাশে
দেখি প্রাণী একজন,
অতি ম্লান ভাব, হাতে ফুলমালা,
দুঃখেতে করে ভ্রমণ;
পড়িয়াছে কালি বদন-মণ্ডলে,
গভীর চিন্তার রেখা,
ফেলি অশ্রুধারা চাহি ধরা-পানে
সতত ভ্রমিছে একা।
দেখিয়া তাহার কাতর অন্তর
উপনীত হই কাছে,
জিজ্ঞাসি কি হেতু ভ্রমে সেইখানে
কত দিন সেথা আছে?
কহিল সে জন "আশার কাননে
আছি আমি বহু দিন;
ভ্রমি এইরূপে দিবা বিভাবরী,
শরীর করেছি ক্ষীণ;
পক্ষ ঋতু মাস, বৎসর কতই,
অতীত হইল, হায়,
তবু কা'র গলে নারিলাম দিতে
এ ছার স্নেহ-মালায়!
কত যে পুরুষ, কত যে রমণী,
সাধনা করিনু কত—
গ্রহণ করিতে এ কুসুম-দাম
কেহ সে নহে সম্মত!

না জানি কি বুঝে পলায় অন্তরে
নিকটে দাঁড়াই যার ;
তুলে যদি কভু দেই কা'র হাতে
ঠেলি ফেলে এই হার।
আহা কত প্রাণী হেরি এ কাননে
কতই আনন্দ পায়।
কি কব বিধিরে এ-হেন অমৃত
নাহি সে দিলা আমায়।
ভাবি কত বার ছিঁড়িব এ দাম,
ছিঁড়িতে নাহিক পারি ;
তাই দুঃখে ত্যজি প্রণয়ের ভূমি
এ বনে হয়েছি দ্বারী।"
এত কৈয়ে যায় দ্রুতবেগে চলি,
চক্ষে বিন্দু বিন্দু জল ;
শুনিয়া কাতর অন্তরে যেমন
জ্বলিল কূট গরল।
ঋষির সংহতি প্রবেশি অরণ্যে
হেরি এবে চারি দিক্—
জর্জ্জরিত তরু, লতা, গুল্ম, পাতা
আকীর্ণ রাশি বল্মীক।
ভাঙ্গিয়া পড়িছে এথা তরুশাখা,
ওথা উন্মূলিত দারু ;
হেলিয়া কোনটি রয়েছে শূন্যেতে
হৃত পুষ্প ফল চারু ;
কাহার পল্লব ভাঙ্গিয়া দুলিছে,
বিকৃত কাহার চূড়া ;
বিদ্যুৎ-আহত বিশীর্ণ কোনটি
মাটিতে পড়িছে গুঁড়া ;
যেন বা দুরন্ত অনল-দাহনে
উচ্ছিন্ন করেছে তায়—

সে শোক-কানন শোভা-বিরহিত
দেখিতে তাহার(ই) প্রায় !
নিরখি আশ্চর্য্য প্রাণী সে কাননে
দুই রূপ, দুই ভাগে,
ধায় পরস্পর কানন-ভিতরে,
পাছে এক, অন্য আগে ;
জীবিত যাহারা তাহারা পশ্চাতে,
অগ্রভাগে ছায়া যত ;
কানন-ভিতরে করে পরিক্রম
অবিশ্রান্ত অবিরত।
হা হতোঽস্মি রব, শিব শিব ধ্বনি,
সতত জীবিত মুখে ;
ছায়াবৃন্দ পাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
ভ্রমিছে মনের দুখে।
কত যে প্রাচীন ভ্রমিছে সেখানে
প্রসারিয়া দুই বাহু ;
বিশীর্ণ শরীর, ব্যাকুল বদন,
গ্রাসিয়াছে যেন রাহু।
কত শিশু-ছায়া ধায় অগ্রভাগে,
নিকটে আসিলে, হায়,
অমনি সরিয়া ফিরে ফিরে চাহি
দূরেতে পলায়ে যায়।
কোন বা যুবক বৃদ্ধের আকৃতি
ছায়ার পশ্চাতে ধায় ;
ছায়া স্থির রহে যুবা ছুটি আসি
আলিঙ্গন করে তায় ;
কোথা আলিঙ্গন, বৃথা সে পরশ,
শূন্য বাহু বক্ষঃস্থলে।
যুবা দীর্ঘশ্বাসে ছায়া নিরখিয়া
ভাসে তপ্ত অশ্রুজলে।

কোন জন ধায় ছায়ার পশ্চাতে
বাড়াইয়া দুই হাত ;
বহু দিন পরে যেন পুনরায়
দেখা পায় অকস্মাৎ ;
কহে অনুনয় বিনয় করিয়া
"আ(ই)স সখে এক বার,
বাহুতে জড়ায়ে তব কণ্ঠদেশ
নিবারি চিত্তের ভার।
বহু দিন সখে ভাবি নিরন্তর
অই সুপ্রসন্ন মুখ ;
নামে জপমালা করি করতলে
সম্বরি মনের দুখ।
বদন আকৃতি সকলি তেমতি
সমভাব সেই সব,
তবে কেন সখে কাছে গেলে সর,
কেন নাই মুখে রব।"
কেহ বা বলিছে ছুটিতে ছুটিতে
কোন এক ছায়া-পাছে—
"আ(ই)স ফিরে ঘরে ভাই প্রাণাধিক,
চল জননীর কাছে ;
দিবা নিশি হায় করিছে ক্রন্দন
জননী তোমার তরে ;
সাজায়ে রেখেছে সকলি তেমতি
সাজায়ে তোমার ঘরে ;
সেই ঘর আছে, আছে সেই জায়া;
ভাই, বন্ধু সেই সব,
সেই দাস দাসী, সেই পরিজন,
গৃহে সেই কলরব ;
কমলের দল সদৃশ তোমার
শিশুরা ফুটেছে এবে ;

আ(ই)স ফিরে ঘরে ক্রোড়ে করি তায়
বদন আঘ্রাণ নেবে ;”
বলিয়া দুঃখেতে করিয়া ক্রন্দন
পশ্চাতে ধাইছে তার,
ছায়ারূপী প্রাণী না শুনে সে কথা
দূরে যায় পুনঃ আর।
আহা সুরূপসী রামা কোন জন
দুই বাহু উর্দ্ধে তুলি
ছুটে উর্দ্ধশ্বাসে “নাথ নাথ” বলি
কুন্তল পড়িছে খুলি,
“দাঁড়াও বারেক ক্ষণকাল, নাথ,
জুড়াক তাপিত বুক,
বারেক তুলিয়া দেখাও আমারে
অই শশিসম মুখ ;
ভ্রমি অনিবার এ আঁধার বনে
বরষ বরষ হায়।
সাগর-সলিলে ধ্রুবতারা যেন
নাবিক নিরখি যায়।
উঠিছে তরঙ্গ চারি পাশে তার
তরণী ছুটিছে আগে,
অনিমেষ আঁখি দেখিছে চাহিয়া
আকাশের সেই ভাগে।
সেইরূপে নাথ জাগি দিবা নিশি
সেইরূপে দুঃখে চাই ;
তবু এ দুরন্ত অকূল সাগরে
কূল নাহি খুঁজে পাই ;
কবে পুনরায় আবার তেমতি
পাইব হৃদয়ে স্থান।
শুনিব মধুর সুধা-সম স্বর
জুড়াবে শরীর প্রাণ।”

এইরূপে সেথা কত শত জন
ছায়া অন্বেষণ করি,
ভ্রমিছে আক্ষেপ- রোদন করিয়া
আঁধার কানন ভরি ;
ভ্রমে অবিচ্ছেদ, সদা খেদস্বর
শিরে বক্ষে করাঘাত,
ঘন দীর্ঘশ্বাস, অবিরল ধারা
যুগল নয়নে পাত।
তাহাদের মুখ চাহি ক্ষণকাল
দুঃখেতে পূরে হৃদয়,
কহি, হায় বিধি নবীন পঙ্কজ
শুকালে এমন হয়!
সৃষ্টির গৌরব প্রকাশিত যায়
এ-হেন তরুণী-মুখ
তাপদগ্ধ হৈয়ে মানবের মনে
দেয় কি এতই দুখ!
হীরা, মুক্তা, চুনী, বিধু, পদ্মফুলে
কলঙ্ক দেখিতে পারি ;
তরুণীর মুখে দগ্ধ শোকছায়া
কদাপি দেখিতে নারি!
এরূপে আক্ষেপ করিয়া তখন
ক্রমে হই অগ্রসর ;
ক্রমশঃ বাতাস বেগে অল্প অল্প
আঘাতে বদন'পর।
ক্রমে অগ্রসর হই যত আরো
বায়ু গুরুতর তত ;
গাছের পল্লব লতা পাতা ক্রমে
বায়ুভরে অবনত।
ক্রমে বৃদ্ধি ঝড় প্রবল পবন
বুকে মুখে বেগে পড়ে ;

অতি কষ্টে ধীরে হই অগ্রসর,
স্থির হৈতে নারি ঝড়ে।
যথা অন্তরীক্ষে বায়ু প্রতিমুখে
বিহঙ্গ যখন ধায়,
আশু হৈলে কিছু প্রবল বাতাসে
দূরে ফেলে পুনরায়,
পক্ষ প্রসারিয়া স্থির ভাবে কভু
বহু ক্ষণ শূন্যে রয়;
আশু হ(ই)তে নারে না পারে ফিরিতে
অবিচল পক্ষদ্বয়;
সেইরূপে যাই জিজ্ঞাসি ঋষিরে
কহ এ কি তপোধন—
কোথা হ(ই)তে হেন এই স্থানে বেগে
এরূপে বহে পবন ?
অন্য দিকে হেরি ঝড়ের আকার
কিছু নাহি হয় দৃষ্টি;
বহিছে এখানে প্রচণ্ড বাতাস
এ কি অদভুত সৃষ্টি ?
ঋষি কহে "বৎস, চল কিছু আগে
স্বচক্ষে দেখিবে সব;
কোথা হ(ই)তে ইহা কখন কি ভাব
কিরূপে হয় উদ্ভব।"
যাইতে যাইতে দেখি এক স্থানে
প্রচণ্ড ঝটিকা বহে;
সম্মুখে তাহার পশু পক্ষী জীব
তৃণ আদি স্থির নহে;
ধূলিতে ধূলিতে গগন আচ্ছন্ন,
ঘন বেগে শিলাপাত;
বৃষ্টিধারারূপে বরিষে কঙ্কর
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

যথা সে তরঙ্গ সাগর হইতে
প্রবেশি নদীর মুখে
মত্ত বেগে ধায় তুলারাশি হেন
ফেনস্তূপ লৈয়ে বুকে,
ছুটে তরী-কুল তীর সম তেজে,
তীরেতে আছাড়ি পড়ে ;
তরঙ্গ-তাড়িত বেগে পুনরায়
নদীগর্ভে ধায় রড়ে ;
সেইরূপ এথা কত শত প্রাণী
ঝড়মুখে বেগে ধায়,
ঘন রুদ্ধশ্বাস আকুল কুন্তল
ধরা না পরশে পায় ;
কত শত যুবা বৃদ্ধ নর নারী
বিধাবিত বেগে ঝড়ে,
কভু এক স্থানে কভু অন্য দিকে
আছাড়ি আছাড়ি পড়ে।
নিরখি সেখানে কিরণ ঢাকিয়া
আকাশে পড়েছে ছায়া,
বরষায় যথা তপন ঢাকিয়া
প্রকাশে মেঘের কায়া।
অথবা যেমন শূন্যে পঙ্গপাল
উড়িলে আঁধার-জাল,
পড়ে ধরাতলে ছায়া বিছাইয়া
ঢাকিয়া গগন-ভাল
তেমতি আকার ছায়া সে প্রদেশে
আঁধারিয়া নভঃস্থল,
ছুটিয়া ছুটিয়া ঘুরিছে শূন্যেতে
ছন্ন করি সে অঞ্চল।
অস্থির শরীর ছায়ার পরশে
শুষ্ক কণ্ঠ, রুদ্ধ স্বর,

চঞ্চল নয়ন তপোধন-পাশে
নিরখি শূন্যের 'পর ;
যেন কালি-মাখা ঘোর গাঢ় মেঘ
শূন্যপথে উড়ি যায় ;
ঝড়বেগে গতি তুলিয়া তুলিয়া
ধূম বিনির্গত তায়।
ভ্রমিছে সে মেঘ অন্ধকার করি
প্রসারে আকাশ যুড়ে ;
সে মেঘের ছায়া পড়ে যার গায়
উত্তাপে তখনি পুড়ে।
শুকায় রুধির শরীরে আমার
তুণ্ডে নাহি সরে ভাষ,
অশ্রুপূর্ণ আঁখি ঋষির বদন
নিরখি পাইয়া ত্রাস।
ঋষি কহে "বৎস, অই কাল মেঘ
এ আশা-কাননে শিখা ;
বৃথা যে এ বন উহার(ই) শরীরে
কালির অক্ষরে লিখা।
পক্ষী নহে উহা ও কালি মূরতি
করাল কালের ছায়া,
প্রাণিগণে দহি ঘুরে নিত্য এথা
এরূপে প্রসারি কায়া।"
বলিতে বলিতে ভুলিয়া আপনা
তপোধন কয় শোকে—
"হায় রে বিধাতঃ, এ কালিম ছায়া
ছড়ালি কেন ভূলোকে!
জগতে যা আছে মধুর সুন্দর
গঠিয়া তাহার পর
গঠিলে বিধাতঃ সকলের শ্রেষ্ঠ
প্রাণীরূপ মনোহর?

বিষমাখা তার কণ্টক আবার
গঠিলে কেন এ কাল ?
মর্ত্তে পাঠাইয়া স্বর্গের পুতলি
পথে দিলে কাঁটাজাল।
সুচিত্র পটেতে কালি মাখাইতে
কেন এত ভাল বাস ?
জগতের সুখ নিদারুণ বিধি
এরূপে কেন বিনাশ ?"
এরূপে বিলাপ করেন সে ঋষি
আতঙ্কে সম্মুখে চাই,
দূর প্রান্ত দেশে গৈরিক-মিশ্রিত
স্তূপ নিরখিতে পাই।
সেই স্তূপ-অঙ্গে অন্ধ গুহা এক,
উত্থিত হইয়া তায়,
ঘন ঘন শ্বাস প্রচণ্ড বাতাস
ঝড়ের আকারে ধায়।
অতি কষ্টে দোঁহে সেই গুহা-পাশে
আসি হই উপনীত ;
নিকটে আসিয়া দেখিয়া স্তম্ভিত,
ভয়ে চিত্ত চমকিত।
গহ্বর-ভিতরে বসি এক প্রাণী
প্রচণ্ড নিশ্বাস ছাড়ে ;
সেই দীর্ঘশ্বাসে জনমি বাতাস
ঝড় সম বেগে বাড়ে।
কালির বরণ পাষাণ-নির্ম্মিত
যেন সে কঠিন কায়া ;
শরীরে বিস্তৃত যেন অন্ধকার
ঘোরতর গাঢ় ছায়া।
মাঝে মাঝে মাঝে কাঁপে সর্ব্ব অঙ্গ
হুঙ্কার-ধ্বনি নাসায় ;

ছিন্ন ভিন্ন বেশ, রুক্ষ ধূম্র কেশ
মস্তকে বিচ্ছিন্ন, হায় !
করে আচ্ছাদন করিয়া বদন
বসি ভাবে হেঁট মাথা ;
বসি হেন ভাব যেন সে মূরতি
সেই গুহা-অঙ্গে গাঁথা।
সম্ভাষি আমারে কহে তপোধন
“শোকমূর্ত্তি এই হের,
আশার কাননে ইহা হ(ই)তে ঘটে
বহু বিঘ্ন বহু ফের।”
ঋষিরে জিজ্ঞাসি কেন তপোধন
মুখে আচ্ছাদন-কর ?
না দেখিনু কভু বদন হইতে
উহা ত হয় অন্তর।
সে কথা শুনিয়া ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস
শোকমূর্ত্তি দুঃখে বলে,
বলিতে বলিতে করের অঙ্গুলি
তিতিল নয়নজলে ;
“এ কথা জান না কে তুমি এখানে
ভ্রমিছ আশাকানন ;
শিশু নহ তাহা বুঝিয়াছি স্বরে,
হবে কোন যুবাজন।
আমি হতভাগ্য আছি এই স্থানে
চারি যুগ এই হাল ;
বিধাতা আমায় করিলা সৃজন
করিয়া লোক-জঞ্জাল।
মৃত্যু নাই মম যে আসে নিকটে
সেই পায় নানা ক্লেশ ;
সেই হেতু এথা থাকি এ নির্জ্জনে
দুঃখে ছাড়িয়াছি দেশ।

না দেখাই কারে এ ছার বদন
তাহার কারণ বলি—
দেখিব যাহারে, বিধাতার শাপে
তখনি সে যাবে জ্বলি।
কত অনুনয় করিনু বিধির
লইতে এ পাপ প্রাণ,
এ কাল-কটাক্ষ হইতে আমার
প্রাণীরে করিতে ত্রাণ ;
না শুনিলা বিধি শুধু এই বর
দিলা সে করুণা করি—
শিশুর বদন হেরিতে কেবল
পাইব নয়ন ভরি ;
এ কটাক্ষ-দাহ শিশুরে কেবল
দাহন করিতে নারে,
নতুবা মুহূর্ত্তে দগ্ধ করি তাপে
অন্য প্রাণী সবাকারে ;
কোথা নাহি যাই থাকি একা এথা
তবু সে বিধি আমায় ;
বিড়ম্বনা করে প্রেরিয়া পরাণী
আমারে কত জ্বালায় ;
বর্ষে যত বার খুলি দগ্ধ আঁখি
তখন(ই) যে থাকে কাছে,
তার সম বুঝি আশার কাননে
অভাগা নাহিক আছে।
আসিতে আসিতে দেখিয়াছ পথে
সহস্র সহস্র প্রাণী
ভ্রমিছে দুঃখেতে, এ কটাক্ষ-দোষে,
শুনায়ে কাতর বাণী।
না থাক এখানে যাও অন্য স্থান
বাঁচিতে যদ্যপি চাও ;

আমার নিকটে থাকিয়া এখানে
কেন এ সন্তাপ পাও।"
যথা যবে কোন গৃহীর আলয়ে
মৃত্যু উপস্থিত হয়,
রোদন-নিনাদ বিলাপ-শোচনা
বিদীর্ণ করে আলয়;
তখন যেমন বন্ধু কোন জন
বিমর্ষ মলিন বেশ,
কালের ছায়াতে কালিম বদন
বাহিরায় বহির্দ্দেশ;
অন্ধকারময় হেরে চারি দিক্
ব্রহ্মাণ্ড মলিন-কায়;
শুষ্ক কণ্ঠ তালু ঘন ঊর্দ্ধশ্বাস
হৃদয় জ্বলে শিখায়;
ধরাতল যেন অধীর হইয়া
সতত কাঁপিতে থাকে,
ভয়ে ভয়ে যেন কণ্টক-উপরে
ধরাতে চরণ রাখে;
সেইরূপে এবে নিরখিয়া শোক
করি স্থান পরিহার,
যাই ঋষি-সহ ঋষি কহে মৃদু
বদনে চিন্তার ভার;—
"নিরখিলা শোক নিরখিলা তার
অরণ্যে কাল-প্রতিমা;
চল যাই এবে দেখিবে আশার
কোথা সে কাননসীমা।"

দশম কল্পনা

নৈরাশ্যক্ষেত্র—মধ্যভাগে মরুপ্রদেশ—তাহাতে চিরপ্রদীপ্ত অনলকুণ্ড—হতাশের মূর্ত্তিদর্শন ও নিদ্রাভঙ্গ।

ধীরে ধীরে ঋষি চলে আগে আগে,
পশ্চাতে করি গমন;
শোকারণ্য ছাড়ি অন্য ধারে তার
উপনীত দুই জন।
কঠিন মৃত্তিকা, নিম্ন উচ্চ ভূমি,
ধরা নহে সমতল;
চলিতে চরণ স্থির নাহি রহে,
সে পথ হেন পিচ্ছল।
নাহি ডাকে পাখী, তরুর শাখায়
নীরবে বসিয়া রয়;
বিনা বায়ুবেগ নিত্য তরুতলে
ঝরে লতা পত্রচয়।
ক্রীড়ায় নিবৃত্ত ব্যাধগণ যবে
উজাড় করিয়া বন,
ফিরে গৃহমুখে, ত্যজিয়া কানন
আনন্দে করে গমন;
তখন যেমন ছাড়ি নানা দিক্
পুনঃ ফিরে যত পাখী,
ভ্রমে উড়ে উড়ে তরু চারি ধারে
ভয়ে না প্রবেশে শাখী।
নিরখি আসিয়া এথা সেই ভাবে
আছে যত নিকেতন,
চারি ধারে তার ভ্রমে নিরন্তর
হতাশ পরাণিগণ,
সাহস না করে পশিতে ভিতরে
ক্ষুণ্নমন, নতশির,

শুষ্ক কণ্ঠদেশ, শুষ্ক রুক্ষ বেশ,
নয়নে না ঝরে নীর।
হেরি কত প্রাণী চলে অতি ধীরে
দেহে যেন নাহি বল,
শুষ্ক নীলোৎপল মুখছবি যেন,
করে চাপে বক্ষঃস্থল।
কত যুবা, আহা, নত পৃষ্ঠদণ্ড
চলে হেন ধীরে ধীরে,
প্রতি পাদক্ষেপে যেন রেণু গুণি
নিরখে মহী-শরীরে।
হেন ধীর গতি তবু কত জন
পড়ে নিত্য ভূমিতলে,
স্খলিত চরণ ধূলিতে লুটায়
পিচ্ছল সেহ অঞ্চলে।
পড়ে ক্ষিতিপৃষ্ঠে চলিতে চলিতে
বৃদ্ধ প্রাণী কত জন;
উঠিতে শকতি নাহিক আশ্রয়,
আশ্রয়ে ধরে পবন।
কোথাও পরাণী হেরি শত শত
বসিয়া দুর্গম স্থানে,
অনিমেষ আঁখি নীরস বদন
নিত্য হেরে শূন্য পানে;
চলে দিনমণি ভাসিয়া গগনে
চাহিয়া তাহার পথ
ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস, বলে "হা বিধাতঃ,
ভাল দিলে মনোরথ;
করি বড় সাধ ধরিলাম হৃদে
কৃপণের যেন মণি,
এখন সে আশা হয়েছে গরল
দংশিছে যেমন ফণী।

কেন বিধি হেন আশ্বাসে ভুলায়ে
জ্বালিলে হৃদয়ে শিখা ?
জানিতে যদ্যপি অগ্রে এ ললাটে
এ হেন অভাগ্য লিখা।”
এরূপে বিলাপ করিছে অনেকে,
কেহ বা উঠিয়া ধায়,
ভাবে যেন শূন্যে কোন সে আকৃতি
সহসা দেখিতে পায়।
গিয়া দ্রুতপদে করতল যুড়ে
বাহু প্রসারণ করি ;
বাতাস মিলায় ঘুচে সে প্রমাদ,
পালটে আশা সম্বরি,
ফিরে অধোমুখ বসিয়া আবার
দিনমণি-পানে চায়,
দেখে শূন্যমার্গে ধীরে ধীরে সূর্য্য
গগনে ভাসিয়া যায়।
নিরখি সেখানে প্রাণী অন্য কত
মনস্তাপে ধীরে ধীরে
কণ্ঠ হ(ই)তে খুলি কুসুমের হার
নিরখিছে ফিরে ফিরে ;
করি ছিন্ন ছিন্ন ফেলিছে ভূতলে
পদতলে দৃঢ় চাপি ;
নেত্রে অশ্রুবিন্দু ফেলি মুহুর্ম্মুহু
উঠিছে সঘনে কাঁপি ;
পদাঘাতে চূর্ণ খণ্ড খণ্ড হয়ে
সে মালা পড়ে যখন ;
“উদ্‌যাপন” বলি ছাড়িয়া নিশ্বাস
সে প্রাণী করে গমন।
দেখি কত জন বসিয়া নির্জ্জনে
ধীরে চিত্রপট খুলে,

নয়নের নীরে অঙ্কিত চিত্রের
একে একে রেখা তুলে ;
করিয়া মার্জ্জিত সর্ব্ব অবয়ব
নিরঙ্ক করিয়া পরে,
বিছায়ে বিছায়ে সেই চিত্রপট
দুই করতলে ধরে ;
পরশে হৃদয়ে পরশে মস্তকে
যতনে করে চুম্বন ;
পরে ছিন্ন করি ফেলি ধরাতলে
সন্তাপে করে গমন।
বলে "রে এখন(ও) বিদীর্ণ হলি নে
হায় রে কঠিন হিয়া!
কি ফল বাঁচিয়া এ হেন মধুর
আশা বিসর্জ্জন দিয়া ?
ভাবিতাম আগে না জানি কতই
কোমল মানব-মন ;
ছিল যত দিন আশার হিল্লোল
করিত হৃদে ভ্রমণ।
বুঝেছি এখন লৌহ-ধাতুময়
কঠোর নরের হৃদি ;
অনন্ত দুঃখের কারণ করিয়া
গঠিলা আমায় বিধি!"
কোনখানে দেখি প্রাণী শত শত
শয়ন করি ভূতলে,
পাষাণের ভার তুলিয়া বিষম
রাখিছে হৃদয়তলে ;
কাঞ্চন মুকুট, মণিময় দণ্ড,
হেম-বিমণ্ডিত অসি,
ধূলি-সমাচ্ছন্ন, প্রতি জন পাশে
পড়েছে কতই খসি ;

বলিছে "এখন বাঁচিয়া কি ফল
পাইয়া এ হেন ক্লেশ,
এ ছার সংসারে বৃথায় ভ্রমণ
ধরিয়া ভিক্ষুক-বেশ।
কত যে উৎসাহ কতই বাসনা
ধরিত আগে এ মন।
ভূধর-শরীর ভাবিতাম তুচ্ছ,
সামান্য তুচ্ছ গগন।
ভাবিতাম আগে জলধি গোষ্পদ,
ইন্দ্রপুরী ক্ষুদ্র অতি;
পরিণামে হায় হইল এ দশা,
এখন কোথায় গতি।"
বলিয়া এতেক ভগ্ন অসি লৈয়ে
হৃদয়ে করে প্রহার;
আবার ভূতলে পড়িয়া, বক্ষেতে
চাপায় পাষাণ-ভার;
উপরে উপরে শিলাখণ্ড তুলে
কতই চাপিছে বুকে;
করিছে আক্ষেপ কতই কাঁদিয়া
দারুণ মনের দুখে।
"কি কঠিন হিয়া" কহিছে কাঁদিয়া
"শিলা হেন হয় ছার,
না ভাঙ্গে সে বুক পরেছি যেখানে
বাসনা-ফণীর হার।"
বলিতে বলিতে উঠিয়া আবার
ক্রমে অগ্রভাগে যায়,
বৃক্ষ-অন্তরালে গিয়া কিছু দূরে
অরণ্য-মাঝে লুকায়।
বাড়িল কৌতুক কোথা প্রাণিগণ
এরূপে করে গমন

জানিতে বাসনা, ঋষির পশ্চাতে
চলিনু আকুলমন।
পশ্চাতে তাদের চলি কত দূর
ক্রমে আসি উপনীত ;
অনন্ত বিস্তার ঘোর মরুভূমি
হেরি হ'য়ে চমকিত ;
হেরি চারি দিক্ যেন নিরন্তর
ধূমেতে আচ্ছন্ন রয় ;
নাহি বৃক্ষ লতা! পশু-পক্ষী-রব!
বিকলাঙ্গ সমুদয়।
বারিশূন্য মরু ধূ ধূ করে সদা,
চলিতে নাহিক পথ,
কঠিন কর্কশ লবণ-মৃত্তিকা
উত্তপ্ত অনলবৎ ;
পদ তালু জ্বলে হেন তপ্ত বালু,
সে তাপ নাহিক জ্ঞান,
দিক্-হারা হৈয়ে ভ্রমে সেইখানে
পরাণী আকুল প্রাণ ;
বাণীশূন্য মুখ, ধূলিপূর্ণ কেশ,
শরীরে কালিম মলা,
সে মরু-প্রদেশে ভ্রমে প্রাণিগণ
অন্তরে হ'য়ে উতলা ;
বিশীর্ণ বদন, বরণ পাণ্ডুর,
নীরবে করে ভ্রমণ ;
নিশীথ সময়ে প্রেতযোনি যথা
দগ্ধ চিত্ত, দগ্ধ মন।
হেরে মরু-দেশ তৃষিত অন্তরে
চায় সে ধূমল শূন্যে ;
নিরখি সে ভাব শরীরে কণ্টক
হৃদয় পূরে কারুণ্যে।

আশাভগ্ন, হায়, কত নারী নর;
কত যুবা বৃদ্ধ প্রাণী
ভ্রমে এই ভাবে সে মরু-প্রদেশে
বদনে মলিন গ্লানি।
যাই যত দূর ক্রমশঃ ততই
নেহারি ধূম প্রগাঢ়।
ঘনঘটা যেন বিছায়ে আকাশে
তিমিরে ঢাকে আষাঢ়।
ক্রমে অন্ধকার ঘেরে দশ দিশ,
প্রবেশি যেন পাতাল;
উঠে নিত্য ধূম ফুটে ক্ষিতিতল
কজ্জল বর্ণ করাল।
মাঝে মাঝে মাঝে বিকট কিরণ
চমকি চমকি ছুটে;
কাল-কাদম্বিনী- কোলেতে যেমন
বিদ্যুৎ গগনে লুটে;
ভাতে তীব্র ছটা ধাঁধিয়া নয়ন
মুহূর্ত্তে পুনঃ লুকায়;
গাঢ়তর যেন অন্ধকারজাল
সে মরু'পরে ছড়ায়।
সে বিকট জালে আকুল তরাসে
শিহরি চাহি তখন,
রোমাঞ্চিত দেহ কম্পিত হৃদয়
নিস্পন্দ দুহ নয়ন;
দেখি স্থানে স্থানে কত শব-দেহ
সেই বারিশূন্য স্থলে,
বিকৃত বদন বিবর্ণ শরীর
লতারজ্জু বান্ধা গলে।
পীড়িত হৃদয় কাঁপিতে কাঁপিতে
দ্রুতবেগে করি গতি,

হেরি এইরূপ যাই যত দূর
বাহিয়া উত্তপ্ত পথি,
ক্রমে যত যাই তত উষ্ণ বায়ু,
উষ্ণতর শুষ্ক মহী,
উঠে ঘোর তাপ ঘেরি চারি দিক্
শরীর চরণ দহি।
ক্রমে উপনীত বিশাল বিস্তৃত
ভয়ঙ্কর মরুভূমে,
শূন্য গুল্ম লতা হু হু করে দিক্
আচ্ছন্ন নিবিড় ধূমে;
হু হু জ্বলে বালি অনন্ত বিস্তার
দশ দিকে পরকাশ।
ধূ ধূ করে শূন্য অনন্ত শরীর
দেখিতে পরাণে ত্রাস।
লবণ-বালুকা- বিকীর্ণ প্রদেশ
দারুণ উত্তাপ অঙ্গে;
খেলে যেন তাহে অনলের ঢেউ
উত্তপ্ত বালুর সঙ্গে।
মরু মধ্যভাগে একমাত্র তরু
তাপে জীর্ণ কলেবর,
প্রাণী একজন তলদেশে তার
দাঁড়াইয়া স্থিরতর;
হাতে রজ্জু ধরি দৃঢ় করি তায়
বান্ধিছে কঠিন ফাঁস,
আরোপি শাখাতে পরিছে গলায়
ছাড়িয়া বিকট শ্বাস;
ঝুলে তরুডালে শবদেহ যেন,
ঝুলি হেন কত ক্ষণ,
কণ্ঠ হইতে পুনঃ খুলিয়া আবার
রজ্জু করে উন্মোচন।

কখন অস্থির বেগে তরুতল
ত্যজিয়া উন্মাদ-প্রায়,
ছুটে মত্ত ভাবে সে মরু-প্রদেশে
প্রাণী সে কঙ্কালকায় ;
চলে দিক্ শূন্য করি হুহুঙ্কার
ফেনপুঞ্জ মুখে উঠে,
জ্বলন্ত বালুকা- তাপে দগ্ধীভূত
অস্থির চরণে ছুটে,
ছিন্ন করে দেহ নখে বিদারিয়া
দন্তে ছিন্ন করে ত্বচ্ ;
বান্ধিয়া অঙ্গুলে ছিঁড়ে কেশজটা
মস্তক করে বিকচ ;
রুধিরাক্ত তনু ধায় দশ দিকে
প্রাণিগণে খেদাইয়া—
আশাভগ্ন প্রাণী যত সে প্রদেশে
সম্মুখে ভ্রমে ছুটিয়া।
জ্বলে মরুমাঝে অনলের কুণ্ড
বিপুল মুখব্যাদান,
ধূমল কালিম বজ্র ধাতু সম
শিলাখণ্ডে নিরমাণ ;
উঠে বহ্নি-শিখা ভীম কুণ্ড-মুখে
জিহ্বা প্রসারণ করি ;
ছুটে ছুটে উঠে দূর শূন্যপথে
ভীষণ গর্জ্জন ধরি ;
লিহি লিহি করি উঠে বহ্নিজ্বালা
কূপ হইতে ভীম রঙ্গে ;
জিহি লক্ লক্ ছুটিতে ছুটিতে
প্রসারে যেন ভুজঙ্গে ;
আনি প্রাণিগণে ধার একে একে
সেই মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর

সে অনল-কুণ্ডে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
নিক্ষেপে বহ্নির 'পর।
ঋষি কহে "বৎস, হের রে হুতাশ
হুতাশ-কূপ নেহার;
আশার কাননে পরিণাম এই
নিরূপিত বিধাতার!"
নেহারি আতঙ্কে কম্পিত শরীর,
ভয়ে শিরে কাঁপে কেশ—
ধূ ধূ করে দিক্ অনন্ত ব্যাদান
বালুময় মরুদেশ;
জ্বলিছে অনল সে বিষম কুণ্ডে
আশাভগ্ন নারী নর
দশ দিক্ হৈতে হুতাশ-তাড়িত
পড়ে তাহে নিরন্তর।
হেরি ক্ষণ কাল সে অনল-কুণ্ড
ব্যাকুলিত হয় প্রাণ;
বলি, "শীঘ্র ঋষি পরিহরি ইহা
চল কোন অন্য স্থান।
যেন সে কোন বা অর্ণবের কূলে
বসি নিরখিলে একা,
অকূল সাগরে নিত্য ঊর্ম্মিকুল
নেত্রপথে যায় দেখা;
হু হু চলে জল, অনন্ত জলধি,
অনন্ত ঘন উচ্ছ্বাস;
শূন্য অন্তরীক্ষে অগাধ অনন্ত
ব্যোমকায় পরকাশ;
পক্ষি-প্রাণি-শূন্য নিখিল গগন,
পক্ষি-প্রাণি-শূন্য সিন্ধু;
জলধি-গর্জ্জন কেবলি নিয়ত,
নাহি অন্য স্বরবিন্দু।

যথা সে অকূল জলধির তীরে
পরাণ আকুল হয় ;
বসিলে একাকী শরীর জীবন
বোধ হয় শূন্যময় ;
সেইরূপ এথা এ মরু-প্রদেশে
প্রবেশি আকুল দেহ
হতেছে আমার, শুন তপোধন,
ইথে পরিত্রাণ দেহ।"
বলিয়া নিরখি হেরি চারি দিক্—
ঋষি নাহি দেখি আর !
নিদ্রাভঙ্গে পুনঃ সেই তরুতল
হেরি দামোদরধার !
তেমতি কিরণ পড়ি দামোদরে
আলো করে দুই কূল ;
তেমতি কিরণ তরুর শরীরে
রঞ্জিত করিছে ফুল !
দেখিতে দেখিতে ফিরিনু আবার,
প্রবেশি আপন গেহে ;
পুনঃ সে ধরার আবর্ত্তে পড়িয়া
মজিনু জটিল স্নেহে।

সমাপ্ত

ছায়াময়ী

[১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, আপার সার্কুলার রোড,

কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৬০

মূল্য দেড় টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
৭'২—৩. ৭. ৫৩

ভূমিকা

'বৃত্রসংহারে'র "বিজ্ঞাপনে" হেমচন্দ্রের এই স্বীকারোক্তি—"বাল্যাবধি আমি ইংরেজী ভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি, এবং সংস্কৃত ভাষা অবগত নহি, সুতরাং এই পুস্তকের অনেক স্থানে যে ইংরেজী গ্রন্থকারদিগের ভাবসঙ্কলন এবং সংস্কৃত ভাষার অনভিজ্ঞতাদোষ লক্ষিত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে" 'ছায়াময়ী'-কাব্যে বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি অনন্ত নরকমাত্র দেখাইয়াছেন, স্বর্গের আভাস দিতে পারেন নাই। কবি দান্তের 'ডিভাইনা-কমেডিয়া'র অনুসরণ হইলেও 'ছায়াময়ী' বাংলার কাব্য-রসিক সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছিল। অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন—

> ছায়াময়ীর সূচনায় শ্মশান-বর্ণনার রৌদ্র-বীভৎস বাঙ্গালা ভাষায় অতুল্য।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাবে'র দ্বিতীয় সংস্করণে কাব্যহিসাবে 'ছায়াময়ী'র প্রশংসা করিয়া দুইটি গুরুতর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। একটিতে তিনি বলিতেছেন—

> পরকালে স্বর্গ নরক দুই আছে বলিয়াই সাধারণের সংস্কার। যিনি পাঠকদিগকে একটির বিভীষিকা দেখাইলেন, অপরটির প্রলোভনও তাঁহার দেখান কর্ত্তব্য ছিল।

তাঁহার দ্বিতীয় আপত্তি—

> গ্রন্থকার…অশুচিপ্রণয়ে আসক্তা বলিয়া ভারতচন্দ্রের বিদ্যাকেও নরকে ফেলিয়াছেন। কিন্তু অন্নদামঙ্গল পাঠ করিয়া বিদ্যাকে অসতী বলিয়া, বোধ হয়, কাহারও প্রতীতি জন্মে না। ভারতের বিদ্যা অসতী হইলে কালিদাসের শকুন্তলাও অসতী হইয়া পড়েন!

আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে "সিরাজুদ্দৌলা"র চরিত্রও অনেকটা কলঙ্কমুক্ত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে "বঙ্গের সৌভাগ্যচোর, দৌরাত্ম্য আঁধারে ঘোর কেতুরূপে ধরাতলে কৈল বিচরণ" বলিয়া নিদারুণ নরকে নিক্ষেপ করিয়া হেমচন্দ্র প্রচলিত কিংবদন্তীকেই মানিয়া লইয়াছেন, সত্য ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করেন নাই।

'ছায়াময়ী' ১২৮৬ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়, বেঙ্গল লাইব্রেরিতে বই দাখিল করা হয় ১৫ জানুয়ারি ১৮৮০। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৪২।

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এইরূপ—

ছায়াময়ী। [কাব্য] "I follow here......rather meete" *Spenser.* তোমারি চরণ......ধরি এই মনোরথে। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা। ৩৫ বেণিয়াটোলা লেন, পটলডাঙ্গা, রায় যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ১৪ কলেজ স্কোয়ার, রায় প্রেস্‌ডিপজিটরীতে প্রকাশিত। ১২৮৬ সাল।

শশাঙ্কমোহন সেন 'বঙ্গবাণী' পুস্তকের (১৯১৫) দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ. ৯-১২) 'ছায়াময়ী'র চমৎকার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। একটু উদ্ধৃত করিতেছি—

'ছায়াময়ী'তে সংসারের এক ভয়াবহ নিয়তি চিত্রিত। এই চিত্রে কুত্রাপি অণুমাত্র সান্ত্বনা নাই। জীবরঙ্গভূমে, ষড়রিপুর এই অনিবার্য্য সংগ্রাম এবং ভীষণ কোলাহলের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য ও স্খলিতপদ দুর্ব্বল মনুষ্যের জন্য কোন্ বিভু এই ভীষণ নরকযন্ত্রণার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, জানি না। কিন্তু হেমচন্দ্র উহার চিত্র অনুপমভাবে বাঙ্গালীকে দেখাইয়াছেন।

হেমচন্দ্রের জীবিতকালে স্বতন্ত্র ও নানা গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া 'ছায়াময়ী'র যে কয়টি সংস্করণ হইয়াছিল, সেগুলি মিলাইয়া বর্ত্তমান পাঠ প্রস্তুত করা হইয়াছে।

ছায়াময়ী

"I follow here the footing of thy feete
That with thy meaning so I may the rather meete."

Spenser.

তোমারি চরণ স্মরণ করিয়া
চলেছি তোমারি পথে,
তোমারি ভাবেতে বুঝিব তোমারে,
ধরি এই মনোরথে।

বিজ্ঞাপন

প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় কবি ডাণ্টের লিখিত "ডিভাইনা কমেডিয়া" নামক অদ্বিতীয় কাব্যের কিঞ্চিৎমাত্র আভাস প্রকাশ করিবার মানসে, আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছি। সেই মহাকবির নিকট আমি কতদূর ঋণী, তাহা ইহার ললাটস্থ শ্লোক দৃষ্টেই বিদিত হইবে। ফলতঃ বহুল পরিমাণে আমি তাঁহার ভাবের ও রচনাপ্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

বলা বাহুল্য যে, "ডিভাইনা কমেডিয়া" বাইবেলের মতাবলম্বী একজন প্রকৃত খ্রীষ্ট-উপাসকের বিরচিত। নরক, প্রায়শ্চিত্ত-নরক (Purgatory) এবং স্বর্গ সম্বন্ধে তাহাতে যে সব মত ও উপদেশ প্রকটিত হইয়াছে, তাহা খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুমোদিত। এই পুস্তকে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা সে সকল মত ও উপদেশ হইতে অনেক বিভিন্ন।

ছায়াময়ী

প্রস্তাবনা

সন্ধ্যা-গগনে নিবিড় কালিমা
অরণ্যে খেলিছে নিশি ;
ভীত-বদনা পৃথিবী দেখিছে
ঘোর অন্ধকারে মিশি !—
হী-হী শবদে অটবী পূরিছে
জাগিছে প্রমথগণ,
অট্ট হাসেতে বিকট ভাষেতে
পূরিছে বিটপী বন।
কূট করতালি কবন্ধ তালিছে,
ডাকিনী ছুলিছে ডালে,
বিল্ব-বিটপে ব্রহ্ম-পিশাচ
হাসিছে বাজায়ে গালে।
ঊর্দ্ধ চরণে প্রেত নাচিছে
বৃক্ষ হেলিছে ভুঁয়ে,
ক্ষুব্ধ অটবী বিরাট্ তাণ্ডবে,
কাশ উড়িছে ফুঁয়ে।
কন্থা বিথারি বিকট শ্মশানে
বসেছে ভৈরবীপাল,
ভীম-মূরতি শ্মশান হাসিছে,
আলেয়া জ্বালিছে ভাল।
চণ্ড আরাবে খেলিছে ভৈরব
অস্থি-ভূষণ গলে,
ঠঠ ঠং ঠঠ নর-কপাল
শ্মশানভূমিতে চলে।

১ম প্রেত। চলে কপাল ধধ—ধঃ
কার মাথা এটা হিহিহি—হঃ
ধাকিটি ধিকিটি ধিমিয়া।
২য় প্রেত। রাজা কি রাখাল ছিল কোন কাল
এখন মড়ার মাথার কপাল
শ্মশানে দিয়াছে ফেলিয়া।
১ম ও ২য় প্রেত। চলে কপাল ধধ—ধঃ
কার মাথা এটা হিহিহি—হঃ
ধাকিটি ধিকিটি ধিমিয়া।

মুখে কটকট শব্দ বিকট
খেলিছে ভৈরবদলে,
দন্ত বিকাশি খিলি খিলি হাসি
অস্থি-ভূষণ গলে;
খেলিতে খেলিতে চণ্ড দাপটে
প্রমথ চলিল শেষ,
নদীকূলে যেথা মুণ্ড ঝুলায়ে
শ্মশান করাল-বেশ।
দগ্ধ-বরণ বিগত-যৌবন
সম্মুখে স্থাপিত শব,
শুভ্র পলিত চিকুর শিরসে
বদনে বিরত-রব;
তীব্র নয়নে দেখিছে চাহিয়া
কপালে কুঞ্চিত রেখা,
অর্দ্ধ জীবনে শ্মশান-গহনে
মানব বসিয়া একা।
অট্ট হাসিতে প্রমথ হাসিল
ভৈরবে ধরিল তালি,
অস্থি কুড়ায়ে নৃমুণ্ড-কপালে
সম্মুখে রাখিল ডালি।

প্রথম পল্লব

শ্মশানবিহারী ভিখারী তখন ;—
অরে রে প্রমথ প্রেতমূর্ত্তিগণ,
করিস্ ভ্রমণ কত সে ভুবন,
কত অন্ধকার আলো দরশন,
    ত্রিলোক ভিতরে নিশিতে ঘুরে ;

বল্ কোথা বল্ কোথা পরকাল,
কি প্রথা সেখানে, ভোগে কি জঞ্জাল,
জীবদেহ হ'তে কৃতান্ত করাল
    জীবাত্মা যখন খেদায় দূরে ?

প'ড়ে থাকে দেহ—কোথা বা পরাণী
কলুষে অঙ্কিত জীবনের গ্লানি
করে প্রক্ষালিত,—কি সলিল আনি ?
    থাকে কত কাল, কোথা—কি পুরে ?

আছে কি ঔষধি—আছে কি উপায়,
পাপের কলঙ্ক যাতে ঘুচে যায়,
পাপীর পরাণ আবার জীয়ায়,
    জীব-চিত্তশিখা কভু কি নিবে ?

কভু কি নিবে রে সে ঘোর অনল ?
বারেক হৃদয়ে জ্বলিলে প্রবল ?
ইহ পরকালে কি আছে রে বল্
    সে দাহ নিবায়ে জুড়াতে জীবে ?

ভুলে কি পাতকী ত্যজিলে জীবন
ইহ-জন্মকথা এ মর্ত্ত্য-ভুবন ?
স্মৃতি-চিন্তা-ডোর, জীবের বন্ধন,
    মাটিতে পুনঃ কি মিশায়ে যায় ?

অথবা আবার সে সব বন্ধনে
জীবাত্মা দেখে রে স্বপনে স্বপনে,
ফণিরূপে কাল অনন্ত গর্জ্জনে
অনন্ত ভুবনে ঘুরায় তায় ?

না থাকে এবে সে ইন্দ্রিয়-চালনা,
সে মোহ-বিকার, মায়ার ছলনা,
শরীর ধারণে, পাপীর বেদনা
কখন কদাচ ভুলা ত যায় ;

ভুলাতে কিছু কি থাকে না ক আর
কোন্ বা স্বপন—কোন্ বা বিকার,
কেবলি পরাণে জাগে কি ধিক্কার,
অশরীরি-তাপ নাহি জুড়ায় ?

জুড়ায় কভু কি সে চিতাদাহন ?
কিরূপে জুড়ায়—জুড়ায় কখন,
আছে কি সে প্রথা বিধির লিখন
লঘু গুরু ভেদে যাতনা ভেদ ?

অথবা যেমতি দশানন-চিতা
জ্বলে চিরকাল—চিরপ্রজ্বলিতা,
শিখার গর্জ্জনে সাগর পীড়িতা
বেলায় লুটিয়া করয়ে খেদ ;

অধীর হৃদয়ে অশ্রান্ত তেমতি
ভ্রমে জীবকুল, অসীম দুর্গতি,
ছাড়িতে, ভুলিতে নাহিক শকতি
তিলার্দ্ধ যাতনে নিষ্কৃতি নয় ?

এ হ'তে নরক কিবা ভয়ঙ্কর,
কোন্ বেদে আছে, জীবদাহকর ;
পাপের কণ্টকে বিঁধিলে অন্তর
নহে কি কখন সে পাপ ক্ষয় ?

দেহশূন্য তোরা, আমি দগ্ধমতি,
বুঝাইয়া বল্ পাপীর কি গতি,
শিশু পুণ্যমন, নারী পুণ্যমতি
কলুষ-পরশে পায় কি পার ?

আছে কি রে পার সে পাপের হ্রদে,
ডুবে যাহে নর পড়িয়া প্রমাদে
বিষাক্ত জীবন ভোগে রে বিষাদে,
আছে কি পশ্চাতে নিষ্কৃতি তার ?

যদি সত্য বল, দেখাইতে পার
পরকালে হয় পাতকী-উদ্ধার,
এখনি ত্যজিব এ আলো-আঁধার,
তোদের সঙ্গেতে সাথুয়া হব।

গহন গহ্বর নগর অটবী
নরক পাতাল যে কোন পদবী
যখন দেখাবি—যেখানে দেখাবি
তখনি সেখানে আগুয়ে রব।

হব নিশাচর, লব দেহোপর
নর-অস্থি-মালা, নৃমুণ্ড-খর্পর,
নরদেহ ধরি হব রে বর্ব্বর,
পিশাচ-পদ্ধতি শিখিব যত।

বল্ কোথা বল্—চল্ লয়ে চল্
দেখিব সে দেশ, পাপীর সম্বল,
দেহত্যাগী জীব লভিয়া মঙ্গল
কি কাজে কি রূপে কোথায় রত।

সে কথা শুনিয়া ভৈরব সকল
কেহ বা ধরিল বিকট কবল,
কেহ বা নাচিল—কেহ বা হাসিল,
ভীষণ কটাক্ষে কেহ বা চায়।

বিভগ্ন বিকট পিশাচ-শবদে
কেহ বা নিকটে আসি ধীর-পদে
কহিল বচন ;—ত্যজিবে যখন
দেহ-আচ্ছাদন জীব-নিচয়,

কি হবে তাদের ?—কি হবে রে আর—
আমাদেরি মত ধরিবে আকার,
ভ্রমিবে ভুবন—খুঁজি অন্ধকার,—
বলিনু তুহারে নিচয় বাণী।

বলি, খিলি খিলি হাসি যায় দূরে ;
আসি অন্য প্রেত ভয়ঙ্কর সুরে
কহিতে লাগিল শ্রুতিদেশ পূরে
শ্মশান-বিহারী প্রাণীর কাছে ;—

আমি বলি যায়—করিস্ প্রত্যয়,
দেহান্তে মানব কিছুই না হয়,
মাটির শরীর মাটিতেই রয়,
দেহ মন গড়া একই ছাঁচে।

আমরা অদেহী বিভিন্ন-গড়ন
চিরকালি এই মূরতি ধারণ,
তুহারা নহিস্ মোদের মতন ;—
বলি, নৃত্য করি ঘুরে সেথায়।

সহসা তখন সে বনরাজিতে
বেতাল ভৈরব আসি আচম্বিতে
স্তবধ করিল করের তালিতে,
পিশাচ-মণ্ডলী নিকটে ধায়।

কহিল তাদের ভূত-দলপতি,
বিকট তুণ্ডেতে খরতর গতি
অমানুষী ভাষা—পৈশাচ পদ্ধতি ;—
নিকটে উহার না যাও কেহ ;

শোক দুঃখ তাপে যে নর পীড়িত,
মৃত্যুর অঙ্গুলি যার দেহে স্থিত,
তাহার নিকটে জগৎ স্তম্ভিত,
না লঙ্ঘ কেহ রে তাহার দেহ।

আমি ভৃত্য যাঁর, এ আদেশ তাঁর
ত্রিলোক-মণ্ডলে এ কথা প্রচার,
কহিনু তোদের—দেখিস্ ইহার
কদাচ কোথাও অন্যথা নহে।

লঙ্ঘিলে এ বাণী জান ত সকলে
কি শাসন-প্রথা পরেত-মণ্ডলে;
বলিয়া অঙ্গুলি হেলাইয়া চলে,—
এবে শূন্য বন কেহ না রহে।

দ্বিতীয় পল্লব

একাকী মানব এবে বিজন শ্মশানে,
সম্মুখে স্থাপিত শব, সুদূর ঝিল্লীর রব
মাঝে মাঝে উঠে খালি বিকট স্বননে।

উঠিতে লাগিল তারা আকাশে ছড়ায়ে,
একে একে ঝিকিমিকি, শুভ্র আলো ধিকি ধিকি,
ফুটিল নীলিমা-কোলে,— ফুটে ফুটে যেন দোলে—
আকাশের নীলিমার কালিমা ঘুচায়ে।

পড়িল সৌধীর আলো পাতায় লতায়,
পড়িল সৈকত-তীরে, পড়িল নদীর নীরে,
পড়িল শ্মশান-ভূমে রজত-ছটায়।

তখন তাপিত সেই নরদেহধারী
চাহিয়া মৃতের পানে, ব্যথিত ব্যাকুল প্রাণে,

দেখিতে লাগিল ঘন, কভু বা ঊর্দ্ধ-নয়ন,
ভাবিতে লাগিল ঘোর অন্তরে বিচারি :—

সত্য কি পিশাচ-বাক্য—শরীর বিনাশে
পরাণী বিনাশ পাবে? পাংশু ক্ষারে মিশে যাবে,
ভাবিতে হবে না কিছু ভাবীর তরাসে?

ভাবিতে কি হবে না রে?—পরকাল নাই?
মাংস অস্থি মেদ শিরা, জীবের চৈতন্য-গিরা,
সে গ্রন্থি খুলিলে ফাঁস জীবন—জীবাত্মা-নাশ,
ত্রাণ মুক্তি ভক্তি জ্ঞান সকলি বৃথাই।

এই জন্ম, ইহ কাল, এই আদি শেষ?
মৃত্যু-পরশনে গত জীবের যন্ত্রণা যত,
সহিতে হয় না পরে দুষ্কৃতির ক্লেশ?

যা কিছু যাতনা ক্লেশ, চিত্তের উচ্ছ্বাস,
স্রোতের ফেণার মত উঠে ফুটে অবিরত,
শরীরেই জন্ম লয়, দেহান্তে নাহিক রয়,
রুধির মজ্জারি খালি তরঙ্গ-বিকাশ?

যে ভয়ে মানবকুল ভূমণ্ডল যুড়ে
ভাবে নিত্য অবিরত, দেব দেবী সৃজে কত,
কত স্মৃতি, কত বেদ, কত নীতি গড়ে;

খেলায় কল্পনা-স্রোত যে ভয়ের হেতু
মানব-হৃদয়-তলে, মরু গিরি বনস্থলে,
হিমস্তূপে, দ্বীপ-কায়, প্রায়শ্চিত্ত লালসায়
বান্ধিতে কালের নদে মুক্তি-পথ-সেতু;

সারত্ব নাহি কি তায়—কেবলি প্রমাদ ?
সেই ভয়, সেই আশা, অনিবার্য্য সে পিপাসা,
সকলি কি মানুষের স্ব-রচিত ফাঁদ ?

শিক্ষা দীক্ষা জনশ্রুতি যেরূপ যাহার,
সেই রূপ চিন্তা জ্ঞান, আশা তৃষা পরিমাণ ;
বাঁধিতে আপন পায় শৃঙ্খল নিজে গড়ায়,
মণ্ডূকের মত ভ্রমে কূপে আপনার ?

পাপীর নরক শুধু এই কি জীবন ?
ফলাফল শাস্তি যত, সঙ্গে সঙ্গে হয় গত,
জল-বুদ্‌বুদের প্রায়, চিহ্ন কি থাকে না তায়,
পরকাল-পরিসীমা ভূপতি-শাসন ?

কিম্বা মরণের পরে প্রেতরূপ ধরি
বাঁচিতে হবে ধরায়, বাঁচে ওরা যে প্রথায়,
কানন গহন গুহা বীভৎসেতে ভরি ?

কহিল ও প্রেত যথা করিয়া নিশ্চয়,—
হিতাহিত-বোধ-হীন, নিয়ত তমেতে লীন,
জঘন্য ধিক্কৃত-কায়া, জীব নয়—তমচ্ছায়া,
মল-মূত্র-ক্লেদ-ভোগী, নিরাশ নিদয় ?

এই মৃত কায়া যার, যে ছিল জীবনে
কান্তি-রূপ-গুণ-সীমা, সারল্যের সুপ্রতিমা,
নিরঙ্ক শশীর শোভা যাহার বদনে ;

দয়া মায়া করুণার পুরী যার দেহ,
শীলতার মণিশালা, বিনয়ের বকমালা,
হিতব্রত-পরিণাম, নিখিল মাধুরীধাম,
ছিল যার হৃদিতল বিলেপিত-স্নেহ ;

জগতের একমাত্র ছিল যে বন্ধন,
ভুলিয়া যাহার স্নেহে ভুলিতাম পাপ-দেহে,
ভুলিতাম চিন্তারূপ চিতার দাহন ;

যার মায়া-বন্ধনীতে বাঁধিয়া পরাণ
হৃদয়ে না দিনু স্থান, বিধাতার কি বিধান ;
জীবনের পাপ তাপ, মৃত্যুভয় মনস্তাপ,
হেরিলে যাহার মুখ তখনি নির্ব্বাণ ;

সেই সুতা মৃত্যুকোলে যখন শয়ান,
বলিল মিনতি করে— কি হবে এ দেহান্তরে,
পিতা গো, ভাবিহ তাহা—কিসে পরিত্রাণ ।

যার শব বক্ষে ধরি ভ্রমিনু মর্ত্ত্যেতে ;
হেরিলাম রামেশ্বর, যমুনোত্রি পূত ঝর,
পুষ্কর, প্রয়াগ, গয়া, বিন্ধ্যাচল, হিমালয়া,
ভ্রমিলাম কামরূপ, শ্রীক্ষেত্র তীর্থেতে ;

সেই সুপবিত্র সুতা—নির্ম্মল পরাণী
ভ্রমিবে পিশাচী-বেশে তমোময় দেশে দেশে,
স্বর্গের সৌরভ শোভা হরষ না জানি ?

ভ্রমিছে কি সেই বালা উহাদেরি সনে—
অই ভৈরবীর দলে নর-অস্থিমালা গলে ?
ভুলেছে পিতারে তার মনুষ্য-জীবন-সার,
সারল্য শীলতা দয়া নাহিক সে মনে ?

নহে—নহে কদাচন, না মানি প্রত্যয়,
ব্রহ্মা যদি নিজে বলে, সে প্রাণী ও রূপে চলে,
সে আত্মার শেষ এই—অন্ধনিশিময় !

প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, বিদ্রূপী উহারা,
পরকাল আছে সত্য, আছে পাপে প্রায়শ্চিত্ত,
জগত-নিয়ন্তা বিধি অবশ্য করিলা বিধি,
যেরূপে উদ্ধার পাবে ভ্রমান্ধ যাহারা।

কে বলিবে—কে জানাবে—দেখাবে আমায়
বিধাতার সেই পথি, নরের চরম গতি,
পরলোক, মুক্তিপথ কিরূপ, কোথায়!

কে আমারে লয়ে যাবে দেখাতে তনয়া,
সেই পুণ্যরাশি-ছায়া ধরেছে কিরূপ কায়া,
কি কিরণে বিরাজিছে, কার তরে কি ভাবিছে,
অঙ্কহীনা সে প্রতিমা কোথায় উদয়া!

জ্যো'স্নাময় গগনের কোল হ'তে তবে
যেখানে রোহিণী তারা, প্রভাবতী সেই ধারা,
দেবী এক তারাগতি নামি এলো ভবে।

নরদেহধারী কাছে দাঁড়াইল আসি—
পরিধান শ্বেত বাস, শ্বেত আভা অঙ্গভাস,
শরীরে অমৃতগন্ধ, মুখে স্নিগ্ধ মন্দ মন্দ
সুকোমল নিরমল নিরুপম হাসি ;

বিনিন্দিত কাশপুষ্প তনু কমনীয়,
করতলে করতল, পদ্মে যেন পদ্মদল,
বিনীত-নয়না, চাহি পদযুগে স্বীয়।

নিকটে আসিয়া তার মৃদুল গুঞ্জনে
অমরী কহিল ভাষা জীবিতের দুঃখনাশা ;—
তাপিত না হও দেহী, ভবতলে কেহ নাহি,
কলঙ্কিত নহে যেবা পাপ-পরশনে।

প্রবৃত্তির কুছলনে ভুলে নাহি কভু—
আপন প্রমাদ-বশে কিম্বা রিপুরাশি-রসে—
হেন নর নারী নাই—হবে না ক কভু ;

পরিপূর্ণ নির্ম্মলতা এ জগতে নাই,
পৃথিবীর নহে তাহা, সে বাসনা বৃথা স্পৃহা,
মানবমণ্ডলে কেহ ধরিয়া মানবদেহ
যদি করে সে বাসনা সে আশা বৃথাই।

যত দিন নরকুলে সকলে না হবে
সেই নির্ম্মলতাময়, পরিগত রিপুচয়,—
যত দিন কারো চিত্তে স্বেদবিন্দু রবে,

তত দিন একা কেহ এ ধরণী-মাঝে
রিপুময় দেহ ধরি কুবাসনা পরিহরি,
নিষ্কলঙ্ক সুধাজলে স্নাত করি হৃদিতলে,
নারিবে লভিতে জয় পুণ্যময় সাজে।

বিধির নিয়ম ইহা, অখণ্ড্য লিখন—
সমগ্র নরের জাতি ধরাতে একত্রে সাথী,
একত্রে উদয়, গত, একত্রে পতন।

যথা অনন্তের পথে গ্রথিত সুন্দর
গ্রহ শশী তারাকুল, অদৃশ্য বন্ধন-মূল,
কোন গ্রন্থি যদি তার ছিন্ন শ্লথ একবার
পাতাল ভূতল শূন্য ছিন্ন চরাচর।

কিন্তু যাঁর বিধি ইহা তাঁরি বিধি শুন,
দুষ্কৃতির আছে ক্ষয়, সন্তাপ অনন্ত নয়,
পরকালে আছে ভোগ, মুক্তি আছে পুনঃ।

চল সঙ্গে দেখাইব সে গতি তোমায়,
দেখাব তনয়া তব, ধ'রে যার শূন্য শব,
ভ্রমিলে পৃথিবী'পর ভিক্ষুবেশে নিরন্তর,
দেখিবে অদেহ এবে সেই দুহিতায়।

আগে এ শবের কর দাহ-সংস্কার,
মৃত্যুস্পর্শ দেহ যাহা রাখিতে নাহিক তাহা,
অমৃত জীবের বাসে—বিধিবাক্য সার।

কহিল তখন ক্ষুব্ধ নরদেহধারী,
অমরীর দরশনে স্নিগ্ধ ভীত স্তব্ধ মনে,
লোমকণ্টকিত কায়া, বদনে অনিচ্ছা-ছায়া,
অস্থিসার শবে বাহু স্নেহেতে প্রসারি—

কেমনে কহ গো দেবি, অনলের তাপে
তাপিব ও কলেবর আশৈশব নিরন্তর,
স্নেহে ভিজায়েছি যায় হরষ সন্তাপে!

দিয়াছি অমৃত ভেবে যাহার বদনে
পয়স নবনী ক্ষীর, সুশীতল ভক্ষ্য নীর,
সুগন্ধ চন্দন চুয়া, তাম্বূল কর্পূর গুয়া,
সে বদনে বহ্নিজ্বালা ধরিব কেমনে!

ভ্রমিয়াছি বহুকাল শ্মশানে শ্মশানে,
দেখেছি নিদয় মন নর নারী কত জন
শ্মশানে করেছে দগ্ধ প্রিয়তম জনে;

দেখেছি পরাণে কেঁদে কত সুতা সুত
প্রিয়তম পিতা মুখে সহাগ্নি করেছে সুখে,
স্বর্গরূপা জননীর মুখাগ্নি করিয়া, নীর
আনিয়া ঢেলেছে ভস্মে—শাস্ত্র-অনুগত।

এ নির্দ্দয় প্রথা কেন, ওগো স্বর্গসুতে ?
প্রিয়তম ভিন্ন আর সুসিদ্ধ নহে সৎকার—
এ প্রথা পালিতে প্রাণ দহে গুণযুতে।

সে বাক্য-শ্রবণে মুগ্ধ অমরী তখন
শবপাশে দাঁড়াইয়া, নিজমুখ অগ্নি দিয়া
দহিল কঙ্কালরাশি ; সঙ্গে লয়ে মর্ত্ত্যবাসী
উঠিয়া আকাশে ঊর্দ্ধে করিল গমন।

তৃতীয় পল্লব

চলিল গগনপথে অমর-সুন্দরী,
কিরণের রেখা মত, শোভা করি নীল পথ,
সুধাগন্ধে বায়ুস্তর পরিপূর্ণ করি।

মুদিত-নয়ন, ভীত, কম্পিত-শরীর,
অন্ধদেশে দেহধারী, এবে শূন্য-পথচারী,
সুষুপ্ত প্রাণীর প্রায় স্বপনে যেন ঘুমায়,
উঠিতে লাগিল ভেদি অনন্ত গভীর।

উতরিল অবশেষে অমরী তখন
গগনের সেই দেশে, যেখানে নক্ষত্রবেশে,
অনন্ত ভূখণ্ডরাজি করয়ে ভ্রমণ।

প্রবেশে নক্ষত্রে এক সে তারারূপিণী ;
অঙ্ক হ'তে আপনার রাখিলা নিকটে তাঁর,
জীবদেহধারী নরে, যতনে তাহারে পরে
কহিলা মৃদুল স্বরে সুমিষ্টভাষিণী—

কহিলা চাহিয়া সুপ্ত মানবের পানে—
খোল চক্ষু, দেহময়, এ ভুবন শূন্য নয়,
ভ্রমিতে পারিবে হেথা যথা ধরাস্থানে।

সবিস্ময়ে দেহধারী দেখিল তখন,
চারি দিক্ কুহাময়— মর্ত্ত্যে যথা শৈলচয়
উন্নত বিনত তথা কুয়াসা তেমতি সেথা,
নহে সে নক্ষত্রবপু মণ্ডিতকিরণ।

আশ্বাসিত চমৎকৃত বিনীত বচনে
জিজ্ঞাসে তখন নর, এ কি পুনঃ ধরা'পর
আনিলে আমায় দেবি ঘুরায়ে স্বপনে?

অমরী কহিল—দেহি, এ নহে পৃথিবী,
পৃথিবীর অনুরূপ, দৃঢ় কুহেলিকাস্তূপ,
অশ্বিনী নক্ষত্র নামে, ব্যক্ত যাহা ধরাধামে,
এই লোক সে নক্ষত্র—ভুলিও না জীবী।

যত দেখ তারারূপ অনন্ত-শরীরে,
সকলি ইহার প্রায় দৃঢ় স্থির ধাতু-কায়,
দূর হ'তে দেখা যায়—যথা সে মহীরে—

কিরণের রাশি মত—কিরণমণ্ডল;
কিন্তু এ নক্ষত্ররাজি, অতরল শূন্যব্রাজী
মৃণ্ময় ধরার প্রায় দৃঢ়ীভূত সমুদায়,
মৃত জীবিতের বাস—প্রাণিময় স্থল।

রচিত খনিজরাজি পৃষ্ঠতলদেশ,
পারদ, রজত, সীস, শিলা, স্বর্ণ সুসদৃশ
কত ধাতু, মর্ত্ত্যে তার নাহিক উদ্দেশ।

কারো পৃষ্ঠে অবিরল কেবলি তুষার,
কারো অঙ্গে কুহাচয়, কেহ বা সলিলময়,
কেহ সূক্ষ্মাকাশ-বৃত, কারো অঙ্গে সদা স্থিত
অনল উত্তাপ তেজ—করিছে বিহার।

জ্যোতিঃ-বিশারদ গুরু ধরাতে যাহারা,
তাহারাই বহু ক্লেশে   দেখে এ নক্ষত্রদেশে
স্বরূপ কিরূপ কার, কোথায় কি ধারা।

ধরাতে নক্ষত্র নামে ডাকে এ সকলে,
আমরা অদেহী প্রাণী   অন্য নামে শূন্যে জানি,
এ সব বর্ত্তুলাকার   ভুবন যত বিস্তার
জীবাত্মার কারাগার অন্তরীক্ষতলে।

তাপ বাষ্প বৃষ্টি ধূম ঝটিকা প্রভৃতি
যেখানে প্রধান যাহা,   তারি অনুরূপ তাহা,
ইহাদের নাম হেথা—যার যে প্রকৃতি।

দেহত্যাগে জীব-আত্মা পরমাত্মাদেশে,
যাহার যে দুঃখ-ফল   ভুঞ্জিবারে সে সকল,
যেখানে আদেশ পায়   সেই সে মণ্ডলে যায়,
পৃষ্ঠতল ভেদ করি অন্তরে প্রবেশে।

যত কাল শেষ নহে জীবন-আস্বাদ
অনুতাপ-শিখানলে,   তত কাল সেই স্থলে,
থাকে সে পরাণীপুঞ্জ ভুঞ্জিতে বিষাদ।

সে লালসা নির্ব্বাপিত হয় যেই ক্ষণে
সেইক্ষণে মুক্ত প্রাণী   তেয়াগি শরীরী-গ্লানি,
সূর্য্য-আভা অবয়বে,   প্রকাশিত পুনঃ সবে,
ত্যজয়ে সে লোকগর্ভ নিস্তাপিত মনে।

তাদেরি অঙ্গের শোভা কিরণ আকারে,
কাঁপি কাঁপি ঝিকি ঝিকি   তারা-অঙ্গে ধিকি ধিকি,
চমকে মানবচক্ষে শর্ব্বরী আঁধারে।

পাপ-মুক্ত প্রাণীবৃন্দ বিহরে তখন
ব্রহ্মাণ্ড বেষ্টন করি, তাপিতের তাপ হরি,
হিতব্রতে সদা রত আপন সামর্থ্য মত,
বিধির বাঞ্ছিত কার্য্য করিতে সাধন।

কত হেন মুক্ত জীব মানবমণ্ডলে
ভ্রমে নিত্য নিশাকালে, ঘুচাতে ভ্রান্তির জালে,
দেখাতে সরল পথ বিপথী সকলে।

কত প্রাণী ধায় পুনঃ হরষে মগন
বিধির বাসনা যেথা গঠিতে নূতন প্রথা
নূতন আকাশ তারা, পৃথিবী নূতন ধারা,
নব রবি নব শশী নূতন ভুবন।

যে লোকে এখন তুমি দাঁড়ায়ে, মানব,
কুহালোক এই স্থান, কপটী পাপীর প্রাণ
নিহিত ইহার গর্ভে—ক্ষুণ্ণপ্রভা সব।

মিথ্যা ভাষা প্রবঞ্চনা করিয়া ধারণ
যে প্রাণী ধরণী'পরে অন্যেরে ছলনা করে,
সকল পাপের মূল সেই সব জীবকুল
এই লোক-জঠরেতে ভুঞ্জে নিপীড়ন।

জীবিত জিজ্ঞাসে তাঁয়—কোথায় সে সব,
না দেখি ত কোন দেহ, কোথায় না দেখি কেহ,
কেবলি কুহেলি-রাশি—নিবিড় নীরব।

সঙ্গে এসো এই পথে;—বলি দেবী শেষ
জীবিতের আগে আগে চলিল সে তলভাগে
সুবর্ত্ম দেখায়ে তারে; আসি এক গুহা-দ্বারে
অন্ধকারে গুহা-পথে করিল প্রবেশ।

চতুর্থ পল্লব

প্রবেশি গহ্বর-মুখে শুনিল শরীরী
যেন কত প্রাণিরব   একত্রে মিশিছে সব,
কলরবে সে প্রদেশ পরিপূর্ণ করি।

নিবিড় অরণ্য যথা মারুত-নিস্বনে
পত্র-ঝর-ঝর-স্বরে   সর্ব্ব দিক্ পূর্ণ করে,
তেমতি অস্ফুট নাদ,   ঘন স্বর সবিষাদ,
বহে স্রোতে নিরন্তর সে ঘোর ভুবনে।

ধূমবর্ণ বাষ্পরাশি—গাঢ়তর ঘন—
ভ্রমে সে প্রদেশময়,   সর্ব্বত্র প্রসারি রয়,
তমাবৃত নিশামুখে যেমতি গগন ;

কিম্বা যথা হিমঋতু-প্রদোষ-সময়
গাঢ় কুহেলিকা-জাল   ঢাকে মহী তরু-ডাল,
সরোবর পথ ঘাট   শূন্য গিরি নদী মাঠ
ধূসরিত কুহাধূমে লুকাইয়া রয় ;

তেমতি কুহেলিচ্ছন্ন নিবিড় সে দেশ ;
গোধূলি-আলোক মত   ধীর ভাতি দূরগত
কদাচিৎ স্থানে স্থানে করিছে প্রবেশ।

আলো-অন্ধকারময় বিশাল ভুবন;
জটিল কুটিল গতি   নানা দিকে নানা পথি
চলেছে ফিরেছে ঘুরে,   এই লক্ষ্য কিছু দূরে
প্রবেশি তাহাতে কিন্তু অসাধ্য ভ্রমণ।

অসাধ্য ভ্রমণ যথা কোন সিদ্ধযোগে,
বিদেশী ব্রাজক যবে   বুদ্ধি হত স্তব্ধ রবে,
কাশী-বক্ষে নিক্ষেপিত একা নিশিযোগে।

সতত স্খলিত পদ শরীরী মানব
চলে অমরীর পাছে ধীরগতি কাছে কাছে ;
চলিতে চলিতে ধীরে হেরে অন্ধকারে ফিরে
কত দিকে কত জীব সংখ্যা অসম্ভব।

হেরে দেহধারী ভয়ে রোমাঞ্চিত-কায়—
কবন্ধ সদৃশ সব বক্রগ্রীবা, ক্ষীণ-রব,
পশ্চাতে হাঁটিয়া চলে, পৃষ্ঠভাগে চায়,

না পায় দেখিতে অগ্রে—নেত্র নাসা মুখ
ঘুরান পৃষ্ঠের দিকে, কেহ নাহি চলে ঠিকে,
ঘূরুলে বায়ুর মত ঘুরিয়া বেড়ায় পথ,
বাক্য নিঃসারণে যেন কতই অসুখ।

চলে সবে করে চাপি কঠিন কর্ষণে
কণ্ঠতল মুহুর্মুহ, বেদনা যেন দুঃসহ
নিয়ত ব্যথিছে কণ্ঠ শ্বাস-প্রসারণে।

এত জীব চলে পথে, চলিবার স্থান
কষ্টে অতি মিলে নরে ; চলিল পথির'পরে
জটিল জনতা ঠেলি শত পদ যেন ফেলি
শতপদ বক্ষে চলি করয়ে প্রয়াণ।

দেহের উত্তাপে তারে জানি জীবকুল,
ভগ্ন ক্ষীণ ক্ষুণ্ণ স্বর, পল্লবে যেন মর্ম্মর,
নির্গত নিশ্বাস-পথে—ব্যথায় ব্যাকুল,

কহিল—শরীরী প্রাণী স্থূল দেহ তব,
তুমি কেন হেথা নর, দুরন্ত এ গুহান্তর,
কোথা আদি কোথা অন্ত, না পাইবে সে তদন্ত,
এ কুহা-গহ্বর, নর, দুর্গম ভৈরব ;

কত কাল(ই) আছি হেথা—ভ্রমি এই ভাবে,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত, তবু পদে পদে ভ্রান্ত,
চিনিবারে নারি পথ—তুমি কোথা পাবে ?

আলোকে ভ্রমণ সদা অভ্যাস তোমার,
অহে দেহধারী নর, শীঘ্র ত্যজ এ গহ্বর,
আত্মাময় দেহ ধরি আমরা ভ্রমণ করি,
আমাদেরি নেত্রপথে নিশি এ আঁধার।

নিবারি ফিরিয়া যাও।—তখন শরীরী
কহিল, হে আত্মাময়, তব চক্ষে দৃশ্য নয়,
আমি কিন্তু যাব এই অন্ধকার চিরি,

সঙ্গে হের কে আমার।—বলিয়া সঙ্কেতে
দেখাইল জ্যোতির্ম্ময়ী; নিরখি সবে বিস্ময়ী,
শশব্যস্ত আথান্তর, বদনে বিস্তারি কর,
পালায় পাপাত্মাগণ নিশি যথা প্রাতে;

কিম্বা পিপীলিকা-শ্রেণী দলিলে চরণে
চৌদিকে যেরূপে ধায়, সেইরূপে হেরি তাঁয়
পালাইল পাতকীরা সে কুহা-গহনে।

প্রবেশে গহ্বর মধ্যে অমরী পশ্চাতে
শরীরী পরাণী এবে, চলে ধীরে ভেবে ভেবে;
কাতর অন্তরে অতি ভয়ে ভয়ে করে গতি,
দেখে জ্বলে গুহালোক—দীপ যথা বাতে।

না যাইতে বহুদূর শরীরী হেরিল
বদনে গুণ্ঠনাবৃত আত্মা-দেহী শত শত
চলে ধীরে, কভু দ্রুত, কখন শিথিল;

চলে পথে, চলনের গতি চমৎকার—
যষ্টি বাড়াইয়া ধীরে, পদ-ফেলি দেখে ফিরে,
এই চলে এক ধারে, মুহূর্ত্তে অপর পারে,
ক্ষণে পূর্ব্ব, ক্ষণে পরে পশ্চিমে আবার।

শরীর-গুণ্ঠনে ছাপ কত রঙে আঁকা,
কি যেন কক্ষের তলে লুকায়ে সতর্কে চলে,
খঞ্জগতি—কক্ষে যেন বিন্ধিছে শলাকা।

আচ্ছাদন অবয়ব ভাষা বর্ণ বেশ,
দেখিল এত প্রকার, বিভিন্ন সে সবাকার,
দেখিয়া ভাবিল দেহী, ধরা বুঝি শূন্য-গেহী,—
এত জাতি এত জীব ভুঞ্জে সেথা ক্লেশ!

নিকটে আসিবা মাত্র মিষ্ট আলাপন,
মৃদু সম্ভাষণ করি, দ্রুতগতি অগ্রসরি,
দাঁড়াইল হাস্য-মুখে শত শত জন।

এত মধুপূর্ণ বাক্য মুখেতে সদাই—
যেন বা মিত্রতা কত, স্নেহ মায়া পূর্ব্বগত,
স্মরি যেন হৃদিতল কতই সুখে বিহ্বল,
তত আপনার আর কেহ যেন নাই!

চাহি অমরীর মুখ মানব তখন—
হে দিব্যাঙ্গি! কহ এ কি, নেত্রে না কখন দেখি
জনপ্রাণী ইহাদের, তবে কি কারণ

এরূপে সম্ভাষে সবে?—জ্যোতির্ম্ময়ী বলে,
ও কথা শুনো না কাণে, চেয়ো না ওদের পানে,
ওরা জীব-নরাধম! বলিয়া ঘুচাতে ভ্রম,
মুখের গুণ্ঠন তুলি দেখায় সকলে।

নরদেহী চমৎকৃত ত্রাসিত অন্তরে,
সবারি ললাটভাগে, দেখিল অঙ্কিত দাগে—
"প্রতারক"—লেখা দগ্ধ শলাকা-অক্ষরে।

তখনি জীবাত্মাগণ কাঁপিতে কাঁপিতে,
ঊর্দ্ধপদে নিম্নশিরে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরে,
করে ঘোর আর্ত্তনাদ, না পারে ফেলিতে পাদ,
রুদ্ধশ্বাসে উড়ে যেন, না পারে থামিতে,—

মুখে বলে—হায় হায়! ধরায় তখন
কেন বা চাতুরি করি পরের সর্ব্বস্ব হরি,
যাপিয়া জীবনকাল—ভুঞ্জি এ যাতন!

রোষ-কষায়িত নেত্র, অধর স্ফুরনে,
ঘৃণাভাস বিলেপিত, অমরী চলে ত্বরিত,
মানব-দেহীরে লয়ে; পশ্চাতে বিস্মিত হয়ে
শরীরী চলিল ধীরে সে কুহা-গহনে।

চলিল—বধির কর্ণ আত্মা-কোলাহলে,
কেহ নাহি শুনে কায়, সম্ভাষে সবে সবায়,
বিকলিত কত রূপ অস্ফুট কাকলে।

চলেছে সে আত্মাগণ নিরানন্দ মন,
চলিতে চলিতে হায়, অদ্ভুত ভীম প্রথায়,
ছিন্ন গ্রীবা সহ তুণ্ড, অন্য কাঁধে বসে মুণ্ড,
কার মুখে কার জিহ্বা ভীষণ-দর্শন!

অন্ত নাই—ক্ষান্তি নাই—গতি অবিচ্ছেদ;
মাঝে মাঝে ঘোরতর মুখে বেদনার স্বর,
নিশাচর প্রেত-প্রায় তম করে ভেদ।

জিজ্ঞাসে অমরী চাহি দেহধারী প্রাণী,
কি কারণে আর্ত্তনাদ করে এরা—কি বিষাদ,
কি তাপে অন্তর দহে ? কেন বা ওরূপে চাহে—
বনভ্রষ্ট যূথ যেন হেরে অরণ্যানী।

কহিলা অমরীমূর্ত্তি—করিছে ভ্রমণ
এই সব জীব হেথা, কত কাল এই প্রথা,
সেই কথা মনে যবে করয়ে স্মরণ,

যখনি হৃদয়তলে প্রবেশে প্রত্যয়—
না পাবে উদ্দেশ্য-স্থান, না পাবে পথ-সন্ধান,
ছায়ারূপে দূরে থালি হইবে চক্ষের বালি,
প্রকাশে তখনি স্বরে নিরাশের ভয়।

দেহধারী তুমি জীব বুঝিবে কিঞ্চিৎ,
কি দুঃসহ সে যাতনা, কি নিরাশা সে কল্পনা—
বাসনা থাকিতে চিত্তে ফলেতে বঞ্চিত।

মিথ্যুক পাপাত্মা এরা—ধরাতে থাকিয়া,
জড়ায়ে অসত্য জাল কাটিলা জীবনকাল,
এবে ভুঞ্জে ফল তার, এখনও চিত্তবিকার ;
দ্বিধানলে জ্বলে নিত্য এখানে আসিয়া।

চল আগে—বলি দেবী, হয়ে অগ্রসর
দাঁড়াইলা এক স্থানে ; শরীরী উৎসুক প্রাণে,
পুনর্ব্বার চারি দিকে চাহিল সত্বর।

দেখিল সম্মুখে এক ভীমাকার বন,
ঘনতর কুয়াসায় আবৃত সে বনকায়,
দেখিল জঠরে তার করিছে ভ্রমণ—

কত জীব-দেহছায়া কত রূপ ধরি,
কদলীপত্রের প্রায় সতত কম্পিত হায়,
ভীত-দৃষ্টি মনঃক্লেশে হেরে সদা পৃষ্ঠদেশে,—
পৃষ্ঠদেশে যমদূত ছোটে দণ্ড ধরি।

সে বনের চতুর্দ্দিকে বিকট নিনাদ
উঠে নিত্য ঘোরোচ্ছ্বাসে, আত্মাকুল মহাত্রাসে
করে ঢাকি শ্রুতিতল করে আর্ত্তনাদ।

বিকট বিদ্যুৎ-ছটা মাঝে মাঝে তায়
পড়ে অরণ্যের গায়, আত্মাকুল দগ্ধপ্রায়,
হা হতোস্মি শব্দ করি, বৃক্ষবিবরেতে সরি
লতাগুল্ম-অন্ধকারে আতঙ্কে লুকায়।

সেখানেও নাহি শ্রান্তি যাতনা সন্ত্রাসে,
বিবর কোটর-গায়, যেখানে লুকাতে যায়,
সেইখানে গন্ধকীট উড়ে চারি পাশে,

কর্ণমূল গণ্ডদেশে কটুল ঝঙ্কারে,
ভ্রমে সদা লক্ষ লক্ষ, ছড়ায়ে বিষাক্ত পক্ষ,
উড়ে উড়ে চারি ধারে, আকুল করে ঝঙ্কারে;
ব্যথিত জীবাত্মাকুল দংশন-প্রহারে।

দেখে নর আত্মা-দেহ সে বন ভিতরে
কত হেন গিরিকূটে, নদী গুহা লতাপুটে,
কাঁদিতে কাঁদিতে কাঁপে বিবরে বিবরে।

বিবর ছাড়িতে নারে বিদ্যুতের ভয়ে,
ভিতরে দুর্গন্ধময়, কর্ণমূলে কৃমিচয়
ঝঙ্কারে বিষণ্ণ তানে, বধির করিয়া কাণে,
অধীর জীবাত্মাকুল বিবর-আশ্রয়ে।

হেন অন্ধকার দেশ, যেন নেত্র-পথে
গুরুতর কোন ভার, দৃষ্টি রোধে অনিবার,
না সরে, না হয় ভেদ, কভু কোন মতে।

কত আত্মা সে দুঃসহ তিমির-পীড়নে,
করি ঘোর আর্ত্তধ্বনি, বিদ্যুতাভা শ্রেয় গণি,
বিবর ছাড়িতে চায়, ছাড়িতে না পারে তায়,
এবে তমসায় অন্ধ দৃষ্টির বিহনে।

দেহধারী মানবেরে অমরী সম্ভাষে—
নিরানন্দ এই সব, জীববৃন্দ, হে মানব,
দেখিছ এখানে যত ভীত হেন ত্রাসে ;

কূটজীবী প্রবঞ্চক যতেক দুর্ম্মতি,
ধরাতলে বঞ্চনায় ছলিলা কত প্রথায়,
আপন হিতের তরে সতত পরস্ব হরে,
হের হে সে পাপীদের হেথা কিবা গতি।

হের কি দুর্গতি—কিবা বিশীর্ণ মূরতি।
জীবনে দুষ্কৃতি যত, আগে ছিল স্মৃতিগত,
এবে কীটরূপে শত বধিরিছে শ্রুতি।

না পারে সহিতে পূর্ণ আলোকের ছটা,
কিরণ দেখিলে কাঁপে, নিত্য দহে চিত্ত-তাপে,
অদেহী চিত্তের দাহ—দুরন্ত বিষপ্রবাহ,
ছুটিছে অন্তর-তটে করি ঘোর ঘটা।

দেখ দেহী, অই স্থান—বলিয়া আবার
অমরী দেখায়ে তায়, সেই দিকে ধীরে যায়,
দেহধারী নিরখিল সঙ্কেতে তাঁহার।

দেখিল মরুপ্রান্তরে জীবাত্মা ছুটিছে
পতঙ্গপালের মত, মধ্যস্থলে কূপগত
কত জীবাত্মার রাশি, খেদবাণী পরকাশি,
কূপগর্ভে নিরন্তর অনলে পুড়িছে।

কূপের নিকটে তবে অমরী আসিয়া
দেখাইল মানবেরে, স্তম্ভিত শরীরী হেরে,
অনলের হ্রদে জীব চলেছে ভাসিয়া;

ক্ষুদ্রমুখ, কূপগর্ভ বিশাল ব্যাদান,
লক্ষ লক্ষ অহি তায় অনল মাখিয়া গায়,
লোল জিহ্বা প্রসারিয়া, লেহিছে জীবাত্মা-হিয়া,
নাচিয়া প্রমথগণ করিছে সন্ধান।

বিকট কার্ম্মুক ধরি তীক্ষ্ণতর শর,
কূপগর্ভে নিরন্তর, আত্মাকুল জরজর—
শরজ্বালা অহিদন্ত দংশনে কাতর।

যখন অস্থির সবে তীব্র বেদনায়,
অন্ধকারে দৃষ্টি করি, কূপ-পার্শ্ব ধরি ধরি,
ঊর্দ্ধেতে উঠিতে যায়, তখনি সে সবাকায়
ভূতগণ শর ক্ষেপি গহ্বরে ফেলায়।

ছায়ারূপী কত আত্মা সে প্রান্তরময়
শীর্ণ ক্লিষ্ট হৃতশ্বাস, হৃদয়ে হৃত বিশ্বাস—
কাহারও কথায় কেহ না করে প্রত্যয়।

জননী বিশ্বাসী নয় আপন তনয়ে!
পুত্রে না প্রত্যয়ে মায়! পিতা দ্বিধে তনয়ায়!
অবিশ্বাসী পতিপ্রিয়া! অবিশ্বাসে দগ্ধ হিয়া
মিত্রে না পরশে মিত্র প্রতারণা-ভয়ে!

আত্মাকুল এই ভাবে ভ্রমে সে কান্তারে ;
শ্রান্ত হয়ে কভু ধায় লভিতে তরু-আশ্রয়—
পল্লব-শোভিত তরু কান্তারের ধারে।

তরুতলে আসে যেই, তুলিয়া মর্ম্মর,
হেন বিষাদের স্বর, ধরে লতা-পত্র-থর,
যেন বা উন্মত্ত বেশ, কেহ তরুমূল-দেশ,
কেহ শাখা পত্র ছিঁড়ে অধৈর্য্যে কাতর।

তখন সে পত্রদল বৃশ্চিক-আকারে,
শূন্য হ'তে নিত্য ঝরে জীব-আত্মা-দেহ'পরে,
বিষাক্ত দংশনে দগ্ধ করয়ে সবারে।

পালায় জীবাত্মাবৃন্দ উধাও হইয়া,
বদন বিকৃতাকার, নিকটে না আসে আর,
ভ্রমে তমোময় পথে অপূরিত মনোরথে,
গহ্বরের কুহেলিতে অদৃশ্য থাকিয়া।

অমরী শরীরী চাহি কহিলা—হে দেহি,
এই ক্রম বিষগর্ভ, শাখা শিখা পত্র পর্ব্ব,
তীব্র বিষপূর্ণ—গন্ধে নাহি জীয়ে কেহি।

ধরাতে "উপাস" নামে এ তরু আখ্যাত ;
যে যায় ইহার তলে, যে পরশে পত্রদলে,
যে শরীরে পড়ে ছায়া, তখনি সে জীর্ণ কায়া,
নির্ঘাত জীবন-মূলে তখনি আঘাত।

হেরিলা ধরিত্রীবাসী সে গাঢ় কুয়াসা,
গহ্বর আচ্ছন্ন যায়, তুরন্ত প্রভা-ছটায়,
কখনও উড়িয়া যায়—দিশি পরকাশা।

তখন গহ্বরগত জীবাত্মা-মণ্ডলী
ভোগে যে দুর্গতি কত, দেখিলে হৃদয় হত,
পড়ি জড়রাশি-প্রায় প্রান্তর অরণ্য ছায়,
নত গ্রীবা ভুজতলে করিয়া কুণ্ডলি।

না পারে দেখাতে মুখ কেহ অন্য কারে,
জড়ীভূত জীর্ণ কায়া, সেই সব জীব-ছায়া,
নিশ্চল—নির্ব্বাক্—যেন ভুজঙ্গ তুষারে।

যমদূত ভয়ঙ্কর আসিয়া তখন
প্রত্যেক কুণ্ডলীকৃত পাপাত্মারে করি ধৃত,
তীব্রালোকে তুলি মুখ, খুলিয়া দেখায় বুক—
হেরিয়া শরীরী ভয়ে পাণ্ডুর বরণ।

স্বচ্ছ স্ফটিকের প্রায় হৃদয়ের তল
দেখা যায় সে কিরণে,— লেপিত যেন অঞ্জনে,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত ছিদ্রপূর্ণ ক্ষতস্থল।

আপনি ফুলিতে কভু আপনি ফাটিছে
সেই সব ছিদ্রমুখ ; ছিন্ন ভিন্ন করি বুক,
ক্ষতস্রাব মাখি গায়, কোটি কৃমি ভ্রমে তায়,
ছিদ্রে ছিদ্রে ছুটে ছুটে কলিজা কাটিছে!

কত ভীতিপূর্ণ স্থান হেরিলা শরীরী,
গাঢ় কুজ্ঝটিকাময়, সে ঘোর পাপী-আলয়,
অমরীর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ভয়ে ফিরি।

ভ্রমিতে লাগিলা দেবী দেখায়ে নরেরে,
ধরাতলে খ্যাতিমান্ কত মিথ্যুকের প্রাণ,—
প্রতারক ছদ্মভাষী, বকধর্ম্মী আত্মারাশি—
এখন্ নিরুদ্ধ সেই গহ্বরের ঘেরে।

দেখাইলা মানবেরে অমরী সেথায়,
বৃক্ষ-বিবরেতে স্থান, বসি কোন নর-প্রাণ,
রুদ্ধকণ্ঠ গতশ্বাস টানিছে জিহ্বায়।

বসিয়া "তৈথস ওট"* বিকট বদন ;
গন্ধকীট অবিরত উড়িয়া পড়িছে কত,
চক্ষু মুখ নাসিকায়, তাড়াইছে সে সবায়,
অজস্র অশ্রুর ধারা ঝুরিছে নয়ন।

শূন্য হ'তে অনিবার ক্ষিপ্ত ভস্মরাশি,
উত্তপ্ত কঙ্করবৎ, রোধি নাসা ওষ্ঠপথ,
ব্রহ্মতালু-তল দগ্ধ ছার ভস্ম গ্রাসি।

করে করতল ঘাতি প্রেতরূপধারী
চারি দিক্ ঘেরি তার, ছাড়ি ঘোর হুহুঙ্কার,
শব্দে বিদারিছে প্রাণ, বদ্ধমূল নিরুত্থান,
মৌন ভাবে কাঁদে জীব উরসে প্রহারি।

হেরিল অমরী-বাক্যে অন্যত্রে চাহিয়া,
বদনে জড়ান কর, "এণ্টনি" বিষণ্নস্বর,
"কাইসরের" মৃত তনু সম্মুখে পড়িয়া,

বদনে বিলাপ ক্ষরে হৃদি বিদারিয়া ;
সে প্রাণী কাছে তখনি আসিয়া শুনিল ধ্বনি ;—
শুনিল এ নহে তাহা, "সপ্ত-গিরি রোমে" যাহা
কপটী শুনায়েছিল জগৎ মোহিয়া।

অন্য দিকে হেরে ফিরে গহ্বর ভিতরে,
ললাটে গভীর রেখা, ঘুরিছে জীবাত্মা একা,
ঘুরে যথা অন্ধ বৃষ তৈলচক্র ধরে।

* Titus Oates.

৫

ভ্রমে জীব শলাবিদ্ধ নয়নে নেহারি,
পৃষ্ঠরেখা বক্রভাব, ওষ্ঠাধরে লালাস্রাব,
সম্মুখেতে শিলাতলে রেখাঙ্কিত অশ্রুজলে
ব্যসনের পাষ্টী ঘুঁটি পড়েছে প্রসারি।

শরীরী জিজ্ঞাসে—কার আত্মা এ পরাণী?
অমরী কহিলা তায়, কটাক্ষ কূট প্রভায়,
ভারত-কলঙ্ক অই কুটিল শকুনি।

বলিয়া নির্দ্দেশ কৈলা হেলায়ে অঙ্গুলি;
শরীরী ফিরায় আঁখি সেই দিকে দৃষ্টি রাখি,
হেরে এক কৃষ্ণাসন, ক্লেদপূর্ণ কুগঠন,
শৈলের অঙ্গেতে গাঁথা—শূন্যে কেতু তুলি।

এখন আসন শূন্য, অমরী কহিলা,
কিন্তু ঐ শিলাখণ্ডে বিধির বিহিত দণ্ডে,
সত্যরূপী যুধিষ্ঠির সন্তাপ ভুঞ্জিলা;

একমাত্র মিথ্যা বাণী বলিলা জীবনে—
সেই পাপে এ আলয়ে মনস্তাপে দগ্ধ হয়ে,
কুন্তীপুত্র ধর্ম্মধর, দ্বাপরে প্রসিদ্ধ নর,
সে পাপ খণ্ডিলা আসি এ তাপভুবনে।

তারি চিহ্ন-হেতু এই শিলার আসন,
চিরন্তন বদ্ধ হেথা, অলঙ্ঘ্য নিয়ম প্রথা
জানাইতে শৈল-অঙ্গে কেতু-নিদর্শন।

দেখ, দেহি, কত আত্মা সন্ত্রাসিত এবে
কাঁদিছে ওখানে বসি, নেত্রমণি গেছে খসি,
মুখে শব্দ হাহাকার, শ্রবণে কীট-ঝঙ্কার,
জীবনে অসত্য খল ছলনায় সেবে।

পরিহরি সে প্রদেশ চলিল দক্ষিণে ;
অকস্মাৎ কোলাহল, যেন চলে স্রোতোজল,
চতুর্দ্দিক্ হ’তে সেথা প্রবেশে শ্রবণে।

এত অন্ধতম কুহা সে দুর্গম স্থানে,
কোথা হ’তে কোলাহল, কোথা বা আত্মা সকল,
কিছু নাহি দৃশ্য হয়, খালি ভীতি শব্দময়
কলরব ভয়ঙ্কর প্রবেশিছে কাণে।

সেখানে পশিতে নর দেখিল সভয়ে
জ্যোতির্ম্ময়ী ক্ষণে ক্ষণে, যেন দ্বিধাযুক্ত মনে,
ভাবে কোন্ দিকে পথ কুহা অন্ধ হয়ে।

হেনরূপে চলে দোঁহে—শুনে অকস্মাৎ
পশ্চাৎ পারশদ্বয় উচ্চ নাদে পূর্ণ হয়,
যেন আত্মা কত জন অন্ধকারে অদর্শন,
বলিতেছে ঘোর স্বরে বচন নির্ঘাত—

সাবধান—সাবধান, সম্মুখে গহ্বর,
অতল পাতালস্পর্শ, অসীম ভীম দুর্দ্ধর্ষ,
কে যাও, নিরস্ত হও—নহিলে সত্বর

পড়িয়া প্রপাত-মুখে ছুটিবে এখনি
সে অতল তলদেশে, কে যাও শরীরী-বেশে,
ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও, অইখানে স্থির রও,
পাদমাত্র নিক্ষেপিলে নিপাত তখনি।

কপালে ঘর্ম্মের বিন্দু স্তব্ধ কলেবর
শরীরী দাঁড়ায় সেথা, নেহারে অপূর্ব্ব প্রথা,
দুরন্ত প্রপাত ছোটে শব্দে ভয়ঙ্কর।

নেহারি পাতাল-দেশ দেহীর পরাণ
আকুল হইল ভয়ে, যেন মূর্চ্ছাগ্রস্ত হ'য়ে
হেরে ঘুরে শূন্য দিক্, নেত্রপাতা অনিমিখ,
পড়ে পড়ে যেন স্রোতে হারাইয়া জ্ঞান।

দেখিয়া অমরী নরে ধরিল তখনি,
মুহূর্ত্তে দিলা চেতন ; শরীরী বিহ্বল-মন,
কহিল, না থাক হেথা, হে দেবনন্দিনি,

অন্য কোথা লয়ে চল—দেখ দেহে চাহি।
অমরী ভাবিয়া দুখ হেরে লোমকূপ-মুখ
কণ্টকে আচ্ছন্ন যেন, পুলকিত দেহ হেন,
কহিলা আশ্বাসি নরে, প্রয়োজন নাহি

প্রবেশি এ দুর্গমেতে—ও গুহা গর্হিত,
বিধির বিধান-বলে, আত্মাকুল-অশ্রুজলে,
পরিপূর্ণ চিরকাল—নিত্য উচ্ছ্বসিত।

বিষম দুঃখের ভাগী বিশ্বাসঘাতক
মর্ত্ত্যলোকে যত জন মিত্রঘাতী ক্রূর-মন—
অই পাতালের তলে। চল যাই অন্য স্থলে
নিরখিতে অন্যরূপ পাপের নরক।

পঞ্চম পল্লব

উঠিলা অমরী এবে অন্য তারালোকে ;
অঙ্ক হ'তে রাখি নরে, কহিলা সুমিষ্ট স্বরে,
স্বাতি নামে ধরাতলে বলে যে আলোকে,

এই সে নক্ষত্র দেখ।—নেহারে শরীরী,
নিরন্তর বৃষ্টিধারা, পারদের ধারাকারা,
সে ভুবন-শূন্যতলে ; যথা শ্রাবণের জলে
স্নাত মহীতলে সদা বায়ু বন গিরি।

পড়ে ধারা ক্ষণকাল নাহিক বিরাম—
পড়ে সে ভুবনময়, জীব-আত্মা দৃশ্য নয়,
হিমানীর মরু যেন—নীরদের ধাম!

প্রবেশিল নরে লয়ে অমরী তখন
অন্তর-ভিতরে তার, হেরে দৃশ্য ভীমাকার,
শরীরী কম্পিত দেহ, কপালে স্বেদের স্নেহ
দেখা দিল বিন্দু বিন্দু—নিশ্চল নয়ন।

দেখিল জ্বলিছে আলো সে লোক-জঠরে
রক্তবর্ণ ঘন ছটা, চারি দিকে ভীম ঘটা,
নিশাকালে জ্বলে যথা বেলা-স্তম্ভ'পরে

উৎকট লোহিত আভা—জানাতে নাবিকে
কোথা গিরি জলমগ্ন, কোথা সিন্ধুপোত ভগ্ন
লুক্কায়িত জলতলে, কোথা বা ভাসিয়া চলে
চঞ্চল বালুকাচর—বর্ত্ম কোন দিকে।

অথবা শৈলশিখরে যুদ্ধকালে যবে
জ্বালে ঘোর দীপ্ত জ্বালা সৈনিক-প্রহরী-মালা
কুহাবৃত নিশিকোলে লুকায়ে নীরবে।

সে আভার প্রতিভাতি অণুমাত্র ভাব
বুঝিবে দেখেছে যারা, নিশীথের তারাকারা,
রক্তবর্ণ কাচপিণ্ড, ধরি যাহা পোতদণ্ড,
ভাগীরথীজলে ভাসে জানায়ে প্রভাব,

দেখিতে তেমতি ছটা; অথবা যেরূপ
লৌহ-অশ্ব ধাবে যবে ত্রিযামায় ঘোর রবে,
যামিনী ধরণী শূন্যে করিয়া বিদ্রূপ,

ধবক্ ধবক্ জ্বলে আভা কেশর-পুচ্ছেতে,
চলে যেন অজগর রক্তচক্ষু ভয়ঙ্কর,
ধস্ ধস্ হেসা-হ্রাস বহে নাসিকার শ্বাস
নানা জাতি নরবৃন্দে উড়ায়ে পৃষ্ঠেতে।

জ্বলে সেইরূপ আলো প্রচণ্ড উৎকট ;
প্রভাতেই যেন তার চারি দিক্ অন্ধকার,
ঝলসিত-চক্ষু নর ভাবিল সঙ্কট।

কম্পিত শরীরী-দেহ আলোক নিরখি ;
সর্ব্বাঙ্গ শরীরময়, ভয়েতে তেমতি হয়,
ঘুমাইয়া অকস্মাৎ অহি-দেহে দিয়া হাত
অন্ধকার গৃহে যথা জাগিলে চমকি !

না যাইতে বহু দূর শুনে ঘোর নাদ
উচ্চ স্বরে আত্মা-মুখে— শেল বিন্ধে যেন বুকে—
শুনিলে কেমনি যেন চিত্তে অনাহ্লাদ !

শুনিল উঠিছে স্বর শ্রবণ বিদারে—
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি জীবে, নিবে-নিবে নাহি নিবে,
কি দুরন্ত দাহ অরে, দহে দেহ স্তরে স্তরে,
কি আছে ব্রহ্মাণ্ডমাঝে এ তাপ নিবারে !

আর্ত্তনাদ শুনি নর আত্মাময়ী সনে
চলিল যে দিকে স্বর, হেরিল হ'য়ে কাতর
আর্ত্তনাদকারী সেই আত্মাদেহিগণে।

দেখিল ললাট বক্ষে "হত"-চিহ্ন লেখা
দগ্ধ লৌহ-শূলধারে, নিরখিল সে সবারে—
নিবদ্ধ দেহের'পর অঙ্গার সদৃশ কর,
অঙ্গ অবয়ব চক্ষে নিরাশার রেখা !

তাদের নিকটে আসি শরীরী পরাণী
কহিল—"হে জীবময়, আমাদের গতি নয়,
হেরিবারে তোমাদের এ দুর্গতি গ্লানি ;

সে নিষ্ঠুর কৌতুকের পরবশ নহি ;
এসেছি খুঁজিতে তায়, হারায়েছি মর্ত্ত্যে যায়,
এসেছি মায়ার ডোরে বদ্ধ হ'য়ে এই ঘোরে,
আমিও ধরেছি দেহে জীবনের অহি ।

জানি জ্বালা, আত্মাময় সন্তাপে কেমন ;
শরীরীর সাধ্য যাহা, কহ এবে শুনি তাহা,
বলিতে সে কথা যদি না থাকে বারণ ;

কহ কি কারণে সবে বিকৃতের প্রায় ?
কি হেতু দেহের'পর এরূপে নিবদ্ধ কর ?
কারও পৃষ্ঠে, কারও বুকে, কারও কটি জঙ্ঘা মুখে—
ভ্রমণ শয়ন গতি পঙ্গুর প্রথায় ?

বুঝিলা কণ্ঠের স্বরে জীবাত্মা-মণ্ডলী ;
নরে দেখি নিরখিয়া, নেত্রকোণে দগ্ধ হিয়া
অশ্রুধারারূপে যেন উথলিল গলি ।

কহিল, হে দেহধারি, জীবে যত দিন
লিখ জীবনের মূলে তপ্ত শলাকার শূলে
এ দগ্ধ জীবের কথা— কেন হেথা হেন প্রথা
আমাদের আত্মাময় জীবন মলিন ।

ছিলাম ধরণী-ধামে আমরা যখন
তোমারি মতন দেহে, দয়া মায়া ক্ষমা স্নেহে
না দিয়াছি হৃদিতলে আশ্রয় তখন;

স্বার্থ পদ লালসাতে, লোভের দহনে,
অন্ধ হ'য়ে জীব-দেহে, দূরে ফেলি দয়া স্নেহে,
যেথা কৈনু অস্ত্রাঘাত সে অঙ্গে তাহার হাত
নিবদ্ধ এখন, হায়, অচ্ছেদ্য বন্ধনে!

সাধ্য নাই, আশা নাই, খুলিতে—তুলিতে,
বক্র ভগ্ন বিকলাঙ্গ, আশা মোহ শান্তি সাঙ্গ,
ছিন্ন দেহে ছন্ন জীবে হতেছে কাঁদিতে!

বলিয়া উচ্ছ্বাসে সবে ভীষণ চীৎকার,
শুনিয়া শরীরী নর শ্রবণে তুলিল কর,
সেরূপ মরমভেদী আর্ত্তনাদ আয়ুচ্ছেদী
ধরাতলে নাহি কিছু তুল্য তুলনার।

অমরী-আদেশে এবে দুঃখিত মানব
চলিল হৃদয় চাপি, তেয়াগি সে মহাপাপী
খেদপূর্ণ আত্মাকুল সেখানে যে সব।

ক্ষণেক চলিতে পথে নাসারন্ধ্র পূরি
উঠিল এমনি ঘ্রাণ, হেন তীব্র অনুমান,
অস্থির শরীরী জীবী, দেখিয়া বুঝিলা দেবী,
নিবারিলা সে দুর্গন্ধ সুধাগন্ধ ঝুরি।

কহিলা আশ্বাসি—দেহি, না হও ত্রাসিত,
দেহেতে যা কিছু ক্লেশ যখনি হবে প্রবেশ,
তখনি কহিও, তাহা হবে নিবারিত।

বলি পুনঃ অগ্রসর; পশ্চাতে শরীরী
বাক্‌শূন্য মন্দগতি চলিতে লাগিল পথি,
চতুর্দ্দিকে নিরখিল, দেখিতে অতি পিচ্ছিল,
রুধিরাক্ত মৃৎ যেন রয়েছে বিস্তারি।

নিকটে আসিয়া আরও দেখিল মানব
ফুটিছে সে মৃৎবৎ যথা সিদ্ধ অন্ন-কথ,
বাষ্পাকারে ধূম তায় উথলি ছুটে বেড়ায়,
ফুটে ফুটে উঠে নিত্য—নিয়ত উদ্ভব।

তেমতি দেখিতে যথা পচা গন্ধময়
"সুন্দরী"-অরণ্য-কোলে, শুষ্ক খাল বিল খোলে
অপক্ক পঙ্কের রাশি ছড়াইয়া রয়।

পরশনে সে কর্দ্দম মানবশরীরে
আপাদ মস্তক যুড়ে সর্ব্ব অঙ্গ যেন পুড়ে,
কাতরে কহিল নর চাহি অমরীরে—

প্রাণ যায়, প্রভাময়ি, দগ্ধ হয় দেহ।
দেহে না দহন সয়, নিশ্বাস নির্গত নয়,
নাহি মারুতের লেশ, কণ্ঠে যেন ফাঁসে ক্লেশ,
হৃৎপিণ্ড ফেটে যায়—ভাঙ্গে যেন কেহ।

দাহক্ষত পদতল শরীর আনন,
জ্বলে যেন তপ্ত বালু, পিপাসায় শুষ্ক তালু,
ধূলিবৎ জিহ্বারস—না সরে ভাষণ।

বলিয়া মূর্চ্ছিতবৎ পড়িল মানব।
শীতল আয়ু-সঞ্চারী নিজ শ্বাসে মূর্চ্ছা হরি,
অমরী তুলিলা তায়, উর্ণনাভ-জাল-প্রায়
নিজ গুণ্ঠনেতে ঢাকি সর্ব্ব অবয়ব।

নরে চাহি কহে দেবী—এখন শরীরি,
ভ্রমিতে পারিবে হেথা অখিন্ন অমর-প্রথা,
শীত গ্রীষ্ম বৃষ্টি তাপ সকলি নিবারি।

আশ্বস্ত শীতলদেহ শরীরী তখন
পুনঃ সে মৃত্তিকা'পরে প্রবেশে সাহস ভরে,
অগ্রভাগে দেবীমূর্ত্তি, উৎফুল্ল নয়নে স্ফূর্ত্তি,
ধীরে ফেলি চারু পদ করেন ভ্রমণ।

বুঝিল মানব এবে সে মৃৎপরশে,
পঙ্ক যথা জলসিক্ত, রুধিরের ধারা-পৃক্ত,
পৃচ্ছিল তরল তথা চরণ-ঘরষে ;

দেহভারে মৃৎ যেন ঘুরিয়া বেড়ায়।
দেবীরে সহায় করি চলে নর পঙ্কোপরি,
লোহস্রাবে সুদুর্গম ভয়ঙ্কর সে কর্দ্দম,
পদে পদে স্খলে পদ—স্থির নহে তায়।

বহিছে প্রবাহ এক সে পঙ্কিল দেশে
কালির সরিৎ যেন, কালতর ঘূর্ণ ঘন
ভীষণ তরঙ্গ তুলি বিভীষণ-বেশে।

দুস্তর কান্তার মাঝে চলেছে সরিৎ ;
অন্য জলবিন্দু নাই কোন দিকে—মরু ঠাঁই,
নাহি বায়ু তরুচ্ছায়া, বিঘোর বিকট কায়া,
চলেছে একাকী সেই নিভৃত সরিৎ।

ছুটেছে কল্লোলরাশি ভয়ঙ্কর রোষে,
চক্রাকারে ঘূর্ণাবর্ত্ত ঘুরিয়া চলেছে নিত্য,
নির্ব্বাত শূন্যেতে শব্দ-বিন্দু নাহি ঘোষে।

এহেন নিঃশব্দ স্থান—বায়ুশূন্য লোক,
আপন নিশ্বাস-শব্দে, দেহধারী নিজে স্তব্ধে,
যেন দূর শূন্য-কোলে, কেহ প্রতিধ্বনি তোলে—
জ্বলিছে ভুবনময় বিকট আলোক।

দেখে জীব-আত্মা কত ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটি
পড়িছে সরিৎ-অঙ্গে, ছুটিয়া স্রোতের সঙ্গে,
ভাসিছে ডুবিছে নিত্য—কভু তীরে উঠি

পিপাসা-আতুর প্রায় আবার সরিতে
তখনি দিতেছে ঝাঁপ, মুহূর্ত্ত না সহি তাপ
আবার উঠিয়া তীরে লুটিছে পঙ্কশরীরে,
কখনও তুফানে লুটে ভাসিতে ভাসিতে।

কত আত্মা তীরে নীরে এরূপে বিব্রত,
বিস্ময়ে হেরিল নর, হেরিল হয়ে কাতর,
অসহ্য যাতনা যবে আয়ু ওষ্ঠাগত,

তখন সে আত্মাগণ করিয়া চীৎকার
ডাকে বিধাতার নাম প্রহারি হৃদয়-ধাম,
লুণ্ঠিত তরঙ্গ-বুকে, ত্রাণ—ত্রাণ—শব্দ মুখে,
অবসন্ন হস্ত পদ তরঙ্গে বিস্তার।

এবে অনন্তের কোলে শ্রুতিবিদারণ
হয় ঘন বজ্রনাদ, অন্তরেতে অবসাদ;
গভীর আবর্ত্তগর্ভে ডুবে আত্মাগণ।

অমরী কহিল ধীরে চাহিয়া মানবে—
যত দিন স্পৃহা-লেশ রবে চিত্তে—রবে ক্লেশ,
জীবনের পাপাস্বাদ যত কাল অবসাদ
না হইবে চিত্ত-মূলে, এই ভাবে রবে

এই সব নরাধম।—বলিয়া অমরী
চলিল অনেক দূরে, মানব বিষাদে পূরে
দেখিল সম্মুখে পুনঃ নেত্রপাত করি।

দেখিল শ্রেণীতে বদ্ধ আত্মা অগণন
অর্দ্ধ-মগ্ন হ'য়ে নীরে বসিয়া নদের তীরে
রুধিরে অঞ্জলি করি, পুত্র পৌত্র নাম ধরি,
নয়নে বিষাক্ত দৃষ্টি—করিছে তর্পণ।

তুলিছে সে কৃষ্ণোদক অঞ্জলি পূরিয়া,
মিশায়ে অশ্রু রুধিরে একে একে ধীরে ধীরে,
কালতরঙ্গের কোলে দিতেছে ফেলিয়া।

দেখি চমকিল দেহী;—দেখিল আবার
সরিৎ-সলিল ঢাকি ছায়ারূপে থাকি থাকি
কত শব নদ-অঙ্গে, ভাসিছে তরঙ্গসঙ্গে,
ক্ষতচিহ্ন কত স্থানে অঙ্গেতে সবার;

ঘেরি আত্মা জনে জনে ঘুরিছে নিকটে,
কাহারও জঘন ধরে, কাহারও অঙ্ক-উপরে,
কাহারও অঞ্জলিপুট বক্ষ কটিতটে।

যথা পুরাণের কথা প্রাচীন লিখন
কাল-অঙ্গে ভাসি কালী, শবরূপে দেহ ঢালি,
ঘোর পচা গন্ধময়, ঘেরি হরি হিরণ্ময়
ঘুরেছিলা মহাকালে করিয়া বেষ্টন।

সেইরূপে শব হেথা ভাসে কৃষ্ণনদে,
মুখে রোদনের রব, ঘুরে ঘুরে ফিরে সব,
দুই কূল পূর্ণ করি আক্ষেপ-নিনাদে।

হেরে সে জীবাত্মাবৃন্দ করি নিরীক্ষণ
প্রতি শবে ক্ষতস্থান, প্রতি ক্ষত-পরিমাণ,
হেরিয়া ধিক্কারে পূরে, ঘৃণা করি ফেলি দূরে—
অকস্মাৎ ছিন্নশির—বিকটদর্শন।

দেখি দেহী হতজ্ঞান ; অমরী তখন—
পরদ্রব্য-অপহারী, মহাপ্রাণী-হত্যাকারী,
ঘোর পাপী এরা সব—জঘন্য জীবন।

জিজ্ঞাসে মানব তাঁরে—এ নদ-উদয়
কিরূপে কোথায় কহ, আমায় সেখানে লহ,
বাসনা দেখিতে হায়, এ সরিৎ কি প্রথায়,
হেন রূপে হেন স্থানে প্রবাহিত হয়।

দেখাব—বলিয়া দেবী চলিলা সত্বর ;
উত্তরি অনেক পথ মানবের মনোরথ,
পূর্ণ কৈলা দেখাইয়া সরিৎ-নির্ঝর।

দেখিল নদের মূলে দেবীর নির্দ্দেশে—
আত্মারূপী কত জন, বসিয়া ক্ষিপ্ত যেমন,
হেরিছে হৃদয়তল বক্ষ ভেদি অবিরল
বহিছে উত্তপ্ত ধারা সরিৎ-উদ্দেশে।

বসিয়াছে আত্মাগণ বিদীর্ণ-উরস ;
উগারি উগারি ধারা পড়িছে কালির পারা—
ঘনতর নীলিময়, কটূল, বিরস ;

বহিছে তেমতি যথা ঝরে খনিমুখে
কালিবর্ণ জলধার অনর্গল অনিবার
মাখিয়া অঙ্গার ক্লেদ খনি-অঙ্গ কৈল ভেদ,
বেগে প্রবাহিত শেষে ধরণীর বুকে।

কিম্বা যথা কালিন্দীর কৃষ্ণ জলরাশি
যমুনোত্রি নগবুকে বহে বেগে নিম্নমুখে,
পড়ে ধরাতলদেহে কল কল ভাষি।

বসেছে জীবাত্মাকুল ভস্মাসনোপরে,
উৎকট বেদনা-রেখা ওষ্ঠ গণ্ড নেত্রে লেখা,
বিদারিত বক্ষস্থল নিরখিছে অবিরল,
গণ্ডূষে করিছে পান ধারাস্রোত ধ'রে।

বিকট বিষাদনাদ মুখে মুহুর্মুহুঃ,
শুনিলে তাদের স্বর, বোধ হয় যেন ঝর
বহে ভেদি মর্ম্মতল—শব্দ করি হুহু।

অমানুষী সে নিনাদ শুনিতে তেমতি
যেন জনশূন্য ক্ষেতে বায়ু পশে কলসেতে
নিশীথে প্রান্তর'পরে ত্রাসিত করিয়া নরে ;—
কিম্বা মুমূর্ষুর স্বর কুশ্রাব্য যেমতি।

কে এরা—জিজ্ঞাসে দেহী ; অমরী উত্তরে—
অবনীর পাপরূপ দয়াশূন্য যত ভূপ,
সেই পাপী এই সব এ তাপগহ্বরে।

হের দেখ অইখানে—পারিবে চিনিতে
যত জীব নৃপসাজে, তাপিতা ধরণী-মাঝে,
মাতিয়া ঐশ্বর্য্য-মদে ভাসাইল অশ্রুনদে
দৌরাত্ম্য-পীড়িত নরে—স্বইচ্ছা সাধিতে।

হের অই ভস্মরাশি-আসনে যে পাপী—
অই কংশ ধরাপতি, দয়াশূন্য ছন্নমতি,
উৎসন্ন করিল আগে যদুকুলে তাপি।

নিষ্পীড়িত মথুরার বক্ষস্থল দলি,
দৈবকীর মনোদুখে লিখিয়া ভারতবুকে
আপন কলঙ্করেখা, এখন বিরাজে একা
এ ঘোর নরকে বসি—মনস্তাপে জ্বলি।

হের অই সাত শিশু স্কন্ধদেশে পড়ি
কি বলিছে কাণে কাণে   বিষ ঢালি দগ্ধ প্রাণে—
নেত্রকাছে যমদূত হেলাইছে ছড়ি,

দেখাইছে শিলাতল—প্রহারি যাহাতে
সদ্যজাত শিশু-দেহ   বিনাশিল ত্যজি স্নেহ,
হের দেখ লৌহ-পারা   জননীর স্তনধারা
শিলাতে আঁকিছে অঙ্ক প্রতি বিন্দুপাতে।

সে জীবে পশ্চাতে ফেলি চলে দুই জন ;
কিছু দূরে গিয়া ফিরে   হেরে পরিখার পারে,
অগ্রেতে অচল এক ধূসরবরণ ;

উৎকট আলোকচ্ছটা পড়িয়া তাহায়
মহা ভয়ঙ্কর-বেশ   করেছে ভূধর-দেশ,
একা সেই গিরি'পরে   আত্মা এক বীণা করে
ভাসিছে নেত্রের নীরে বসিয়া সেথায়।

বিস্ময়ে জিজ্ঞাসে দেহী অমরী চাহিয়া,
কার আত্মা হেরি অই   দগ্ধ বীণা করে লই,
এ ভাবে পাপাত্মালয়ে ওখানে বসিয়া ?

উত্তরিল জ্যোতির্ম্ময়ী, অচল-পশ্চাতে
আমরা এখন, নর,   তাই ও গিরি-শিখর
দেখিতে না পাও ভাল,   কিছু দ্রুত পদ চাল,
চল, নিরখিবে সব আরোহি উহাতে।

পার হয়ে শুষ্ক খাত শিখরের তলে,
ক্রমে দোঁহে উপনীত,   অমরী সহ জীবিত
উঠিতে লাগিল এবে সে উচ্চ অচলে।

শরীরী মর্ম্মাক্তদেহ আরোহিতে তায়,
যে ভাগে চরণ সরে সে ভাগ তখনি ঝরে,
নাহি পায় স্থান এক দৃঢ় পদে মুহূর্ত্তেক,
যেখানে চরণ রাখে ভূধরের গায় ;

নাসা মুখে ঘন শ্বাস চাহে দেবী-পানে।
বুঝিয়া অমরী তায় করে ধরি লয়ে যায়
অচল-শিখর-দেশে—পাপাত্মা যেখানে।

অমরী বলিলা নরে—খালি খাখ-দেহ
এই গিরি—শুন নর, উঠিতে ইহার 'পর
শরীরীর শক্তি নাই, বিষম দুঃখের ঠাঁই
এ গিরি জীবাত্মা বিনা না পরশে কেহ।

বহু কষ্টে শিখরেতে উতরিলা শেষে ;
তখন জীবিত প্রাণী হেরিল, বিস্ময় মানি,
চাহিয়া চকিতনেত্রে গিরি-অগ্রদেশে,—

দেখে রাজধানী এক, বিশাল-বিস্তার,
পরিপূর্ণ ধূমানলে, মাঝে মাঝে শিখা জ্বলে,
যত গৃহ হর্ম্ম্য তায় দগ্ধ ইন্ধনের প্রায়—
লক্ষ প্রাণী-কোলাহলে শব্দ হাহাকার।

বীণাদণ্ডধারী আত্মা একদৃষ্টে চাহি,
বিগলিত অশ্রুধারা, হেরিছে উন্মাদ পারা
সে বহ্নিতরঙ্গভঙ্গ—ক্ষণে ক্ষান্তি নাহি।

দুর্জ্জয় পবনবেগে রুদ্ধ শ্বাস-বাত
স্ফীত নাসারন্ধ্রে ছাড়ে, সবেগে ঘন আছাড়ে
দগ্ধ বীণাদণ্ড-দারু ভাজিয়া পৃষ্ঠের মেরু,
কভু বক্ষ-ভাল-দেশে প্রহারে নির্ঘাত।

দারুণ আক্ষেপে তার শিলা দ্রব হয়,
বলিছে—ক্ষণেক ক্ষান্তি, দেহ, দেব, চিত্তশান্তি,
পারি না—পারি না আর, দাহ নাহি সয়।

বুঝি নাই ধরা-মাঝে—ঐশ্বর্য্য উন্মাদে—
লোকপতি হ'তে হলে কত সাম্য-ধৃতি-বলে
লোকেরে পালিতে হয়, কেন বলে ধর্ম্মময়
লোকপালে ধরাতলে—বুঝেছি বিষাদে।

দূরে দাঁড়াইল দেহী মানিয়া বিস্ময়,
ভয়াতুর মৃদু স্বরে দেবীরে জিজ্ঞাসা করে—
কেবা এই—ভুঞ্জে হেন সন্তাপ দুর্জ্জয়?

জীবিত নরের বাণী শুনি সে শিখরে
কটু স্বরে জীব বলে— কে তুমি রে এ অচলে
জীবিত-শরীরধারী? তুমি কি কেহ তাহারি,
যাহার পীড়নকারী নৃপ এ ভূধরে?

হও বা না হও শুন—নিদয় পরাণী,
আমি "নীরো" ধরাপতি— রোমের নিপাতগতি,
ধরার কলঙ্কপাঁতি—নরকুলগ্লানি।

নিজ রাজধানীকায়া জ্বালিয়া অনলে,
সুখে বীণাবাদ্য করি বসিয়া শিখরোপরি
হেরেছিনু শিখানল প্রভুত্বে পিয়ে গরল,
পুরাতে চিত্তের সাধ ধরণীমণ্ডলে।

বলি, পুনঃ পূর্ব্বভাব আবার ধরিল।
অমরী-ইঙ্গিতে নর তেয়াগি গিরিশিখর,
পদাঙ্ক গুণিয়া তাঁর আবার চলিল।

কত বন গুহা খাত এড়ায়ে ত্বরিত
উপনীত তুজনায় যেখানে অচল প্রায়
পাষাণ প্রাচীর-অঙ্গে, গাঁথা যেন তারি সঙ্গে,
আত্মাময় দেহ এক শূন্যে প্রসারিত।

সে প্রাচীরতলভাগে বহিছে ভীষণ
রক্তের সলিলাকার বেগবতী স্রোতোধার,
তীরে পাষাণের পুরী মলিন বরণ।

অঙ্গুলি হেলায়ে দেবী দেখাইলা নরে
পুরীর পরিখা ভিত্তি বুরুজ গম্বুজে কীর্ত্তি,
চাহি পরে উর্দ্ধপানে দেখাইয়া পাপ প্রাণে
বলিলা—শরীরি, তুমি চিন কি ওহারে ?

অই পাপী নর-আত্মা বিকট-আকার
কৃষ্ণ শ্মশ্রুধারী ছায়া ধরাতে ধরিলা কায়া
নিষ্ঠুর ভূপালবেশে, যে নাম উহার

শুনিলে এখনি তুমি ঢাকিবে শ্রবণ ;
হৃদয় অঙ্গারময়— মানবের হৃদি নয়,
বঙ্গের সৌভাগ্যচোর, দৌরাত্ম্য আঁধারে ঘোর
কেতুরূপে ধরাতলে কৈল বিচরণ।

গর্ভবতী রমণীর জঠর খণ্ডিয়া
দেখিত জরায়ুপিণ্ড, জীবিত জীবের দণ্ড
করিত অশেষরূপ তুর্ম্মদে ডুবিয়া।

দেখ সে পাপের চিহ্ন এবে আত্মাদেহে,
পাষণ্ডের হৃদিতল উগারিছে ক্লেদ মল,
হস্ত পদ বক্ষ শির পাষাণ-প্রাচীরে স্থির ,
কালের করাল ফণী সাধে অঙ্গ লেহে।

নড়িতে ফিরিতে ভোগ হের কি করাল।
ভয়ঙ্কর শলাকায়— মলা-বিন্দু নাহি তায়—
বিদারিত কণ্ঠতল, কাঁদিতে নাহিক বল,
জীবিত মৃতের ঘৃণাচিহ্ন চিরকাল।

চিন কি উহারে তুমি? বলি, আত্মাময়ী
চাহিল দেহীর মুখে, শরীরী নিশ্বাসি দুখে
বলিল—সিরাজুদ্দৌলা অই কি, চিন্ময়ী?

ইঙ্গিতে হেলায়ে শির অমরী চলিল;
চলিল তাহার সনে দেহী নিরানন্দ মনে,
দলি রুধিরাক্ত পঙ্ক, হৃদয়ে কত আতঙ্ক,
কতই উদ্বেগ বেগে উথলি উঠিল।

দূরেতে দেখিল দেশ জলাশয়ময়;
দূর হতে দৃশ্য তথা যেন পচা পত্র লতা,
দুস্তর দুর্গম গর্ভে বিছাইয়া রয়।

বঙ্গে যথা ভাদ্রশেষে রৌদ্রতপ্ত জলা
ঘন পঙ্কে বিনির্গত দুর্গন্ধবায়ু-দূষিত
বরষা ঋতুর ভঙ্গে ছড়ায়ে চৌদিকে রঙ্গে
নগরে নগরে তোলে শমনের খেলা।

সেইরূপ সে দুস্তর দুর্গম যুড়িয়া
কত শুষ্ক জলা বিলে ঘনবর্ণ পঙ্ক-নীলে
ছুটিছে দূষিত বায়ু দুর্গন্ধে পূরিয়া।

স্থানে স্থানে তীব্রজট তৃণগুল্ম প্রায়
কটুল কুশের রাশি কর্দ্দমেতে চলে ভাসি,
সূচ্যগ্র কণ্টকময় পচা লতা পত্রচয়,
কোনখানে ঊর্দ্ধশির—কোথা বা লুটায়।

কাছে আসি হেরে নর কাতর অন্তরে,
পচা লতা পত্র নয়, সকলি জীবাত্মাময়,
পত্র লতা গুল্মরূপে জলাশয়'পরে !

গড়ায়ে গড়ায়ে চলে ধরি গলে গলে
কেহ বিমর্দ্দিত হয়, কেহ অন্যে বিমর্দ্দয়,
ছিন্ন করে পরস্পর, বিষম কর্দ্দমোপর
আত্মারাশি—বালু যেন লুটে সিন্ধুতলে।

ধরাতে এত কি পাপী ?—জিজ্ঞাসে শরীরী,
দয়াশূন্য এত জীবী ? উত্তর করিলা দেবী—
হের দেখ অইখানে এই দিকে ফিরি,

নরাধম ভ্রূণঘাতী পিতৃঘাতী নর,
তাদের দুর্দ্দশা দেখ, দেখ, দেহি, দেখ শেখ,
স্মরি নিজ নিজ পাপ ভুগিছে কি ঘোর তাপ !
এত বলি শোভাময়ী হৈলা নিরুত্তর।

দেখে দেহী, ভ্রমে কোথা আত্মাগণে টানি
ভীম অন্ধ যমচর গুল্‌ফভাগে ধরি কর,
ক্ষুরধার কুশোপরে—পদাঘাত হানি।

কোথাও গহ্বরগুল্মে জীবাত্মা বেড়ায়
শিশু-প্রাণ বাঁধি গলে, কাঁদিতে কাঁদিতে চলে ;
কোন বা উদ্ধত প্রাণ আপনি তুলি কাতান,
ভীম বেগে হানে নিত্য আপন গলায়।

কোনখানে পাতা যেন রজকের পাট,
আত্মাগণে ধরি তায় যমদূতে আছড়ায়,
কেহ রজ্জু বাঁধি কণ্ঠে করয়ে বিনাট।

এইরূপে কত ক্ষণ ভুগি দুঃখস্বাদ,
উন্মাদ আকুল হিয়া কৃষ্ণ নদতটে গিয়া
ঝাঁপ দিয়া পড়ে তায়, আবর্ত্তে ঘুরি বেড়ায়,
মুখে হাহাকার শব্দ—অন্তরে বিষাদ।

একান্ত উৎসুক চিত্তে নিকটে আসিয়া
দেহী ধীর সম্বোধনে কহে আত্মা কয় জনে—
কে তোমরা, কি পাপে এ দুর্গমে পড়িয়া ?

নরের দুঃখিত স্বর বহুকাল পরে
শুনিয়া পরাণিগণ মুগ্ধ হয় কিছু ক্ষণ,
পরে কাছে ছুটি তার, ঘুচাতে হৃদির ভার
আরম্ভ করিল কেহ আক্ষেপের স্বরে।

অকস্মাৎ সে দুর্গমে দুরন্ত ঝটিকা
বহিল কোথায় হ'তে, জীববৃন্দে পথে পথে
উড়ায়ে চলিল যথা লুণ্ঠিত গুটিকা,

চলিল উড়ায়ে ঝড় হেন ভীম বেগে
হেরে নর গতিহীন, পাণ্ডুর মুখ মলিন,
শুখাইল কণ্ঠতালু, মুখেতে ফেটিল বালু,
উঠিল চীৎকার করি—স্বপ্নে যেন জেগে।

শোভাময়ী মৃদু স্বরে আশ্বাসিলা তায়,
কহিলা—এ আত্মা সব এবে করে অনুভব
যে তাপ না ভোগে কভু থাকিয়া ধরায়।

পত্নী-ব্যবসায়ী এরা—হীন অর্থলোভে
বংশের দোহাই দিয়া, নারীর সতীত্ব নিয়া
ব্যবসা করিত এরা অঘৃণা অক্ষোভে।

অমরী এতেক বলি নীরব হইল।
কাঁপিতে কাঁপিতে নর যুড়িয়া যুগল কর—
হে দেবি, সদয় হও, শীঘ্র স্থানান্তরে লও,
দুহিতা আমার কোথা—দুঃখেতে কহিল।

শরীরী-বদনে ত্রাসিত বচন
শুনিয়া অমরী তায় ;—
পূরাব পূরাব বাসনা তোমার
অন্যথা নাহি কথায়,
দেখিবে নন্দিনী কিরূপে তোমার
দেহ উন্মোচন করি
কি গতি লভিলা, করে কিবা লীলা,
কি পুণ্য পরাণে ধরি।
ভ্রম এ ভুবনে আরো কিছু কাল ;
বাসনা হৃদয়ে মম
দেখাই তোমারে এই সব পুরে
প্রবেশের কিবা ক্রম।
দেখাই তোমারে খেলি ভবখেলা
কিরূপে জীবাত্মা শেষে
আসিয়া প্রবেশে কোন পথ দিয়া
এ সব আত্মার দেশে।
ধর্ম্মরূপী যম কিরূপ আসনে,
কি প্রথা বিচারে তাঁর,
কিরূপে নরকে পাঠান পাপীরে
সহিতে পাপের ভার।
দেখিবে নয়নে, নয়নে কখনও
মানব না দেখে যায়—

ব্রহ্মাণ্ড-কেন্দ্রেতে বসি ধর্ম্মরাজ
বিরাজেন কি প্রভায়।
কত কি অপূর্ব্ব দেখিবে সেখানে
বিস্ময়ে প্লাবিত হয়ে,
দেখিতে বাসনা থাকে যদি বল
যাই সেথা তোমা লয়ে।
কিন্তু কহি শুন, দুরূহ ভীষণ
গগন গহন সেই,
পশিবারে পারে সে জন সেখানে
ভীরুতা যাহার নেই।
এহেন সাহস ধর যদি চিতে
কহ তবে দোঁহে চলি,
এত যে আগ্রহ দেখিতে এ সব
এবে কোথা গেল গলি?
সে উৎসাহ আশা কোথা বা এখন?
কোথা বা সে মনোরথ?
স্বচক্ষে দেখিবে পরকাল-গতি
বিধি-নিরূপিত পথ?
জীবন থাকিতে পরকাল-ভেদ
যে জন ভেদিতে চায়,
পতঙ্গ-শরীরে খগেন্দ্রের বল
ধরিতে হইবে তায়।
নীরব অমরী এতেক কহিয়া;
মানব মনের দুখে,
চিন্তি ক্ষণকাল কহিলা তখন
লজ্জা-অবনত মুখে—
অয়ি জ্যোতির্ম্ময়ি, ধরি সে সাহস
এ জড় শরীরে যাহা
পারে ধরিবারে না কাঁপি অন্তরে,
অসাধ্য নহে গো তাহা।

কিন্তু যাহা দেখি, অসাধ্য মানবে
সে সামর্থ্য কোথা পাব ;
পাপীর নিরয়ে পাপাত্মা হইয়া
কেমনে নির্ভয়ে যাব ?
দেখিনু যে সব, মনে হলে তায়
হিয়া দুরু দুরু করে,
শিরাতে শিরাতে প্রচণ্ড আঘাতে
বেগেতে রুধির সরে ;
লোমহরষণ হেন ভয়ঙ্কর
নারকী আত্মার গতি,
অলঙ্ঘ্য নিয়ম বিধাতার হেন,
চেতনে হেন দুর্গতি ।
কলুষের ফাঁসে জীবনে ক্রন্দন,
ক্রন্দন মরিলে পর !
হেরিলে এ গতি হে অমরবালা,
ত্রাসিত কে নহে নর ?
তথাপি দেখিব দেখাবে যা কিছু,
অভ্যাস নরের বল,
সে বল হৃদয়ে লভেছি কিঞ্চিৎ
ভ্রমিয়া এ সব স্থল ;
তুমি গো যখন সহায় আমার,
ক্ষুণ্ন নহি আমি নর—
মায়ে রক্ষা করে যে শিশু সন্তানে
থাকে কি তাহার ডর ?
শুনিয়া অমরী ;—হে শরীরধারী,
ভ্রান্ত না হইও মনে,
পারিব রক্ষিতে শরীর তোমার
প্রবেশিয়া সে গগনে ।
কিন্তু চিত্তে তব বহিবে যে স্রোত
পরাণ ব্যাকুল করি,

অমরী যদিও, সে স্রোত বারণে
সামর্থ্য নাহিক ধরি।
জানিহ নিশ্চয় মানস-দমনে
মানুষেরই অধিকার ;
হৃদয়-রাজ্যেতে শাসন রাখিতে
সহায় নাহিক তার।
আপনারি তেজে আপনি বিজয়ী,
অজয়ী দুর্ব্বল যেই,
দুর্ব্বল পরাণে সমতা সাধিতে
ক্ষমতা কাহারও নেই।
কি অমর নর, এ প্রথা সবার,
শুন হে শরীরী প্রাণি ;
প্রকাশ এখন কি বাসনা তব,
এ কথা নিশ্চয় মানি।
কহিল মানব, হে সুধাভাষিণি,
কেন সুধাইছ আর,
যা ঘটে ঘটুক কাঁদুক পরাণী
যাব সে ব্রহ্মাণ্ড-পার।
সামান্য পণেতে তনু খোয়াইয়া—
প্রাণ দিতে পারে নরে,
নর হ'য়ে আমি এ পণ সাধিতে
নারিব ভয়ের তরে।
চল, দেবি, চল, কোথা লয়ে যাবে,
সাহসে বেঁধেছি বুক,
দেখি অন্ত তার জীবনের পাপে
জীবাত্মার কত দুখ।
চলিল তখন দেহীরে লইয়া
অনন্ত গগন মাঝে
অমর-সুন্দরী কিরণ প্রসারি
কিরণে যেন বিরাজে।

উঠিতে লাগিল কতই যোজন
গভীর শূন্যেতে পথি,
নীল নীলতর গাঢ় সূক্ষ্ম জড়
কত বায়ুস্তর মথি।
খেলে চারি দিকে অধঃ ঊর্দ্ধ পাশে
গড়ায়ে ছড়ায়ে সেথা
মারুত-সাগরে পবন-হিল্লোল
সাগর-উর্ম্মির প্রথা।
উঠিতে লাগিল যত সূক্ষ্মাকাশে
কক্ষতলে তত নরে
মৃদুল কর্ষণে অমর-বালিকা
যতনে চাপিয়া ধরে।
দিয়া নিজ শ্বাস প্রশ্বাসে তাহার
শূন্যেতে চলিল দেবী ;
মাতৃক্রোড়ে যেন চলিল মানব
অপূর্ব্ব আনন্দ সেবি।
দেখিতে দেখিতে উঠে দেহধারী
বিস্ময়ে বিহ্বল প্রাণ ;
পথচিহ্ন নাই অভ্রান্ত গতিতে
গ্রহ তারা ভ্রাম্যমাণ !
কত দিকে গতি করে কত গ্রহ,
কতই তারকা ছোটে,
অনন্ত-প্রাঙ্গণে জ্যোতিমালা যেন
ফুলঝারারূপে ফোটে !
ছোটে পিঠে পিঠে স্তবকে স্তবকে
কেহ ধীরে একা ধায়,
অদূরে অন্তরে বিচিত্র অয়নে
বিশাল অনন্ত-গায়।
কেহ না বাধিছে কাহারও গমন
চলেছে অয়ন কাটি

পূর্ণ গোলাকার কাচ-ডিম্ব প্রায়
গ্রহ তারা কত কোটি।
ছুটিতে ছুটিতে নিজ নিজ পথে
নিনাদ করিছে সবে
পরিপূর্ণ করি সে গগনদেশ
মধুর মৃদুল রবে।
সে মৃদু নিক্বণে নিদ্রালু মানব
মুদিল নয়নপাতা;
স্বপনে যেন বা উড়িয়া চলিল
শুনিতে শুনিতে গাথা!
অমর-সুন্দরী জ্যোতিপিণ্ড-পথ
এড়ায়ে এড়ায়ে ধীরে
চলিল তেমনি অরণ্যে যেমনি
কিরণের রেখা ফিরে!
ভেদি সে সকল বৃত্ত-মধ্যভাগে
সূরয জ্যোছনা ছাড়ি,
প্রচণ্ড নির্ব্বাত কিরণসাগরে
প্রবেশিয়া দিল পাড়ি।
তপ্ত-কিরণ, গগন গহনে
অমরী প্রবেশে যেই,
অগ্নি উথলে ঝলকে ঝলকে
অসহ উত্তাপ দেই।
সুপ্ত মানব-কপোল কপাল
মৃদুল পরশ করি,
বক্ত্র, নয়ন নাসিকা-অগ্রেতে
খেলিতে লাগিল সরি;
কর্ণকুহরে সন সন নাদ
ঘাতিতে লাগিল ধীরে,
দূর-ধাবিত ক্ষিপ্র-চালিত
নিনাদ যেমন তীরে।

গ্রীষ্ম ঋতুতে ব্রততী-আবৃত
ছাড়িয়া কুঞ্জের ছায়া,
দগ্ধ মরুতে পড়িলে যেমন
উত্তাপে তাপিত কায়া!
তীক্ষ্ণ কিরণহিল্লোল পরশে
নিনাদ শ্রবণে নর,
স্বপ্ন তেয়াগি চমকি জাগিল,
কণ্ঠেতে কাতর স্বর।
স্নিগ্ধভাষিণী অমরী তখন
কহিল তাহার কাণে,
উর্ণা-বসনে আবর বদন,
বেদনা পাবে না প্রাণে।
শীঘ্র শরীরী অমরীগুণ্ঠনে
ঢাকিল বদন গ্রীবা,
স্থির দৃষ্টিতে দেখিল চাহিয়া
অসূর্য্য-প্রভার দিবা।
সান্ধ্য গগনে ঢলিয়া পশ্চিমে
ডুবিছে যখন রবি,
স্বর্ণবরণ কিরণসাগরে,
অনলে যেন বা হবি!
দীপ্ত প্রভাতে তখন যেমন
উড়ে পারাবত-সারি,
মঞ্চ ছুলায়ে উড়ায়ে শূন্যেতে
করিলে গগনচারী।
সূক্ষ্ম চিকণ ঝকিয়া তেমতি
আকাশ আচ্ছন্ন করি,
দেখিল মানব উর্দ্ধ-চরণে
জীবাত্মা পড়িছে ঝরি;
চক্রগতিতে ঘুরিছে সতত
সে ভীষণ ব্যোমন্তর,

সঙ্গে ঘুরিছে কিরণসাগর
　　　　অনন্ত অয়ন'পর।
দীপ্তি-জলধি অঙ্গেতে মিশিয়া
　　　　কোটি জীবাত্মার কায়া,
লুটিতে লুটিতে ঊর্ম্মি-আঘাতে
　　　　উড়ে যেন ধূলি-ছায়া!
শ্রান্ত শিথিল গতিতে অমরী
　　　　কিরণসাগরে খেলি,
যোজন যোজন গভীর প্রদেশে
　　　　পশিল সে সবে ঠেলি।
স্থির স্ফটিক-সদৃশ আকাশ
　　　　পরশি ছাড়িলা শ্বাস;
কক্ষ-গ্রথিত মানব-দেহীরে
　　　　রাখিলা তাঁহার পাশ।
পূর্ণ পীযূষপূরিত বচনে
　　　　কহিলা তাহারে চাহি,
ত্রস্ত-নিমিখে দেখিল অমরী
　　　　নরের বিবেক নাহি।
সর্প-দংশিত পরাণী-সদৃশ
　　　　মানব পড়িল ঢলি,
নীল-বরণ-মণ্ডিত বদন,
　　　　কম্পিত কণ্ঠের নলি।
বাক্য-বিহ্বল বিস্ময়ে পাগল
　　　　স্ফারিত নেত্রের পাতা,
দৃষ্টিবিহীন নয়ন যুগল
　　　　কপালে যেমন গাঁথা।
সুস্থ করিলা নিমেষ ভিতরে
　　　　স্বরগ-সুন্দরী নরে।
ত্রস্ত বচনে চেতনা লভিয়া
　　　　মানব কহিলা পরে—

হে সুরসুন্দরি, করো গো মার্জ্জনা
দুর্ব্বল মানব-আঁখি,
এ আলো উত্তাপ নারিনু সহিতে
চক্ষুর মণিতে রাখি।
হেরি বহু ক্ষণ নিরীক্ষণ করি
হইনু অন্ধের প্রায়;
এ কি অদভুত ওগো সুরবালা,
বিস্ময়ে পরাণ যায়।
কহিলা অমরী—চিন্তা নাহি আর,
সুস্থ হও এবে নর,
প্রশান্ত এ দেশ, প্রশান্ত যেমন
অহিল্লোল সরোবর।
দেখেছ মরতে ঝটিকা যেমন
সহস্র যোজন ঘেরি
ঘুরে ঘোর বেগে দেশ ছন্ন করি,
প্রাণিকুল স্তব্ধ হেরি।
মধ্যস্থল তার অচল অটল
পবন-প্রশ্বাস-হীন,
সৌর-বিশ্ব-মাঝে এ কেন্দ্র তেমতি
প্রশান্ত সকল দিন।
মধ্যেতে ইহার সৃজন অবধি
স্থাপিত মহতাসন,
ধর্ম্মরাজ-বেশে শমন তাহাতে,
চল, পাবে দরশন।
বলি আগে আগে প্রফুল্লবদনা
শোভাময়ী ধীরে যায়,
ভাবিতে ভাবিতে পাছে চলে নর
স্ফাটিক মণিশিলায়।
অখণ্ড ধবল মুকুর-সদৃশ
স্ফটিক চৌদিকময়,

তুহিনের রাশি চারি দিকে ভাসি
যেন বা ছড়ায়ে রয়।
দেখায়ে দেখিয়ে অমরী মানব
চলে কুতূহলী হ'য়ে ;
যেতে কিছু দূর অবনীবিহারী
দেখিল শিহরি ভয়ে—
ভীম দীর্ঘাকার ছায়ার আকৃতি
অশরীরী প্রাণী কত,
ফিরিছে ঘুরিছে তমস্বিনীময়
আরণ্য তরুর মত।
দেহ অন্ধকার, কপালের তটে
দেউটি যেমন জ্বালা,
ঘুরে যেন ভাঁটা এক চক্ষু ছটা
মুখে শব্দ "হলা হলা"।
দেহধারী নরে হেরি দ্রুতবেগে
চতুর্দ্দিক্ হতে যুটি,
শত শত জন শমনকিঙ্কর
নিকটে আসিল ছুটি।
কেহ কেহ তার হুহুঙ্কার নাদে
কটিদেশে ধরি নরে
করিল উদ্যম শূন্যেতে ঘুরায়ে
ফেলিতে প্রভা-সাগরে।
তখনি অমরী নিবারি তাদের
জানাইল মনোরথ ;
অমর-বালারে কথনে চিনিয়া
যমদূত ছাড়ে পথ।
ফেলি রুদ্ধ শ্বাস চলিল শরীরী
ধর্ম্মের আসন যেথা,
যোজন অন্তরে দাঁড়ায়ে অচল,
এহেন জনতা সেথা।

দেবী কহে, নর, থাক এই স্থানে,
কি হেতু সহিবে ক্লেশ
নিকটে পশিতে, এইখানে থাকি
সফল হবে উদ্দেশ।
এত পরিষ্কার কিরণ এখানে
অসূক্ষ্ম নয়নে তব,
বিনা অবরোধে হেরিতে পাইবে,
এ দূর হইতে সব।
অমরসুন্দরী-বাক্যেতে শরীরী
নির্দ্দেশে তাঁহার হেরে
বিচিত্র আসন, জীবাত্মা-সাগর
চারি দিকে যেন ঘেরে।
জিনি স্বচ্ছ কাচ স্ফটিক মাণিক-
রচিত অপূর্ব্ব পীঠ,
ঝলকে ঝলকে উছলিছে আভা
আকর্ষি নয়ন-দিঠ।
ব্রহ্মাণ্ডকেন্দ্রেতে নিবদ্ধ আসন
আদি কাল হ'তে ধীর,
লোকের প্রবাদে যথা কাশীধাম
ত্রিশূলে শূন্যেতে স্থির।
ইন্দ্রাদি প্রভৃতি ত্রিকোটি দেবতা
তুলিয়া মস্তক'পরে
ধরেছে আসন সহাস্য বদনে
জুড়িয়া যুগল করে।
আসন উপরে মণিময় বেদী,
স্থাপিত উপরে তার
অদ্ভুত-গঠন মহাতুলাদণ্ড
সর্ব্ব মানযন্ত্র-সার।
ঊর্ণনাভতন্তু-সদৃশ সূত্রেতে
লম্বিত তুলার ধট,

দুই দিকে যেন দুই পূর্ণ চাঁদ
 দুলিছে হয়ে প্রকট।
ক্ষণ নহে স্থির উঠিছে নামিছে
 নিয়ত সে ধটদ্বয়।
দক্ষিণে পুণ্যের বামেতে পাপের
 মান নিরূপণ হয়।
একে একে পাপী আসনসমীপে
 কাঁপিতে কাঁপিতে আসি,
আপন বদনে আপনি বলিছে
 নিজ নিজ পাপরাশি।
পীঠধারী দেব ইন্দ্রাদি যাহারা
 বলিছে পুণ্যের ভাগ,
তখনি আপনি নামিছে উঠিছে
 চন্দ্রাকার তুলাভাগ।
মানদণ্ড'পরে স্থির দৃষ্টি করি
 প্রস্তরমূরতি হেন,
বসি ধর্ম্মরাজ স্ফটিক-আসনে
 নিবদ্ধ রয়েছে যেন।
তিলার্দ্ধে যদ্যপি আত্মাময় প্রাণী
 পাপ-অংশ কোন তার,
ভয় কি বিস্ময়ে গোপন-মানসে
 না করে মুখে প্রচার,
সহসা তখনি সে অপূর্ব্ব যন্ত্রে
 দুই ধট হয় স্থির,
দুলে তুলাদণ্ড, অখণ্ড্য বিধান
 হায় রে কিবা বিধির!
চৌদিক হইতে ছুটি ঊর্দ্ধশ্বাসে
 তখনি শমনদূত
মুখে "হলা"ধ্বনি প্রহারে এমনি
 পীড়নে অস্থির ভূত।

জানিতে বাসনা ফিরে চাহি নর
বাক্য নিঃসারিতে যায়,
নিজ ওষ্ঠাধরে অঙ্গুলি চাপিয়া
অমরী নিবারে তায়।
পুনঃ পূর্ব্ববৎ হেরিল শরীরী
তুলাধট উঠে নামে,
পলকে পলকে কত আত্মাময়
প্রাণী ফিরে ডানি বামে।
এত যে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে চারি দিকে
গ্রহ তারা খণ্ড হয়,
না টলে আসন না পশে নিস্বন,
সে দেশ নিঃশব্দ রয়।
ধর্ম্মদেব-মুখে মাঝে মাঝে শুধু
অতি মৃদুতর স্বরে
শব্দ মাত্র দুই আদেশ জানাতে
প্রতি আত্মা-মান পরে।
পাপ-পুণ্য-মান এরূপ বিধানে
সেথা সমাধান হলে,
যমদূত যত পাপিবৃন্দে লয়ে
পরিখা বাহিয়া চলে।
নরে লয়ে দেবী পরিখার তটে
গিয়া চলি দ্রুতপদ,
কহিল—হে নর, স্থূল নেত্রে হের
এই বৈতরণী নদ।
দেখিল শরীরী খেয়া-তরী কত
কূল-ভাগ যেন চেয়ে,
প্রতি তরি-পৃষ্ঠে যমদূত এক
দাঁড়ায়ে তরীর নেয়ে।
অতি ক্ষুদ্র তরী বৃহৎ তরালু
বৈতরণীতীরে যত

এ ভব-ভিতরে তুলনা তাহার
নাহি কিছু কোন মত।
নিস্তব্ধ চৌদিক্ আকাশ প্রাঙ্গণ
হেন শব্দহীন স্থান,
চকিতে মুহূর্ত্ত দাঁড়ায়ে সেখানে
উড়ে শরীরীর প্রাণ।
নীরবে আত্মারা উঠে নৌকা'পরে,
নীরবে শমনদূত
খেয়া দিয়া চলে বৈতরণীজলে
ক্ষেপণী ফেলি অদ্ভুত।
অমরী-ইঙ্গিতে কর্ণধার কেহ
বৃহৎ তরণী বাহি
নিকটে আনিয়া রাখিল দোঁহার
বিস্মিত নয়নে চাহি।
মৃদুল নিস্বন পবনে যেমন
যখন কেতকী-কাণে
বসন্ত-বারতা গোপনে শুনায়
তেমতি অস্ফুট তানে
অমরী বুঝায়ে শমনকিঙ্করে,
মানবে লইয়া ধীরে
তরণীতে উঠি বাহিয়া চলিল
বৈতরণী নদ-নীরে।
কত নিশি দিবা তরী চলে বাহি,
কত গ্রহ কত তারা
দূর শূন্য'পরে উঠিল ডুবিল
যেন তমোমণিঝারা।
উদ্দেশিত দেশে উত্তরি নাবিক
তরালু করিল স্থির,
অমরীর বলে তরণী ছাড়িয়া
মানব লভিল তীর।

দেখিল সেখানে পরাণী-পুরুষ
দাঁড়াইয়া মহাকায়,
ধবল কুন্তল শিরেতে যেমন
ধবল শৃঙ্গের প্রায়।
বিশাল ললাটে অঙ্কিত তাহার
সহস্র কুঞ্চিত রেখা,
জীবাত্মা-উর্ম্মির মধ্যস্থলে যেন
মৈনাক দাঁড়ায়ে একা!
বাম দিকে তার সুতীক্ষ্ণ কুঠার,
মুষ্টিতে রাখিয়া ভর
হেলিছে কখনও, উরু হ'তে ঝরে
বৈতরণী নদ-ঝর।
সে মহাপুরুষ দাঁড়ায়ে এ ভাবে
দক্ষিণ দিকেতে দেখে
জীবাত্মা ধরিয়া অনন্তে ছুঁড়িছে
উর্দ্ধে তুলি একে একে।
যে গ্রহ নক্ষত্রে যে পাপীর বাস
সেই দিকে লক্ষ্য করি,
অতুল্য বেগেতে সে মহাপরাণী
নিক্ষেপে পরাণী ধরি।'
স্থবির বিশীর্ণ যুবক যুবতী
হায় রে কিশোর কত,
কুৎসিত সুন্দর ধনী মানী জ্ঞানী
মহীপাল শত শত,
নিক্ষিপ্ত এরূপে ব্যোম-গর্ভ-দেশে
ঘূর্ণ প্রভা-সিন্ধু যায়;
আত্মাবৃন্দ মুখে যে ক্রন্দন ধ্বনি
হাহারব যাতনায়,
পশুরও শ্রবণে পশিলে সে খেদ
সুস্থির নাহিক রয়,

সে খেদ শুনিলে প্রাণশূন্য জড়
পাষাণও বিদীর্ণ হয়।
সুররামা-সঙ্গী নরের নয়নে
ঝরিল অজস্র ধারা,
বিস্ময়ে হিমাঙ্গ গণ্ডদেশে যেন
নিবদ্ধ মুক্তার ঝারা।
অমরীরও আঁখি বাষ্পধূমে যেন
হৈল কিছু আভাহীন,
নরে চাহি দেবী মৃদুল নিশ্বাসি
কহিলা বচনে ক্ষীণ—
হে অচলবাসি, কিরণসাগরে
বিন্দুবিন্দুবৎ ছায়া
নিরখিলে যত, সেই রেণুরাজি
এহেন আত্মারি কায়া।
ভেবেছি তা আগে—কহিলা মানব
কহ, গো জননি, শুনি,
এ মহাপুরুষ আত্মা কি অমর
কহ কে দাঁড়ায়ে উনি?
মূর্ত্তিমান্ হেথা আদি ক্ষণ হ'তে
অনাদি প্রাচীন জ্ঞানী।
কহিল অমরী—কাল ওঁর নাম
পীযূষপূরিত বাণী।
হেন কালে নর হেরিলা শূন্যেতে
সে মহাপুরুষ-করে
পরম-সুন্দর নর-আত্মা এক
নিক্ষিপ্ত অনন্ত-স্তরে।
নেহারি নিমেষে সুরকন্যা পানে
চাহিলা উৎসুক হয়ে,
বুঝিয়া অমরী ছাড়িলা সে দেশ
চলিলা মানবে লয়ে।

সপ্তম পল্লব

অমরী মানবে লয়ে নামিলা তখন ;
জগতের কেন্দ্র ছাড়ি শূন্য-মাঝে দিয়া পাড়ি
ভিন্নরূপ পাপলোকে করিলা গমন।

আকাশের যেই খণ্ডে অট্টালিকাকার
পঞ্চ নক্ষত্রের মিল শোভি গগনের নীল,
দশমী তিথিতে যেবা চন্দ্রের বিহার ;

পাঁচে এক একে পাঁচ—মিলায়ে কিরণ,
নিশীথিনী শিরোপরে সুচিকণ ঝারা ধ'রে
অনন্ত কোলেতে যাহা দেয় দরশন ;

মঘা নামে তারালোক—প্রবেশি তাহায়
নরে নামাইলা দেবী, সুশীতল বায়ু সেবি
সে লোক বাহিরে দেহী শরীর জুড়ায়।

শীতল হইলে পরে, অমরী মানব
প্রবেশিল গর্ভতলে, দণ্ড দুই কাল চলে
গোধূলি আলোকে যেন—বিমর্ষ, নীরব।

কিছু পরে হেরে দূরে উন্নত প্রাচীর,
হেরে মনে হয় হেন, লৌহের প্রাকার যেন
নীরব শূন্যের কোলে তুলেছে শরীর ;

নিবারিছে কিরণের প্রবেশ সেথায়,
ঘোর প্রহরীর বেশে বিরাজিছে ঘোর দেশে,
কালির বরণ অঙ্গ কালের মলায়!

দুই দিকে দুই দ্বার—প্রশস্ত—ভীষণ,
কৃষ্ণ-মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর শত শমনের চর
রোধি প্রবেশের দ্বার করিছে ভ্রমণ।

পশিছে তাহাতে যত আত্মাময় প্রাণী,
কৃষ্ণবর্ণ লৌহশলা তপ্ত তৈলে যেন জ্বলা
অঙ্গে পুঁতি তাহাদের করে ঘোর বাণী।

জ্যোতির্ম্ময়ী চলে আগে—পিছে পিছে নর,
আসিয়া দ্বারের কাছে প্রবেশের পথ যাচে,
কৌতুকে নিকটে ছুটে যত যমচর।

অপূর্ব্ব মধুর বাণী অমরী-বদনে
শ্রবণে হ'য়ে শীতল কৃতান্ত-কিঙ্করদল
চমকিত চিত্তে চায়ে দেবীর নয়নে।

স্বর্গ শোভাকর আভা চারু নেত্র-তলে
ধীর স্নিগ্ধ মনোহর, নেহারি শমন-চর
পথ ছাড়ি, দুই ধারে দাঁড়ায় সকলে।

ভিতরে প্রবেশি নর নিরখে আকাশে
নিবিড় জলদদল, বিন্দুমাত্র নাহি জল,
গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া খালি উড়ে উড়ে ভাসে।

নিদাঘে রৌদ্রের তাপে ফাটিলে যেমন
অবনীতে ক্ষেত্রচয়, সেইরূপ ক্ষেত্রময়
চারি দিক্ রুক্ষবেশ—নীরস-দর্শন।

হেন রুক্ষ ক্ষেত্রতলে পশিলা দুজনে ;
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুসারি হেরিলা শাখা প্রসারি
পিপাসেতে ফাটি যেন চায়িছে গগনে।

হেরিলা কতই লতা ক্ষুপ সে কান্তারে,
শুষ্ক-শাখা শীর্ণ-মাথা, বিনা বাতে ঝরে পাতা,
আপনা হইতে নিত্য শোণিত উগারে।

দূর হ'তে লক্ষ্য করি তরু সে সকল
বিস্ফারিত ছিলা'পর বসায়ে সুতীক্ষ্ণ শর,
ভ্রমে কত তমচারী দলি ক্ষেত্রতল ;

অর্দ্ধ দেহ নরাকৃতি—কটির উপরে,
পদ পুচ্ছ অশ্ব-প্রায়, ঝড়ের গতিতে ধায়
লতা গুল্ম ক্ষুপ তরু বিদ্ধ করে শরে।

ক্ষত-অঙ্গ সে সকল বিষাদে তখন
মনুষ্য-ক্রন্দন-স্বরে ফুটিয়া নিনাদ করে,
শর-সঙ্গে শুষ্ক ত্বক্ ঝরে যতক্ষণ।

স্থানে স্থানে যমদূত প্রান্তর খুঁড়িয়া
বেড়ায় বিকট-আঁখি, আঁধারে বদন ঢাকি,
অঙ্গারসদৃশ করে খনিত্র ধরিয়া।

অমরীর দিকে নর ব্যগ্রচিত্তে চায়,
ধীর সম্বোধনে তাঁয় কহে—দেবি, কি হেতায় ?
কারা এরা, হেন বেশে কাঁদে এ প্রথায় ?

কেন বা কালের চর ওরূপে খনন
করিছে এ সব ক্ষেত্র ? অমরী প্রশান্ত-নেত্র
চাহি মানবের দিকে কহিলা তখন—

গুপ্ত কামে যাহাদের আকাঙ্ক্ষা-প্রবাহ
বহে হৃদয়ের তটে, সঙ্ঘটন নাহি ঘটে,
এ সব তাদেরি আত্মা—সহে পাপ-দাহ।

মৃত্যুচর হের যত করিছে ভ্রমণ,
ফুটাতে অঙ্কুর বীজে, যে যাহার নিজে নিজে
খুঁড়িছে ক্ষেত্রের তল,—করহ শ্রবণ।

প্রোথিত এ ক্ষেত্রতলে প্রাণী-আত্মা কত
পোড়ে নিত্য তাপানলে, অলৌকিক বিধিবলে
অঙ্কুরিত হয় পরে লতা গুল্ম মত।

ক্ষুদ্র কীট পদতলে ভ্রমিলে যেমন
সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হয়, মানবের দেহময়
সহসা তেমতি হয়, শুনে সে বচন

শরীরী সে স্থান ছাড়ি অন্তরে দাঁড়ায়।
অমরী মধুরতর বাক্যে কহে—ভ্রান্ত, নর,
সর্ব্ব ঠাঁই এইরূপ, সরিবে কোথায়?

যাই হোক, অন্য স্থানে চল, দেবি, চল—
মানব কহিলা তাঁয়, দ্রুতপদে দুজনায়
সে ক্ষেত্র ছাড়িয়া পশে অন্য ক্ষেত্রতল।

এই দিকে, হে শরীরি—অমরী কহিলা,
দেখ চাহি ক্ষণকাল, দুঃখ ভোগে কি বিশাল
পঙ্কিল-পরাণ যত অসতী মহিলা।

অমরীর বাক্যে নর হেরে অনিমিখে;
দেখিল পল্লবহীন কত শুষ্ক তরু ক্ষীণ
শাখা তুলি শূন্যতলে উঠেছে চৌদিকে।

কহিল—কোথায়, দেবি, না দেখি ত কই
কোন এক আত্মা-চিহ্ন, শুষ্ক জীর্ণ তরু ভিন্ন
অন্য কিছু কোন স্থানে বিদিত না হই।

নিরখিয়া দেখ, নর—হও অগ্রসর,
তবে এর তথ্য পাবে; বলিয়া ত্বরিত ভাবে
বৃক্ষ-সন্নিধানে দেবী আইলা সত্বর।

দেখিল শরীরী সেথা—শ্মশানে যেমন
চিতাধূমে সমাচ্ছন্ন চিতাতাপে দগ্ধবর্ণ,
শাল্মলি খর্জ্জুর তাল—তেমতি দর্শন

শুষ্ক বৃক্ষ স্থানে স্থানে পত্রশূন্য শির,
গৃধ্রকুল শাখাদেশে বসেছে করাল বেশে,
পক্ষীর পুরীষে বৃক্ষ কদর্য্যশরীর।

নখে নখে বিন্ধি শাখা বসি গৃধ্রদল
চিবাইছে ধীরে ধীরে, চঞ্চু দিয়া চিরে চিরে,
স্কন্ধ শাখা শুষিতেছে ঘষি গলতল।

পড়িছে অজস্র বেগে শত শত ধারা—
রুধিরের ধারা হেন; কাঁপি কাঁপি বৃক্ষ যেন
বিশীর্ণ সংকীর্ণ ক্রমে অন্তঃসারহারা।

তখন সে সব তরু করিয়া ক্রন্দন
ফাটিছে দ্বিখণ্ড হয়ে, হেলিয়া শূন্যেতে রয়ে,
দ্বিফল-শূলের ভাব করিছে ধারণ।

তাপিতের ঘোর স্বর বদনে সবার,
আত্মাগণ একে একে জীবময় বৃক্ষ থেকে,
বাহিরি প্রকাশে দুঃখ চিত্তে যেবা যার।

অমরী কহিলা—'নর, গৃধ্র হের যত
এহেন কদর্য্য বেশে, বসি উচ্চ শাখাদেশে,
পক্ষী নহে ও সকল—পক্ষিরূপগত

শমনের ভীম চর রাক্ষস উহারা।
ত্রস্ত হয়ে চায়ে নর; গৃধ্ররূপী নিশাচর
সঘনে চীৎকার ছাড়ি উন্মত্ত তাহারা,

পাখার ঝাপটে টানি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
চঞ্চুতে প্রহার করি, ক্ষুরধার নখে ধরি,
বিদীর্ণ বৃক্ষের মাঝে ফেলে আত্মাগণে।

অমনি দ্বিখণ্ড তরু দাঁড়ায়ে আবার
উঠিয়া পূর্ব্বের মত; জীববৃন্দ তরুগত
নিদারুণ নিপীড়ন সহে পুনর্ব্বার।

সে সবার মাঝে নর হেরে দুই জন,
অশ্রুদগ্ধ গণ্ডতল, জীর্ণ শীর্ণ বক্ষঃস্থল,
ক্ষীণ স্বরে বলিতেছে কাতর বচন—

হে বিধাতা, কেন আর—মরণ কোথায়?
এ পরাণে নাহি কাজ, ধরাও গৃধ্রের সাজ,
দেও মরিবারে পুনঃ—অহো, প্রাণ যায়!

মানব জিজ্ঞাসে—দেখি, দেহ যেন মসী,
কপোলে অশ্রুর ধারা, নারীবেশে কে ইহারা?
আত্মা হেরে মনে হয় আছিল রূপসী

ছিল যবে ধরাতলে; প্রাচীনা যে জন,
পরিচিত কিবা নামে? কে উটি উহার বামে
সুরূপা নবীনা বালা—মলিনা এখন?

জিজ্ঞাস নিকটে গিয়া—বলিয়া অমরী
তাদের নিকটে যায়, ধীর গতি পায় পায়
ভাবিয়া চলিল নর গ্রীবা নত করি।

নিকটে আসিছে হেরি শকুনির পাল
পক্ষ সাপটিয়া সবে, ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ রবে,
তুলিল এমনি ঝড় প্রচণ্ড করাল,

অমরী মানব দোঁহে যেন অকস্মাৎ
পক্ষ ঝাপটের জোরে পড়ে ঘূর্ণবায়ু ঘোরে ;
সঙ্কট বুঝিয়া দেবী ঊর্দ্ধে তুলি হাত

বলিলা—হে ধর্ম্মচর, ক্ষান্ত দেও রোষে,
আমরা পাপাত্মা নহি, বিধাতার বিধি বহি
পশেছি এ পাপ-দেশে—নহে অন্য দোষে।

ঝঙ্কার পাখার নাদ নীরব তখনি ;
গিয়া দুই আত্মা-পাশে, মানব কম্পিত ত্রাসে
সুধাইল দুই জনে, শ্রবণে সে ধ্বনি

উচ্ছ্বাসি গভীর শ্বাস প্রাচীনা যে জন
কহিলা—হে দেহধর, শাপযুক্ত আমি, নর,
দেবগুরুভার্য্যা আমি—পাপেতে এমন ;

কামীর নরক-মাঝে হের হে তারায়।
বলিয়া যুগল করে বদন ঢাকিয়া পরে
বৃক্ষ-কারাগারে ছোটে শিহরি লজ্জায়।

জীবময় অন্য প্রাণী বলিলা বিষাদে—
আমি, নর, পাপীয়সী, অশুচি প্রণয়ে পশি
এ ভোগ ভুগি হে হেথা চির অনাহ্লাদে ;

আমি বিদ্যা ভারতের।—বলিয়া লুটায়
শরাহত মৃগী প্রায়। নরদেহী বেদনায়
অমরী সহিত ফিরে অন্য দিকে যায়।

না চলিতে বহু পথ শিহরে মানব,
দেখিল সম্মুখে তার গলে ভুজঙ্গের হার
ছুটেছে জীবাত্মা এক নিনাদি ভৈরব।

হৃদিতল ফুঁড়ি ফুঁড়ি দংশিছে ফণিনী
হৃদিতলে ধারা ঝরে, সর্প ধরি টানি করে,
টানিতে টানিতে ফণী ছুটেছে রমণী।

কে তুমি—জিজ্ঞাসে নর ভয়ে চমকিত,
উন্মাদিনী প্রায় হেন অজ্ঞানে ছুটিছ কেন ?
কহ শুনি কি পাতকে এখানে প্রেরিত ?

স্তম্ভিত নরের বাক্যে—দাঁড়ায়ে সম্মুখে
সে জীবাত্মা জড়বৎ, নিবারিত হেরি পথ
কহিতে লাগিল বাণী নিদারুণ দুখে।

সুধা(ই)ও না, হে শরীরি, সে কথা আমায় ;
মিশর-রাজ্ঞীরে হায়, কে না জানে বসুধায়—
কুলটার ঘোর তাপ এখন হেথায় ।

চল নিরখিবে কিবা যাতনা দুঃসহ
ভুগি প্রাণে অনুক্ষণ, কুলটার কি শাসন,
দেখিবে, চল হে, চক্ষে দুঃখ বিষবহ।

কে ইনি—বলিয়া ক্ষান্ত হইল তখনি ;
চায়ি অমরীর মুখে দারুণ মনের দুখে,
নতশির অধোমুখে দাঁড়ায় রমণী।

ধীর শান্ত সুশীতল দেবীর বচন
ঝরিল পীযূষ তুল্য, সে পীযূষ কি অমূল্য
পঙ্কিল পরাণ যার জানে সেই জন !

যাও আগে, হে জীবাত্মা, দেখাও মানবে,
অমরী বলিলা তায়, ব্যভিচার-পিপাসায়,
কিরূপে নিবারে যম—দেখাও সে সবে।

নীরবে চলিলা এবে ত্রিবিধ পরাণী—
দেব-আত্মা, দেহী নর, পাপিনী নরকচর,—
আগে চলে সকলের মিশরের রাণী।

এড়ায়ে সে তারকার কঠোর প্রাঙ্গণ
যেথা অন্য তারাতলে কৃষ্ণবর্ণ বালু জ্বলে,
সেই বালু-সাগরেতে চলে তিন জন।

দেখে নর ভয়ে কাঁপি—উচ্চ শলাকায়
শত শত প্রাণি-প্রাণ অধোশিরে লম্বমান,
পদাঙ্গুষ্ঠ শলাবিদ্ধ অদ্ভুত প্রথায়।

সে সব আত্মার কাছে করাল-মূরতি
নিষ্ঠুর কালের চর ছুড়ে ছুড়ে দেহস্তর
ছিঁড়িছে হুঙ্কার ছাড়ি—প্রকাশি শকতি।

ভীষণ শ্বাপদকুল অতি কৃশোদর,
ক্ষুধাতে আতুর যেন, ব্যাদান বিস্তারি হেন
গ্রাসে গ্রাসে খণ্ড করি টানে নিরন্তর,

সে সব আত্মার দেহ। হেরি চাহে নর
অমরীর মুখপানে; দয়া-বিচলিত প্রাণে
অমরী ত্বরিত নরে কৈলা স্থানান্তর।

না যাইতে বহু দূরে সে দেশ হইতে.
শরীরীর শ্রুতি ভ'রে কঠোর কর্কশ স্বরে
নিদারুণ শোকবাণী বহিল বায়ুতে।

কঠোর শুনিতে যথা শোকের কীর্ত্তন
শবদেহ স্কন্ধে ধরি "হরি হরি" শব্দ করি
জ্ঞাতিবর্গ গঙ্গাতীরে আগত যখন।

সেইরূপ শোকময় কঠোর নিনাদ,
সহসা দক্ষিণ হ'তে প্রবেশিল শ্রুতিপথে,
চমকে মানবচিত্ত শুনে সে বিষাদ।

চমকি হেরিল নর—নিরখে সম্মুখে
যেন স্তূপাকার বালি অঙ্গেতে মাখিয়া কালি
চলেছে ঊর্ম্মি-আঘাতে সাগরের বুকে।

নিকটে আসিলে পরে তখন নেহারে
আত্মাময় প্রাণী যত চলেছে বালির মত
দলে দলে, কৃষ্ণবর্ণ বালুসিন্ধু-ধারে।

উড়িল দেহীর প্রাণ দেখিল যখন
সে সব আত্মার হাতে ছিন্ন নিজ নখাঘাতে
হৃৎপিণ্ড, শির-ঘৃত—বীভৎস-দর্শন।

দলে দলে চলে সবে—শরীরে কম্পন
যেন বাতশ্লেষ্ম-জ্বরে; করস্থিত মুণ্ড ধ'রে
চৌদিকে গৃধিনীপাল করিছে খণ্ডন।

অচেতনপ্রায় জীবী নয়ন মুদিল;
অকস্মাৎ ভীম নাদ,— স্রোতে যেন ভাঙ্গে বাঁধ
ছুটায়ে বন্যার জল—তেমতি শুনিল।

আতঙ্কে দেখিল দেহী—ঘর্ম্মে সিক্ত ভাল—
ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, তীক্ষ্ণদন্ত, ঊর্দ্ধকর্ণ,
যমদূত-বিতাড়িত ছোটে ফেরুপাল।

চকিতে জীবাত্মাবৃন্দ নিরখি পশ্চাতে,
ছুটে বেগে ঊর্দ্ধশ্বাসে, নয়ন না মেলে ত্রাসে,
উড়ে যেন ধূলিবৃন্দ ঝটিকা-আঘাতে।

অন্য দিকে প্রাচীরের পৃষ্ঠদ্বার যেথা
বেগে প্রবেশিয়া তায় নির্গত হইতে যায়,
হেরে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দ্বারদেশে সেথা—

মহা অজগর প্রায় দেহের গঠন,
স্কন্ধদেশে দুই পাখা, শল্কলে শরীর ঢাকা,
শত কুণ্ডলেতে পুচ্ছ—রাক্ষসবদন।

ধাবিত জীবাত্মাগণ যেই দ্বারে আসে,
সেই ভীম অজগর ব্যাদানি মুখগহ্বর,
পক্ষের ঝাপটে সবে মুহূর্ত্তেকে গ্রাসে।

তীক্ষ্ণ দন্তে পিষি পিষি নিক্ষেপে জঠরে,
আবার বমন করে, আবার গরাসে ধরে,
কখন(ও) পেষণ করে পূরিয়া উদরে।

এহেন পীড়ন সহি প্রহরেক কাল
সেই সব পাপি-প্রাণ হতাশেতে হতজ্ঞান
প্রাচীর-ভিতরে ছুটে ভেটে ফেরুপাল।

তখন সে মহোরগ রাক্ষসবদন,
উৎকট চীৎকার করি, বলে—রে সতীর অরি,
লম্পট কুট্টনীপাল—জঘন্য জীবন,

এ ভোগ তোদেরি যোগ্য ; যে বিষ ধরায়
ছড়াইলি দেহ ধরি, সেই বিষ প্রাণে ভরি
ভবিষ্য-জঠরে ভোগ চির যাতনায়!

হেরি দেহধারী নর, শুনিয়া গর্জ্জন,
অমরীর দিকে দেখি, কহিল—জননি, এ কি,
কোথায় আমারে, দেখি, আনিলে এখন ?

এখানে কি পুণ্যময়ী দুহিতা আমার?
এ কি তার যোগ্য বাস? সে চারু-কুসুম-হাস
ফোটে কি এখানে কভু?—কাছে চল তাঁর।

হে দেহি, তোমারি চিত্ত করিতে উজ্জ্বল,
পূরাতে তোমারি আশা এ দুঃখনিবাসে আসা,
দেখাব কন্যারে তব, সঙ্গে ফিরে চল।

তনয়া দেখিতে হেন ভুবনে ভ্রমণ
করিতে হবে না এবে, চল ধরাতলে নেবে;
বিগত-কলুষ-তাপ, বিগত-সকল-পাপ,
আত্মাময় নন্দিনীর পাবে দরশন।

এত বলি নিদ্রাগত করিয়া মানবে
চলিল অমরী ত্বরা, পূর্ণচন্দ্র জ্যোৎস্না ভরা
মৃদু মারুতের গতি উতরিল ভবে।

রাখি নরে ধরাতলে, জাগায়ে চেতন,
পূর্ণ ছটা প্রতিভায় দিব্য চক্ষু দিয়া তায়,
বিনয়-বিনম্র মুখে দাঁড়ায়ে দেহী-সম্মুখে,
কহিলা;—হের গো তব দুহিতা এখন।

বিস্ময়-আনন্দ-বেগে আপ্লুত হৃদয়
নিরখিল ধরাবাসী, নির্ম্মল শশাঙ্ক-হাসি
ধরাতলে আসি যেন হয়েছে উদয়।

মস্তকে মুকুটছটা জ্বলিছে মণ্ডলে,
সুধাগন্ধ অঙ্গে ঝরে, গড়া যেন রশ্মিথরে,
নয়ন;নীলিমা-সিন্ধু, কপালে কিরণ-বিন্দু
রেখাগত ইন্দু যেন ঈষৎ উজলে।

সন্তৃপ্ত নয়নে হেরি মানব-বদন,
কহিলা সুষমারাশি— তাত, এবে অবিনাশী
আত্মাময় এ শরীর—ঘুচেছে স্বপন।

সে স্বপন এ জগতে সবারি ঘুচিবে
পাপানলে দগ্ধ হয়ে তাপানল হৃদে লয়ে
প্রক্ষালি ধরার ক্ষার, খুলায়ে শমনদ্বার,
আমার মতন যবে স্বর্গেতে পশিবে।

হে তাত, দেখিতে পুনঃ হয় যদি মন
এরূপে জীবাত্মালয় অনন্ত তারকাময়,
পুনর্ব্বার দুহিতারে করিও স্মরণ।

এত বলি শোভাময়ী আকাশে মিশিয়া
ক্ষণকালে অন্তর্ধান হৈলা ছাড়ি মর-স্থান।
বিস্ময়ে বিহ্বল নর নিস্তব্ধ ধরণী'পর
ভাবিতে লাগিল যেন স্বপনে জাগিয়া।

সম্পূর্ণ

দশমহাবিদ্যা

[১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা-৬

প্রকাশক

শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৬০

মূল্য বারো আনা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে

শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৭'৯—৪, ৭.' ৫৩

ভূমিকা

ঠিক 'বৃত্রসংহারে'র মত না হইলেও ক্ষুদ্র 'দশমহাবিদ্যা' লইয়া বাংলা দেশে তুমুল আলোচনা ও বিতর্কের ঝড় উঠিয়াছিল। এই চটি কাব্যখানি সম্বন্ধে ভূদেব বঙ্কিম সঞ্জীব চন্দ্রনাথ রামগতি অক্ষয়চন্দ্র এবং সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার অজ্ঞাতনামা লেখকগণ—এক কথায় বাংলা-সাহিত্যের তৎকালীন প্রধানেরা সকলেই মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, এই আলোচনা ও বিতর্কের অধিকাংশই শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ তাঁহার 'হেমচন্দ্র' দ্বিতীয় খণ্ডের (১৩২৭) ২৮১-৩৬০ পৃষ্ঠায় বিধৃত করিয়া এ যুগের পাঠকদের 'দশমহাবিদ্যা'র গূঢ় তাৎপর্য বুঝিবার সহায়তা করিয়াছেন। তন্মধ্যে হেমচন্দ্রের নিকট লিখিত মনস্বী ভূদেবের পত্রাবলী সর্বাধিক মূল্যবান। বস্তুত, হেমচন্দ্র তাঁহার পরামর্শ ও উপদেশ মতই 'দশমহাবিদ্যা' রচনা ও সংস্কার করিয়াছিলেন।

শশাঙ্কমোহন পরবর্তী কালে (১৯১৫, 'বঙ্গবাণী' ২য় খণ্ড, পৃ. ২১১-১২) চমৎকার বিশ্লেষণের দ্বারা 'দশমহাবিদ্যা' রচনার কারণ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার মতে—

> 'ছায়াময়ী' প্রকাশ করিয়া হেমচন্দ্র অনন্ত নরক-বাদ এবং স্বকীয় বিশ্বাসের মধ্যে এক তুমুল আত্মিক সংগ্রামে পড়িয়া গেলেন। বিশ্বজগতের যবনী অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক একবার প্রকৃত রহস্য কি করিয়া বুঝিয়া লইবেন, সে আশায় আকুল হইলেন। হেমচন্দ্র প্রকৃত মানবহিতাকাঙ্ক্ষী; সমগ্র মানব-জাতির উন্নতি সম্বন্ধে এত ভাবনা ভাবিয়াছেন, আমাদের দেশে এমন কবি আর নাই। এই আকুলতার ফল 'দশমহাবিদ্যা'।...এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ আমাদের সাহিত্যে এক অদ্বিতীয় বস্তু। উহা সাধারণ পাঠকের জন্য লিখিত নহে।...উহা একদিকে খ্রীষ্টীয় নরকবাদের প্রতিবাদ;...

বর্তমান কালে কবি কালিদাস রায় 'দশমহাবিদ্যা' সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

> ...এই কাব্যে হেমচন্দ্রের কল্পনার বিশালতা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সমবায় হইয়াছে। ইহাতে হেমচন্দ্র প্রচলিত ছন্দ ত্যাগ করিয়া হ্রস্বদীর্ঘমাত্রায় প্রাকৃত ভাষার ছন্দ প্রয়োগ করিয়াছেন—তাহাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর ছন্দোলোকে একটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে।... যদি দশমহাবিদ্যার যথার্থ কল্পনা করা যায় তাহা হইলে এ কাব্যের মর্য্যাদা ঢের বাড়িয়া যায়।
>
> সতী দেহত্যাগ করিয়াছেন—চরাচর শঙ্করের সঙ্গে কাঁদিয়া আকুল। ইহা অবিদ্যার মোহ ছাড়া আর কিছুই নয়। মহাশক্তির কি মৃত্যু আছে?

শক্তি রূপ হইতে রূপান্তর গ্রহণ করিতে পারে—কখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। সে শক্তি কখনও রুদ্ররূপে, কখনও শান্তিরূপে প্রকাশ পায়। যে শক্তি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ধ্বংসসাধন করে—সেই শক্তিই নিয়ন্ত্রিত হইয়া জীবের মঙ্গল সাধন করে—·· দশমহাবিদ্যার এক একটি বিদ্যা মহাশক্তির এক একটি রূপেরই রূপক মাত্র। গীতার বিশ্বরূপ-দর্শন ও এই দশমহাবিদ্যার প্রকটন একই উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত বলা যাইতে পারে। দুই-ই শোক-মোহের মায়া বা অবিদ্যার জাল ছেদনের জন্য। হেমচন্দ্র সচেতন ভাবে এই সত্যটিকে যদি ফুটাইতেন তাহা হইলে সোনায় সোহাগা হইত।—'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়', ১ম খণ্ড, ১৩৫৬, পৃ. ১৫০-৫১।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'দশমহাবিদ্যা'কে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

দুর্ভাগ্যক্রমে 'দশমহাবিদ্যা'র দর্শন-ভাগ আমরা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কাব্যের পোষাক-পরিচ্ছদ বড় জাঁকাল ;···রচনার সুর—'রে সতি রে সতি!' বড়ই করুণ অথচ গম্ভীর; সরল অথচ মর্ম্মভেদী। সূচনা সুন্দর।—কিন্তু যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই অবোধ্য হইয়া উঠে। কবি, নিজ ইচ্ছামত পুরাণের বর্ণনা ভাঙিয়াছেন, গড়িয়াছেন। কিন্তু কি উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য, তাহা বুঝা যায় না।—'কবি হেমচন্দ্র,' ২য় সং, পৃ. ৩১।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার জবাব না দিবার ছলে বলিয়াছেন—

'দশমহাবিদ্যা'র কথা লইয়া আমরা আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের সহিত বিতণ্ডায় মাতিব না। বস্তুতঃ, হেমচন্দ্র 'দশমহাবিদ্যা'র ভূমিকায় স্পষ্টই বলিয়া রাখিয়াছেন যে আমি শাস্ত্রী কথা অথবা চলিত মতের প্রত্যুত্তরতায় প্রবৃত্ত হই নাই। দশমহাবিদ্যার রূপ-বর্ণনায় সকল তন্ত্রও একমত নহেন; নানা তন্ত্রে নানা ভাবে দশমহাবিদ্যার চিত্রসকল অঙ্কিত হইয়াছে। সুতরাং সে পক্ষ ধরিয়াও হেমচন্দ্রকে দোষ দেওয়া চলে না। কাব্যের হিসাবে 'দশমহাবিদ্যা' বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব্ব সামগ্রী—বড় মধুর, বড় সুন্দর, বড়ই প্রগাঢ়।—"কবি হেমচন্দ্র," 'সাহিত্য', ১৩১১।

'দশমহাবিদ্যা' ১২৮৯ সালে প্রকাশিত হয়, বেঙ্গল লাইব্রেরিতে জমা দিবার তারিখ ২২ ডিসেম্বর, ১৮৮২। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫৪। আখ্যাপত্র এইরূপ :—

দশমহাবিদ্যা। গীতিকাব্য। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। "Where shall......ample range!" Goethe's *Faust.* কলিকাতা। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোংকর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯নং ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১২৮৯ সাল, ইং ১৮৮২। [*All rights reserved.*]

পাঠনির্ণয়ে প্রথম সংস্করণই বিশেষভাবে অনুসৃত হইয়াছে।

দশমহাবিদ্যা

Where shall I grasp thee, infinite Nature, where ?

*   *   *   *   *

How all things live and work, and ever blending
Weave one vast whole from Being's ample range !"

Goethe's *Faust.*

গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন

ইহাতে গুটিকত নূতন ছন্দ বিন্যস্ত হইয়াছে। সেগুলি কোনও সংস্কৃত, অথবা প্রচলিত বাঙ্গালা ছন্দের অবিকল অনুকরণ নহে। আপাততঃ দুই একটিকে কোন কোন সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের গঠনপ্রণালী এবং লক্ষণ অন্যরূপ।

সেই সকল ছন্দের অক্ষরযোজনা এবং আবৃত্তির নিয়ম সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই; কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলেই তাহা সহজে বুঝা যাইবে। অপিচ, কতিপয় ছন্দের নিম্নভাগে সে বিষয়ে কিছু কিছু আভাস দেওয়া হইয়াছে এবং ছন্দোবিশেষে দীর্ঘ উচ্চারণের স্থান নির্ণয় জন্য মাত্রার উপরিভাগে গুরুতাজ্ঞাপক (—)এইরূপ চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে অন্য দোষের সংশোধন না হউক, সেই সকল ছন্দের গঠন বুঝিবার এবং পাঠ করিবার সুবিধা হইবে, মনে করিয়াছি।

গুরু উচ্চারণমূলক ছন্দগুলি সম্বন্ধে এই কয়টি স্থূল কথা মনে রাখা আবশ্যক—সংস্কৃত ব্যাকরণনির্দ্দিষ্ট সকল গুরু বর্ণেরই সর্ব্বত্র গুরু উচ্চারণ না করিয়া কেবল চিহ্নিত স্থানগুলিতে স্বর এবং ব্যঞ্জনবর্ণের গুরু উচ্চারণ করিলেই চলিবে। চিহ্নগুলিও সেই ভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। সংযুক্ত বর্ণের সর্ব্বত্র যথাযথ উচ্চারণ হইবে। আর একটি বিশেষ নিয়ম, অকারান্ত পদের অন্তে স্থিত অকার, হসন্ত চিহ্ন না থাকিলে, উচ্চারণ করিয়া পাঠ করিতে হইবে। কেবল কয়টি গুরু উচ্চারণমূলক ছন্দ সম্বন্ধে এই নিয়ম, অন্যত্র নহে।

দশমহাবিদ্যা লইয়া এই গ্রন্থ বিরচিত হওয়াতে পাঠকগণ ভাবিবেন না যে, তৎসম্বন্ধে পুরাণাদির আখ্যান, সকল স্থানে ঠিক্ ঠিক্ অনুসরণ করিয়াছি। বস্তুতঃ আমি কবিতা রচনার প্রয়াস পাইয়াছি, শাস্ত্রিকতা, অথবা চলিত মতের প্রশুদ্ধতার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই নাই।

খিদিরপুর।
অগ্রহায়ণ। ১২৮১ সাল।

দশমহাবিদ্যা

সতীশূন্য কৈলাস

দীর্ঘ ত্রিপদী

ছিন্ন হইল সতীদেহ,* শূন্য হৈল শিবগেহ,
বামদেব বিরসবদন।
চাহেন কৈলাসময়, দেখেন কৈলাস নয়,
অন্ধকার বিঘোর ভুবন॥
সতীমুখ-বিভাসিত যে আলোক শোভা দিত,
পুলকিত কুসুম-কানন।
পেয়ে যে কিরণমালা, সুবর্ণ মণি উজ্জ্বালা,
সে আলোক নহে দরশন॥
শুষ্ক কল্পতরু-সারি, শুষ্ক মন্দাকিনী-বারি,
শূন্যকোল সতীসিংহাসন।
নিস্তব্ধ জগত-প্রাণ, নিরুদ্ধ সৌরভঘ্রাণ,
কণ্ঠে বন্ধ বিহঙ্গকূজন॥
নন্দী শুয়ে রেণু'পর, কান্দিছে বৃষভবর,
প্রাণশূন্য মৃগেন্দ্রবাহন।
হেরিয়া ত্রিপুরহর, দূরে রাখি বাঘাম্বর,
বসিলেন মুদি ত্রিনয়ন॥
আনন্দ-আলয় যিনি, আজি চিন্তাময় তিনি,
ধ্যানে ধরি সতীদেহ-ছায়া।
ছুঁড়ে ফেলি হাড়মাল, করে দলি ভস্মজাল,
বিভূতিবিহীন কৈলা কায়া॥
মুখে "সতি"—"সতি" স্বর বিনির্গত নিরন্তর,
দিগম্বর বাহ্যজ্ঞানহীন।

---

* সুদর্শনচক্রে ছিন্ন হইবার পর।

করে জপমালা চলে, মুখ "বববম্" বলে,
অন্য শব্দ সকলি মলিন ॥
জটালগ্ন ফণিমালা, মিলাইয়ে জিহ্বাজ্বালা,
লুকাইল জটার ভিতর।
নিস্পন্দ পবনস্বন্, নিরানন্দ পুষ্পগণ
অপ্রস্ফুট ঝরে রেণু'পর ॥
থামিল গঙ্গার রব, নির্ব্বাক্ প্রমথ সব,
কৈলাস-জগৎ অচেতন।
কদাচিৎ "মা" "মা" নাদে, অসম্বিৎ নন্দী কাঁদে,
"বম্" শব্দ সহ সম্মিলন ॥
কৈলাস-অম্বরময়, তারা সূর্য্য অভ্যুদয়,
ক্ষণকালে নিভিল সকল।
তমঃ-ছন্ন দিগাকাশ, কেবলি করে উল্লাস
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠের গরল ॥
ধ্যানমগ্ন ভোলানাথ, স্কন্ধে কভু তুলি হাত,
সতীরে করেন অন্বেষণ।
পরশিতে পুনর্ব্বার, সুকুমার তনু তাঁর,
মমতার অভ্যাস যেমন ॥
তখন নয়ন ঝরে, পূর্ব্বকথা মনে সরে,
সরে যথা নদী-প্রস্রবণ।
বিশ্বনাথ শোকময়, নিমীলিত নেত্রত্রয়
প্রস্ফুটিয়া করেন ক্রন্দন ॥
হারায়ে অর্দ্ধাঙ্গ সতী, কাঁদেন কৈলাসপতি,
যুগযুগান্তের কথা মনে।
জগতের জড় জীব, কান্দিছেন হেরি শিব,
কান্দিতে লাগিলা তাঁর সনে ॥

মহাদেবের বিলাপ

দীর্ঘ ভঙ্গত্রিপদী*

"রে সতি রে সতি," কান্দিল পশুপতি
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর তাপস যত দিন,
তত দিন না ছিল ক্লেশ॥
শবহৃদি আসন, শ্মশান বিচরণ,
জগত-নিরূপণ জ্ঞানে।
ভিক্ষুক বিষধর, তিরপিত অন্তর,
আশ্রমরতি-নিরবাণে॥
"রে সতি রে সতি," কান্দিল পশুপতি,
বিকলিত ক্ষুব্ধ পরাণে।
ভিক্ষুক বিষধর, তিরপিত অন্তর,
আশ্রমরতি-নিরবাণে॥
জলনিধি-মন্থনে, অমৃত উছালিল,
যত সুর বাঁটিল তাহে।
ভস্ম-ভকত হর, হরষিত অন্তর,
গ্রাসিল গরলপ্রবাহে॥
"রে সতি রে সতি," কান্দিল পশুপতি,
বিকলিত ক্ষুব্ধ পরাণে।

*(—) চিহ্নিত বর্ণ দীর্ঘ এবং অকারান্ত পদের অন্তে স্থিত 'অ' উচ্চারিত হইবে।

ভিক্ষুক বিষধর, হরষিত অন্তর,
সংসাররতি-নিরবাণে ॥
কারণবারি'পরে হরি কমলাসন
ঘৃণা করি যে ক্ষণ হেলে।
নির্ঘৃণ ত্রিনয়ন, আহ্লাদে সেহ ক্ষণ,
শব'পরি আসন মেলে ॥
প্রীত কমলাপতি রতনবর-পাত্রে,
নরভালে প্রীত গিরীশ।
পুষ্পকবাহন বাসব সুরপতি,
বৃষবর-বাহন ঈশ ॥
"রে সতি অরে সতি," কান্দিল পশুপতি,
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর তাপস যত দিন,
তত দিন না ছিল ক্লেশ ॥
ভিক্ষুক-আছরম, ঘুচিল অতঃপর,
তব সহ মেলন শেষ।
জটাধর শঙ্কর, নবসুখ-সাগর,
পরিশেষ সংসারিবেশ ॥
হরষ সুধাসম, হৃদয় উচাটিত,
দম্পতী-পরণয়-বাসে

কত সুখে যাপন, অহরহ বৎসর,
দক্ষদুহিতা ছিল পাশে ॥
যোগ-ধরমপর গৃহস্থ-ধরমে
নিমগন এখন শম্ভু ।
পান-পিয়াসরত সবহি আগম
চারি-বেদ-সাগর-অম্বু ॥
"রে সতি অরে সতি," কান্দিল পশুপতি
পাগল প্রমথেশ শম্ভু ॥
কতবিধ খেলন, মূরতি প্রকটন,
ভুলাইতে শঙ্কর ভোলা ।
থাকিবে চিরদিন, হৃদিপটে অঙ্কন,
সে সব বিলসিত লীলা ॥
কৃশা-কেশিনীরূপে, রাজিলা যেহ দিন,
চারি হাতে বাদন ধরি ।
শঙ্খ-ডমরু-বীণা নিনাদনে নাচিলে
ত্রিভুবন-চেতন হরি ॥
দ্রব হ'ল বাসব, দেবী অমর সব,
আদ্রব বিধিহৃষিকেশ ।
বিসরিতে নারিব সেহ দিন কাহিনী,
যে কাল রবে চিত্তলেশ ॥

"রে সতি অরে সতি," কান্দিল পশুপতি,
পাগর শিব প্রমথেশ ॥
সেহ যোগ সাধন কি হেতু ঘুচাইলি
ভিক্ষুকে বসাইলি ঘরে।
কি হেতু তেয়াগিলি, কেনই সমাপিলি,
সে সাধ এত দিন পরে ॥
"রে সতি রে সতি," কান্দিল পশুপতি,
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর তাপস যত দিন,
তত দিন না ছিল ক্লেশ ॥

নারদের গান

ধীরললিত ত্রিপদী

আনন্দধ্বনি করি, মুখে বলি হরি হরি,
নারদ ঋষি রত সুললিত নটনে।
প্রবেশিলা হেন কালে, ত্রিতন্ত্রী বাজে তালে,
বিচেত বিভুগানে ত্রিভুবন ভ্রমণে ॥—
"কেবা হেন মতিমান, কে ধরে সেই জ্ঞান,
জানিবে সুগভীর জগদীশ মরমে।
অনন্ত পরমাণু, বিকট বিদ্যুদ্‌ভানু,
উদ্ভব কোথা হ'তে, কি হইবে চরমে ?
হর হরি ব্রহ্মন্ সচেতন জীবগণ,
আদিতে ছিল কিবা জনমিল কারণে ?

মানস কিরূপ ধন, জড়েই কি বিশেষণ,
জড় সনে সঞ্চারে কিবা বিধিমননে ?
সুখ কি জীবিতমানে ? কিবা অথ নির্ব্বাণে ?
কা হ'তে জনমিল জগতের যাতনা ?
অশুভ সৃজন কার ? নিরমল বিধাতার
মানস হ'তে কি এ মলিনতা রচনা ?
ক্ষিতি অপ্ তেজ নভঃ, ভিন্ন কি, একি সব ?
পঞ্চ, কি আদিভূত অগণন গণনা ?
সে তত্ত্ব-নিরূপণ করিবারে কোন জন,
সমর্থ দেবঋষি মানবের ভাবনা ?
গাও বীণা হরিগান, দুর্লভ যেই জ্ঞান,
নিষ্ফল মানি তারে পরিহর মানসে।
প্রকাশ মন-সুখে হরিনাম লিখি বুকে,
যে জ্ঞানে জীবলোক প্রকটিত হরষে ॥
জগত কি সুখধাম, মধুর কি বিভুনাম,
গাও রে প্রেমভরে মনোহর বাদনে।
ঝঙ্কার ঝঙ্কার, উল্লাসে বল আর,
আহ্লাদ সদা কিবা সাধুজন-জীবনে।
ধরম ধরমপর আপন ক্রিয়া কর,
সংযত করি মন তাঁহাদেরি নিয়মে।
মোক্ষদ সার বাণী শুনা রে জাগায়ে প্রাণী,
সুস্বরে নাদ করি রঞ্জিয়া পরমে ॥
ত্রিগুণে যে গুণময় যাঁ হ'তে এ সমুদয়
উচ্ছ্বাসে ডাক্ বীণা অবিরত তাঁহারে।
দিবানিশি নাহি আন্, সপ্তমে তুলি তান,
নারদ-মনোমত ধ্বনি, বীণা, বাজা রে ॥"

নারদের বীণাবাদন

ভঙ্গপদী পয়ার*

আনন্দগদগদ নারদ মাতিল।
তন্ত্রী তুলিয়া, তার্ মার্জ্জিত করিল॥
মৃদু মৃদু গুঞ্জন অঙ্গুলি স্ফুরণে।
সরিৎ প্রবাহিল সুন্দর বাদনে॥
ক্বণু ক্বণু নিক্বণ কোমলে মিলিয়া।
ক্রমে গুরু গর্জ্জন সপ্তমে ছুটিয়া॥
মিশ্রিত নানা সুরে কভু উতরোল।
স্বর-সরিতে যেন খেলিছে হিল্লোল॥
চেতন আজি যেন ঋষিবর-হাতে।
বীণা ভাষিল ধ্বনি মধুর ভাষাতে॥
রাগরাগিণী যত জাগ্রত হইল।
রূপ প্রকাশিয়া ত্রিভুবন রাজিল॥
গ্রহ আদি ভাস্কর ছিল যত ভুবনে।
রোধিল নিজগতি সঙ্গীত-শ্রবণে॥
সুরলোক মোহিত মোহন কুহকে।
স্তম্ভিত বীণাপাণি সুরতান্ পুলকে॥
কৈলাসতামস বিরহিত নিমিষে।
মধুঋতু ভাতিল মনের হরিষে॥
আনন্দে তরুকুল মঞ্জরি হাসিল।
আনন্দে তরুডাল বিহঙ্গে সাজিল॥
শিবশিবাবাহন বৃষভ কেশরী।
চঞ্চল-চিত উঠে হরষেতে শিহরি॥
সে ধ্বনি পশিল শিবহৃদি ভেদিয়া।
জাগিল পশুপতি ঈষৎ চেতিয়া॥

* হসন্ত চিহ্ন না থাকিলে অকারান্ত পদের অন্তে স্থিত 'অ' এবং যুক্ত বর্ণ যথ উচ্চারিত হইবে।

"ববম্" শবদ নিনাদি সদানন্দ।
মেলিলা ত্রিলোচন মৃদু মৃদু মন্দ॥
নিরখিলা নারদে প্রমত্ত বাদনে।
বিহ্বল শঙ্কর ভকতের সাধনে॥
সাদরে তুষি তাঁরে কাছে দিলা স্থান।
ভোর হইলা ভোলা শুনে বীণাগান॥

শিবনারদ-সংবাদ

লঘুত্রিপদী

চেতন পাইয়া চেতনানন্দ
নারদ-সঙ্গীত শ্রবণে।
ঈষৎ হাসিতে অধর-মণ্ডিত
কহেন সুধীর বচনে॥—
"অহে ভক্তিমান্ ভ্রান্তিবিলাসে
শিবেরো প্রমাদঘটনা।
অনাদ্যারূপিণী ভবপ্রসবিনী
সতীয়ে মানবীভাবনা।
আমারি এ ভ্রম স্নেহেতে যখন
না জানি তখন ভুবনে,
ভালবাসাময় জগত নিখিলে
যমব্যথা কত জীবনে।
মমতা মায়াতে জগতের লীলা
খেলিছে আপনা আপনি।
মমতা মায়াতে সকলি সুন্দর,
পশু পক্ষী নর অবনী॥
জীবনে জীবন এ ডোরবন্ধন,
যদি না থাকিত জগতে।
বিধু বিভাকর সকলি আঁধার
হইত অসার মরতে॥

বুঝে তথ্য সার কুহকের হার
নারায়ণ জীবপালনে,
রচেন কৌশলে সোণার শিকলে
পরাণী বাঁধিতে বন্ধনে—
শুন হে নারদ, সে প্রমাদ নাই
তোমার গভীর বাদনে।
চৈতন্যরূপিণী সতীরে আবার
নিরখিতে পাই নয়নে॥
পরমাপ্রকৃতি পরমাণু-মূল
কারণকলাপমালিনী।
চেতনা ভাবনা মমতা কামনা
নিখিল অঙ্কুররূপিণী॥
নিরখি আবার লীলাবিলাসিনী
ব্রহ্মাণ্ড জড়ায়ে বপুতে।
ক্রীড়ারঙ্গে রত প্রমত্ত মহিলা
নিবিড় রহস্যমধুতে॥"
বলি বিশ্বনাথ জাহ্নবী-প্রপাত
জটা হ'তে দিলা খুলিয়া।
ববম্-ধ্বনি উঠিল তখনি
কৈলাস-আকাশ পূরিয়া॥
হেরি মহাদেবে এহেন প্রকৃতি
নারদ চকিত মানসে।
জিজ্ঞাসিলা হরে কি মূরতি ধ'রে
দক্ষসুতা এবে নিবসে॥
"হে শিব শঙ্কর মম দুঃখ হর
কৃপাতে কহ গো তনয়ে।
দয়াময়ী শিবা প্রকাশিলা দিবা
উদিয়া কিবা সে আলয়ে॥
জননীর স্নেহ না জানি ভবেশ,
না পশি কখনও জঠরে।

ব্রহ্মার মানসে জনমে নারদ,
জননী কভু না আদরে ॥
সে ক্ষোভ আমার ছিল না, দেবেশ,
দাক্ষায়ণীস্নেহ-সুধাতে।
জননী পেয়েছি যখনি কেঁদেছি
প্রাণের পিপাসা ক্ষুধাতে।
কহ, ত্রিপুরারি, কোথা গেলে তাঁরি
দরশন পুনঃ লভিব।
সে রাঙা চরণ, মনের মতন,
সাধনে আবার পূজিব ॥"
নারদে কাতর হেরি কন হর
"অধীর হইও না ঋষি।
দেখিবে এখনি মহামায়াকায়া-
ছায়া আছে বিশ্বে মিশি ॥
বিশ্ব-আবরণ হবে নিবারণ,
দেখিবে এখনি নিমিষে।
বিশ্বরূপধরা বিশ্বরূপহরা
খেলেন আপন হরিষে ॥
দেখিবে এখনি অনাদ্যা মূরতি
অপার আনন্দে মাতিয়া।
বিদ্যারূপ দশ ভুবন পরশ
করেছে আকাশ জুড়িয়া ॥
মহাযোগী যায় দেখিতে না পায়
সে রূপ দেখিবে নয়নে।
এই ভবলীলা যেবা বিরচিলা
দেখিবে সে আদি কারণে ॥"

শিবকর্ত্তৃক সৃষ্টি-আচ্ছাদন অপসারিত

ত্রিপদী পয়ার*

মহাদেব মহাবেশ   ক্ষণকালে ধরিল।
ভীমরূপ ব্যোমকেশ   পরকাশ করিল॥

বিদারিত রসাতল   পদযুগে ঠেকিল।
ঘোর ঘটা ভীম জটা   আকাশেতে উঠিল॥

ছড়াইল জটাজাল   দিকে দিকে ছুটিয়া।
দীপ্ত যেন তাম্রশলা   ভানুকরে ফুটিয়া॥

হিমময় ধবলের   গিরি যেন উঠেছে।
শুভ্র পুরী শিরে করি   বিশ্ব 'পরে ধরেছে॥

মৌলিদেশে কলকল   তরঙ্গিণী জাহ্নবী।
ঝরিতেছে ঝরঝর   শতধারা প্রসবি॥

শশিখণ্ড ধ্বক্‌ধ্বক্   জ্বলিতেছে কপালে।
ত্রিনয়নে তিন ভানু   জ্বলে যেন সকালে॥

ব্রহ্ম-অণ্ড যেন খণ্ড   মেরুদণ্ড পরিয়া।
বিশ্বনাথ ঊর্দ্ধহাত   কৌতূহলে পূরিয়া॥

ওঁকার তিন বার   উচ্চারিয়া হরষে।
ব্যোমকেশ বিশ্বতনু   ধীরে ধীরে পরশে॥

শ্বাসরোধ করি ভীম   শুষিলেন অচিরে।
বিশ্ব-অঙ্গ লুকাইল   মহাকাল-শরীরে॥

একে একে জগতের   আভরণ খসিল।
চন্দ্র তারা রশ্মি মেঘ   অভ্র সনে ডুবিল॥

---

* প্রত্যেক পংক্তিতে তিন তিন পদ ; প্রথম দুই পদের আট অক্ষরের পর মধ্য যতি এবং শেষ পদের সর্ব্বশেষে পূর্ণ যতি। শেষ পদ কিছু দ্রুত উচ্চারিত।

গিরি নদ পারাবার ছিল যত ভুবনে।
অনুক্ষণ অদর্শন মহাদেব-শোষণে॥

স্বর্গপুরি রসাতল হিমালয় ছুটিল।
ধারাহারা বসুন্ধরা শিব-অঙ্গে মিশিল॥

ঘুরে ঘুরে শূন্যপথে বিশ্বকায়া ধায় রে।
ঝড়ে যেন অরণ্যেরে পল্লবেতে ছায় রে॥

জগতের আবরণ নিবারণ পলকে।
দাঁড়াইলা মহাদেব বিভাসিত পুলকে॥

বিশ্বময় ঘোরতর অন্ধকার ঢাকিল।
শিবভালে প্রজ্বলিত হুতাশন জ্বলিল॥

দাঁড়াইলা মহেশ্বর করপুট পাতিয়া।
ধরিলেন বিশ্ববীজ- পরমাণু তুলিয়া॥

গরাসিলা বীজমালা গণ্ডূষেতে শুষিয়া।
দাঁড়াইলা মহেশ্বর হুহুঙ্কার ছাড়িয়া॥

মহাকাশ পরকাশ বিশ্বশূন্য ভুবনে।
শূন্যময় ব্যোমগর্ভ নীল অভ্রবরণে।

অতি স্বচ্ছ পরিষ্কৃত পারদের মণ্ডলী।
ছড়াইয়া আছে যেন দিক্‌চক্র উজলি।

ভবদেব বিশ্বকায়া আবরণ খুলিয়া।
কহিলেন নারদেরে "হের দেখ চাহিয়া॥"

ব্যোমকেশ-রূপ ত্যজি মহাদেব বসিল।
মহাঋষি চমকিত পুলকেতে পূরিল॥

নারদের মহাকাশ দর্শন

দ্রুতললিত পয়ার।*

মহাঋষি নারদ   পুলকিত হরষে।
অনিমেষ লোচনে   নিরখিছে অবশে॥
চক্ররেখাতে ঘুরি   সারি সারি সাজিয়া।
দশ দিকে শোভিতে   দশপুরি হাসিয়া॥
পরতেক মণ্ডলে   মহারূপ-ধারিণী।
লীলানিরত সতী   স্মরহর-ভামিনী॥
চক্রজঠর-ভাগে   নীলবর্ণ আকাশে।
শত শত সুন্দর   ব্যোমরথ বিকাশে॥
খেলিছে কত দিকে   কতমত ক্রীড়নে।
দামিনীলতা যেন   ঘনঘটা মিলনে॥
চক্রগতিতে রেখা   গগনেতে পড়িছে।
বক্র কিরণ ঋজু   কিরণেতে কাটিছে॥
পূর্ণ বর্ত্তুলাকার   কভু ডিম্বশোভনা।
সুন্দর নানাগতি   নানারেখা চালনা॥
রুণু রুণু গুঞ্জন   রথগতি-স্বননে।
কোটি নক্ষত্র যেন   বিহারিছে ভ্রমণে॥

* প্রত্যেক পংক্তিতে দুই চরণ, প্রত্যেক চরণ দ্রুত পাঠ্য। (—)চিহ্নিত স্থানে দীর্ঘ উচ্চারণ এবং অকারান্ত শব্দের অন্তে স্থিত 'অ' উচ্চারিত হইবে।

অনন্ত পথে গতি   অনন্ত গণনা।
মঞ্জুল মনোহর   ব্যোমযান খেলনা ॥
নিরখিলা নারদ   বিকলিত মানসে।
অন্য সুরয তারা   সে গগন পরশে ॥
কিবা আলো উজ্জ্বল   সেহ দশ ভুবনে।
নরলোকে সে আলো   নাহি জানে স্বপনে ॥
দিনমণি হেথা যায়   সেথা তায় রজনী।
রাজিছে দশপুরি   নিন্দিয়া অবনী ॥
পরাণী কতই খেলে   দশপুরি ভিতরে।
মধুর কতই ধ্বনি   জীবকণ্ঠে বিহরে ॥
বায়ুপথে শিঞ্জিত   প্রাণিগণ-ভাবাতে।
ভাসিত তারা শশী   মধুকণ্ঠধারাতে ॥
নারদ ঋষিবর   শঙ্করে কহিলা।
"হে শিব, দাসানুজে   কৃপা যদি করিলা ॥
বাসনা মম, দেব,   কাছে গিয়া নেহারি।
মোহন মায়া ইহ   কে বা আছে বিথারি ॥"
মৃদু হাসি রঞ্জিল   মহাদেব-বদনে।
বিচলিত কৈলাস   মৃদু মৃদু চলনে ॥
ধীরমৃদুলগতি   কৈলাস চলিল।
মধ্য গগনভাগে   শিবপুরি থমিল ॥

দশ দিকে সুন্দর দশপুরি রাজিত।
কেন্দ্র নিমজ্জিত কৈলাস থাপিত॥
দেখিল ঋষিবর অনিমেষ নয়নে।
মূরতি অপরূপ সেহ দশ ভুবনে॥

মহাশূন্যে দশ ব্রহ্মাণ্ডের স্থান নির্দ্দেশ

দীর্ঘ ললিতত্রিপদী

নিরখে নারদ ঋষি কতই আনন্দে রে
নবীন ভুবন এক প্রভাজালে জড়িত।
রজনীতে তারকায় যেখানে গগনগায়
সিংহের আকার ধরি রাশিচক্রে ফিরিত;
সেইখানে মনোহর, অভিনব শোভাধর,
নবীন ভুবন এক প্রভাজালে জড়িত।—
বিশাল জগতীতল সে গগনে ভাসিছে।
কালরূপিণী কালী সে ভুবনে হাসিছে॥

২

নিরখে নারদ ঋষি আনন্দে বিভোর রে।
উদয় গগনগায় গুটিকত তারকায়
মানবকন্যার রূপে যেইখানে থাকিত,
সে ভুবন বামদেশে ব্রহ্মাণ্ড নবীন বেশে
উদয় হয়েছে শূন্যে দিক্‌চক্র শোভিত।—
কন্যারাশি-কোলে এবে ভবশোভা শোভিছে।
তারারূপিণী বামা সে ভুবন শাসিছে॥

৩

নেহারি নারদ ঋষি কুতূহলে মাতিল।
মনোহর নভপটে আকাশের সেই তটে
আগে যেথা ধনুরূপে তারারাজি আছিল,
সেইখানে মহাঋষি কুতূহলে দেখিল।—
ভীম ব্রহ্মাণ্ডকায়া এবে সেথা ভাসিছে।
ষোড়শীরূপে বামা সে ভুবনে হাসিছে॥

৪

পুলকিত মহাঋষি পুনঃ হেরে প্রমোদে।
বারিকুম্ভ কাঁখে করি যেখানে গগনোপরি
তারকারূপিণী যত সখীগণে খেলিত ;
সেখানে সে রাশি নাই, ঘেরেছে তাহার ঠাঁই
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এক কিরণেতে ভাসিত।—
অপরূপ প্রভাময় বিশ্ব সেথা ফুটেছে।
বামা ভুবনেশ্বরী-রূপ তাহে সেজেছে॥

৫

নেহারে নিকটে তার নারদ উম্মনা রে।
বিচিত্র জগতকায়া, অনন্ত ধরেছে ছায়া,
ফুটেছে অনন্ত শোভা, কিবা তার তুলনা,
নেহারে স্তিমিত হয়ে, নারদ উন্মনা।—
রাশি-চক্রেতে যেথা মকর ভাসিত।
ভীমা ভৈরবী বিশ্ব সেখানে উদিত॥

৬

মহাঋষি নিরখিল উচাটিত পরাণে—
সুদূর গগনকোলে বিপুল ব্রহ্মাণ্ড দোলে,

মহাকায়া বিথারিয়া সেই মত বিধানে।
মহাঋষি নেহারিল উচাটিত পরাণে।—
মিথুন ডুবেছে শূন্যে সে ভুবন-ছায়াতে।
জগৎ ঢুলিছে বেগে ছিন্নমস্তা-মায়াতে॥

৭

স্তম্ভিত মহাঋষি মহামায়ানটনে।
নিরখে ভুবন আর, ঘোরতর রূপ তার,
তারার কর্কটশোভা ছিল যেথা গগনে,
সেখানে সে রাশি নাই মহামায়ানটনে।—
সেই ঠাঁই এক্ষণ সেহ রাশি ডুবেছে।
ধূমাবতী-রূপিণী সে ভুবনে বসেছে॥

৮

মহামুনি নিরখিলা সে ভুবন-পারশে,
নেহারিতে মনোহর, সে মহাগগন'পর,
সুন্দর শোভাযুত মণ্ডল ঝলসে,
মহামুনি নিরখিলা সে ভুবন-পারশে।—
রাশিচক্রেতে বৃষ যেইখানে থাকিত।
ভীমা বগলাবিশ্ব এবে সেথা উদিত॥

৯

বিমোহিত অন্তরে মহাঋষি নেহারে,
বিপুল ব্রহ্মাণ্ডকায়া কাছে তার বিহারে।
কিবা মনোহর বেশ ধরেছে গগনদেশ,
মহাশূন্য বিভাসিত সে ভুবন আকারে।
মহাঋষি নিরখিলা বিমোহিত অন্তরে।—

মাতঙ্গী-ভুবন এবে সে আকাশে ফুটেছে।
মীনরাশি মজ্জিত কোন্‌খানে ডুবেছে।

১০

নারদ নিরখিলা ঘন ঘন নয়নে
মণ্ডিত-কির-থির মঞ্জুল গগনে।—
নিরখিলা নারদ, কৌতুকে গদগদ,
রমপুরী রঞ্জিত সুন্দর বরণে,
নারদ নিরখিলা ঘন ঘন নয়নে।—
শ্বেত বারণ বারি চারি কুম্ভে ঢালিছে।
কমলাম্বিকাবিশ্ব মহাশূন্যে শোভিছে॥

শিবনারদবার্ত্তা

ললিত পয়ার

নারদ কাতর হেরি আদ্যাশক্তি-রঙ্গিমা।
শিবে ক'ন্, এ কি দেব, কিবা দেখি মহিমা॥
তত্ত্বচিন্তা করি ফিরি ভবপুরী ভিতরে।
না দেখিনু হেন রূপ কোনও ঠাঁই বিহরে॥
এ কি মায়া মহামায়া জড়াইলা জগতে।
এ দশ ভুবন মাঝে লহ, দেব, ভকতে॥
কুতূহলে বিকলিত পরাণ উতলা।
হেরিব নিকটে গিয়া অনাদ্যা মঙ্গলা॥

শুনি শিব ক'ন্, ঋষি, নিকটে না যাও রে।
কৌতুক-বিলাস-বেগ এখানে জুড়াও রে॥
বুঝিতে নিগূঢ় তত্ত্ব শিব ব্যর্থবাসনা।
সে রহস্য বুঝিবারে কেন চিত্তে কামনা॥
নারিবে হেরিতে সর্ব্ব হেরিবে যা সেখানে।
মনোব্যথা পাবে বৃথা ও ভুবন সন্ধানে॥
ভয়ঙ্করী মায়ালীলা অসহ সে সহনে।
বিধি বিষ্ণু পরাজিত নাহি সহে কল্পনে॥
সে রহস্য নিরখিতে নিকটে না যাও।
এখানে যা পাও তাহে বাসনা মিটাও॥

নারদ।—পাব না কি সতীনাথ, সৎস্বরূপা হেরিতে?
ভক্তিমালা পায়ে দিয়ে জগদম্বা পূজিতে?
হে হর শঙ্কর, পূরিল না বাসনা।
নারদের বৃথা জন্ম বৃথা ধর্ম্ম-যাপনা।

শিব।—হবে না হবে না, ঋষি, বৃথা তব সাধনা।
ভক্তে কি রে ভক্তাধীন পারে দিতে বেদনা?
ভবকেন্দ্র এই স্থান জানিও রে গেয়ানী।
দিবাসন্ধ্যা এইখানে সদা প্রাণি-মেলানি॥
মহাবিদ্যা-দশপুরী না করি' প্রবেশ।
জগতের জটিলতা বুঝহ বিশেষ॥

ললিত দীর্ঘত্রিপদী

নারদে আনন্দ তায়, দেখিল গগনগায়
আকাশ উজল করি প্রাণিগণ চলেছে।
বসন-ভূষণ-ছাঁদে মানব-নয়ন ধাঁধে,
বরণে অঙ্গের আভা জ্যোৎস্না যেন ধরেছে।—
আকাশ উজল করি প্রাণিগণ চলেছে॥
পবনে উড়িছে বাস, কঠোর মধুর ভাষ,
কঠোর মধুর রসে রসনাতে ভরেছে,

হৃদয়দর্পণছায়া বদনেতে পড়েছে।—
আকাশ উজল করি প্রাণিগণ চলেছে॥
নানা বন্ধে বাঁধা চুল্, যেন বা শিরীষ ফুল্,
কিরণে কাহারও কেশ বিথারিয়া পড়েছে॥
বিবিধ-বরণ প্রাণী শূন্যপথে চলেছে।
তার মাঝে অগণন নিরখিলা তপোধন
বিমানেতে প্রাণিগণ বায়ুপথে চলেছে,
হৃদয়দর্পণছায়া বদনেতে ফুটেছে॥
প্রতি জনে জনে তার ছাঁদে ছাঁদে গুরুভার,
নানা পাশ নানা ফাঁশে গলদেশে পরেছে।
বিবিধ শৃঙ্খলহার করপদ বেঁধেছে—
কত প্রাণী হেন রূপে বায়ুপথে চলেছে।

ঋষি ক'ন্, মহাদেব, এ কি দেখি যোজনা।
কারা এরা, কহ হেন, সহে এত যাতনা॥
এরূপে শৃঙ্খলে বাঁধা, কে ইহারা কহ গো।
ভবনাথ, তব দাসে ভবঘোরে রাখ গো॥

জ্ঞানময় যত জীব, সদানন্দ কন্।
সকল হইতে দুঃখী এই প্রাণিগণ॥
মাটির শরীরে ধরে দেবের বাসনা।
মিটে না মনের সাধ হৃদয়ে বেদনা।
আধ্ভাঙা সাধ যত পরাণে জড়ায়।
অসুখে কতই দুখে জীবনে খেয়ায়।
দেবতুল্য বাসনায় উর্দ্ধদিকে গতি।
পশুতুল্য পিপাসায় সদা দগ্ধমতি।—
মানবের নাম এরা জীবলোকে ধরে রে,
অসুখী পরাণী যত জগতী-ভিতরে রে।

দয়াময়! হর তবে সেই সব বন্ধনী।
মানবের পীড়া যায় সদা দিবারজনী॥

হর তবে তাহাদের দেহরূপ পিঞ্জরে,
মন-শিখা বাঁধা যাহে ধরা হেন বিবরে।
ফেল তবে ষড় রিপু-রজ্জুমালা ছিঁড়িয়া।
আশানল লহ, দেব, হৃদি হ'তে তুলিয়া॥
হর তবে অন্ধকার জীবনের যামিনী,
হর গো কুহকজাল আলো কর অবনী।
মানবের চিত্তমাঝে হেমময় মন্দিরে
স্ফটিকের মূর্ত্তি যত চূর্ণ হয় অচিরে,
নিবার কালেরে, দেব, ভাঙ্গিতে সে সব—
ধরাতে তবে গো সুখী হইবে মানব॥

শিব ক'ন্, হের ঋষি, অই সব ভুবনে।
যেখানে খুলে রে জীব জীবদেহ-বন্ধনে॥
মহাবিদ্যা দশ পুরি হের অই আকাশে।
আদ্যাশক্তিরূপে সতী লীলা যাহে প্রকাশে॥

নারদের মহাকালীর ব্রহ্মাণ্ড দর্শন

লঘুললিত ত্রিপদী

শিব-বাক্যে ঋষি নারদ তখন
হেরিলা অনন্ত দেশ।
হেরিলা গগনে সে দশ ভুবন,
অপূর্ব্ব নবীন বেশ।—
যুড়ি দশ দিক্ জ্বলে দশ পুরি,
অদভুত আভা তায়।
অনন্ত উজ্জ্বল সে আলো-ছটাতে
অনল নিবিয়া যায়।
দেবঋষিবর আদ্যাশক্তিলীলা
দেখিতে তুলিলা আঁখি।

পলক না পড়ে স্থির নেত্রতারা
ক্ষণমাত্র শূন্যে দেখি ॥
বিশ্ব অন্ধকার দেখে তপোধন,
দৃষ্টিহারা চক্ষু দহে।
দুরন্ত কিরণে কাতর নারদ,
অন্ধের যাতনা সহে।
বুঝি মহেশ্বর ইঙ্গিতে তখন,
ললাট বিস্ফার করি।
সে বিষম তেজ রাখিলেন নিজ
ললাটলোচনে ধরি ॥
নিস্তেজ যখন, সে ঘোর কিরণ,
নারদে কহেন হর।
"অই দেখ ঋষি অনাদিভুবনে
শক্তিলীলা নিরন্তর ॥"
অভয় হৃদয়ে হেরিলা নারদ
শিববরে চক্ষু লভি।
দেখিলা শূন্যতে দুলিছে সঘনে
ভীষণ ব্রহ্মাণ্ডচ্ছবি ॥
তাম্রবর্ণ যথা দিবাকর-কায়া
ডুবিলে রাহুর গ্রাসে।
দেখিতে তেমতি সে ভীম ব্রহ্মাণ্ড
অঙ্গে আভা পরকাশে ॥
রুধিরের ধারা চারি ধারে বহে,
বসুধারা যেন ধায়।
সে ঘোর জগৎ জীবে নিরখিলে
হৃদয় শুখায়ে যায় ॥
বহিছে উচ্ছ্বাস, সে জগত পূরি,
অম্বর বিদার করি।
প্রলয়ের ঝড় বহে যেন দূরে
অরণ্য নিশ্বাসে ভরি।

কিম্বা যেন হয় লক্ষ তূরীনাদ
পূরিয়া শোকের তানে—
তেমতি প্রচণ্ড দারুণ উচ্ছ্বাস
নিনাদে ঋষির কাণে।
দয়াময় ঋষি নিদারুণ ধ্বনি
শ্রবণে বিষাদ প্রাণে।
মূর্চ্ছাগত হয়ে পড়ে শিবপদে
জীববৃন্দ-শোকগানে।
চেতন পাইয়া চেতন-আনন্দ
শিববরে পুনর্ব্বার।
নয়নে গলিত দর অশ্রুধারা,
হৃদয়ে বেদনাভার॥
নিরানন্দ চিতে সদানন্দ ঋষি
কহেন কাতর মন।
"হে শিব শঙ্কর জীবে দয়া কর
নিবার ভবক্রন্দন॥
জীবদেহ ধরি জীবের ক্রন্দনে
হৃদয়ে বেদনা পাই।
না কাঁদে পরাণী ত্রিলোক ভিতরে
নাহি কি এমন ঠাঁই?
তুমি আশুতোষ, তব ভক্ত আমি,
গূঢ় তত্ত্ব নাহি জানি।
জীবদুঃখে, দেব, রোগ কিম্বা শোকে,
নিয়ত কাঁদে পরাণী॥
নারদের ঠাঁই ত্রিভুবনে তাই
কোনও খানে নাহি মিলে।
বেড়াই ঘুরিয়া ত্রৈলোক্য যুড়িয়া
বিভুনাম করি নিখিলে॥
জননী আমার সতী শুভঙ্করী
তুমি, দেব, পিতাসম।

তবু কি কারণ এ দীন পরাণে
এরূপে আঘাতে যম।”
শুনিয়া কাতর দেব-ঋষীশ্বর
মহেশ্বর ক’ন্ বাণী।—
“শুন তপোধন না কাঁদে পরাণে
নাহিক এমন প্রাণী॥
কিবা দেব নর, ব্রহ্মাণ্ড ভিতর,
জীবদেহ ধরে যেই।
যমের তাড়না, রিপুর যাতনা,
হৃদয়ে ধরে রে সেই॥
জীবের জীবনে সে দৃঢ় বন্ধন
দেখিতে বাসনা যার।
হৃদয়-বেদনা, সমূহ যাতনা,
পরাণে জাগিবে তার॥
আদ্যাশক্তিবলে, যে নিয়ম চলে,
অনাদি যাহার মূল,
নিরখিবে যদি হের দশ রূপ,
ভবার্ণবে পাবে কূল॥

মহাকালীর ব্রহ্মাণ্ড

লঘুত্রিপদী পয়ার

মহাঋষি নিরখিলা কালিকার জগতী।
মহাশূন্যে ঘুরিতেছে ভয়ঙ্কর মূরতি॥
দলমল্ টলটল্ আপনার ভ্রমণে।
দুলে যেন চক্রনেমি অতিদ্রুত গমনে॥
হেন বেগে বিশ্ব ঘুরে নাহি ধরে কল্পনা।
ধূমকেতু ভীমগতি নহে তার তুলনা॥
আপনার বেগে স্থির মেরুদণ্ড উপরি।
স্রোতরূপে খেলে তাহে বেগধারা লহরী॥

সচেতন অচেতন যত আছে নিখিলে।
কৃমি কীট প্রাণিকায়া জনমে সে কল্লোলে॥
বিশ্বরূপ প্রাণী জড় জন্মে যত সেখানে।
ঘোররূপা মহাকালী গ্রাসে মুখব্যাদানে॥
অঙ্গ হ'তে বেগে পুনঃ বেগধারা বিহারে।
করালবদনা কালী নৃত্য করে হুঙ্কারে॥
ঘুরে ঘুরে শূন্যদেশে বিশ্বকায়া ফিরিল।
বিভীষণ চিত্র এক নেত্রপথে ধরিল॥—
অন্তহীন হিমরাশি হিমালয় আকারে,
ধবলের চূড়া যেন ধূধূ করে তুষারে!
নিরখিলা মহাঋষি বিথারিত নয়নে।
প্রলয়ের ঘোর বহ্নি হিম দহে দহনে॥
খণ্ড হয়ে হিমরাশি চণ্ডমূর্ত্তি ধরিয়া।
ভীম শব্দে পড়িতেছে মহাশূন্যে খসিয়া॥
ব্রহ্মাণ্ডের লয় যেন কালান্তের নিনাদে।
বিশ্বকেন্দ্রে বিশ্বনাথ- পুরী কাঁপে শবদে॥
প্রতিধ্বনি ঘনঘোর মহাকাশে ছুটিল।
দশ দিকে দশ বিশ্ব ঘন ঘন তুলিল॥

দ্রুত ঘনপদীছন্দঃ*

নারদ ঋষিবর কম্পিত থরথর
বিশ্ব-বিদারণ হুঙ্কার শ্রবণে।
মানস বিচলিত নেত্র বিকাশিত
সংযুত শ্রুতিপথ নিরখিলা গগনে॥

* (—) এইরূপ চিহ্নিত স্থানে দীর্ঘ উচ্চারণ, এবং পদের অন্তে স্থিত 'অ' স্পষ্ট উচ্চারিত হইবে।

নিরখিলা অম্বরে অন্য মূরতি ধ'রে
চণ্ডিকা-মহাপুরী পুনরপি ফিরিল।
পুনরপি দুঃসহ দৃশ্য ভয়াবহ
শক্তি-কেলিক্রম প্রকটিত করিল॥
দেখিল স্রোতময়, খেলিছে বীচিচয়,
শোণিত-অর্ণব কলকল ডাকিছে।
শুক্তি শম্বুক শাখ্ মুখব্যাদান ফাঁক্
রক্তজলধিদেহ লেহি লেহি চলিছে॥
পন্নগ সুভীষণ ফটা-প্রসারণ
উৎকট-গর্জ্জন তরঙ্গে দুলিছে।
কূর্ম্ম কমঠীকূট ঊর্ম্মিতে লটপট
লোহিততৃষাতুর সংপুট খুলিছে॥
শ্বাপদ দুর্দ্দি ক্রূর শার্দ্দূল কুক্কুর
লোলরসনা তুলি সিন্ধুতে ভাসিছে।
উদ্ভিজ্জগণও তাহে স্বদেহ অবগাহে
রক্ত-পিপাসু হয়ে শোণিত শুষিছে॥
অ-চিন্ত্য লীলা সেহ, না বুঝে মানব কেহ,
আদ্যা প্রকৃতিরূপ সে জগতে ফুটিছে।

'সংহার্'—'সংহার্' ভিন্ন নাহিক আর,
রক্ষিতে নিজ নিজ এ উহারে গ্রাসিছে ॥

ললিত পয়ার

দয়ার্দ্রচিত ঋষি মহাদেবে কহিলা।—
"এ কি দেব-ঈশ্বর, মা আমার মহিলা ॥
উৎকট ইহ লীলা তাঁহারে কি সম্ভবে ?
সতী কি অশিব, শিব, আছিলেন এ ভবে ?
জীবদুঃখ তবে কি গো অনাত্মারি রচনা ?
অদম্য তবে কি, দেব, পরাণীর যাতনা ?
জগৎ-সৃজন-লীলা দুঃখ দিতে প্রাণীরে !
না জানি কি ধর্ম্ম তবে ধর দেবশরীরে !
এ চণ্ড বিদ্যুত-দ্যুতি কেন দিয়ে পরাণে,
কাঁদাইছ জীবলোক মায়াডোর বন্ধনে ?
তত্ত্বাতত্ত্ব নাহি বুঝি তব ভক্ত, ঈশ্বর,
না বুঝি তোমার, দেব, কি কঠোর অন্তর ॥
ভক্তগণে দিয়ে ক্লেশ নিজে কর ভঙ্গিমা।
না জানি জগদ্বন্ধু, এ কি তব মহিমা।"
স্মরহর শঙ্কর কহিলেন নারদে।—
"সর্ব্বদুঃখ দমনীয় মুক্তি আছে বিপদে ॥
জানিবি রে নিরখিবি যবে অন্য ভুবনে।
বিরাজিতা সতী যাহে জীবদুঃখ-হরণে ॥"

ললিত ত্রিপদী

হেন কালে সুবিচল মহাঋষি নিরখিল
কালরূপিণী চণ্ডী কালিকার ভুবনে—
বিখণ্ডিত নরদেহ পড়ে পচা শব সহ,
রুধিরে মুষলধারা, ধারা যেন শ্রাবণে।

জনমিছে পুনু তায় পশু-পক্ষী-নর-কায়,
সংগ্রামে পুনরায় এ উহারে বধিছে।
জীবন-ধারণ হেতু ভবের কলঙ্ককেতু
কাহারও নাসিকা নাই, কারও মুণ্ড ঝুলিছে।

কেহ নিজ মুণ্ড কাটে, জীয়ে পুনু রক্ত চাটে,
শাঁকিনীরূপিণী ঘোরা কালিকারে ঘেরিয়া।
অস্থি ঝরিছে অঙ্গে, মাংস ঝরিছে সঙ্গে,
কাঁদে জীব উচ্চ নাদে তারা নাম ডাকিয়া॥

কালীর সঙ্গিনী রঙ্গে ছুটিছে তাদের সঙ্গে
খিলি খিলি হাসি মুখে, কি বিকট ভঙ্গিমা।
মুখে মুণ্ড চিবাইয়া করে করতালি দিয়া,
ডাকিনী ধাইছে কত—সৃক্কণী রক্তিমা।

জগতে যতেক মন্দ চলেছে ডাকিনীবৃন্দ,
ললাটের ঘোর ছটা উৎকট ছুটিছে,
রুধিরবদনা বামা ত্রিনয়না ঘোর শ্যামা,
বহ্নি বরুণ বায়ু সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিছে;

জড় প্রকৃতির ছলে শবদেহ পদতলে—
নৃমুণ্ডমালিনী কালী হুহুঙ্কারি নাচিছে।
সংহার নিরূপণ রদনেতে বিদারণ
শিশুকর কড়মড়ি চর্ব্বণে গিলিছে।

লতিকাপদী

সদানন্দ ঋষি নিরানন্দ মন
কহেন তখন শঙ্করে।
দেব আশুতোষ, নিবার এ লীলা,
ব্যথা বড় বাজে অন্তরে॥
এ ঘোর রহস্য পারি না সহিতে,
দেখাও আমারে জননী।

যিনি সতীরূপে সংসারপালিকা
সর্ব্বজীবদুঃখহারিণী ॥

না হও নিরাশ, অরে ভক্তিমান্,
ভূতেশ কহেন নারদে।
দুঃখেরি কারণ নহে জীবলীলা,
মোচন আছে রে আপদে ॥
কলা মাত্র তার হেরিলা নয়নে,
অনাত্মার আদিজগতে।
পূর্ণ সুখ ইহজগতভাণ্ডারে,
দেখিতে পাবি রে পশ্চাতে ॥
অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা দশপুরী,
ক্রমে জীব পূর্ণকামনা।
শোক দুঃখ তাপ সকলি দমন,
এমনি বিধানে যোজনা ॥
পর পর পর এ দশ জগতে
জীবের উন্নতি কেবলি।
অনন্ত অসীম কাল আছে আগে,
অনন্ত জীবিতমণ্ডলী ॥

শুনিয়া নারদ কহিলা শঙ্করে,
নারিব হেরিতে নয়নে।
প্রচণ্ড প্রভাত আদ্যাশক্তিলীলা
নিগূঢ় ও সব ভুবনে ॥
কহ ক্ষেমঙ্কর, দাসে ক্ষমা করি,
বচনে জুড়ায়ে পরাণী।
কোন্ বিশ্ব-মাঝে কিবা রূপ ধরি
ক্রীড়াতে নিরতা ভবানী ॥

দেব আশুতোষ কহিলা ঋষিরে,
অম্বরে দেখ রে নেহারি।

পরে পরে পরে জগতীমণ্ডল
রয়েছে গগনে বিথারি ॥
ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরি শক্তিরূপা
জীবের নিস্তার-কারণে।
হের ঋষি অই তারার ভুবন
উজলিছে কিবা গগনে ॥

২। তারামূর্ত্তি

ধীর ঘনপদীচ্ছন্দ

ভীমা লম্বোদরা ব্যাঘ্র-চর্ম্ম পরা,
খর্ব্ব আকৃতি বামা নৃমুণ্ডমালিনী।
জটা-বিভূষণা পিঙ্গল-বরণা—
জটাগ্রে উন্নত পন্নগধারিণী ॥
খড়্গ কর্ত্তরী করে কপাল্ উৎপল ধরে,
রক্তিম রবিচ্ছবি দৃশ্য ত্রিনয়নে।
জ্বলন্ত চিতামাঝে পদ্মে দ্বিপদ সাজে,
লোল-রসনা বামা ঘোর হাসি বদনে॥—
জ্ঞানের অঙ্কুর ধরি জীবহৃদয় ভরি
বিরাজেন শঙ্করী সতী অই ভুবনে ॥

৩। ষোড়শী

নেহার তাঁর পাশে কি জ্যোতি দেহে ভাসে,
শ্বেতবরণ বামা পূর্ণকলা কামিনী।

প্রেমসঞ্চারি হৃদে জীবগণে ডোরে বেঁধে
ঐখানে রাজিছে ষোড়শী-রূপিণী ॥

৪। ভুবনেশ্বরী

তা জিনি সুন্দর উন্নত শোভাধর
ভুবনেশ্বরী ঋষি, হের তাঁর নিকটে।
পীনস্তনী বামা প্রফুল্লা ত্রিনয়না
প্রভাত-আভা দেহে, ইন্দু-ভাতি কিরীটে ॥
অঙ্কুশাভয়বর পাশ-সজ্জিত কর
সর্ব্ব-মঙ্গলা সতী জীব-দুঃখ বিনাশে।
সদা সুহাস্যযুতা ঐখানে বিরাজিতা—
স্নেহ জাগায়ে ভবে সতী মম বিকাশে ॥

৫। ভৈরবীমূর্ত্তি

তার উপর আর নেহার ঋষিবর
কিবা শোভা সুন্দর ভৈরবী ভুবনে।
মাল্যে সুশোভিত মস্তক বিভূষিত,
রক্ত-লেপিত স্তন, বৃতা রক্তবসনে ॥
জ্ঞান-অভয়-দাত্রী জীব-উদ্ধার-কর্ত্রী—
সহস্র মিহির তুল্য শোভা দেহে ধারিণী।

রত্ন কিরীটময় চন্দ্র উদয় হয়
ভক্তি বিধায়িনী ভৈরবী-রূপিণী ॥

৬। মাতঙ্গীমূর্ত্তি

সুচারু মন-হর হের নিকটে তার
অন্য ভুবন কিবা দোদুল্য গগনে—
বীণা বাজিছে করে বাদনে থরে থরে
কুন্তল দলমল সুন্দর বদনে ॥
কলহংস শোভা সম শ্বেত মাল্য নিরুপম,
শ্যামাঙ্গী শঙ্খের বালা দুই করে পরেছে।
প্রীতি তুলি ভবতলে সর্ব্ব-জীব-দুঃখ দলে
মাতঙ্গীর রূপ সতী পদ্মদলে বসেছে ॥

৭। ধূমাবতী

কাছে তার্ দলমল যে ভুবন উজ্জ্বল
আরও সুনির্ম্মল জিনি অন্য ভুবনে—
দীর্ঘা, বিরলরদ, শুভ্রবরণ চ্ছদ,
কুটিলনয়না বামা ধূমাবতী ধরণে ॥
লম্বিত-পয়োধরা ক্ষুৎপিপাসাতুরা
বিমুক্তকেশী বামা জীব-দুঃখ বিনাশে।

শ্রম-ক্লান্ত প্রাণিক্লেশ ঘুচাইতে রুক্ষ বেশ
বিধবার রূপে নিত্য সতী হোথা বিকাশে।
বিবর্ণা, অতি চঞ্চলা হস্তে স্থাপিত কুলা,
রথধ্বজোপরি কাকচিহ্ন প্রকাশে॥

৮-৯। বগলা ও ছিন্নমস্তা

জীব নিস্তারে সতী ঐ হের চিন্তাবতী
দারিদ্র্যদলনীরূপ বগলার শরীরে।
হের আর ঊর্দ্ধদেশে মদনোন্মত্তার বেশে
ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী স্নাত নিজ রুধিরে॥
বিকট উৎকট ফূর্ত্তি বিপরীতরতিমূর্ত্তি
জগতের সর্ব্বপাপ নিজ অঙ্গে ধরিয়া।
আপনার ঘৃণাকর নগ্নবেশ ঘোরতর
বিশ্বময় দেখাইছে নিজ রক্ত শুষিয়া॥

১০। মহালক্ষ্মী

নেহার তারপরি, শোভে কমলার পুরী,
রোগ শোক তাপ হরি, জীবিতের জীবনে।
কিবা বেশ সুমোহন, লীলারসে নিমগন,
পরমাপ্রকৃতি সতী সর্ব্ব শেষ ভুবনে॥

সুবর্ণবরণোত্তম কটিতে পিন্ধন ক্ষোম,
স্বর্ণ ঘটে চারি করী শিরে নীর ঢালিছে।
পদ্মাসনা, করে পদ্ম, সতী সর্ব্ব সুখসদ্ম,
দয়াতে ডুবায়ে ভব জীব দুঃখ হরিছে॥

ললিত দীর্ঘ ত্রিপদী

আনন্দে হৃদয় ভরি, দেবঋষি বীণা ধরি,
তারে তার মিলাইয়া ঝঙ্কার তুলিল।
নিবিড় রহস্যসুধা পানে জুড়াইয়ে ক্ষুধা,
মধুর সঙ্গীতস্রোতে মহাঋষি ডুবিল॥
ছুটিল বীণার স্বর, ছুটে যেন নির্ঝর,
হৃদয় প্লাবন করি সুগভীর বাদনে।
"প্রকৃতির আদি লীলা ভবে কেবা নিরখিলা?"—
মহাঋষি গাইলেন বিকম্পিত বচনে॥
"জগৎ অশুভ নয়, কালেতে হইবে লয়
জীবদুঃখ সমুদয় ত্রিগুণার ভজনে।
এই কথা বুঝে সার আনন্দে নিনাদ তার
সত্যপথে রাখি মন অনাত্মার স্মরণে॥
লিখি বুকে মোক্ষ নাম পূরা, জীব, মনস্কাম,
'নিখিল নিস্তার পাবে' শিব কৈলা আপনি।
লক্ষ্য করি তারি পথ চালা নিত্য মনোরথ
জীবজন্মে ভয় কি রে?—জগদম্বা জননী।
ডাক্ বীণা উচ্চৈঃস্বরে ডাক্ রে আনন্দভরে
নারদ ভুলে না যেন সে তত্ত্ব এ জীবনে।
সকলের মূলাধার সকল মঙ্গলসার,
নারদের চিত্ত যেন থাকে সেই চরণে॥
জড় জীব দেহ মন যাঁ হইতে প্রকটন,
অনুক্ষণ সেই রূপ হৃদিমাঝে জাগা রে।

পাই যেন পুনরায় পূজিতে সে রাঙা পায়
জগৎ মধুর করি তারানাম শুনা রে ॥”

ভঙ্গপদী পয়ার

নারদের গানে শিব শঙ্কর মোহিল।
বিদীর্ণ রসাতলে পদতল পশিল ॥
ধীরে বিপুল দেহ ক্রমে বাড়ে সঘনে।
ধূর্জ্জটি-জটাজুট পুনু ছুটে গগনে ॥
চণ্ড প্রকৃতি-লীলা মিলাইল চকিতে।
অম্বরে বায়ু মেঘ ছড়াইল ত্বরিতে ॥
উজ্জ্বল দিনমণি পুনু পেয়ে কিরণে।
দেখা দিল সুন্দর জগতের নয়নে ॥
পুনু সে দ্বাদশ রাশি নিজ নিজ আলয়ে।
মনোহর বেশ ধরে জগতের উদয়ে।
ধীরে মলয় বায়ু প্রবাহিল স্বননে।
ধরণী ধরিল শোভা সহাস্য বদনে ॥
কুঞ্জে ফুটিল লতা তরুকুল হরষে।
ছুটিতে লাগিল পুনু স্রোতধারা তরসে ॥
পতঙ্গ কীট পশু পুনু পেয়ে চেতনে।
গুঞ্জিল চিতসুখে প্রকটিত জীবনে ॥
মিলাইল দশ রূপ, উমারূপ ধরিল।
হরগৌরীরূপে সতী হিমালয়ে উদিল ॥
হাসিল কৈলাসপুরী **উমা** হেরি নয়নে।
কেশরী বৃষভ ছুটি লুটাইল চরণে ॥
‘বববম্, বববম্’ ধ্বনি শিব ধরিল।
মহাঋষি পুলকিত শিবশিবা পূজিল ॥

সমাপ্ত

রোমিও-জুলিয়েত

[১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয় - সাহিত্য - পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৬০

মূল্য আড়াই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
৭'২—২০. ২. ৫৪

ভূমিকা

'রোমিও-জুলিয়েত' ১৩০১ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়, বেঙ্গল লাইব্রেরির তারিখ ২০ জুলাই ১৮৯৫। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৮৯। আখ্যা-পত্রটি এই—

রোমিও-জুলিয়েত।

(ছায়া)

বাণী-বর-পুত্র তুমি, দেব অবতার।
ক্ষম অপরাধ, পদ পরশি তোমার॥

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত।

কলিকাতা
২৭।৩ নন্দকুমার চৌধুরীর লেন হইতে,
আর্য্য-সাহিত্য-সমিতি কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
১৩০১

"ভূমিকা"য় হেমচন্দ্র স্বয়ং ইহাকে "ছায়া" বলিয়াছেন, অনুবাদ বলেন নাই। অথচ অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহার 'কবি হেমচন্দ্র' পুস্তকে লিখিয়াছেন—

> হেমবাবু-কৃত অনুকরণ বা অনুবাদের সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। সকলেই জানেন, 'রোমিও-জুলিয়েত' ও 'নলিনী-বসন্ত' —শেক্‌সপীয়র।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ তাঁহার 'হেমচন্দ্র' তৃতীয় খণ্ডের (১৩৩০) ১৭৫-১৮৬ পৃষ্ঠায় এই পুস্তক সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে জানা যায়, ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত হইলেও ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসেই ইহার খসড়া শেষ হইয়াছিল। কিন্তু ইহা হেমচন্দ্রের নিজের ভাল লাগে নাই। পরে তিনি ইহার ব্যাপক সংস্কারসাধন করেন। গ্রন্থের শেষে আর একটি দৃশ্য এবং তাহাতে গোঁসাইয়ের মুখে তাঁহার বিখ্যাত গঙ্গা-স্তোত্রটি ছিল। কিন্তু গঙ্গাস্তোত্রটি 'প্রচারে' প্রকাশিত হইয়া যাওয়াতেই বোধ হয় দৃশ্যটি পরিত্যক্ত হয়।

রোমিও-জুলিয়েত

(ছায়া)

বাণী-বর-পুত্র তুমি, দেব অবতার।
ক্ষম অপরাধ, পদ পরশি তোমার॥

ভূমিকা

এই পুস্তকখানি, সেক্ষপিয়রের "রোমিও-জুলিয়েট" নামক নাটকের ছায়া মাত্র, তাহার অনুবাদ নহে। বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় প্রকৃতি-গত এত প্রভেদ যে, কোনও একখানি ইংরাজি নাটকের কেবল অনুবাদ করিলে, তাহাতে কাব্যের রস কি মাধুর্য্য, কিছুই থাকে না, এবং দেশাচার, লোকাচার ও ধর্ম্মভাবাদির বিভিন্নতা-প্রযুক্ত, এরূপ শ্রুতিকঠোর ও দৃশ্যকঠোর হয় যে, তাহা বাঙ্গালী পাঠক ও দর্শকদিগের পক্ষে একেবারে অরুচিকর হইয়া উঠে। সেই জন্য আমি রোমিও-জুলিয়েটের কেবল ছায়া মাত্র অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি প্রকাশ করিলাম। মূলের কোন কোনও স্থান পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছি, কোথাও দু একটি নূতন গর্ভাঙ্কও সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষদিগের নাম ও কথাবার্ত্তা দেশীয় করিয়া লইয়াছি, কিন্তু প্রধান প্রধান নায়ক নায়িকাগণ ও তাহাদের চিত্ত বা চরিত্রগত ভাব, মূলে যেখানে যেরূপ আছে, সেইরূপই রাখিতে যত দূর সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। ফলতঃ সেক্ষপিয়রের নাটকের গল্পের ও তাহার প্রধান প্রধান নায়ক নায়িকাদিগের চরিত্রের সারাংশ লইয়া, তাহা দেশীয় ছাঁচে ঢালিয়া, স্বদেশীয় পাঠকের রুচিসঙ্গত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। তবে আমার ধারণা এই যে, এইরূপ কোনও প্রণালী অবলম্বন না করিলে, কোনও বিদেশীয় নাটক, বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে পারিবে না, এবং তাহা না হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পূর্ণ পুষ্টিলাভ ও প্রকৃতিগত উন্নতি হইবে না। এইরূপ করিতে করিতে, ক্রমশঃ বিদেশীয় নাটক কবিতাদির অবিকল অনুবাদ বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু আপাততঃ কিছু কাল এই প্রণালী অনুসরণ করা অপরিহার্য্য বলিয়াই আমার ধারণা।

উপাখ্যানাংশে মূলের গল্পটি এইরূপ। ইতালী দেশের অন্তর্গত "ভেরোনা" নামক নগরে, মহা-ধনাঢ্য ও প্রতাপশালী দুই সম্ভ্রান্ত বংশ বাস করিত। এক গোষ্ঠীর নাম "ক্যাপিউলেত," আর এক গোষ্ঠীর নাম "মন্ত্যাগিউ"। ইহাদের মধ্যে পুরুষ-পরম্পরা বৈর ভাব চলিয়া আসিতেছিল। এমন কি, উভয় পরিবারের কোনও ব্যক্তি বা ভৃত্যের পরস্পরের সহিত পথে ঘাটে দেখা সাক্ষাৎ হইলেই, একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা উপস্থিত হইত। উহাদের দৌরাত্ম্যে সহরশুদ্ধ লোক তিক্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যে সময়ের কথা নাটকে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সময়ে "ক্যাপিউলেত" গোষ্ঠীর কর্ত্তা, বৃদ্ধ "ক্যাপিউলেতে"র জুলিয়েট নামে এক কন্যা ও "মন্ত্যাগিউ" গোষ্ঠীর কর্ত্তা, বৃদ্ধ "মন্ত্যাগিউয়ে"র রোমিও নামে এক পুত্র ছিল। ইহা ছাড়া মন্ত্যাগিউয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র বেনভোলিও তাহার সহিত একত্রে থাকিত, এবং ক্যাপিউলেতের পত্নীর ভ্রাতুষ্পুত্র

তৈবল্‌তও ক্যাপিউলেত-পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিত। বেন্‌ভোলিও ধীরপ্রকৃতির লোক এবং রোমিওর বড় বন্ধু। মার্কশিও নামে রাজার একজন জ্ঞাতি ও রোমিওর পরম সুহৃদ্ ছিল। তৈবল্‌ত অতিশয় উদ্ধতস্বভাব এবং রোমিওর মহাশত্রু। ঐ ভেরোনা নগরে সাধুদিগের একটি প্রসিদ্ধ আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমের অধিকারী বা মোহান্তের নাম "ফ্রাইয়ার লরেন্স"। তিনি রোমিওর আশৈশব পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ও উপদেশদাতা। ইনি একজন বহুদর্শী, বিজ্ঞ ও ভৈষজ্যাভিজ্ঞ ছিলেন। ইঁহার নানাবিধ ঔষধি সংগ্রহ করা ছিল।

দৈববশতঃ রোমিও ও জুলিয়েতের মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় জন্মে। তাঁহাদের পিতা-মাতা এ প্রণয় কখনও অনুমোদন করিবেন না জানিয়া, তাঁহারা গোপনে বিবাহ করা স্থির করেন, এবং ফ্রাইয়ার লরেন্সের দ্বারা বিবাহ সম্পাদন করিয়া লয়েন। ঐ সময়ে তৈবল্‌ত, কিসে রোমিওর সহিত বিবাদ বাধে, তাহারই অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিল, এবং ঐ গোপন বিবাহের অনতিবিলম্বেই তাহার উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষ যত্নবান্ হয়। প্রথমে রোমিওকে না পাওয়ায়, তাহার বন্ধু মার্কুশিওর সহিত "ডুয়েল" যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে আঘাত করে, এবং তাহাতেই মার্কশিওর মৃত্যু হয়। তাহার কিছু ক্ষণ পরেই রোমিওর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, তৎক্ষণাৎ দুই জনের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়া রোমিওর অস্ত্রাঘাতে তৈবল্‌তের প্রাণবিয়োগ হয়। এই অপরাধে, রাজা রোমিওকে মাঞ্চুয়া নগরে নির্ব্বাসিত করিবার আদেশ প্রদান করেন, এবং রোমিওকে অগত্যা নির্ব্বাসনে যাইতে হয়। এ দিকে, জুলিয়েতের পিতামাতা জুলিয়েতের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও, ঐ ভেরোনানিবাসী প্যারিশ নামক জনৈক আঢ্য যুবকের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়া অতি সত্বর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করেন। জুলিয়েতের একবার বিবাহ হইয়াছে, সে আবার কিরূপে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিবে ভাবিয়া, উন্মত্তার ন্যায় সাধু ফ্রাইয়ার লরেন্সের কাছে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে বলেন যে, তিনি যদি এ বিপদে রক্ষা না করেন, তবে সে আত্মঘাতিনী হইবে। জুলিয়েতের নিতান্ত জেদে, ফ্রাইয়ার লরেন্স এক প্রকার আরোকের শিশি দিয়া, বিবাহের পূর্ব্ব-রাত্রে ঐ আরোক পান করিতে বলিয়া দেন, এবং আরও বলিয়া দেন যে, ঐ আরোকের গুণে তাহার গাঢ় মূর্চ্ছা হইবে, দেড় দিন দুই দিন কাল ঐ মূর্চ্ছা থাকিবে, এবং মৃত্যুর সকল লক্ষণ সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ পাইবে। তদ্দৃষ্টে পরিজনেরা তাহাকে মৃত ভাবিয়া, তাহার গোর দিয়া যাইবে। ইতিমধ্যে ফ্রাইয়ার লরেন্স গুপ্তচর পাঠাইয়া রোমিওকে মাঞ্চুয়া হইতে আনাইয়া, তাহার সঙ্গে জুলিয়েতকে সেইখানে পাঠাইয়া দিবেন। পরে, কৌশলক্রমে তাহাদের পিতা মাতা বন্ধু বান্ধবগণকে পূর্ব্ববিবাহের কথা অবগত করাইয়া, সে বিবাহে তাহাদিগকে সম্মত করাইবেন। শেষে, রাজার আদেশ লইয়া তাহাদিগকে দেশে ফিরাইয়া আনিবেন। জুলিয়েত সেই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করে। কিন্তু দৈব গতিকে ফ্রাইয়ার লরেন্সের পত্র রোমিওর হস্তগত না

হওয়ায়, এবং রোমিওর চাকর তাহাকে জুলিয়েতের মৃত্যুসংবাদ দেওয়ায়, তিনি মাণ্টুয়া হইতে অতি সত্বর আসিয়া দেখেন যে, সত্যই জুলিয়েত মৃত ও কবরস্থ। দেখিবা মাত্র রোমিও তৎক্ষণাৎ বিষ ভক্ষণে প্রাণত্যাগ করেন। এ দিকে মূর্চ্ছাভঙ্গে জুলিয়েতও রোমিওকে মৃত দেখিয়া আত্মঘাতিনী হইয়া প্রাণত্যাগ করে। বৃদ্ধ ক্যাপিউলেত ও মন্ট্যাগিউ, কন্যা ও পুত্রের ভয়ানক শোকাবহ মৃত্যু-দৃশ্যে স্তম্ভিত, পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া, আপনাপন কুলপরম্পরাগত বৈরনির্য্যাতন ও দ্বেষ হিংসাদি একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া, পরস্পরে সৌহার্দ্দ্যে মিলিত হইয়া জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করেন।

ইহাই এই উপাখ্যানের স্থূল কথা। বলা বাহুল্য যে, গোরস্থানের দৃশ্যটির পরিবর্ত্তে শ্মশানের দৃশ্য সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে। আর আর যাহা কিছু অদল-বদল করা হইয়াছে, তাহা পুস্তক পাঠেই প্রকাশ পাইবে, সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই।

এই পুস্তক কিয়দ্দূর ছাপা হইতে না হইতে, আমি বিষম রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ি, এখনও সুস্থ হইতে পারি নাই। সুতরাং প্রুফ অনেকাংশই দেখিতে পারি নাই, তজ্জন্য অনেক স্থলেই ভুল ভ্রান্তি রহিয়া গেল। প্রুফ দেখিবার সময় যাহা পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা ছিল, তাহাও করিতে পারিলাম না।

খিদিরপুর
বাং ১৮ই ফাল্গুন ১৩০১ সাল
ইং ১লা মার্চ ১৮৯৫ সাল

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণের নাম

পুরুষ

রাজা।—বরণা নগরের রাজা।

পারশ।—উচ্চ সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবক, রাজার মাসতুতো ভাই।

কপলত ও মন্তাগো।—চিরশত্রুভাবাপন্ন দুই সম্ভ্রান্ত পরিবারের কর্ত্তাদ্বয়।

কপলত-বয়স্য।

মন্তাগো-বয়স্য।

রোমিও।—মন্তাগোর পুত্র।

মরকেশ।—রোমিওর বন্ধু এবং রাজার জ্ঞাতি।

বেন্নুবল।—রোমিওর বন্ধু এবং মন্তাগোর ভ্রাতুষ্পুত্র।

তৈবল।—কপলত-পত্নীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

মধুরানন্দ।—মঠের অধিকারী গোঁসাই বা মোহান্ত।

গুহাবাসী।—মঠের জনৈক বাবাজী।

বল্লভ।—রোমিওর ভৃত্য।

শম্ভো ও গিরে।—কপলতের দুই জন পাইক।

ভূতোর বাপ।—ধাত্রী-অনুচর।

অভিরাম ও রাঘব।—মন্তাগোর দুই ভৃত্য।

হরকরা।

বেদিনী, বাদ্যকর ও বাউলের দল।

পারশের দুই জন ভৃত্য।

বরণাবাসিগণ। অন্যান্য ব্যক্তি ও দাসদাসীগণ। নগররক্ষক। ঐক্যতানবাদক।

দৃশ্যস্থান।—বরণা ও মাণ্ডুয়া নগর।

স্ত্রী

মন্তাগো-পত্নী।

কপলত-পত্নী।

কপলতের মাতা।

সোহাগ, সুতার, সুভার প্রভৃতি কপলতের স্বসম্পর্কীয় স্ত্রীলোকগণ।

জুলিয়েত।—কপলতের কন্যা।

জুলিয়েতের ধাত্রী।

সূচনা

সুচারু সুন্দর, বরণা নগর, এ দৃশ্য ঘটনা যেখানে হয় ;
বহু ধন মান, সম্ভ্রান্ত সমান, দুই ঘর ধনী ছিল সেথায়।
দ্বেষ হিংসা তরে, ছিল পরস্পরে, বহুদিন হ'তে মনোবিরাগ।
সময়ে সময়ে, অসূয়া উদয়ে, করেতে রঞ্জিত রুধির রাগ।
অদৃষ্টের বশে, দুই ঘরে শেষে, জনমিল দুই প্রণয়ী প্রাণী।
সহিয়া কত না, প্রণয়যাতনা, ম'রে ঘুচাইল কুলের গ্লানি।
পিতৃহৃদিতল—নিহিত অনল, কভু না কিছুতে নিবিত যাহা,
অপত্য-হনন—যজ্ঞ-সমাপন, নিধনে অপত্য, নিবিল তাহা।
সেই ভয়ঙ্কর, ঈর্ষা-প্রাণিহর, সেই নিদারুণ প্রণয়-কথা,
দণ্ড দুই ধরি, এই মঞ্চোপরি, দেখাইব আজি, ঘটিল যথা।
যদি দয়া করি, কর দরশন, করহ শ্রবণ আদরে তাহা ;
যতনে শোধন, করিব পশ্চাৎ, আজি মনোমত না হবে যাহা।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(বরণা নগর—সাধারণের গমনাগমনের স্থান)

ঢাল তলওয়ার প্রভৃতিতে সজ্জিত
শম্ভো ও গিরের প্রবেশ।

শ। দেখ্ গিরে! ফের্ বল্‌চি, এবার আর সইব না—রাগের জ্বালা বড় জ্বালা!

গি। হুঁ—ঠিক্ যেন ঢাকাই জালা।

শ। না হে না, আমি তা বল্‌চি না; বল্‌চি কি যে, এবার রেগেচি কি—আর হেতের্ চেলেচি।

গি। চাল্‌বে?—না নিজে চল্‌বে?

শ। দেখিস্ দেখিস্—তেতেচি কি, মেরে বসেচি।

গি। বসেচো বটে,—বস্‌তেই ত দেখি, তাত্‌তে ত বড় দেখি নে।

শ। মস্তাগোর গুষ্টীর একটা বেরাল দেখ্‌লেও আমার গাটা রগ্ রগ্ ক'রে ওঠে, থির হয়ে আর দাঁড়াতে পারি নি।

গি। তবে কি দৌড় দিস্ না কি?—থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই ত মরদের কাজ।—বড় বড় জাঁদ্‌রেল্ টাঁদ্‌রেল্‌দের কাজই ত থির হয়ে সক্কলের পেছনে নাকে দূরপিন্ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।—তারা কি হেতের্ ছোঁয়?

শ। য্ যা শালা,—তুই কোন কাজেরই নোস্, কেবল ভয়েই মরিস্।

গি। বলি, ঝক্‌ড়া ত আমাদের মনিবে মনিবে,—তা আমাদের কি এতো মাথাব্যথা? আমরা চাকর বই ত নই।

শ। ও কি রে—ও কি কথা? দেখিস্ এবার, আমি কেমন ধড়িবাজ্—মেয়ে মদ্দ ছেলে, এবার আর কারো মাথা থাক্‌বে না।—হেতের্ খোল্, ঐ দেখ্ মস্তাগোর দলের দু'জন লোক আস্‌চে।

গি। আমার হেতের্ তো খোলাই আছে, তা আগুবাড়িয়ে যা না—ঝক্‌ড়া বাধা গে না—আমি তোর দোসর হব এখন।

শ। ও গিরে,—পালাচ্চিস্ না কি—ফিরে দাঁড়ালি যে?

গি। ভয় কি? কোনো ভয় নেই বাবা,—আমার জন্যে তোকে ভাবৃতে হবে নে।

শ। ভাব্না তো তোরই জন্যে রে।

গি। আমি বলি কি, ওরাই আগে সুরু করুক্; এখনকার দিনে আইন আদালত বাঁচিয়ে চলা ভালো।

শ। কাছে এলেই কিন্তু আমি ভেংচোব,—শালারা যা কত্তে হয় করুক্।

গি। ও বেটারা আবার করবে কি?—হেক্মৎ তো ভারি। কাছে এলেই আমি বুড়ো আঙ্গুলটি দেখাব।—সে অমান্নি যদি সয়, তো বেটারা বড় বেহায়া।

অভিরাম ও রাঘবের প্রবেশ।

অভি। তুই কি আমাদিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্চিস্?

শ। হাঁ, তা দেখাচ্চিই ত।

অভি। জবাব দে না—আমাদিকে?

গি। (চুপে চুপে শম্ভোর কাণে) হাঁ ব'ল্লে আইন আদালত বাঁচ্বে ত?

শম্ভো। (গিরের প্রতি অনুচ্চস্বরে)—উঁ হুঁ।—(প্রকাশ্যে) তোদের দেখাচ্চি কে ব'ল্লে?—দেখাচ্চিই ত বটে। কি একটা ঝক্ড়া বাধাবি না কি?

অভি। ঝক্ড়া কেন বাধাবো?—আমি তেমন ঝক্ড়াটে নই।

শ। শোন্ বলি,—চাস্ তো আমি তোর সঙ্গে এক হাত আছি। তুইও যত বড় মনিবের চাকর, আমিও তাই—তা জানিস্?

অভি। তার চেয়ে ত বড় নয়।

শ। কি বল্লি?

গি। (চুপে চুপে শম্ভোর কাণে)—বল্ না, তার চেইতেও বড়।—ঐ দেখ্ আমাদের মনিব গুষ্টীর একজন সদ্দার আস্চে।

শ। বড় না তো কি? তোদের মনিবের চেয়ে আমাদের মনিব র—হু—ৎ বড়।

অভি। ঝুট্ বাৎ।

শ। কি বল্লি? খোল্ হেতের—মরদ্ হোস্ ত এখনি খোল্। গিরে, দেখিস্—খুব হুঁসিয়ার।

গি। শম্ভো, তোর সেই ওস্তাদি চাল্‌টে ছাড়িস্ নে।

(দুই জনের হেতের চালান)

বেনুবলের প্রবেশ।

বেনু। থাম্ পাজিরা—থাম্ বল্‌চি।

(নিজের তলোয়ার দিয়া দুই জনের হাত থেকে তলোয়ার ছটকাইয়া দেওয়া)

তৈবলের প্রবেশ।

তৈ। বেশ্—বেশ্; এই যে চাষাভূষোদের সঙ্গে তলোয়ার খেলা হচ্চে? বেশ্—বেশ্ বেনুবল্, সাহস থাকে ত আমার দিকে ফের্।—দেখ্, তোর যম এসেছে।

বেনু। আমি এদের থামাচ্চি—শান্তি রক্ষা কচ্চি। অস্ত্র খাপে তোলো, আর না হয় ত আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে এদের থামাও।

তৈ। শান্তিরক্ষা?—কচুরক্ষা! হাতে ল্যাঙ্গা তলোয়ার, আবার শান্তিরক্ষা! তোর্ ও কথায় থু!—তোর্ মুখে থু! তোর্ মস্তাগোর গুষ্টীর মুখে থু!—সামাল্—

(দুই জনের অস্ত্র চালনা।)

(ক্রমে উভয় গোষ্ঠীর আরো অনেকানেক ব্যক্তিকে দাঙ্গায় যোগ দিতে দেখিয়া, কুড়ুল, কোদাল, লাঠি, সড়্‌কি লইয়া নগরবাসিগণ সেইখানে উপস্থিত)

নগরবাসিগণ। মার্ বেটাদের—মার্ মার্!—ভাই সব এগো—মোস্তাগো আর কপলতের দুই দল্‌কেই ঠেঙ্গা—মার্—মার্—হাড় পিষে দে।

বৃদ্ধ কপলত ও তাঁর বয়স্তের প্রবেশ।

কপ। কিসের গোল হ্যা?—কে আছিস্ রে, দে তো—আমার তলোয়ারখানা দে তো।

ক-বয়স্ত। ওহে—যষ্টি—যষ্টি—খঞ্জের যষ্টি!—তলোয়ার কেন?

কপ। কে আছিস্—তলোয়ার—তলোয়ার আন্—কেউ শুন্‌চিস্ নে, ঐ যে দেখ্‌চি, প্রাচীন মস্তাগো আমাকে দেখিয়ে তলোয়ার ঘুরুচ্চে।

মন্তাগো ও তাঁর বয়স্তের প্রবেশ।

মন্তাগো। হা দুরাত্মা কপলত!—(বয়স্তের প্রতি) আমাকে ছাড়্ বল্‌ছি—দে ছেড়ে।

ক-বয়স্য। তুমি আর শত্রুর কাছে এক পা এগুতে পাবে না।

অনুচরগণ সঙ্গে স্বয়ং রাজার প্রবেশ।

রাজা। এ বিদ্রোহী প্রজাবৃন্দ শান্তিক্ষয়কারী,
প্রতিবেশী-রক্তে অসি রঞ্জিত এদের—
শুনিবে না—কভু কি ইহারা রাজাদেশ?
হ্যাঁ রে, ও পশুস্বভাব নর-অবয়ব,
হৃদয়-উৎসের রক্তে প্রবাহ ছুটায়ে
নিবাইতে ক্রোধবহ্নি সদা তৃপ্ত যারা,—
শোন্ বলি—এ আজ্ঞা লঙ্ঘিলে রক্ষা নাই।
আজ হ'তে তোদের—ও রুধির-রঞ্জিত—
অস্ত্র যত, হস্ত হ'তে ফেল্ নিক্ষেপিয়া
দূরে ধরাতলবক্ষে।—শোন্ বলি আর
এ আজ্ঞা লঙ্ঘনে দণ্ড যে বা। তিন বার
এইরূপে মুখের কথায়—অশরীরী
ভাষার সংযোগে—তোমাদের দু'জনার
দলভুক্ত জনগণ হয়ে উত্তেজিত
হরিলা এ নগরের শান্তিময় সুখ;—
রাজপথ জনাকীর্ণ প্রাচীন স্থবিরে,
পরিহরি বয়োচিত বেশ পরিচ্ছদ,
সাজি নিজ জীর্ণ প্রহরণে—জীর্ণ যথা
নিজ দেহ—আসি দেখা দিলা যুদ্ধবেশে।
রাজবর্ত্মে সেরূপে আবার অগ্রসর
হও যদি পুনঃ কেহ কলহ বিবাদে
ভাঙ্গিতে শান্তির সুখ,—নিশ্চিত তা হ'লে
হবে প্রাণদণ্ড তার। এবার নির্ভয়ে
করো সবে নিজ নিজ আলয়ে প্রস্থান।

কপলত, এস তুমি আমার সহিত ;
তুমি ও মন্তাগো আজি অপরাহ্নে আসি
হৈও উপস্থিত—শ্রীমণ্ডপে—ধর্ম্মাসনে
আমাদের অধিষ্ঠান যেথা,—সেইখানে
শুনাইব আরো কিছু আদেশ আমার।
অন্য সবে যাও নিজ নিজ নিকেতন,
প্রাণদণ্ড দণ্ডে যদি ভয় থাকে মনে।

(মন্তাগো, তস্য বয়স্য এবং বেন্বল ভিন্ন আর সকলে নিষ্ক্রান্ত)

মন্তাগো। বেন্বল, জানো যদি বলো, পুনরায়
কে জাগায়ে দিল এই দ্বন্দ্ব পুরাতন ?
ছিলে কি নিকটে এর সূচনা যখন ?

বেন্ব। হে আর্য্য! দুই পক্ষের দুষ্ট ভৃত্যগণ,
আসিবার আগে মম, কলহেতে মাতি
অস্ত্র চালাইতেছিল ; দেখিয়া যেমনি
খুলি নিজ তরবারি দ্বন্দ্ব নিবারিতে
অগ্রসর হই আমি, সহসা তখনি
মহাক্রোধী তৈবল আসিয়া দেখা দিল।
ক্ষণমাত্রে তরবারি নিষ্কাসি তাহার,
দুর্ব্বাক্য ভৎর্সনে মোর ধিক্কারি শ্রবণ,
স্বন্ স্বন্ শব্দে বায়ু বিদীর্ণ করিয়া,
অস্ত্র ঘুরাইয়া ঘন মস্তক উপরে
যুদ্ধে সম্ভাষণ কৈলা মোরে। অচিরাৎ
অগত্যা আমিও অস্ত্র চালাই তখন,
পার্শ্ব-নিম্ন-পুরঃ-গুপ্ত প্রহার কতই—
খেলাই দু'জনে ক্ষণ-মুহূর্ত্ত ভিতরে,
ঘাত প্রতিঘাতে শব্দ—অস্ত্রের ঝন্ঝনা ;
কত লোক ক্রমশঃ দু'দলে দিল যোগ ;
হেন কালে স্বয়ং ভূপতি আসি সেথা
নিবারিয়া দিল দ্বন্দ্বী দু'ভাগে ভাঙ্গিয়া।

ম-বয়স্ত। রোমিও কোথায়?—তারে ত দেখি নে হেথা,
ভালই করেছে সে এ দ্বন্দ্বে নাহি থাকি।

বেন্‌্বু। হে আর্য্য, জগৎসেব্য সবিতা যখন,
অতীব প্রত্যুষে আজ, পূর্ব্বাশার কোলে,
সুবর্ণের বাতায়ন খুলি আপনার
আড়ে নিরখিতেছিলা জগতের পানে,
দণ্ড দুই তারো আগে, মনের অসুখে,
উঠে গিয়াছিনু আজ ভ্রমিতে বাহিরে,
নগরের উপপ্রান্তে পশ্চিম প্রসরে,
যেথা উড়ুম্বর বৃক্ষরাজি মনোলোভা
বিরাজিত কুঞ্জরূপে। ভ্রমিতে ভ্রমিতে
হেরি অকস্মাৎ সেথা একা রোমিওরে।
দেখে তার নিকটে চলিনু। অমনি সে,—
সতর্ক আছিল যেন, অতি দ্রুতগতি
লুকাইল গুল্ম-অন্তরালে। হেরি তাহা,
অনুসার আর তার না করি তখন।
নিজ মনোভাবে বুঝি চিত্তগতি তার,
নিভৃতে ব্যাপৃত ছিল প্রাণের চিন্তায়।
চলিলাম অন্য দিকে, তিনিও তখন
স্বইচ্ছায় গেলা চলি অন্য কোনো পথে।

মন্তাগো। আরো অন্য বহুদিন এরূপে প্রভাতে
অনেকে দেখেছে তারে ভ্রমিতে সেথায়,
মিশাইয়া নেত্রাসার প্রভাত-নীহারে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাসধূমে করি গাঢ়তর
প্রভাতী নীরদমালা; কিন্তু সূর্য্য যেই—
জগৎ-প্রফুল্লকর কর প্রসারিয়া
উষার পালঙ্ক হ'তে সরাইয়া দেন
চারুশয্যা প্রাবরণ তাঁর, তখনি সে
গৃহমুখ হয় পুনঃ ত্যজিয়া আলোক;

ধীরগতি প্রবেশে মন্দিরে আপনার ;
রুদ্ধদ্বার থাকে সারা দিন ; বাতায়ন-
দ্বার রুদ্ধ, গবাক্ষ সকলি রুদ্ধপথ,
রজনীর তমসায় আঁধারি দিবস।
ইথে বুঝি হৃদি তার আচ্ছন্ন তিমিরে
দুশ্চিন্তা হুতাশে কোনো ; হিত উপদেশে
এখন না পারি যদি নিবারিতে তায়,
বিষময় ফল হবে শেষে।

বেন্বু। হেতু এর
জানেন কি কিছু ?

মন্তাগো। জানি নাই, জানিতেও
পারি নাই কেন সে এমন।

বেন্বু। আপনি কি
করেছেন চেষ্টা জানিবার ?

মন্তাগো। নিজে আমি
করেছি কতই চেষ্টা, করেছে সুহৃদে
কত যত্ন অনুযোগ, কিন্তু সে আপনি
মন্ত্রদাতা আপনার, হৃদয়ের কথা
খোলে না কাহারো কাছে, গোপনে আপন
মনে রাখে লুকাইয়া, থাকে মৌনভাবে।
যথা কীটদষ্ট হ'লে কুসুমকলিকা
ফোটে না—খোলে না পাতা, না ছাড়ে সৌরভ
সমীরণ কোলে আর, না উৎসর্গে
আর তার সৌন্দর্য্যমাধুরী সূর্য্য-করে।
পারো যদি জানিবারে কেন সে এমন,
কি দুঃখে হৃদয় তার এত জরজর,
যত্নে তবে দেখি প্রতিকার।

বেন্বু। অই যে সে !
অলক্ষ্যে কিঞ্চিৎ এবে দাঁড়ান সকলে।

নিশ্চয় জানিব আজ কেন মনোভার,
নহিলে সে নহে মোর—আমি নহি তার।
মন্তাগো। পারো তো বড়ই ভাল।—এসো হে এখন,
হেথা আর থাকা নয়, চল, স'রে যাই।
(নিষ্ক্রান্ত)

রোমিওর প্রবেশ।

বেন্বু। প্রাতঃনমস্কার।
রো। সে কি, এখনও সকাল?
বেন্বু। এই তো ন'টা।
রো। হবে! দিন, দুঃখীর ত যায় না।—
কে গেলো হে, অত তাড়াতাড়ি, বাবা বুঝি?
বেন্বু। হ্যাঁ রোমিও, কিসে দুঃখ এতোই তোমার,
দিন যে আর যায় না?
রো। তা না পেয়ে, যায়
দিন শীঘ্র যেতো।
বেন্বু। পিরীতের এক্কা নাকি?
রো। ঠিক্‌রে গেছে ভাই!
বেন্বু। ফের কেন আন না টেনে;
রো। সে যে রাজী নয়।
বেন্বু। সে কি, তাও কখনো হয়?
দেখতে কোমল প্রণয়, অ্যাতো ভেতর কড়া তায়
তবে কি কাঠের পুঁতুল?
রো। আর ভাই, সে ঠাকুরটি
একে কাণা, তায় অনঙ্গ, তাতে বক্রগতি,
তবু ইচ্ছা যে পথে তাতেই নিয়ে যায়।
মধ্যাহ্ন কোথায় হবে?—এঁ কি কাণ্ড হেথা!
কিসের এ রক্তপাত? কি বিগ্রহ হেন?
না না, আর হবে না বলিতে তায়—জানি
সে সকলি। হায়, এ কি প্রেমের উদ্যান?
হিংসার মশান এ যে প্রেতের শ্মশান!

অহো! প্রেম হিংসাময়, তুইই কি আরাধ্য ?
কলহী প্রণয়, ওরে, প্রণয়ী কলহ
তুইই হৃদয়ের ধন ? তুই যে অসাধ্য ?
অয়ি শূন্য চিত্তবেগ আকাশ-উদ্ভূত
অয়ি, চিত্ত লঘুত্ব সুগুরুভারযুত।
অয়ি, মনোমরীচিকা সত্যের স্বরূপ।
তন্নাম তন্নাম মাত্র—প্রাণের বিদ্রূপ।
অগঠিত আবর্জ্জনা সুমূর্ত্তি দর্শন।
সীসার লঘু কার্পাস, ধূমের জ্বলন।
শীতাগ্নি, সুস্বাস্থ্য রুগ্ন, নিদ্রাজাগরণ।
নহে তাহা দৃশ্য যাহা—অঘট-ঘটন।
এই প্রেমে মজে আমি প্রেমিক হয়েছি ?
না চাহি সে ছদ্ম ছল কহিনু সঠিক।—
হাস্‌চ না যে বড় ?

বেন্থ। হাস্‌ব কি হে, কান্না পাচ্চে।

রো। কান্না কেন ?

বেন্থ। দেখে তোর প্রাণের যাতনা।

রো। বেন্থবল, প্রণয়ের দোষই এই জেনো,
নিজ প্রাণে যতক্ষণ লুকাইয়ে রয়,
ততক্ষণ ভারগ্রস্ত নিজেরই হৃদয় ;
সে দুঃখের ভাগী যদি অন্য কেহ হয়
চাপের উপরে চাপে—সে খেদ ছড়ায়!
আমার ব্যথায় তুমি ব্যথিত যে হ'লে,
শতগুণ দুঃখ মম বাড়াইয়া দিলে।
প্রণয়-ধুঁয়ার সম শোকের নিশ্বাসে
আরো গাঢ়তর হয়,—ঘুচাও সে শ্বাসে—
তখন প্রণয় ধ'রে উজ্জ্বল বরণ
প্রণয়ী-নয়নে জ্বলে দীপ্ত হুতাশন।
কিম্বা যদি অবরোধে উচ্ছ্বাসিত হয়,
প্রেমীর নয়ননীরে পারাবার বয়!

ধীরের ক্ষিপ্ততা প্রেম, বিষ—কণ্ঠরোধী,
অথবা জীবনপ্রদ মধুর ঔষধি !
প্রণয় ইহারি নাম—আসি হে এখন ।
বেন্বু । ধীরে হে, আমিও সঙ্গে করিব গমন,
রোমিও, যে ফেলে যাও, কি দোষ এমন ?
রো । রোমিও কে ? কোথায় সে ?—আমি তো সে নই
দেখো গে কোথা সে এবে করে হুই হুই ।
বেন্বু । বল ভাই, এ খেদ কেন ? কারে ভালবাসো ?
রো । কারে ভালবাসি ? তবে বলি বসো বসো ।
বল্‌তে তো পারি না, ভাই, কান্না পায় খালি,—
হা হুতোশ্‌ শুন্‌তে চাও—বলো, তাই বলি ।
বেন্বু । হা হুতোশ্‌ কেন ভাই, বলো না সে কে ?
রো । উইল্‌ কত্তে বলা যেমন মুমূর্ষে সহসা—
যেমন কঠোর তার কাণে সেই ভাষা—
আমাকেও তেমনি হে, সে নাম জিজ্ঞাসা ।
শুন্‌বে তবে,—সে একটি কামিনী ।
বেন্বু । আগেই
এঁচেছি তা তো—বলেছি—প্রেম যখনি ।
রো । বেন্বুবল, সাবাস্‌ তোকে, বলিহারি যাই ।
তীরন্দার বটে তুই ! জিজ্ঞাসি এখন
বুঝ্‌তে কি পেরেছ—সে সুন্দরী কেমন ?
বেন্বু । সে আর কঠিন কি হে ?—আমার রোমিও
সুন্দর যেমন, সেও সুন্দরী তেমন ।
এ কি আর বুঝ্‌তে বাকি, প'ড়েই ত আছে ।
রো । এ তাগ্‌ লাগে না ভাই, তীর হ'ঠে গেছে ।
অন্যের সমান তারে ভেবো না কখনো ।
মন্মথ-বাণের লক্ষ্য নহে সে রমণী,
হার মানে তার কাছে কন্দর্প আপনি ।
গার্গীরসমান বুদ্ধি, শকুন্তলা সমা,

মধুরভাষিণী বামা, সাধ্বী শুদ্ধমতি,
সতীত্ব-কবচে ঢাকা সে চারু মূরতি!
অনঙ্গের ফুলশরে অক্ষত সে দেহ,
শ্রবণে না দেয় স্থান প্রেম-নাম সেহ,
প্রণয়-কটাক্ষে প্রতিকটাক্ষ না হানে,
মুনিমনোলোভা স্বর্ণ ঠেলে লোষ্ট্র জ্ঞানে!
রূপে ধনী বড় ধনী—দরিদ্র বিচারি,
মরিলে সে ধনে কেহ নহে অধিকারী।

বেন্থু। তবে কি চিরকৌমার্য্য প্রতিজ্ঞা তাহার?

রো। সে পণ করেছে সত্য, কিন্তু ফল তার—
বৃথায় হইবে নষ্ট এ সৌন্দর্য্য তার।
সৌন্দর্য্য-ধনের যদি না থাকে দায়াদ্
কৃপণের দীনতা সে সঞ্চারে বিষাদ।
যেমন সুন্দরী ধনী তেমনি প্রবীণা—
বুঝিতে পারিবে পরে বৃথা এ কল্পনা।
বুঝিবে তখন—মোরে এ নৈরাশ্যে ফেলে
সুখী সে হবে না কভু প্রেমে পায়ে ঠেলে।
কি দারুণ পণ! প্রাণে দিবে না সে স্থান
প্রণয়ের মোহসুখ!—ভাই, মৃত্যুবাণ
সেই পণ হৃদয়ে আমার! শুন্‌লে তো হে
আমার সে প্রণয় আখ্যান?

বেন্থু। ভোলো তারে,
কথা রাখো মোর।

রো। ভাই, ভুলিব কেমনে,
পন্থা দেখাইয়া দাও—স্মৃতি প্রক্ষালনে
শক্তি নাই!

বেন্থু। হেরো আরো সুরূপা ললনা,
রূপে তার তুলনা করিয়া তুলা ধরি।

রো। সে তুলনা হ'লে পরে সেই জয়ী হবে।
যতই খুঁজিব, হায়! যতই দেখিব,

নিরুপমা ব'লে মনে তারেই মানিব।
কি সুখী রমণীমুখ অবগুণ্ঠ যত,
পরশি চারু ললাট সুখ ভুঞ্জে কত।
বরণে দেখিতে কালো অবগুণ্ঠচয়,
লুকাইয়া রাখে কিন্তু চন্দ্রের ছটায়।
প্রকাশ্যে যে দেখে তার দৃষ্টি হয় হারা,
ভুলিতে কি পারে সে—যে হয় দৃষ্টিহারা?
পরমা রূপসী নারী হেরিলে নয়ন,
খোঁজে কি সে তা হ'তে রূপসী কোন্ জন?
সৌন্দর্য্য দর্শনে, হায়! এই যদি ফল,
থাকুক্ গুণ্ঠনে ঢাকা সে চারু কমল!
এখন বিদায় হই;—তুমি পারিবে না
শিখাইতে ভুলিবারে হৃদয়যাতনা।

বেমু। প্রণয় পাঠের গুরু আমি তব হব,
সে শিক্ষা শিখাবো—নয় চিরঋণী রব।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বরণা নগর)

কপলত-বয়স্য ও পারশের প্রবেশ।

পারশ। মহাশয়, কি আদেশ করিলেন তিনি—
আর্য্য কপলত মহোদয়—আমার সে
প্রার্থনায়? তিনি কি সম্মত কন্যাদানে?
সে প্রসঙ্গে কোনো কথাই হয়েছিল কি?

ক-বয়স্য। অনেক অনেক বার, পারশ, সে কথা
হয়েছিল তাঁর সঙ্গে, শেষ উক্তি তাঁর
বলি শুনো অবিকল তাঁহারই কথায়—
"বালিকা এখনও কন্যা, জানে না সে কিছু

রীতি নীতি সংসারের ; হয় নি বয়স
আজো পূর্ণ চতুর্দ্দশ ; যাউক আসুক
ফের্ শরতের কাল আরো দুই বার
দেখায়ে গৌরব তার পল্লবকুসুমে,
তখন বিবাহযোগ্যা হবে কন্যা মম—
সম্পূর্ণ যৌবন লভি,—তখন সে কথা।"

পারশ। তার চেয়ে ছোট ছোট কত যে বালিকা
হইতেছে ঘরে ঘরে পুত্রপ্রসবিনী।

ক-বয়স্য। সে তর্ক করিতে কি হে ছেড়েছিনু আমি ;
তাহার উত্তর তাঁর—"সে সব বালিকা
তেমতি শুকায়ে গেছে—যথা শুষ্কলতা।
একমাত্র আছে সেই, গেছে আর সব
আশার আশ্রয় মম, সেই কন্যাধন
আছে মাত্র ধরাতলে। পারশেরে ব'লো,
প্রেমভিক্ষা করে তার কাছে, পারে যদি
সম্মতি লভিতে তার, আমিও সম্মত ;
আমার সম্মতি তার রুচিরই কিঙ্কর।
সে যদি সম্মত হয়, জেনো সে সম্মতি
আমার স্বীকার-বাক্য স্থির সুনিশ্চয়।"

পারশ। যথা আজ্ঞা তাঁর।

ক-বয়স্য। আর এক অনুরোধ
আছে হে তাঁহার শোনো—আজ নিশাকালে
হবে নিকেতনে তাঁর, চিরপ্রথা মত
বসন্ত-উৎসব-ক্রীড়া ; বহু জন তায়,
প্রিয়তম তাঁহার বান্ধব বন্ধু যত,
হবে নিমন্ত্রিত সবে ;—তাঁর অনুরোধ
একান্ত আগ্রহ সহ বলেন আমায়—
তোমাকে নিশিতে আজ আসিতে হইবে।
আনন্দবাজার তাঁর তবে পূর্ণ হবে।
এসো ভাই, ইহাতে আমারও অনুরোধ,

ঠেলো না এ নিমন্ত্রণ রেখো মোর কথা।
সে সুহর্ম্যে আজ নিশি দেখো কত নব
নক্ষত্র উদয় হবে নিশি-তমঃহর,
ক্ষিতি স্পর্শ করি চারু চরণপল্লবে,
পালাবে তখন তমোরাশি, যথা খঞ্জ
হেমন্ত পালায় দূরে বসন্তে নিরখি।
তখন, যেমন সুখী যৌবন-প্রমোদে
যুবকযুবতীগণ, আজ নিশি সেথা
তেমতি আনন্দ তুমি ভুঞ্জিবে অবাধে
উৎফুল্লকামিনীকুল-ফুলদল মাঝে।
দেখো সবে,—শুনো সবে—এক এক করি,
সকল হইতে যেবা গুণে গরীয়সী
হৃদয়-আকাশে তুলে লৈও সেই শশী।
অনেকে অনেক রূপ গুণ নেহারিবে,
হৃদয়ে ধরিতে শুধু একটিই পাবে।
এসো ভাই একান্তই অনুরোধ মম।

(পারশ ও কপলত-বয়স্ত নিষ্ক্রান্ত)

একখানা কাগজ হাতে একজন হরকরার প্রবেশ।

হর। না, দিব্বি, যার যার নাম লেখা, তাকে খুঁজে বের্ করো।—সকলের কাজেরই একটা ধরাবাঁধা আছে,—মুচির কাজ গজকাটী নিয়ে, দর্জির কাজ কাঠের ছাঁচে, জেলের কাজ তুলিতে—আর পটোর কাজ ফ্যাটা জালে;—কিন্তু আমার কাজ, তাদের খুঁজে বের করা, যাদের নাম এইতে লেখা।—তা আক্‌কাটা আকুঁরে বেটা কি যে আঁচ্‌ড়েচে, মাথামুণ্ড কিছুই তার ঠিক কর্ত্তে পাচ্চি নে। দেখি, একজন লিখিয়েপড়িয়েকে জিগ্‌গুস্‌তে হলো।

(এদিক্ ওদিক্ পরিক্রমণ)

রোমিও ও বেন্থবলের প্রবেশ।

বেন্থ। ক্ষেপলে না কি?

রোমি। ক্ষেপি নি, কিন্তু হেরাহেরি।—পাগ্‌লাগারদে পূরে সপাসপ্

বেত লাগালে যে জ্বালা, সে এর কাছে কোথা লাগে? এই বেলা সরি।—বেনুবল, নমস্কার।

হর। বাবুজি, তুমি লেখাটেকা পড়্‌তে পারো?

রো। হাঁ, আমার দুঃখের দশা বিবেচনা ক'রে কপালকুষ্টী কতক্ মতক্ বুঝ্‌তে পারি।

হর। হ'তে পারে সেটা মুখস্থ আছে। বলি লেখা পড়া শিখেছ?—হাতের লেখা পড়্‌তে পারো?

রো। হ্যাঁ, খুব পারি—যদি সে ভাষাটা আর তার অক্ষর ক'টা জানা থাকে।

হর। সুখে থাকো বাবু,—বেঁচে বত্তে থাক—ঠিক কথাই বলেচ।

রো। না রে না—দাঁড়া, দে কাগজখানা—(কাগজ লইয়া পাঠ) মহামহিম মাথায়-পালক স্যর্ মহারাজ মুলুক্‌ফক্কা, জবরদস্ত সব্‌লোট বাহাদুর, মহামান্য গোলাম-গাধ্ধা, রাজাবাহাদুর চাঁদা-দেহেন্দা, রায়-বাহাদুর জয়জয়কার, রায়বাহাদুর চালাক্‌চোস্ত, মীর্‌মুর্দ্দা হুজুরঠাণ্ডা, খাঁ বাহাদুর খপরদেহেন্দা, অনারেবেল্ হাজির্‌বন্দা, মহামহোপাধ্যায় চাটুচঞ্চু, যথাযোগ্য কপালমন্দ ও মহিমাবর মধুরানন্দ গোস্বামী, মান্যবর বৈদ্যরাজ, কল্যাণীয় পারশ, চিরজীবী তৈবল, আরো—আরো। (কাগজ ফিরাইয়া দিয়া) এ তো অনেকগুলি ভদ্র ভদ্র লোকের নাম দেখ্‌চি।—কার বাড়ী নিমন্ত্রণ হে?

হর। আমাদের বাড়ী।

রো। তোমাদের ত বটে, তবু কে সে?

হর। আমার মনিব মোশয়।

রো। তাই তো, আগেই সেটা জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।

হর। তা নাই ক'ল্লে জিজ্ঞাসা, আমিই বল্‌চি। আমার মনিব মহা ধনাঢ্য কপলত মহাশয়।—তুমি মন্তাগোদলের কেউ যদি না হও ত যেইও, লুচি মোণ্ডা একপেট খেয়ে যেতে পার্‌বে—ঢালাও জিনিস—দেদার দে—দেদার দে—খেয়ে ফুরোয় কে? বাবুজী, এখন আসি, সুখে থাকো।

(হরকরা নিষ্ক্রান্ত)

বেনু। রোমিও, আজ যেও হে, ভারি পব্ব সেথা।
বসন্ত-উৎসব পর্ব্ব বহুদিন হ'তে

হয় কপলতগৃহে মহা আড়ম্বরে—
আনন্দবাজার আজ বসিবে সেখানে।
আসিবে কতই সেথা সুরূপা সুন্দরী,
বরণার সুবিখ্যাত মহিলামণ্ডলী
বিরাজিবে সেথা আজ বেশভূষা পরি।
অরঞ্জিত চক্ষে চেয়ে দেখো সে সবারে
দেখাব যাদের আমি—দেখে মোহ যাবে।
তার পর মনে মনে করিও বিচার,
তাদের তুলনা ধরি, প্রেয়সী তোমার
কোথা দূরে পড়ে রবে বুঝিবে তখন।
রাজহংসী সম তব চিত্তসরোবরে
খেলায় যে—ক্ষণিকে সে দেখাবে বায়সী।

রোমিও। সত্যের আকর মম এই নেত্রতারা,
হেন মিথ্যা তাহে যদি কভু ব্যক্ত হয়,
তবে অশ্রুধারা—এত দিন বহে যাহা
ধারার আকারে, অগ্নিরূপে যেন শেষে
প্রবেশে হৃদয়ে মম চিত্ত মনঃ দহি।
অশ্রুস্রোতে এত কাল ডোবে নাই যাহা,
সে তারা অনলতাপে দগ্ধ যেন হয়।
প্রিয়া হ'তে নারীকুলে গরীয়সী কেহ
থাকে যদি, এ ব্রহ্মাণ্ডে সৃজিতের মাঝে,
কিম্বা সর্ব্বদর্শী সূর্য্য না দেখেছে যাহা—
তা হ'লে এ নেত্রতারা যেন খসে যায়।

বেন্‌বু। মিছা ও বড়াই!—কাছে ছিল না ত কেহ
পরমা সুন্দরী, তাই মনে করো তারে
তাহারি তুলনা নিজে সেই; কিন্তু আজি
নিশাকালে দেখাবো তোমায় যে ক'জন,
তাঁদের তুলনা ক'রে তুলা যদি ধরো,
নিরুপমা মনে ক'রে ভাবিছ যাহায়,
তখন ভাবিবে কেন ভাল বলি তায়।

রো। চলো, সঙ্গে যাব তব—মিছা এ বড়াই—
আমার প্রিয়ার সমা নারী আর নাই ;
যে রূপ দেখিয়া সদা পোড়ে এ নয়ন
সেই রূপই দেখে ফিরে যুড়াবে এখন।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

তৃতীয় দৃশ্য

কপলতের বাটীর একখণ্ড।

কপলত-জননী ও ধাত্রীর প্রবেশ।

ক-জননী। নাত্নী কোথা র্যা ?—ডেকে দে।

ধাই। আমার মাথার দিব্বি, কর্ত্তামা, এমন মেয়ে আর হবে না। কেমন ঠাণ্ডা—কেমন ধীর—যেন পোষা পাখীটি। চোদ্দ বচ্ছর বয়েস হ'তে গেলো, এখনো যেন আমার হুকুমে চলে।—তাই ত, কোথা গেলো ?—আহা, ঠাকুর দেবতারা বাঁচিয়ে রেখো।—ও মা জুলিয়ে, কোথা গেলি গা ?

জুলিয়েতের প্রবেশ।

জু। কেও ডাকে ?

ধা। তোমার ঠাকুর-মা ডাক্‌চেন।

জু। কেনো ঠান্‌দিদি, এই যে আমি এখানে।—কি বল্‌চো ?

ক-জননী। বল্‌চি কি,—ধাই, একবার তুই সর্ তো, আমরা আড়ালে গোটা দুই কথা কই।—না ধাই, আয় ফিরে আয়। এ কথা তোরো শোনা দরকার।—জানিস্ তো, নাত্নীর আমার বয়েস হয়েচে।

ধাই। ওর বয়েস আমি আর জানি নে ? আমি চুল চিরে হিসেব ক'রে দিন ক্ষ্যাণ পল পর্য্যন্ত বলে দিতে পারি।—ওর নাড়ী নক্ষত্তোর, কি না জানি।

ক-জননী। চোদ্দ পের্‌ইয়েচে কি ?

ধাই। ও মা! সে কি গো—কোথা যাবো গো—চোদ্দ পের্‌ইয়েচে কি ?—সে আবার কি কথা—আমার আরো চোদ্দটা দাঁত কেন পড়ে যাক্

না—(স্বগত।—চাট্টে বই আর নেই কিন্তু)—আহা, জুলির আবার বয়েস—শিবচতুর্দ্দশী কবে ?

ক-জননী। এই পোনের দিনের ওপর আর ক'দিন নাকি বাকি আছে।

ধাই। ষাট্—ষাট্—বেঁচে থাক্, সেই শিবচতুর্দ্দশীর দিন ওর চোদ্দ পূর্‌বে।—আহা, আমার সুসোর বেঁচে থাকলে সেও ওর বয়স পেতো।—পোড়ামুখো যম কি তা রেখেচে ? আমার সুসোর আর ও একদিনের ছোট বড়ো গো।—সে দিন কি ভোল্‌বার গা। ওগো, এই শিবচতুর্দ্দশীর দিনে ওর চোদ্দ বচর পূর্‌বে। আহা, ভুঁইকম্প গেছে আজ বারো বছোর হলো, জুলিয়েত ত তখন সবে এই মাই ছেড়েচে,—সে কি ভোল্‌বার দিন গা—কত্তা মা, আমার বেশ মনে হচ্চে, আমি মেইয়ের বোঁটায় নিমের পেল্লেপ্ দিয়ে পুকুরপাড়ে বসে রোদ পুউচ্চি—কত্তা তখন বিদেশে হাওয়া খাচ্চেন—আমার কি তেম্‌নি ভোলা মন ? তা—তা কি বল্‌চিনু—হ্যাঁ, বটে বটে, পুকুরপাড়ে বসে রোদ পোয়াচ্ছিনু, এমন সময় জুলি যেই কাচে এসে মাইটা ধ'রে মুখে পুরেচে, অমনি থু থু করে দু'হাত দিয়ে মাইটা ঠেলে ফেলে দে মুখটা এম্‌নি বিকটসিকট কত্তে লাগ্‌লো যে, দেখে আমি হেসেই খুন। এমন সময় হঠাৎ কাছের সেই পায়রার টোংটা দুদ্দাড়্ দুদ্দাড়্ করে নড়ে উঠ্‌লো—তার নীচেই বসে আমি—আর সব্বাই পালাও পালাও কত্তে কত্তে কে কোথায় ছুট্‌লো, তার ঠিকানা নাই।—সে হলো আজ বারো বচ্ছর। জুলি তখন এক্‌লাই ছুটোছুটি কত্তে পাত্তো। না না, বালাই—পড়ো পড়ো হয়ে দু পা চার পা হাঁট্‌তে পাত্তো। আহা, বাছা তার আগের দিন এমনি মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গিছ্‌লো যে, কপালটা একেবারে থেঁতোমেতো হয়ে গিছ্‌লো। আহা, ষাট্ ষাট্—বাছা আমার কত কান্নাই কাঁদ্‌লে গো ; কিন্তু তখনি আমার বুড়ো কত্তাটি—লোকটা বড় রসিক ছিলো গো—বুকে না তুলে নিয়ে কত আদরই কল্লে। কত রসিকতাই কত্তে লাগ্‌লো—আর মাঝে মাঝে "বিবিজান, আমাকে মনে ধরে কি" বলে জিগ্‌গুস্‌তে লাগ্‌লো।—কি অভাগ্যি মা, মেয়েটা তাতে বল্লে কি না—"হু"।

ক-জননী। ও ধাই, একটু থাম্ না—ঢের বকেচিস মা।

ধাই। গিন্নি মা, থাম্‌চি—থাম্‌চি, হাসি রাখ্‌তে পাচ্চি নে যে। ওগো,

সে কথাটা যেই মনে পড়ে, অম্‌নি যেন হাসিতে পেট্‌টা ফুলে ওঠে। হ্যাঁ গা, কি লজ্জার কথা—মেয়েটা আদো আদো ক'রে কেবল উ আঁ কত্তে পাত্তো—তা সেই বুলিতেই বল্লে কি না—"উঁ"। ও মা, কোথা যাবো।

ক-জননী। একটিবার থাম্‌, ধাই,—একটিবার থাম্‌।

ধাই। এই নেও—আমি থাম্‌লুম।—এখন ঠাকুর দেবতার আশীর্ব্বাদে বেঁচে বত্তে থাক্‌। কিন্তু বাবু, অনেক ছেলে মানুষ করেছি, এমনটি আর চখে পড়ে নি—এমন ফুট্‌ফুটে চাঁদের কণাটি আর কখনো দেখ্‌তে আসে নি। —ষাট্‌ ষাট্‌—মা ষষ্টী বাঁচিয়ে রাখো। এখন ওর বেটা বেটী দেখে মত্তে পাল্লেই আমার সকল সাধ মেটে।

ক-জননী। ও ধাই, আমি সেই কথাই বল্‌তে এসেছি। জুলি।— এখন তোর মনের ভাব্‌টা ভেঙ্গে বল্‌ দেখি।

জু। ঠান্‌দিদি, এ তো ভারি সম্মানের কথা। কিন্তু এ কথা একদিনও ত আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।

ধাই। ও মা, বলে কি।—সম্মানের কথা কি গো? ও জুলিয়ে, তুই ত আমার দুধ খেয়েই মানুষ হয়েছিস্‌—তুই এ বুড়ুমি শিখ্‌লি কোথা?

ক-জননী। তা, যাই হোক্‌ দিদি, এখন তো সে কথাই ভাব্‌তে হবে। এই বরণা শহরে কত বড় বড় ঘরে তোমার চেয়েও কত ছোটো ছোটো মেয়েদের কবে বে হয়ে গেছে—এখন তারা সব খোকার মা, আর দিদি, তুমি এখনও আইবুড়ো।—তা সে সব যাক্‌, এখন সাধা সিধে একটা কথার জবাব দেও দেখি,—এক কথাতেই বলি—পারশ তোমাকে বিবাহ কত্তে চায়, তুমি তাতে কি বলো—তাঁকে মনে ধরে কি?—পারশ ছেলে অতি ভাল, সর্ব্বগুণের আধার বল্লেই হয়।

ধাই। পারশ।—পারশ বে কত্তে চায়? এ যে বড় ভাগ্‌গির কথা। সমস্ত পির্‌থিবীটা খুঁজ্‌লেও তার যে যোড়া মেলা ভার। ও মেয়ে, তোর বড় ভাগ্‌গি—বড় ভাগ্‌গি গো! ছা ছাখ্‌, দেখ্‌তে যেন ঠিক একটি মোমের পুঁতুল—মোমের পুঁতুল গো।

ক-জননী। বরণার বসন্তে ফোটে না হেন ফুল।

ধাই। তা ফুলই ভাল।—আহা, যেন একটি ফোটা ফুল।

ক-জননী। কি বলো, তারে কি তোর মন নিতে চায়।

দেখিস, কি সুপুরুষ, আজ নিশাকালে।

প্রফুল্ল যৌবন দেহে ঢল ঢল চলে ;
সে দেহ—তুলিতে যেন আঁকিয়া তুলেছে।
নাক মুখ চোক ভুরু পটে যেন লেখা,
প্রতি অবয়বে তার লাবণ্যের রেখা।
বদন রেখায় ভাব যা না ফোটে ভাল,
নয়নছটায় তায় করেছে উজ্জ্বল।
সুন্দর, পুস্তকখানি সোনার মলাটে
বাঁধালে, অধিক আরো শোভা তায় ঘটে ;
সেইরূপ তারে যদি তুমি পতি করো,
শোভাতে শোভা মিশিলে শোভা হবে আরো।
তাহার গুণের ছটা তোমাতে ভাতিবে,
তোমার যে শোভা, তাহা তোমারই থাকিবে ;
তাই বলি পারশেরে করো আপনার।
চুপ ক'রে যে,—বল না কি—পারবে দিতে হার ?

জু। পারি কি না দেখি আগে,—দেখে, ভালবাসা
হয় যদি হলো তবে। কিন্তু তাও বলি—
স্ব-ইচ্ছায় সে দিকে না কটাক্ষেও হেলি।

চাকরাণী। ও গিন্নি মা ঠাক্‌রুণ—একবার হেথা এসো, নিমন্ত্রে মেয়েরা সবাই এসে গেছে ; আসন পাতা, পাত পাতা, সকলি হয়েছে ; মা ঠাক্‌রুণ তোমার তরে ছট্‌ফট্‌ কত্তেছে। আর ভাঁড়ারী মিন্‌সে ধাইকে গালমন্দ পেড়ে বাড়ী ফাটিয়ে দিচ্চে। ওগো, বড্ড তাড়াতাড়ি—দাঁড়াতে পাচ্চি নে-আর—এসো শীগ্‌গির করে।

ক-জননী। যা—বল্‌গে যা, আমরা এলুম ব'লে।

(চাকরাণী নিষ্ক্রান্ত।)

ও নাত্‌নি—সেই জরি আঁটা কাঁচুলিটা পরে নে না।

ধাই। যা মা, যা, প'রে আয়।—আহা, সুখের নিশি সুখেই পোহায় যেন।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত।)

চতুর্থ দৃশ্য

বরণা নগরের রাজপথ।

নাচ্‌তে নাচ্‌তে ও গাইতে গাইতে একদল বাউল ও সেই সঙ্গে
রোমিও, মরকেশ ও বেন্বলের প্রবেশ।

রোমিও। ভাই, একটা মশাল দেও, তাই নিয়ে যাই,
মনটা বড় বিগ্‌ড়ে আছে; নাচ্‌গাওনায় নাই।

মরকেশ। তাই তো বটে, সেঙ্গাৎ আমার! সেটি হবে নাই,
ঘুঙ্‌ঘুর নূপুর পায়ে দিয়ে নাচন গাওন চাই;—
এই দাড়ি গোঁপ মুকোস্ পরো—একতারা বাজাও।

রো। না ভাই, সত্য বল্‌চি—বুকে পাথর যেন চাপা,
হাত পা যেন বাঁধা সব—এক পাও সচ্চে না।

মর। প্রেমমন্ত্রে সিদ্ধ তুমি কামের কর সাধনা,
মন্ত্র পড়ে ডানা নেড়ে উড়ে কেন যাও না?

রো। প্রেমে অঙ্গ জরজর থরথর কাঁপে—
ডানায় ভর দিতে গেলে পড়ে যাবো পাঁকে।
কাণে কাণে ডুবে আছি, আরো দিলে চাপ,
তল্‌ইয়ে যাবো রসাতলে বন্দ হবে হাঁপ্।

মর। প্রেম কি এতো ভারি নাকি? আমার ছিল জানা,
খুব হাল্‌কা পাত্‌লা প্রেম যেন পরাগ পানা।

রো। প্রেম কি কোমল ভাই? ঠেকে শিখে জানি
যেমন কঠিন প্রেম নীরস তেমনি।
উৎকট প্রেমের রোগ ভুগেছে যে জন
সেই জানে প্রণয়ের কণ্টক কেমন।

মর। প্রেম যদি কড়া হয়—তুমিও কড়া হও,
কণ্টক ফুটায় প্রেম—তুমিও ফুটাও,
তা হলেই প্রেম জেনো হবে পরাজয়।—
দেও তো মুকোস্ একটা মুকটা ঢেকে নি।

(মুকোস্ পরণ)

আর কারে বা ভয়—মুখে মুক দিছি ঢাকা,
লজ্জা সরম্ ভরম্ যত এতেই পলাতকা।
যে যতো পারিস্ এখন তাকা আঁকা বাঁকা।

বেন্‌। এই যে ফটক্—ওহে শীগ্‌গির ঢুকে পড়ো,
ভিতরে ঢুকিয়ে পরে সবে হৈও জড়।

রো। ওহে, আমায় ছেড়ে দেও, কেনো গোবধ করো!
না হয়—এ বেশ ছেড়ে ভদ্রলোকের মত
যাচ্চি চলো একলা আমি—কিন্তু বাউলে সাজে
এমন করে পার্‌ব নাকো ভিতরে সেঁধুতে।
(বল্‌তে বল্‌তে ভিড়ের ঠেলায় ফটক পার)
ঈস্! এ যে ভারী ভিড়—এই বেলা যাই সরে।

মর। মাঝদরিয়া—বেগোন পাড়ি—বাতাস জোরে চলে,
মাঝির পোলা হাল্ ছেড়ে দে আল্লা আল্লা বলে।
প্রেম করেছো, ডুবজল দেখে এখন কেন ভয়?
পাতাল কত দূরে দেখো—বলো প্রেমের জয়।—
আ মলো যা, কি কচ্চে সব—জুড়ে দেয় না কেন?

রো। ভাই, মন কিছুতেই সর্‌চে না আমার।

মর। কেন, শুনি বলো, দেখি কারণটা কি তার?

রো। রেতে একটা স্বপন দেখে মনটা আছে ভার।

মর। স্বপন তো আমিও দেখেছি।

রো। কি স্বপন তোমার?

মর। স্বপন আবার কি? স্বপন তো ঝুটোই সব।

রো। না হে না, মিছে নয় যদি নিশি ভোরে
স্বপ্ন দেখো নাক ডাকিয়ে আধা ঘুমের ঘোরে।

মর। কাল রাত্রে তবে তোমায় "খুদেগিন্নি" ধরে।

রো। যাও যাও, আর কাজ নি অতো রঙ্গ করে।

মর। না রোমিও, সত্যি বল্‌চি—আমার শোনা আছে
বড় বড় দাড়িওয়ালা মোল্লা কাজির কাছে।
বালখিল্য পরি একজাত থাকে মধ্যাকাশে;
রাত্রি দিন খেলা করে বাতাসে বাতাসে।

সন্ধ্যাকালে—ভোর-রেতে শিশির-ভেজা মাঠে—
কচি কচি ঘাসের উপর ডোরা ডোরা কেটে—
হাতে হাতে ধরাধরি দলে দলে মিশে
ঘুরে ঘুরে নৃত্য করা বড়ই ভাল বাসে।
আঙ্গুলের পর্ব্ব মত ক্ষুদে ক্ষুদে তারা,
কৌতুক করিতে ধরে কতই চেহারা।
কখনও বা কুঁড়ি ফুলের পোকাটি যেমন
ছল ক'রে দেখা দেয় তাহারি মতন,
কিম্বা ভুঁড়ে জমীদারের আংটি শোভাকর
চুলের মতন ক্ষুদে যেমন নামের অক্ষর,
তেম্‌নিধারা হয় কখনো!—কিম্বা এখনকার
বঙ্গবিবির সীঁথির যথা টিপের বাহার।
তাদের রাণী "খুদেগিন্নি" চড়ে দিব্য যান,
মশকের চৌঘুড়িতে চলে সে বিমান,
চাঁদের কিরণে তাদের হুক্কার বেষ্টন,
রথের কাটামো তাঁর আঁস্‌ফলের খোসা,
মাকড়্‌সার ঠ্যাঙ্গে চাকার পুঁটেগুলি খাসা,
গঙ্গাফড়িঙ্গের ডানা রথের ছাপ্পোর,
মাকড়্‌সাজালের সুতো ঘোড়া যোতা ডোর,
উইচিংড়ীর সুঁয়ো তার ঘোড়ার চাবুক;—
কেমন বিমানখানি ভাবো হে ভাবুক!
"খুদেগিন্নি" হাসি খুসি বড় ভালবাসে,
রাত্রিকালে ঘুমন্ত লোকের কাছে আসে,
রথে চড়ে ঘুরে বেড়ায় নাকের ডগায়
নিদ্রিত অমনি কত স্বপ্ন দেখে তায়।
কখনো বা কুতূহলে ঘোর নিশি হ'লে
প্রেমপাগ্‌লা পুরুষ মেয়ে ভুলায় কত ছলে।
মগজে সুস্‌সুড়ি দিয়ে অঙ্গুলি বুলায়
অম্নি তাদের প্রেমের স্বপ্নে তুফান্ বয়ে যায়।

ঘুমন্ত যুবতী কাছে কখনো বা গিয়ে
সকলে চুম্‌কুড়ি দেয় অধর ছুঁয়ায়ে,
সোহাগে তাদের মুখে আর কি ধরে হাসি,
সারা রাতই চুম্‌কুড়ির স্বপ্ন রাশি রাশি।
খোসামুদে বাবুদের হাঁটুতে কখন
উঠিয়ে সুস্‌সুড়ি দিয়ে দেখায় স্বপন,
তখনি দাঁড়ায়ে উঠে নমাজপড়া পারা
সেলাম্ কুর্ণীস্ কত্ত যুড়ে দেয় তারা।
কখনো আবার উকিল কৌন্‌সুলির হাতে,
ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে কুতু দেয় তাতে,
অম্নি তাদের পড়ে যায় তোড়া গোণার ধুম,
দাঁতকপাটি খানিক পরে যেম্‌নি ভাঙে ঘুম।
কখনও বা উমেদারের নাকের ডগায়
উঠে গিয়ে ধীরে ধীরে থাপ্পড় কসায়,
ঘুমের ঘোরে অম্নি তাদের স্বপ্নে লাগে গাঁদি—
জাইগীর খেলাৎ পদ সনদ উপাধি।
আবার কখনো গিয়ে অতি সাবধানে
গুরু পুরুৎ পূজরির টিকি ধরে টানে,
অম্নি তারা ধড়ফড়িয়ে কাছা দিয়ে উঠে
কেউ বা পুথি করে হাতে, কেউ বা বসে পাঠে,
কেউ বা ক'সে ঘণ্টা নাড়ে, নৈবিদ্দি সাজায়,
কেউ ফলারে বসে যায়, কেউ বসে পূজায়।
কখনও বা চুপি চুপি সেপাই সান্ত্রী কাছে
ঘাড়ে উঠে কুতু দিয়ে কাণের কাছে হাঁচে।
অম্নি তারা স্বপ্নে ত্মাখে ফউজ্ নস্কর
দম্‌কুচ্ ছাউনি হল্লা ঘোড়ার দড়্‌বড়্
কাণে শোনে জয়ঢাক বাজে, বন্দুকে কাওয়াজ,
কেল্লাফতে গুড়ুম্ গুড়ুম্ কামানে আওয়াজ,
তাড়াতাড়ি উঠে বসে ঘাড়ে বুলোয় হাত
ত্মাখে মুণ্ড আছে কি না হয়েছে নিপাত;

"সীতারাম" ক'রে করে আবার চিৎপাৎ।—
হবে বুঝি সেই পরিটা তোমায় ধরেছিল।

রো। আর্ কাজ্ নি চুপ কর্ ভাই, ঢের জ্যাটামি হলো,

মর। কেনো ভাই স্বপ্নেরই ত টীকে কচ্চি আমি।—
শোনো বলি স্বপ্নগুলো অসার চিন্তা খালি,
অলস চিত্তের শুধু ধূলি আবর্জ্জনা,
বাতাস হতেও শূন্য—চঞ্চল—অস্থির,
এই যা বহিছে দেখ উত্তর কেন্দ্রেতে
হিমানী মাখিয়া অঙ্গে, তখনি আবার
ক্রোধে অন্ধ, গোটাকত ফুৎকার ছাড়িয়া
আসি উপস্থিত হয় কুমেরু যেখানে
মাখিয়া শিশিরবিন্দু বহিতে হিল্লোলে।

বেনু। তাই ত হে—যে বাতাস, আমরাই বা উড়ি।—
ও দিকে যে আহারাদি শেষ হয়ে গেলো;
শেষটা কি শুধু পেটেই যাবে?

রো। সে কি হে,
এরি মধ্যে কি?—না, ভাই, মন সচ্চে না'ক।
মনে হচ্চে কি একটা দুর্ঘটনা যেন
ঘট্‌বেই ঘট্‌বেই আজ। তিথি লগ্ন কাল
দেখে মনে হয় মম, এ বসন্তোৎসব
হবে সাঙ্গ জীবনের সঙ্গেতে আমার।
এ হৃদয়তলে খেলে যে আয়ুতরঙ্গ
ফুরাবে অকালে তাহা—অপমৃত্যু শেষে
ঘৃণাকর। কিন্তু যিনি আমার এ দেহ-
তরণীর কর্ণধার, তিনিই আপনি
চালাবেন সুবাতাসে সে তরণী সদা।

মর। চলো হে মন্দেরা—মন্দিরেয় লাগাও ঘা,—
বাজাও একতারা।

(মুখে তদনুকরণ এবং ঘুঙ্গুর নূপুর পায়ে দিয়ে সকলের নৃত্য ও গান)

(পরে সকলেই নিষ্ক্রান্ত।)

পঞ্চম দৃশ্য

কপলতের অন্দরমহল

কপলতপত্নী ও দাসীর প্রবেশ।

ক-পত্নী। ও বামা, খাওয়া দাওয়া ত শেষ হলো, এখন যেখানে বসে মেয়েরা গানবাজনা শুন্‌বে, সে জায়গাটা সাজানো কোজানো হ'তে কত দেরি, একবার দেখে আয় না।

দাসী। বিছানা টিছানা পেতে, মখমলের জাজিম্ বিছিয়ে, সব গোচ-গাচ্ ক'রে এই আমি আস্‌চি। কোনো কিছুতে কেউ যে খুঁত ধর্‌বে, তার যো-টি নেই। কারো ছেলেপিলে কাঁদ্‌লে মায় তাদের শোবার জায়গা পজ্জন্ত কোরে এসেছি।

ক-পত্নী। আর, ফুলের মালা ঝারাটারাগুলো ঝোলানো হয়েছে তো?

দাসী। ওগো, সব ঠিক্‌ঠাক্ হয়েছে,—সেখানে গেলে ফুলের বাসে গা-টা যেন এলিয়ে পড়ে।

ক-পত্নী। আতর্‌দান্, গোলাপপাস্, সেণ্টবোতল ও পাফুমের আস্‌বাবগুলো কেতামত সব রাখা হয়েছে তো?

দাসী। মা ঠাকুরুণ, কিছু ভাব্‌তে হবে না—যার যা দরকার, কোনো জিনিস্‌টিই ফাঁক্ পড়েনি।

ক-পত্নী। পান জল খাবার আস্‌বাব, রূপোর বাটাবাটী গেলাস্ সর্‌পোস্, ডিপে ডাবরগুলো ভুলিস্ নে তো। সহরের বড় বড় ঘরের মেয়েরা আস্‌তে কেউ আর বাকি নেই,—দেখিস্, কেউ যেন নিন্দেবান্দা করে না।

দাসী। মা ঠাকুরুণ, কিছু ভেবো না; বামী কখনো হিঁজিপিঁজি লোকের বাড়ীতে চাকরাণীগিরি করে নি,—আর এই বাড়ীতেই আমি যে বুড়ইয়ে গেনু—আমাকে কি আর ও সব শিকুতে হবে, না বল্‌তে হবে? —ওগো, আমি খোড়্‌কেগাছটি পজ্জন্ত ভুলি নি; যেখানকার যিটি, সব ঠিক্‌ঠাক্ আছে, দু পা কাকেও নড়্‌তে হবে না।

ক-পত্নী। কোনো কিছুতে যদি এক চুলের তফাৎ হয়, তো টের্ পাবি।—ও সুবাস্, সুতার্, সুভাষ—তোরা সব কোথা গো, গান বাজনা

কি শুন্‌বি নে,—আর ওখানে কেন?—যাও না মা, সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে তোমাদের জায়গায় যাও না।—বাহিরের চকের পূবের বারাণ্ডায় মেয়েদের বৈঠক হয়েছে।

নেপথ্যে। যাই—গো—যাই।

সুবাস, সুতার, সুভাষ প্রভৃতি পুরস্ত্রী ও দাসীগণের প্রবেশ।

সুতার। মা, এই চল্লুম।—আয় লো আয় সব আয়।

(অভ্যাগত মহিলাগণের প্রতি)

এসো বোন এসো, এসো মা এসো, এসো এসো ন-পাড়ার বৌ এসো;—রাঙ্গা খুড়ী কোথায় গো—এসো না; এই যে এ দিকে পথ।

(ক্রমে সকলে নিষ্ক্রান্ত।)

কপলত-জননীর প্রবেশ।

ক-পত্নী। মা, তুমি জুলিকে নিয়ে মেয়ে-বৈঠকে যাও, আমার হাতে এখনো ঢের্ কাজ, আমি যেতে পাচ্চি নে—তুমি গিয়ে সব দেখাশোনা আদর অপেক্ষা করো—যে যেমন, দেখো, মা, কারো যেন যত্নের ত্রুটি হয় না।

(নিষ্ক্রান্ত।)

একটি পর্দা পতন ও সেই সঙ্গে অন্ত একটি উত্তোলন।

স্ত্রীলোকদের বৈঠক। তড়িদ্দামিনী, নিশিযামিনী, সুতার, সোহাগ, সুভাষ প্রভৃতি।

তড়িদ্দামিনী। ও সোহাগ্, বলি, বড় বাহার যে—বাসন্তী রঙ্গের ওড়্‌না বড় উড়িয়েছ!

সো। বটে বটে, আমার ত আর অমন নিটোল্ চোস্ত ফিট্‌কট (Fitout) জ্যাকেট্ নেই, আর তার বয়েসই বা কই? আমাদের এখন ওড়্‌না চাদর ঢাকাঢুকিই ভালো।

কাঞ্চনমালা। আর অমন পকেট্‌ঘড়ি, ঘড়ির চেনের বাহারই বা কার?—সোহাগ্, সে কথাটাও বলিস্।

তড়িদ্দামিনী। সত্যিই তো, তোরা এ ফ্যাসন্ পাবি কোথা, এ হালি আম্‌দানি, হঠাৎ বাবু হুতুমুহাঁদা বাবুদের ফ্যাসন্।

কাঞ্চন। তবে আর সাম্‌লা গাম্‌লাটা বাকি থাকে কেনো? সেইটে হলেই তো ঠিক উকীল এটর্ণীদের সাজ্ হয়।—আর দশ টাকা কামাতেও

পারো, মিন্‌সেগুলোকে অতো নাকানি চুবুনি খেতে হয় না, ঘরে বসেই ছুটি ছুটি খেতে পায়।

সোহাগ। আর তার সঙ্গে চোগা চস্‌মা—তা হলেই চূড়ান্ত হয়,—মজ্‌লিস দর্‌বার্ পর্য্যন্ত ফেরা ঘোরা চলে—

তড়িদ্দামিনী। তা মিছে কি? তা হ'লে তো আর তোদের মতন দু'বুড়ি চার বুড়ি গয়নাগাঁটি পরে বসে থাক্‌তে হয় না। দু'পা চল্‌বার যো নেই, পা ফেল্লিই ঝমর্ ঝমর্ ঝম্—পাড়া শুদ্ধ চম্‌কে ওঠে।

কাঞ্চন। তা গয়না যদি না পর্‌বে—জ্যাকেট্ সেমিজ্ গায়ে দেবে, ঘড়ির চেন্ পকেটে ঝোলাবে, তবে এখানে কেন? ঐ মিন্সেদের মজ্‌লিসে মিশলেই তো হয়।—নিশি, তুই কি বলিস্; তুই যে একটি কথাও কচ্চিস্ নে।

নিশিযামিনী। আমি আর কি কথা কবো? আমার জ্যাকেট্ শেমিজও নাই, আর গয়নাগাঁটিও নাই।

সোহাগ। ক্যান্ লো—তোর ভাতারকে বল্‌তে পারিস্ নে; সে মিন্‌সেরই বা কি আক্কেল, এ কালে কতো রকম রকম হয়েছে, তার দশখানা তোকে দিতে পারে না।

নিশি। দিদি, তোমার ঐ ছাখন্‌বাহার হারছড়াতে কত পড়েছে?

সোহাগ। কি এমন পড়েছে, হাজার দেড়েক কি দু হাজারই হবে।

নিশি। (দীর্ঘ নিশ্বাস)—তা বোন্, আমার তিনি কোথা পাবেন?

সুভাষ। ঐ জুলি আস্‌চে।

(সকলের সেই দিকে দৃষ্টি)

কপলভ-জননী ও জুলিয়েন্তের প্রবেশ।

তড়িদ্দামিনী। ও ঠান্‌দিদি, তুমি যে এখানে রাত জাগ্‌তে এয়েছ? দুটো গান্ শিখ্‌বে না কি?

ক-জননী। আর বোন্, গান শেখবার কি আর দিন আছে।—না ভাই, আমি জুলির পাহারা, ওর মা আস্‌তে পাল্লে না, তাই আমি এসেছি।

তড়ি। জুলি কি কচি খুকি, যে-কেউ ওর কোমর্‌পাটা কেটে নেবে, না ওর কোনো বাইটাই হয়েছে, ছুট্‌কে পালাবে? তা ঠান্‌দিদি, তাই যদি হয়, তুমি কি ওকে আট্‌কাতে পার্‌বে?

ক-জননী। আট্‌কাবো আর কি? আজকাল যে দিন পড়েচে।—কে লো—তড়িদ্দামিনী না কি?—না ভাই, বেশ সাজ্ হয়েছে।—এখন ঘোড়ায় ওঠো।

তড়ি। ঠান্‌দিদি, তা ভেবেচো কি ঘোড়ায় উঠবো না।

ক-জননী। উঠ্‌বে বই কি দিদি, ঘোড়ায় কি, বেদেদের দড়ায় উঠবে, বাঁশবাজি কর্‌বে, ডিগ্‌বাজি খাবে, আরো কত কি কর্‌বে।

সকলে। ঠান্‌দিদি বেশ বলেচে—বেশ বলেচে।

নিশি। (জনান্তিকে) দেখ্‌লি ভাই, সেকেলে লোক।

ক-জননী। ও মা, বলে কি।—ঘোড়ায় চড়বে? যে দেশের ব্যাটাছেলেরাই ঘোড়ায় চড়তে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়, সে দেশের মেয়েরা ঘোড়ায় চড়বে? ধন্নি দেশের মেয়ে। তা আমাদের আর দেখতে হবে না।

তড়ি। ঠান্‌দিদি গো, যাই ভাবো না, মন্‌কে সেটা ঠার্,
দেখবে মেয়ে চড়বে ঘোড়ায়—কদ্দিন সে আর।

(যবনিকা পতন, অন্য দিকে যবনিকা উত্থিত।)

নিমন্ত্রিত, অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের প্রবেশ।

কপলত। আসতে আজ্ঞা হয়—আসুন আসুন; এই যে এ দিকে স্থান আছে। আসুন সকলে, ভাল হয়ে বসুন।—উঃ, কি গ্রীষ্মই আজ।—ওরে ব্যাটারা, তোরা কি কচ্চিস্, এদিক্‌কার এই দেয়ালগিরিগুলো জ্বেলে দে না।—টানো—জোরে টানো, ব্যাটারা দড়িতে হাত দিয়েচে কি অম্‌নি মরেচে। টান্ জোরে টান্।

ঐক্যতানবাদক ও বাউলের দলের প্রবেশ।

সরো—সরো, পথ ছাড়ো—এঁদের আস্‌তে দেও;—আসর যোড়া ক'রো না।—(স্বগত)—হায়, এককালে আমিও বাউল সেজে কত নেচেছি, এখন আর সে দিন কোথা।—গেছে—গেছে—সব ফুরিয়েচে। (প্রকাশ্যে)—এসো এসো, দাদা এসো। (জনৈক আগন্তুকের প্রতি) —ক্যামন্ দাদা, মনে পড়ে কি? এককালে কত আমোদই করা গ্যাছে। সেই শেষ বারের কথাটা মনে আছে কি? বলো দেখি—সে কদ্দিন হলো?

আগন্তুক। হরি হরি, সে আজ কি—৩০ বছরের কম তো নয়।

কপ। আরে বলো কি,—না না—অতো হবে না। সে তো সেই কমলকিশোরের বের্ বছর, হদ্দ পঁচিশ হবে।

আগন্তুক। পঁচিশ কি হে—বেশী—বেশী। এই তার ছেলেরই যে পঁচিশ পেরিয়ে গেছে, তিরিশের কম নয়।

কপ। কি বল্‌চো হে?—এই দু বছর বই ত নয় তার ছেলের ওছিয়তি আমাদের হাত থেকে গেছে।

(ঐক্যতান বাদন ও বাউলের নৃত্যগীত)

পরে সকলে নিষ্ক্রান্ত।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(বৈঠকখানার পার্শ্বের কামরা।)

রোমিও ও একজন পরিচারকের প্রবেশ।

রো। ওহে, এ বাড়ীটি কত দিনের—ভারী ত জম্‌কালো বাড়ী।

পরিচারক। তা আমি বল্‌তে পার্‌বো না, মোশয়।

রো। (স্বগত)—আহা কি সুন্দর!—কিবা গঠনপ্রণালী;
উন্নত প্রশস্ত কিবা গৃহ-পরিমাণ।
স্তম্ভগুলি সারি সারি উঠেছে কেমন।
সরল শালের প্রায়; চিত্রিত বিচিত্র
কারুকার্য্যে স্কন্ধদেশ কিবা মনোহর।
প্রাচীর-শরীরে আঁকা মাণিক-হীরকে
লতা পাতা ফল পুষ্প সুরুচি সুখদ।
বাহিরে অন্তর হ'তে কি শোভা দেখিতে—
শূন্যে যেন চিত্রপট ভাসিছে কিরণে।
বিভাবরীকালে চন্দ্রকিরণে-যখন
ভাসে অট্টালিকা-দেহ, মনে হয় যেন
কোনো যক্ষালয় কিম্বা পরি-নিকেতন।

তৈবলের প্রবেশ।

তৈবল। এ কি। এ কার গলা? কণ্ঠস্বর শুনে
মনে যেন হয় কোনো মন্তাগো-সন্তান।
কে আছিস্ রে, তরবারি এনে দে তো মোর।
এতো স্পর্দ্ধা এতো তেজ এতই সাহস
ছদ্ম বেশে এ পুরীতে করেছে প্রবেশ,
আমাদের রীতিনীতি পদ্ধতি ঠেলিয়া!
বাক্‌ছল বিদ্রূপ কৌতুক পরিহাস
বাসনা মানসে ধরি।—মন্তাগোর বংশ
যদি কেউ হোস্ তুই, তোর রক্ত দেখিবই আজ,
নিন্দা নাহি তায়,—নাহি পাতকের লেশ।
কে আছিস্ রে—তোর মৃত্যু মোর হস্তে লেখা।

(ভৃত্য কর্ত্তৃক তরবারি আনয়ন ও হস্তে প্রদান।)

কপলতের প্রবেশ।

কপ। কি হে, এত রাগ কেন?
তৈ। দেখুন, মহাশয়,
কি আস্পর্দ্ধা। ব্যাটা এক জঘন্য অন্ত্যজ
মন্তাগোবংশজ হেয়,—ব্যাটা কি না হেথা
চিরশত্রুপুরে দম্ভে করেছে প্রবেশ
বিদ্রূপিতে আজিকার নিশির উৎসব।
ক। এ যুবা রোমিও না?
তৈ। এ সেই ছুঁচোই ত।
ক। ওহে, ও তৈবল, ক্ষান্ত হও—যাক্ যেতে দেও।
ওর চালচলন তো দেখচি মন্দ নয়।
সত্য কথা বল্‌তেই কি—বরণা ভিতরে,
গুণের বাখান ওর শুনি সর্ব্ব ঠাঁই।
এ হেন যুবায় (পাইলেও বরণার
সমূহ বৈভব অর্থ) নারিব হিংসিতে।
সাবধান, কেহ এর অনিষ্ট ক'রো না।

আনন্দ-উৎসব-দিনে পালন উচিত
সাধু আচরণ সদা।

তৈ। এরি যোগ্য বটে
সে ভদ্রতা!—আমার হবে না সহ্য তাহা।

ক। তুই ত ভারী বে-আদব্।

তৈ। যাই বলুন, আমি
কখনও তা পারব না—কখনই না।

ক। তৈবল, আবার—ফের? চুপ কল্লি!—ছাখ্
আমি বল্‌চি আমার হুকুম মান্‌তেই সে হবে।
এ বাড়ী আমার জানিস্—আমি কর্ত্তা এর।
বরদাস্ত কর্ত্তেই হবে;—কি? তুই তা পার্‌বি না?
তবে কি হাতাহাতি কর্‌বি নাকি?—হতভাগা।
বরদাস্ত হবে না!—বটেই তো! রক্তারক্তি হোক্,
তা হ'লে আর পায় কে তোকে?—

তৈবল। খুড়ো! হলে কি গো?
এ ভারী লজ্জার কথা।

কপলত। ফের্ বেল্লিক্—ফের্!
তুই ত বড় বেহায়া?—আঁ্যা, তুই হলি কি রে?
এ নয় সুধারা তোর—অবাধ্য দুর্ম্মতি,
পাবি ফল হাতে হাতে জানিস্ নিশ্চয়।
আমার কথায় চোপ্‌রা—সম্মুখে দাঁড়ায়ে?
কালধর্ম্ম বটে তা এ,—তোর দোষই কি!
ভাল চাস্ তো এখনো যা—চুপ্ করে থাক্।

(নিষ্ক্রান্ত।)

তৈবল। খরতর বহে মম ক্রোধের সরিৎ,
ইচ্ছা বিপরীত তায়—ধৈর্য্য অবরোধ।
দুই দিকে দুই স্রোতে শরীর কাঁপায়,
এ স্থান ছাড়াই ভাল;—কিন্তু বিষময়
হবে এই অনাহূত শত্রুর উদয়। (নিষ্ক্রান্ত।)

(যবনিকা পতন—অন্য দিকে যবনিকা উত্তোলিত)

নৃত্যগীতের স্থান।

পরিচারকদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম পরিচারক। ওরে, সে মুদোপেটা শালা কোথা গেল র‍্যা? সবই কি একলা আমাকে কত্তে হবে না কি?—হ্যাঁ। সে আবার একটা কাজে হাত দেবে। শালা,—ফক্কর্ দালালিতে খুব।

২য় পরি। ও কি হে, ভদ্দর কথা কও,—ভদ্দরনোকের চাকোর, নোকে শুন্‌লে বলবে কি?

১ম পরি। ঐ ম্যাজ কেদেরাগুলো ওখান থেকে সরা তো ভাই, বাওলেরা নাচ্‌বে, একটু জায়গা ফাঁক রাখা চাই।—ছাখ্, তোর জন্যে আমি দুখানা পাতের দুটো মাছের মুড়ো সরিয়ে রেখেছি। আর মাঝখান থেকে অম্‌নি আর একটা কাজ সেরে আসিস্। দরওয়ানজীকে বলিস্ যে সুকি আর বিচু এলে যেন পথ ছেড়ে দেয়।—ও রামা, ও জগা, ও মান্‌কে, কোথা গেলি রে—সব, একবার হেথা আয় না।

২য় পরি। ওহে, তোমাকে কে একজন খুজ্‌চে—ঐ ওদিক্কার বারাণ্ডায়। লোকটা ভদ্দর নোক গোচ,—অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

১ম পরি। এখন কোন্ দিক্ রাখি বল্।—হেথা একবার—সেথা একবার করে করে দম বেরুলো যে।—ভ্যালা মন্দ সব এই ত হয়েছে, এইবার পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে গুড়ুক ফোঁকো আর কি।

কপলতের প্রবেশ।

কপ। (অনুচরদিগের প্রতি)—ভ্যালা মোর ভাই সব—হাত চালিয়ে নে।

(নিষ্ক্রান্ত।)

(ঐক্যতান বাদন ও বাউলের দলের সকলকার স্ব স্ব স্থান গ্রহণ।)

(প্রথম ঐক্যতান বাদন,—তার পর বাউলদের নাচ গান; পরে সকলে নিষ্ক্রান্ত।)

সপ্তম দৃশ্য

(বাহির ও অন্দর বাটীর সংযোজক বারাণ্ডা—লণ্ঠনে ক্ষীণ আলোক)

রো। আহা! কিবা দেখিলাম, রূপ ত সে নয়!
রূপে যেন সে মণ্ডল আলো করে আছে!

নিশির শ্রবণে যথা কিরণের দুল্
কিম্বা শ্যামাঙ্গীর কর্ণে স্বর্ণের কুণ্ডল
শোভাকর—তেমতি সে রমণীও
রমণীমণ্ডলে শোভা করে। আহা সেই
ধরণী-দুর্লভ রূপ নরভোগ্য নয়।
তুষারধবল দেহ কপোতী যেমন
দেখা দিলে কাকীদলে, তেমতি সে নারী
শোভা ধরে সঙ্গিনী কামিনীদল মাঝে।
থাকি এইখানে আমি আরো ক্ষণকাল
চেয়ে আশাপথ পানে—দৈবে সে যদ্যপি
আসে এই পথ দিয়া, লভিব সাক্ষাৎ।
হবে কি সৌভাগ্য হেন,—দেখি কিবা ঘটে।
প্রেম যে এমন, আগে জানি নি ত তাহা?
হৃদয়! কখনো আগে চিনেছ কি প্রেম?
হে নেত্র, করিয়া সত্য বল সত্য করি
সৌন্দর্য্য কখনো পূর্ব্বে দেখেছিলে কভু!

(কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ ও অগ্রসর হওন)

জুলিয়েতের প্রবেশ।

রোমিও কর্ত্তৃক তাঁহার হস্তধারণ।

রো। ধনি,

রূপের মন্দির এই ইহারে ছুঁইতে নেই
ছুঁয়ে যদি অকস্মাৎ হয়ে থাকি পাপী।
ক্ষম অধমের দোষ যে ইচ্ছা প্রকাশো রোষ
অধরে দণ্ডিয়া চিত্তে কর অনুতাপী॥

জু। ক'রে পাতকের ভাণ করে করো অপমান,
করে অর্ঘ্য পুষ্পাঞ্জলি ধরে।
করে ধুয়ে পুঁছে নিয়ে করে গঙ্গোদক দিয়ে
দেবের মন্দির শুচি করে॥

রো। করস্পর্শে শুচি করে ভাল শিখিলাম, পরে
বলো তবে কি দোষ অধরে?

জু। নর নারী ওষ্ঠাধরে দোষ গুণ দুই-ই ধরে
নির্দ্দোষ অধর—ওষ্ঠ স্তুতি যবে করে।

রো। দেবীরূপা তুমি ধনী তুমি রমণীর মণি
হেরো এ অধর মম তব স্তুতি করে!

জু। এ তো মোর কথা নয়, এ স্তবে কলুষ হয়;
পথ ছাড়ো—সরো সরো—সরো যাই সরে।

রো। থাকো ধনী ক্ষণ আর দেখিয়ে ও রূপ সার
হৃদয় ভরিয়া লই পূরিয়া অন্তরে।

জু। কি জানি কি হবে দোষ না করো না করো রোষ
এখনি আসিবে কেহ পালাবো কি ক'রে!—
পথ ছাড়ো—সরো সরো—সরো যাই সরে।

রো। একান্তই রূপনদী অন্তরে সরিবে যদি
ছোঁয়াইয়া যাও তবে অধরে অধরে।

(অধরস্পর্শ)

জু। ধর্ম্ম সাক্ষী—হ'লে নাথ।

রো। সত্য সত্য তাই,
যত দিন নহে মম এ দেহ নিপাত।

ধাইয়ের প্রবেশ।

ধাই। জুলিয়ে, তোমার মা ডাকৃচে।

রো। কে ডাকৃচে?

ধাই। ওঁর মা;—এ বাড়ীর গিন্নি।—কেও পারশ?—ভাল ভাল! অহে, এখনো একটা জলপাত্র যোটাতে পাল্লে না।—ত্যাখো, একে যদি হাত কত্তে পারো। আমি কে তা জানো?—আমি এই জুলিয়ের ধাই—ওকে মানুষ করেছি। এতক্ষণ মজ্‌লিসে ওরই কথা বলাবলি হচ্ছিল! একটা কথা কানে কানে বলি (কানের কাছে)—এর মাবাপের ঢের টাকাকড়ি—এও যার—সেও তার।

রো। ইনি কপলতকন্যা!—(স্বগত) দিতে হলো শেষ
শত্রুহস্তে জীবনের হিসেব নিকেশ!

বেন্বলের প্রবেশ।

বেন্ব। এই যে—সরে পড়ো, সময় হয়েছে।

রো। আমিও জেনেছি মনে সময় হয়েছে,
আমারও হৃদয়ে তাই এ বেগ ছুটেছে।

(জুলিয়েত এবং ধাত্রী ছাড়া আর সকলে নিক্রান্ত)

জু। ধাই মা, এ দিকে এসো,—কে উনি গা ?

ধা। উনি ত পারশ—রাজার মাস্‌তুতো ভাই।

জু। ও কেন পারশ হবে—কি বল্‌চো ধাই তুমি ? এ আলোতে ভালো বুঝি চিন্‌তে পারো নাই।

ধা। ও মা কি বলে গা, পারশকে কি চিনি না, চোখের মাতা খেয়েছি কি, বলিস্‌ কি জুলিয়ে ?

জুলিও। না, ধাই মা,—বালাই বালাই।—আমি কি তা বল্‌চি, তবে কি না, এ আলোটা তত ভাল নয়—

ধাই। ওগো, বেশ ক'রে দেখেছি আমি—বেশ ক'রে।

জু। বেশ তো, ধাই, একটিবার জিগ্‌গুসে আয় না।

ধাই। বাপ্‌ রে বাপ্‌—কি মেয়ে গা ? সন্দ আর এঁর যায় না। (যেতে যেতে স্বগত)

না হয় একটু ঝাপ্‌সা দেখি—জলই না হয় সরে,
এ বয়েসে কার চখই বা হীরে ঝক্‌ ঝক্‌ করে ?
ওঁদের যেমন—

(নিক্রান্ত)

জু। কি সংবাদ্‌ই আনে ধাই।—স্থির হ না মন।

ধাত্রীর পুনঃ প্রবেশ।

ধা। না, বাছা, তোর কথাই ঠিক্‌—পারশ ইনি নন্‌,
রোমিও ইঁহার নাম মন্তাগো-নন্দন—
চির শত্রু তোমাদের।

জু। এ কি হলো, হায়।

রো। প্রথম আমার এই প্রণয় সঞ্চার,
সে প্রেম সঁপিনু কি না শত্রুরে আমার।

চিনিবার আগে আঁখি হরিল অন্তর,
আগে গলে প'রে ফাঁসি পরে চিনি তায়
এ কি বিপরীত প্রেম অদৃষ্টের ফেরে।
হিংসার ভাজন যেবা প্রেমে ভক্তি তারে।

ধা। এ আবার কি— এ আবার কি?

জু। না ধাই, ও কিছু না।—
পথে যেতে কারো কাছে শোলোক শিখিছি,
পড়ে পড়ে তাই সেটা মুখস্ত কত্তিচি।

নেপথ্যে।—ও জুলিয়ে, জুলিয়ে গো।

ধাই। যায় গো যায়।—
(জুলিয়েতের প্রতি) আয় গো মা, আয়, যাই।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(কপলতের উদ্যান—প্রাচীরের ধারে এক সুঁড়ি পথ।)

রোমিওর প্রবেশ।

রো। ফেরো দেহ, পারিবে না ছেড়ে যেতে প্রাণ—
এইখানে, খোঁজ সেই হৃদয়-পুত্তলি।

(প্রাচীর লঙ্ঘন)

বেন্বল এবং মরকেশের প্রবেশ।

বেন্। ও রোমিও!—কোথা হে? কোন্ দিকে পালালো?

মর। সে বড় সেয়ানা ছেলে—ঘরে গেছে চলে।

বেন্। আমি কিন্তু দেখেছি, সে এই দিকে ছুটেছে। পাঁচীল টপকে গেলো না কি—বাগানে বা তবে? মরকেশ, ডাক্ না, ভাই।

মরকেশ। রও তবে, আমি হবে না,
মন্তর পড়ে ডাকি।—ও রোমিও হতভাগা

ও খেপা উন্মাদ, ওরে বায়ুপিত্তিকফ,
কোথা মত্তে গেলি—আর একবার দেখা দে।
নয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানান দে।
একবারটি না হয় বল্—উঃ উঃ প্রাণ যায়,
না হয় বল্—হা পিরীতি সুধার বোতল্।
না হয় সেই কাণা-চকো ঠাকুরটির কুচ্ছ ছুটো গা;
যিনি খুঁজে খুঁজে আর কাকেও না পেয়ে
জেলের মেয়েটাকে নেলান্ পরাশর ঋষিটা।
কই হে কিছু হচ্চে না যে, নড়েও না ত কেউ?
তবে সেটা ম'লো না কি ক'রে—"খেউ খেউ"?
এবার্ রসো আর একটা মন্ত্র তবে ঝাড়ি,
ফির্‌বে এতে গিয়েও যদি থাকে যমের বাড়ী।
হ্যা ছ্যাক্ তোকে তার দিব্বি—সেই যার মাথায় চূড়ো
সেই উচ্‌কপালী, ভাঁটাচোখী, গায়ে শাদা গুঁড়ো
সেই বেগ্‌নিরঙ্গা ঠোঁটের দিব্বি—একবার দেখা দে,
না দিস্ তো তোর্ সেটাকে যম্‌কে ডেকে দে।

বেন্থ। অতো কড়া নয় হে—শুন্‌তে পায় ত ভারী চট্‌বে।

মর। এতে সে চট্‌বে না হে—চট্‌তো তবে খাঁটি
যদি কেউ গণ্ডী কেটে হাত্ কত্তো তায়।
মন্দও তো এমন কিছু বলিনে তাকে, তার
ভালই তো বল্‌চি আরো—ওহে, রোমো সমজদার?

বেন্থ। ছ্যাখো—নিশ্চয়ই সে আছে এই বাগানে লুকিয়ে
তা দিব্বি মিলে গেছে,—কাণা যেমন কাম,
তেমনিই ভিদ্‌ভিদে রাত—স্যাঁৎসেঁতে বাগান।

মর। কাম যদি কাণা তার মিছে ধনুক টানা,
তার্ তাগ্ তো ঠিক হয় না—
ও রোমিও, আজ্ রাতটে বিদেয় তবে হই,
মেঠো মড়া হয়ে কেনো-হেথা পড়ে রই,
ঘরে গে গরম্ হইগে;—বেন্থ, তোরও চ্যারা সই,
না থাক্‌বি হেথা?—

বেন্ভ। চলো যাই,—আমিই কেন রই ;—
সে তো দেখা দেবে না—মিছে তার সাধনা।
(নিষ্ক্রান্ত)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কপলতের উদ্যান

রোমিওর প্রবেশ।

রো। অঙ্গে যার অস্ত্রাঘাত হয়নি কখন,
হাসে সেই, ক্ষত চিহ্ন করি দরশন।

বাগানবাটীর উপরের তলের এক বাতায়নপথে জুলিয়েতের প্রবেশ।

কিসের ও আলো—অই বাতায়ন পথে!
অহো! পূর্ব্বাসার অই, জুলিয়ে তাহায়
জ্বলে দিক্ আলো করি—রূপের মিহির।
ওঠো অংশুমালী মম, নাশো নিশানাথে,
এখনি সে পাণ্ডুবর্ণ করেছে ধারণ
রূপের হিংসায় তব—ক্লিষ্ট শোভাহীন।
ও শশী কি লাবণ্যের উপমা তোমার,
শরতের জ্যোৎস্নাছটা নখে ঝরে যার!
আমার হৃদয়রাজ্যে তুমিই ঈশ্বরী!
হায়, প্রিয়ে জানিতে তা যদি!—কি বল্‌চে না?
কই কিছুই ত না!—নাই হোক্ যেন,
চখে চখে কখনো তো কথা কওয়া যায়,
আমিও উত্তর দিব নেত্রের ভাষায়।
বড় দুঃসাহসী আমি, আমায় সম্ভাষি
বলে না তো কোনো কথা নয়ন তাহার!
আহা, কিবা চক্ষু দুটি, মরি কি উজ্জ্বল!
আকাশের তারা যেন যাবে অন্য স্থানে
তাই ও দুটিরে ডাকে—হেথা এসে বসো,
ধরো জ্যোতিঃ কিছুক্ষণ আমাদের হ'য়ে

যে অবধি না ফিরি আমরা। কিন্তু তারা
নেমে এসে বসে যদি অই গণ্ড পাশে,
দেখায়—যেমতি দীপ দিবার আলোকে।
এ নক্ষত্র দুটি যদি অন্তরীক্ষে উঠি
জ্যোতিঃ প্রকাশিয়া বসে আকাশের মাঝে,
এ হেন উজ্জ্বল আলো ধরে নভোদেশ
সমূহ জগতময় বিহঙ্গ সকল
কাকলি করিয়া উঠে—দিন হলো ভেবে।
অহো। হেলিয়াছে কিবা করতলে রাখি
সুন্দর কপোলখানি, হেরে ইচ্ছা হয়
অঞ্চল হইয়া থাকি করে জড়াইয়া
সুগণ্ড পরশে হই সুখী।

জুলি। হা, কপাল।

রো। অই যে কি বল্‌চে না?
হে অমরি, বলো ফিরে, শুনি অই বাণী,
যুড়াক্ শ্রবণ সুধা-বর্ষণে আবার।
অলকাবাসিনী তুমি; উর্দ্ধেও তেমনি
বিরাজিছ এবে মম শিরসি উপরে।
এ রজনী শোভাময়ী হয়েছে তেমতি
শোভা ধরে যথা যবে কোনো ব্যোমচারী,
চলে শূন্যে ঘনপৃষ্ঠে পদ বিক্ষেপিয়া,
দ্বিধা করি বায়ু-স্তর, মর্ত্তবাসিগণ
বিস্ময়ে প্লাবিত চিত্ত চাহে শূন্যপথে।

জু। হা, রোমিও। রোমিও তোমার নাম কেন?
বলো হে, ও নাম নয় তব,—নহ তুমি
বিপক্ষতনয়।—তাও যদি নাহি বলো,
বলো হে আমার তুমি—আর কারো নও।
তা হলে এখনি আমি করি প্রত্যাখ্যান
পিতা, পিতৃকুল আর আমারো এ নাম।

রো। (স্বগত) আরো কি শুন্‌বো, না, এখনই কথা কবো?

জু। নাম(ই) তোমার শুধু বিরোধী আমার ;
তুমি যা তুমিই আছ—তুমি কিছু আর
মন্তাগোকুলের কিম্বা অন্য কারো নও।
হলো বা রোমিও নাম ক্ষতি কিবা তায় ?
নাম কিছু হাত নয়, নয় নেত্র মুখ,
মানুষ মানুষ যাতে কিছু তার নয় ;
যে নাম সে নামে কেন ডাকো না গোলাপে
গোলাপের মিষ্ট গন্ধ গোলাপেই থাকে।
তেমতি রোমিও যা, তা থাকিবে রোমিও
যে নামেই ডাকো তারে ; তাঁহার গরিমা
ধারে না সে কোনো ধার নামের তাঁহার।—
হা, রোমিও। ও নামটি শুধু পরিহর
তার বিনিময়ে মোরে আপনার কর।

রো। তাই সই, অই বাক্য শিরোধার্য্য মম,
এখন হইতে আমি রোমিও সে নই,
প্রিয় ব'লে ডাকো শুধু—সেই নামই রাখো।

জু। কে হে তুমি, রজনীর তিমিরে লুকায়ে,
আমার প্রাণের কথা করিছ শ্রবণ ?

রো। নাম ধ'রে পরিচয় দিতে ত পারি না।
যে নাম আমার, ধনি, শত্রু সে তোমার,
তখন ছিঁড়িব তায়, কভু যদি লিখি।

জু। সত্য বলো কোন্ পথে এসেছ এখানে ?
এসেছ বা কি মানসে ? উদ্যান-প্রাচীর
অতি উচ্চ, তুচ্ছ নহে, কিরূপে লঙ্ঘিলে ?
এ স্থান সঙ্কটপূর্ণ একান্ত তোমার,
হেথা কেন এলে ? জ্ঞাতি মম কেহ
দেখে যদি, সর্ব্বনাশ হইবে এখনি।

রো। প্রণয়-পাখার ভরে লঙ্ঘেছি প্রাচীর,
পাষাণ-প্রাচীরে প্রেম রোধিতে কি পারে ?
অসাধ্য প্রেমের নাই, সংকল্প সাধনে

বিপদে না করে ভয়, না ডরে শমনে,—
তোমার স্বজনে বাধা কি দিবে আমায়!
জু। কেনো হেথা এলে, হায়, তারা যদি কেহ
দেখে তবে এখনি যে পরাণে বধিবে!
রো। তার চেয়ে শত গুণ বিপদ, সুন্দরি,
অপাঙ্গলহরে তব; বিংশতি কৃপাণ
তাহাদের করে নহে তত বিঘ্নকর,
যে অনিষ্ট ধনি, তব কটাক্ষের বিষে।
এক বিন্দু সুধা, হায়, ক্ষরে যদি তায়,
তাহাদের সে শত্রুতা মনেও না গণি।
জু। হে ভগবান, যেন এখানে উঁহাকে
কেহই না দেখে তারা—না আসে নিকটে!
রো। রজনীর অন্ধকার ঢেকেছে আমায়
সে সবার দৃষ্টি হতে। কিন্তু তাহাদের
হাতেও মরণ ভাল, তবু ইচ্ছা নয়
বিহনে প্রণয় তব পরাণে বাঁচিতে।
জু। এখানে আসিতে পথ কে দেখায়ে দিল?
রো। প্রণয়ই মন্ত্রণা দিয়ে এনেছে হেথায়।
নহি আমি সুনাবিক, কিন্তু সুলোচনে,
থাকো যদি পৃথিবীর শেষের সীমায়
সেখানেও যেতে পারি এ রত্ন লভিতে।
জু। যামিনীর অন্ধকারে ঢেকেছে বদন,
না পাও দেখিতে তাই—লজ্জার লাঞ্ছন
পড়েছে কতই কর্ণ কপোল গ্রীবায়,
অনলের দাহে যেন গণ্ড পুড়ে যায়!
পোড়ামুখে কত না বলেছি কত কথা—
দিবসে জিহ্বার অগ্রে আনিলে সে সব
রদনে রসনা কাটি বলিতাম—না না।
ক্ষম অপরাধ মম, অবলা হৃদয়
বলহীন! আর না—পারি না আর এই

মিথ্যা ভণ্ড আচরণ। অলীক ভদ্রতা
হও দূর!—বলো হে আমায় ভালবাস?
ভুলা(ই)ও না—ছলিও না—মিথ্যা বঞ্চনায়।
শুনেছ যখন মম প্রাণের কথন
কি হবে তখন আর করিলে গোপন?
সত্য যদি ভালবাসো, বলো সত্য করি,—
আমরণ তবে আমি হলাম তোমারি।

রো। এই ইন্দু—যার কর বিন্দু বিন্দু পড়ি
পল্লবনিচয়-প্রান্তে, রজতের টিপ
পরাইছে সাধ ক'রে, ওঁরি নাম ধরি
শপথ করিয়া বলি—

জু। না না, তা ক'রো না,
ও শশী বিভিন্নরূপ ধরে মাসে মাসে,
কলানিধি নাম তাই ওঁর—

রো। কি শপথ বলো তবে, করি তা এখন।

জু। কিছুই না।
কিম্বা যদি কর দিব্য—কর আপনার,
আমার আরাধ্য দেব তুমিই সাকার;
তোমাতেই পূর্ণরূপে প্রত্যয় আমার।

রো। যদি মম হৃদয়ের পরাণপুত্তলি—

জু। থাক্ থাক্,
মনে দ্বিধা অকস্মাৎ হতেছে আমার।
রজনীর এ ব্যাপারে সুখ নাহি পাই।
আচম্বিতে অকস্মাৎ মুহূর্ত্ত-ভিতরে
ঘটিতেছে এ ঘটনা, ভাবী না ভাবিয়া,
দামিনীলহরী যথা চমকে আকাশে
আলো দেখিবার আগে ফুরাইয়া যায়!
তাই মনে ভয় হয়, কি জানি কি ঘটে।
সুধাময়, আমায় বিদায় দাও এবে;—
আগামী গ্রীষ্মেতে এই প্রণয়-কলিকা

প্রস্ফুট কুসুম হবে, তখন দুজনে
আবার হইবে দেখা—বিদায় এখন।

রো। ধনি, হেন তৃষাতুরে ছাড়িয়ে কি যাবে?

জু। বলো, তৃষা মিটে কিসে—কিরূপে—কি হ'লে?

রো। প্রেমবিনিময়ে প্রেম-ডোরেতে বাঁধিলে।

জু। না বলিতে বেঁধেছি তো আগে ইচ্ছা ক'রে
তবু সাধ ফিরে নিয়ে বাঁধিতে আবার।

রো। ফিরে নেবে? কেন প্রিয়ে দিয়ে ফিরে চাও?

জু। অকপটে ফিরে তাহা অর্পিতে তোমায়—
যত দেই, ইচ্ছা হয় আরো করি দান।
সাধ করে—দিয়ে যেন ফুরাতে না পারি।
অগাধ বারিধি সম দানশক্তি প্রেমে
দুই-ই অশেষ দানে—দুই-ই না ফুরায়।—
কে ডাক্‌চে যেন?—প্রিয়তম, আসি তবে এবে।

(নেপথ্যে ধাত্রী কর্ত্তৃক উচ্চে সম্বোধন)

ধাই কোথা গো—ও জুলিয়ে?

জু। এই যাই ধাই। (রোমিওর প্রতি) একটু দাঁড়াও।

(নেপথ্যে পুনরায়)

ধাই। ও মেয়ে, কোথা গো তুই?

জু। যাই, ধাই, যাই।—
দাঁড়াও নিমেষ আর—এই এনু বলে।

(জুলিয়েত নিষ্ক্রান্ত।)

রো। কি সুখ-যামিনী, আহা, কি সুধা মধুর।
কিন্তু নিশাকাল তাই এ আশঙ্কা হয়—
স্বপ্ন ত নহেক ইহা? অ্যাতো সুখোদয়
সত্য সত্য ঘটেছে কি—না প্রপঞ্চময়।

গবাক্ষে জুলিয়েতের পুনঃ প্রবেশ।

জু। তিনটি কথা প্রিয়তম—তবে হই বিদায়—
সাধু অভিলাষ যদি হয় এ তোমার,

সাধু যদি হয় তব প্রণয়ের গতি,
বিবাহে বাসনা থাকে আর,—কাল প্রাতে
পাঠাবো জনেক লোক বলিও তাহায়
কোন্ স্থানে কোন্ দিনে বিবাহ-কামনা
সিদ্ধ হবে ; তখনি চরণতলে, নাথ,
সর্ব্বস্ব আমার দিয়ে হইব সঙ্গিনী
যেথা যাবে ধরামাঝে সেইখানে আমি।

নেপথ্যে ও মেয়ে, কোথা গো তুই—

জু। যাই, গো, যাই।—
ক্ষণকাল আর থাকো—এই এনু বলে।

(ধীরে ধীরে পরিক্রমণ।)

রো। পাঠার্থী ছাড়িতে পুঁথি তৎপর যেমন
প্রণয়ী প্রণয়ী-পাশে আসিতে তেমন,
অনিচ্ছা তেমতি ফের ছাড়িবার বেলা
পোড়ো যথা পাঠশালে যায় ছেড়ে খেলা।

(জুলিয়েত নিষ্ক্রান্ত।)

গবাক্ষে জুলিয়েতের পুনঃ প্রবেশ।

জু। শোনো—শোনো—প্রিয়তম—রোমিও—রোমিও!
হায়! বাজ-ক্রীড়কের স্বরের তীব্রতা
থাকিত আমার স্বরে যদি, সেই স্বরে
ফিরাতাম পক্ষীরাজে মম। কিন্তু নারী,
চিরপরাধীনা ভগ্নস্বর!—তা না হ'লে,
রোমিও—রোমিও—বলে উচ্চে উচ্চারিয়া
ফাটাতাম গিরি-গুহা, যেখানে নিবসে
প্রতিধ্বনি, ভগ্নস্বর করিতাম তায়—
ডাকি উচ্চৈঃস্বরে।

রো। আহা! প্রাণেশ্বরী মম
ডাকিছে আমার নাম ধরি! আহা কিবা
শ্রুতিমোহকরধ্বনি প্রণয়িনী-

কণ্ঠস্বর যামিনী সংযোগে ,মনোহর
যেন গীত শ্রোতার শ্রবণে।

জু। রোমিও।

রো। এই যে প্রিয়ে।

জু। কটায় পাঠাবো লোক ?

রো। ন'টায় পাঠায়ো—দেখো যেন ভুলিও না

জু। পাঠাবোই—পাঠাবো।—কেনো ডাকলুম—কই ?
মনে ত পড়ে না কিছু।

রো। প্রিয়ে। যতক্ষণে
পড়ে মনে, আমি হেথা আছি ততক্ষণ।

জু। তা হ'লে ত কিছুতেই মনে তা হবে না ;
তোমাকে পেলেই কাছে, সব যাই ভুলে।

রো। ভালই ত, ভোলো যত তত আরো কাছে
থাকিতে পাইব আমি।

জু। এ কি। ভোর নাকি ?—
যাও যাও—থেকো না আর।—হায়, বলি বটে,
কিন্তু এ তেমনি বলা যথা ধৃষ্ট কোনো
শিশু, বলে পাখিটিরে, পায়ে বাঁধি সূতা,
"পাখি তুমি উড়ে যাও,"—কিন্তু সেটি যেই
চায় যেতে সূতার বাহিরে, অমনি সে
সূতা ধরি টেনে তায় পুনঃ আনে কাছে,
লাফায়ে লাফায়ে পাখী ঘুরিয়া বেড়ায়।—
এমনি হিংসাই তার প্রেমে।

রো। আমারও
সাধ, প্রিয়ে, তেমনি পাখিটি হই তব।

জু। সে সাধ আমারও প্রিয়তম ; কিন্তু পাছে
অতি যত্নে বিপদ ঘটাই—পাই ভয়।
প্রিয়তম, বিদায় এখন, পুনর্ব্বার,
আবার বিদায়।—তবে, নাথ, আসি এবে।
অসুখে যামিনী যাবে প্রভাত অবধি। (নিষ্ক্রান্ত।)

রো। নিদ্রা যাও প্রাণেশ্বরী, সুষুপ্তির কোলে,
দুর্ভাবনা হৃদয়ের দূর হোক্ সব।
হায় যদি আমারও সুনিদ্রা হ'তো আজ!—
যাই মঠে,—জানাইগে গুরুকে আমার।

(নিষ্ক্রান্ত।)

তৃতীয় দৃশ্য

গোঁসাই মধুরানন্দের আশ্রম।

সাজি হস্তে গোঁসায়ের প্রবেশ।

গোঁ। প্রভাত হাসিছে পূবে, পলাইছে নিশি
বিরক্ত-বদন ঢাকি; ঘনদলে মিশি
ঝরিছে সূর্য্যের রশ্মি শত রজ্জুবৎ।
চলে ধীরে ভাস্করের অগ্নিবর্ণ রথ;
পথ ছাড়ি তার—দূরে করিছে গমন
অন্ধকার, গায়ে মাখি অরুণকিরণ,
টলিতে টলিতে যথা মাতোয়ারাগণ।
এখনি প্রচণ্ড নেত্র প্রকাশি মিহির
দিবারে করিবে সুখী শুষিয়ে শিশির;
তার আগে তুলে তুলে মহৌষধিগুলি
সাজি পূর্ণ ক'রে রাখি। ধরণী মণ্ডলী
ধরে যে কতই হেন ভেষজ সুন্দর
জীব-জগতের হিত—কি অহিত-কর!
ধরণী-উদ্ভূত যত তরুলতাগণ,
ধরণীর নানা রস করিয়া হরণ,
ধরে নিজ দেহে তারা, সেই রস পরে
বহু অল্প পরিমাণ কত গুণ ধরে,
উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট, অধিকই তাহার।
একবারে গুণহীন কেহ নহে তার।

আহা, শক্তিময় হেন কতই ধরায়
লতা গুল্ম প্রস্তর গণনে নাহি যায়।
গুণহীন হেন কিছু নাহি ভূমণ্ডলে
কোনো উপকারে নাহি আসে কোনো কালে,
এমন উত্তমও কিছু নাহি বসুধায়
অপব্যবহারে মন্দ যাহে না ঘটায়।
অযথা সংযোগে পুণ্য পাপে পরিণত,
কার্য্যের গতিকে পাপ কভু পুণ্য মত।
এই যে দুর্ব্বল লতা, বল্কলে ইহার
বিষও আছে গুণও আছে রোগনাশকর,
এইখানে ঘ্রাণ এর করিলে গ্রহণ
শরীর প্রফুল্ল হয়—হেথা আস্বাদন
করো যদি; ইন্দ্রিয়াদি বিলুপ্ত তখন।
মনুষ্যশরীরই হোক্—অথবা ওষধি
দুই শক্তি ধরে তায়—এ ওর বিরোধী।
শুভাশুভ দুই শক্তি জগতী-মণ্ডলে,
দুই দ্বন্দ্বকারী নৃপ, যথা যুদ্ধস্থলে।
যেখানে অশুভ ভাগ অধিক প্রমাণ
মৃত্যুকীট ততো শীঘ্র নাশে তার প্রাণ।

রোমিওর প্রবেশ।

রো। ঠাকুর, প্রাতঃপ্রণাম।

গোঁ। জয়োস্তু—কল্যাণ।

কে হে প্রাতে এ সুমিষ্ট ভাষায় আমায়
করে হেন সম্ভাষণ। হবে বুঝি তবে
কোনো যুবা-পুরুষ বা দুশ্চিন্তা-প্রভাবে
কাটায়েছে নিশাকাল কষ্টের নিদ্রায়।
চিন্তাজরা, বৃদ্ধের নিকটে নাহি যায়
সুনিদ্রা—চিন্তায় হেরে-অন্তরে পলায়;
অক্ষত পরাণ পেলে তরুণ যুবায়
কোলে ক'রে সোনার পালঙ্কে রাখে তায়।

তাই ভাবি দগ্ধচিত্ত যুবা কেহ এই
ত্যজিয়াছে শয্যা ভোর ফুটিয়াছে যেই ;
তা যদি না হয় তবে রোমিও নিশ্চয়
জেগে কাটায়েছে নিশি না ছোঁয় শয্যায়।

রো। শেষ অনুমানই সত্য, সত্যও ইহাই—
গত নিশি জাগরণে আরো তৃপ্তি পাই।

গোঁ। নারায়ণ!—নারায়ণ ঘুচান তোমার
রজনীর সে পাতক—ছিলে কার কাছে?
পাপীয়সী রঙ্গিণীর?—

রো। রঙ্গিণী?—না গোঁসাই,
সে নাম ভুলেছি আমি, দুঃখ খালি তায়।

গোঁ। উত্তম করেছ বাপু—তবে ছিলে কোথা?

রো। জিজ্ঞাসিতে হবে নাক' বলছি সব কথা।—
বিপক্ষভবনে কাল প্রমোদভোজন,
গিয়াছিনু সেইখানে, সেথা কোনো জন
আঘাত করেছে মোরে, আমিও তাহারে
করিয়াছি প্রতিঘাত, কিন্তু সদুপায়—
ঠাকুর তোমার হাতে, নিস্তারো আমায়।
ঘৃণা হিংসা নাহি চিত্তে ক্ষমিয়াছি তায়।
শত্রুর ভালোর তরে করি এ গোঁয়ারি
করি অনুনয়, প্রভু, ভালো করো তারি।

গোঁ। সাদাসিদে বলো, বাপু! শুনে তার পরে
ঔষধি বিচার হবে।

রো। শোনো বলি তবে
ভেঙ্গে চুরে সব কথা।—জুলিয়েত নামে
আছে কপলত-বালা, তাহাতে আমার
প্রেমের সঞ্চার গাঢ়, সেও মম প্রতি
তেমতি প্রণয়ে মুগ্ধ, প্রস্তুত আমরা
পরস্পরে বিবাহ করিতে শাস্ত্রমত।
আপনি প্রস্তুত হয়ে করুন সমাধা

সেই কাজ—মন্ত্র কটা পড়াইয়া দিয়ে।
কখন্ কোথায় হবে করুন আদেশ।
হেন ভাবে সাধিতে হইবে, যেন কেহ
ঘুণাক্ষরে জানিতে না পারে সে বারতা।
কেমনে কিরূপে কোথা প্রেমপরিচয়
পরস্পরে আমাদের—কিরূপে কোথায়
হয় সত্য বিনিময়—পরে নিবেদিব
শ্রীচরণে সমুদায়; কেবল এখন
সম্মত হউন দোঁহে বান্ধিতে বিবাহে।

গোঁ। এ কি—এ কি—ও রোমিও—এ কি বিপর্য্যয়!
তবে কি সে মনোরমা আর তব নয়
এত দিন যার প্রেমে ছিলে ক্ষিপ্ত প্রায়!
যুবকের ভালবাসা নয়নের দেখা,
নহে তাহা হৃদয়ের মর্ম্মতলে লেখা!
হরি হরি! কত মণ লবণাক্ত জল,
ভাসায়ে দিয়াছে যায় ঐ গণ্ডতল,—
এখনো লবণাস্বাদ নাহি ঘুচে যায়—
এতো বরুণের বারি বৃথা গেল, হায়!
বায়ুতে ছড়ায়েছিলে—"হা—হুতোস্" যত
তপন পারে নি আজো করিতে নির্গত!
সে নিশ্বাসধূমে পড়ে আকাশে যে কালি,
আজো মুছাইতে নারে দেব অংশুমালী!
কাণে আজো "ঝাঁ ঝাঁ" করে "ঝিঁ ঝিঁ" কান্না ঘটা!
আজো গণ্ডতলে ল্যাপা—গোটাকত ফোঁটা!
সেই যদি তুমি হও—এ দুঃখ বিলাপ
"প্রাণের রঙ্গিণী" তরে করেছিলে বাপ!
তবে কি সে তুমি নও—বলো হে নিশ্চয়—
এরি মধ্যে শুকালো সে গভীর প্রণয়!
পুরুষ এতই যদি হীনবল সবে,
খসিলে নারীর পদ অ্যাতো কেনো তবে!

রো। সেই প্রণয়ের তরে কত তিরস্কার
করেছো তো আগে তুমি কত শত বার।

গোঁ। প্রণয়ের তরে নয়—কামে দিয়ে ঝাঁপ
হাবুডাবু খেতেছিলে তাই রে সে বাপ্।

রো। তখন বলিতে প্রেম উদ্‌যাপন করো

গোঁ। বলি নাই—এক ছেড়ে আরে গিয়ে ধরো।

রো। ভর্ৎসনা ক'রো না আর, এ প্রেম যাহারে—
প্রেম বিনিময়ে প্রেম সে দেছে আমারে।
তার ত ছিল না তাহা—

গোঁ। সেই বুঝেছিল ঠিক্
মুখস্থ তোমার প্রেম বানানে বেঠিক্।—
যাই হোক্ সঙ্গে এসো, না করো ভাবনা,
প্রণয় পথের পথী—যুবক দ্বিমনা।
হইব সহায় তব, ইহার উদ্দেশ—
কুল-পরম্পরা-গত চির হিংসাদ্বেষ
ইথে নিবারিত হয়ে হয় যদি শেষ।

রো। একটু তৎপর হও—গোঁসাই ঠাকুর,—
আমার বড় ত্বরা।—

গোঁ। কিঞ্চিৎ সবুর।
ধীরে—ভেবে যাওয়া ভাল, ত্রস্ত ভাল নয়,—
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেলে হোঁচট্ খেতে হয়।

(নিষ্ক্রান্ত।)

চতুর্থ দৃশ্য

রাজপথ।

বেন্বল এবং মরকেশের প্রবেশ।

মর। রোমিওটা কোথা গ্যালো হ্যা? রাত্রে কাল্ বাড়ী মাড়ায় নি।

বেন্। সে যে ভিটে ছাড়া—সে কথা আমি তার বাড়ীর একজন চাকরের কাছে শুনেছি।

মর। সেই কাষ্ঠপ্রাণ—পেঁশুটে নচ্ছাল্লী দেখ্‌চি তাকে পাগল্ করবে।

বেন্থ। কপলতের ভাইপো তৈবল, রোমিওদের বাড়ীতে একখানা চিঠি পাঠিয়েছে।

মর। আমি নিশ্চয় বল্‌চি—"ডুয়েল" লড়্‌তে।

বেন্থ। রোমিও সে চিঠির জবাব দেবে কি ?

মর। যে কেনো হোক্—আঁকর্ পড়্‌তে জান্‌লেই তেমন চিঠির জবাব দেয়।

বেন্থ। আমি তা বল্‌চি না,—লড়্‌বে কি ?—চিঠিতে যে জন্যে তলব, তার জবাব দেবে কি ?

মর। হায়, রোমিও, তুই মরেই আচিস্,—এক্‌টা ফঁ্যাস্‌ফেঁসে কটা ছুঁড়ীর কালো কালো ডব্‌ডবে চোখ দুটোই তোর বুকে ছোরা বসিয়েছে—তার দুটো পিরীতের গান শুনেই কাণে তীর বিঁধে গ্যাছে—তোর সেই বুকের কল্‌জেটা পর্য্যন্ত সেই পাঁশপোড়া ছোঁড়ার একটা ভোঁতা বাণেই দু'খানা হয়ে গেছে—তা, তুই আবার তৈবলের সঙ্গে "ডুয়েল্" লড়্‌বি কি ?

বেন্থ। কেনো—তৈবল কি ?

মর। তৈবল একজন তলোয়ারবাজ্—"ডুয়েলের" ওস্তাদ্। তুই যেমন এক্‌টা টপ্পা গাস্, সেও তেমনি তলোয়ার খেলে। কত দূরে—কখন্ কি ভঙ্গিতে দাঁড়াতে হবে, কখন্ আপনাকে বাঁচাতে হবে, কখন্ শত্রুকে তাগ্‌তে হবে—সব যেন তার নখদর্পণ।—"বাঁচো,—এই এক্—এই দুই—এই তিন"—আর্ অম্‌নি তার আধ্‌খানা হেতের বুকের ভেতর ভ্যাঁস্ করে সেঁধোনো। রমো আবার তৈবলের সঙ্গে "ডুয়েল" খেল্‌বে! খেলিয়ে বটে তৈবল! "ডুয়েল" বিদ্যায় সিদ্ধ—কতো ঝোটোনটুন্‌টুনেদের সাটিন্ কিন্‌খাবের যে ছাদ্দ করেচে, তার আর ঠিকানা নাই। সাবাস্ শিক্ষা! সাবাস্!

রোমিওর প্রবেশ।

বেন্থ। ঐ যে—রোমো—আস্‌চে।

মর। ছাখো না—যেন শুকিয়ে একটা শুট্‌কি মাছের মত হয়ে গেছে!—কোথা সে মাংসপেশী—সে হাতের গুল্—যেন শুকিয়ে আম্‌সি হয়ে গেছে। ভায়ার এখন বুঝি বিদ্যেপতির ভাব—বিরহগাথা

আওড়াচ্চেন। ভাবৃচেন বুঝি বিদ্যেপতির সেই লছমিরাণী ওঁর সেই প্রেয়সী—ছট্—তার কাট্কুড়োনিরও যোগ্য নয়। যদিও ওঁর চেয়ে তাঁর নাগরের প্রেমের ভাঁজটা ঢের চ্যাটালো, তাই তার নামে "প্রেমের শ্লোক বেঁধে গেছে।" কিন্তু ভায়া আমার ভাবেন যে, ওঁর রসবতী যেন পদ্মিনী—না—লক্ষহীরে—না বিদ্যে—না নুরজেহান!—হায়, এঁদের কাছে সে এঁটো-কুড়ুনীরও যোগ্য নয়।—ওহে, মাষ্টার রোমিও, যে হন্টিংবুট্ পিঁদেঁচো, গুডমর্নিং—না নমস্কার কর্‌বো। কাল রাত্রে আমাদের আচ্ছা নাকাল্ করেছিলে।

রো। নমস্কার নমস্কার,—দুজনকেই আমার সাদর নমস্কার। কি, নাকাল আবার কি? কেন, কি করেছিলুম?

মর। সেই যে আগ্‌লি কেটে—দে চম্পট্!—কথাটা কি মশয়ের ভাল বোধগম্য হচ্চে না?

রো। ভাই, আর লজ্জা দিস্ নি—মাপ্ কর্। একটা ভারী জরুরী কাজ ছিল। তা সে কাজের খাতিরে ভদ্রতার যদি একটু কিছু নড়্‌চড়্ হয়ে থাকে, ত ভাই মাপ্ কর্।

মর। হাঁ—আর খাতিরে হাঁটু দুটো ধনুকের মত করে দাঁড়ানও চলে,—ক্যামন?

রো। হাঁ, শিষ্টাচারের খাতিরে বটে।

মর। ঠিক্ এঁচেচো—আমি শিষ্টাচারের আঁটির শাস্।

রো। না, লাটের বাড়ীর ফরাস্।

মর। না না, আমি শিষ্টাচারের শাঁস্।

রো। না হয় বকুলফুলের বাস্।

মর। ভাল, না হয় বাস্।

রো। তবেই তুমি "ফুল" হলে।

মর। বা, রোমিও,—সাবাস্। তা আমি যদি ফুল হই, তুমি তো ফুলের বড় দাদা অর্থাৎ ধেড়ে বোকা।

রো। কই, আমার তো এখনও দাড়ি ওঠে নি, গলা বসে নি, কাণ খোলে নি,—আর পাঁটাও যোটে নি; তবে আমি কিসে হলুম বোকা,—বরং খোকা বল্লেও চলে।

মর। ও বেন্নুবল, তুমি একটু মধ্যস্থি করো না হে—এর রসিকতার চোটে ত আর টেঁকৃতে পাচ্চি নে।

রো। লাগাও চাবুক্—রসিকতাকে ছুটিয়ে দেও, নইলে এখনি বল্‌বো "বাজিমাৎ।"

মর। আমি না হয় হারই মানলুম; তবু বল দেখি এ কেমন। আর সেই—"আহাহা উহুহু—ওহোহো"—সেই বা ক্যামোন্? এ ক্যামন্ হাসিখুসি, লোকের সঙ্গে মেশাঘোশা,—এই তো মনুষ্যত্ব।

বেন্নু। অহে, থামো থামো।

রো। তাই তো, যোগাড় মন্দ নয়।

ধাত্রী এবং ধাত্রী-সহচরের প্রবেশ।

মর। এ কি রে বাবা,—এ যে একখানা ভড়্।

বেন্নু। একখানা নয়—মায় ল্যাংবোট্—মাদিমদ্দা।

ধাই। ও ভূতোর বাপ্,—গতরখেকো!

ভূঃ বাপ। র না গো—যাচ্চি যাচ্চি।

ধাই। আমার পাখাখানা।

মর। ক্যান্ রে—পাল্ তুলবি না কি?

ধাত্রী।—(ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কর্‌বার চেষ্টা।—না পারায় হাঁপাতে হাঁপাতে আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম পোঁচা।)

মর। ও রং কি আর মুছ্‌লে যাবে?—ও যে ধান্‌সিজোনো হাঁড়ির তলা।

ধাই। (হাত তুলে—মুখে মুখে)—বাবুজী, পেন্নাম।

মর। পেন্নাম কি?—দণ্ডবৎ—না হয়—লগুড়্বৎ বলো।

ধাই। তবে কি "লগুড়্বৎ" বলে—তো, ভাল—"লগুড়্বৎ" বাবুজী!

মর। ওহে, দুপুর বাজে যে—ঐ যে ঐ ঘড়ির কাঁটার হুল্‌টা দুপুরের ঘরের কোলে গিয়ে ঢুকেচে।

ধাই। ড্যাগ্‌রা ঢ্যামন্ মিন্‌সে তো বড় বেহায়া।—তুমি কি ভদ্দর নোক্?

রো। আহা, ভালমানুষের মেয়ের কি কষ্ট!

ধাই। ছাখো দেখি ক্যামোন্ ভদ্দর্আনা কথা। হ্যাঁ গা, তুমি বলতে পারো গা, রোমিও বাবুর কোথা দেখা পাবো?—জোয়ান মদ্দ।

রো। কোথা দেখা পাবে বলতে পারি না। তবে এই বলতে পারি, তোমাকে তাঁকে খুঁজে বের্ কত্তে হ'লে তদ্দিনে সে আর "জোয়ান মদ্দ" থাক্‌বে না।—কিন্তু আমিও সেই গুষ্টির মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ একজন বটে।

ধাই। আহা, তোমার কথাগুলি তো বড় ভাল।

মর। ও কি আর ভাল বলেচে—ও তো মন্দই বলেচে—ভাগ্যে সেটা ধত্তে পারে নি।—ছোক্‌রা খুব স্যাস্তামি খেলেচে।

ধাই। তুমিই যদি তিনি হও, তো তোমাকে আড়ালে গোটা দুই কথা বল্‌বো।

বেন্থ। মাগী ওকে নেমন্তন্ন কত্তে এসেচেই এসেচে।

মর। হ্যাঁ, তাই বটে।

রো। কি হে, আবার কি তাগ্‌চো?

মর। না, এমন কিছু নয়। বলি বাড়ী যাবে? আমরা আজ তোমাদের বাড়ীতেই মধ্যাহ্ন কর্‌বো।

রো। এগোও—আমি পেচু পেচু যাচ্চি।

মর। ভুঁড়ে গিন্নি—এখন তবে আসি। (নাকি সুরে গান কত্তে কত্তে—ভুঁড়ে গিন্নি, এখোন তবে আসি ইত্যাদি।)

(মরকেশ ও বেন্থবল, উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।)

ধাই। যাও, যমের বাড়ী যাও।—এ ড্যাগ্‌রা কে গা? মিন্‌সে তো বড় ফচ্‌কে।

রো। ওগো, উনি একজন বড় সদাগরের ছেলে।—ওঁর নিজের গলার সুর উনি নিজে শুন্‌তে এতো ভালবাসেন যে, উনি থাক্‌তে আর কাকেও কথা কইতে হয় না।

ধাই। ও লোকটা যদি আমার বিরুদ্ধে কোনো কথা বল্‌তো তো দেখতে পেতো—আমি কি নাকাল ক'রে ওকে ছেড়ে দিতুম।—পোড়ার-মুখো, নচ্ছার—আঁটকুড়ো—আমাকে একজন রাস্তার গস্তানি পেলে কি না?—আমার সঙ্গে ওর কিসের সম্পর্ক বলো তো। (ভূতোর বাপের প্রতি) আর ভূতোর বাপ, তোরই বা কি আক্কেল, মিন্‌সে আমাকে

যা ইচ্ছে তাই ব'লে গেলো, আর তুই কাপড়ে-হেগোর মতন চুপ্‌টি ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি ?

ভূঃ বা। কই—তোমাকে কি ক'রে গ্যালো, তা ত আমি কিছু দেখি নি।—তা যদি দেখ্‌তুম, তবে কি আর হেতেরখানা খাপ থেকে বেরুতো না? যখন যেমন দেখ্‌বো, তখন তেমন কর্‌বো, আর্ আইন আদালতে কোনও দোষ না পৌঁচয় তো কড়া মিঠে গোচ্‌লাট্রৌষধি করে ছেড়ে দি।

ধাই। রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ থথ্‌থর্ ক'চ্চে—পোড়ারমুখো বিট্‌লে হাড়পেকো মিন্‌সে কোথাকার। ওগো বাবুজী, তোমাকে একটা কথা বলি,—বলেচি ত, তোমাকেই খুঁজ্‌তেই আমার মনিবকন্যা আমাকে পাঠিয়েচেন। তিনি যা বল্‌তে বলেচে, এখন সে কথা বল্‌বো না, আগে আমার খাস্ কথাটা বলে নি।—যদি তোমার ফাঁকি দেবার ইচ্ছে থাকে, তবে সেটা ভদ্দরনোকের কাজ হবে না, ঐ নোকে যেমন বলে, মেয়েটি ভদ্দরের ঘরানা—নিতান্ত কচি মেয়ে, সেই জন্যেই বলি, যদি তার সঙ্গে ছল কপট করো তো সেটা ভদ্দরনোকের হক্কে বড় নজ্জার কথা, ঐ নোকে যেমন বলে—ভদ্দরের কাজ নয়।

রো। ঝি, কোনো ভয় ক'রো না,—তোমার মনিবকন্যাকে আমার প্রিয় সাদর সম্ভাষণ জানাইও, আমি এই দিব্বি দিব্বাস্তর কচ্চি—

ধাই। আহা, বড় ভালো—ছেলেটি বড় ভালো। আমি তাঁর কাছে সব বল্‌বো, আহা, দোহাই ঠাকুর দেবতার—সে শুন্‌লে বড় খুসী হবে।

রো। ঝি, তাঁকে তুমি কি বল্‌বে?—আমার কথায় মন দিচ্চো?

ধাই। আমি তাঁকে বল্‌বো—তুমি দিব্বি দিব্বাস্তর খেয়ে বলোচো—ভদ্দর নোকের কাজই তো তাই—আমি যদ্দুর বুঝি।

রো। তাঁকে ওসব কিছু বল্‌তে হবে না—ঐ দিব্বি দিব্বাস্তরের কথাগুলো। তবে তাঁকে বলো যে, আরতি দেখ্‌বার নাম ক'রে আজ সন্ধ্যের সময় তিনি লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মন্দিরে যেন আসেন—নিশ্চয় যেন আসেন।—দেখো, ভুলো না—এই কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক ধরো।

ধাই। ছি—ছি—ও কি ও—আ, ঘেন্নার কথা (দাঁতে জিভ্ কাটা) —ছি—ছি—আধ্‌কড়া কড়িও না।

রো। (হাতে মুদ্রা গুঁজিয়া দিয়া) আজ আরতির সময়—দেখো, ভুলো না।

ধাই। আর বল্‌তে হবে না।—সন্ধ্যের সময় তিনি সেখানে যাবেনই যাবেন।—এখন আসি,—বাবুজী, পেন্নাম হই।

রো। একটু রও।—ছাখো, আর এক ঘণ্টার মধ্যেই আমার একজন লোক যাবে, গিয়ে মঠের পেছনদিকের দেওয়ালের কানাচে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে।—তার হাত দিয়ে আমি একটা দড়ির সিঁড়ি পাঠিয়ে দেবো—সেইটে য্যানো—খুব সাবধানে রাখা হয়।—সেইটেই আজ আমার আনন্দগিরির চূড়োয় ওঠবার সিঁড়ি।—দেখো ধাই, অতি সাবধানে।—এখন এসো, কল্যাণ হোক্‌। তোমার আমি মেহনোৎ পুষিয়ে দেবো।—এসো, এসো।—আর তোমার মনিবকন্যাকে আমার সংবর্দ্ধনা জানাইও।

ধাই। বেঁচে থাকো—বেঁচে থাকো; ঠাকুরদেবতারা তোমার ভাল করুন। শোনো বলি।

রো। কি ঝি—কি বল্‌চো গা?

ধাই। তোমার সে লোকটার পেটে কথা থাকে তো? জান তো, কথায় বলে,—

দু কাণে হয় শলা মন্তন্না, চার কাণ হ'লে গোল,
তার ওপরে পাড়া পড়শে হাট বাজারে ঢোল।

রো। সে খুব মজবুৎ—

ধাই। তবে, শোন বলি;—আমার মনিবকন্যাটির মত মিষ্টি মেয়ে আর দেখতে আসে না;—মা ষষ্ঠী তাকে বাঁচিয়ে বত্তে রাখো। সে যখন এমনটি [হস্ত দ্বারা দেখানো]—আদো আদো কথা বলে, তখন তার কথাগুলি কি মিষ্টিই ছিল। ছাখো, এই সহরে পারশ নামে একজন মস্ত বড়ঘরের ছেলে আছে, সে এ মেয়েটিকে বে কত্তে পাল্লে বত্তে যায়, কিন্তু মেয়েটির আমার সে দুচক্ষের বিষ। তাকে সে এতো ঘেন্না করে যে, লোকে শেয়ালকুকুরকেও তেমন করে না।—কখনো যদি খেপাবার জন্যে তার হয়ে দুটো কথা বলি তো মেয়ের আমার মুখটি একবারে চুপ্‌সে যায়—আর সাদা ফ্যাক্‌ফেকে হয়ে গিয়ে আমার মুখের দিকে কেবল ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে চেয়ে থাকে।

রো। আমার হয়ে দুটো কথা ব'লো।

ধাই। তোমার কথাই ত অষ্টপোর বলি—হুঁ। তার নাম আবার মুখে আন্‌বো? ভূতোর বাপ, পাখাখানা ভুলিস্‌ নে।

(ধাই ও ভূতোর বাপ নিষ্ক্রান্ত।)

পঞ্চম দৃশ্য

কপলতের উদ্যান।

জুলিয়ার প্রবেশ।

জু। ন'টা বাজে ঘড়িতে তখন গেছে ধাই,
এখনো ফেরে না কেন?—গ্যালো দিব্বি করি
অর্দ্ধ ঘণ্টা না ফুরাতে ফিরিবে আবার।
খুঁজে বুঝি পায় নাই, না, বুঝি তা নয়।
বটে বটে, খোঁড়া যে সে, তাহাতে প্রাচীনা,
এ কি তার কাজ! হবে মনোরথগতি
প্রেমদূতী যারা, জিনি ক্ষিপ্র রবিকর
শতগুণ আরো দ্রুতগতি যার সদা,
যখন সে রবিকরে ছায়াদলে ঠেলি
ফেলায় অচলপৃষ্ঠে।—মনোভব নাম
তাই ধরে ফুলধনু! এবে সূর্য্যরথ
অতি উচ্চ ধরাধর শিখর উপরে,
মধ্যাহ্ন এখন দিনমানে হয় গত
প্রহর অধিকও কাল—তবু না ফিরিল!
হায়! সে তাপিত যদি প্রণয়ের তাপে,
কিম্বা নবযৌবনের উত্তপ্ত রুধির
দেহেতে বহিত তার, তা হ'লে হইত
ঘাত প্রতিঘাত প্রাপ্ত বর্ত্তুলের গতি;
মধুর সংবাদ লয়ে ছুটিত ফিরিত
যথা ঘাত প্রতিঘাতে ক্রীড়ার বর্ত্তুলি।
অনেক প্রাচীনে, কিন্তু করে হেন ভান
যেন জড়বৎ তনু অলস শিথিল

গুরুভার পাণ্ডুবর্ণ সীসক সমান।
জীয়ন্তে মৃতের প্রায়!—হা জগদীশ!—

ধাত্রী এবং ভুতোর বাপের প্রবেশ।

ঐ আসে ধাই-মা!—ওগো, কি খপর গা?
বল্ শীঘ্র বল্ ধাই—দেখা হয়েছিল?
ওকে সরিয়ে দে।

ধাই। যা, তুই ফটোকে।

(ভুতোর বাপ নিষ্ক্রান্ত।)

জু। ধাই-মা, লক্ষ্মী মা—বল্ শীঘ্র বল্।
হা হরি! অমনতর মুখটো ভার কেনো?
হোক্ মন্দ খপর—তুই হেসে হেসে বল্;
আর যদি ভাল হয়—হয় সুখপর
কেনো বল্, ঝাপসা মুখে সব তিক্ত করো?

ধাই। একটু দেরি করো না গো,—উঃ, বাপ রে বাপ!
হাড়গুলো সব ভেঙ্গে যাচ্চে—কি চলাই চলেছি।
উঃ—গেনু গেনু!

জু। অতি আহ্লাদের সহ দিতেছি তোমাকে
আমার দেহের অস্থিগুলি,—শুধু—খালি
সে খপর বল্!—তোর অস্থি দে আমায়।

ধাই। আরে বাপ রে, কি ধিঙ্গি মেয়ে?—পারিস নে কি একটু আর সবুর কত্তে?—হাঁপিয়ে মচ্চি আমি!

জু। হাঁপিয়ে মচ্চো কই? ঐ যে অত কথা
বল্লে এতক্ষণ—কই, হাঁপাও নি ত তায়।
বিলম্বের বাহানায় যাচ্চে যে সময়
আসল বেওরাটা আগে কবে বলা হ'তো!—
ভাল কি মন্দ, নিদেন কথা একটা বল্।
তাতেই সন্তুষ্ট হব, পশ্চাৎ না হয়
বাখান শুনিব তার—এখন আমায়
খালি বল্ মন্দ কিম্বা ভাল সে খপর।

ধাই। তবে বলি—তোমার পছন্দ ভাল নয়,—
পুরুষ পছন্দ কত্তে কবে জানো তুমি ?
রোমিও—ওঃ—কি(ই) বা সে রূপ! কি(ই) বা চেহারা!
মুখটি সবার চেয়ে ভাল বটে মানি ;
পা দুখানি তেম্‌নি আবার মস্ত সবার চেয়ে!
হাত দুটো পা'র্‌চেটো কারো কাছে লাগে না!
শিষ্টাচার—তাও ত সেরা সবার চেয়ে নয়।
কোন্‌খানটা প্রশংসার যোগ্য আছে তার!—
তবে ধীর নম্র একটি গো-বেচারা বটে।
আমার যদি কথা শোনো, ও সব ছেড়ে দিয়ে
ধম্মকম্মে মতি দেও ;—পেটে কিছু দিয়েছ ?

জু। না, খাই নি।
তা এ সব ত জানা কথা—নূতন আর কি ?
বিয়ের কথা কি বল্লেন—সেইটে বল্‌ দেখি।

ধাই। বাবা রে বাবা! মাথা কি ব্যথাই ক'চ্চে!
দুখান হয়ে পড়চে যেন—টিপ্‌টিপুনিই কি ?
বাপ্‌রে বাপ্‌—গেনু বাবা—উ হুহুহু উ!
মা, তোর প্রাণে কি দয়া মায়া কিছু নেই,
এতোটা দৌড় ধাপে পাঠালি আমায় ?
হায়! ছুটে ছুটে প্রাণটা হারানু!

জু। ধাই-মা,
তোর দুঃখু দেখে বড় দুঃখু হ'চ্চে, বাছা ;—
লক্ষ্মী মা, যাদু মা, বাছা, শীগ্‌গির করে বল্‌,
বল্‌, মা, তিনি কি বল্লেন ?

ধাই। ভদ্দরে যা বলে,
তোমার প্রিয় তাই বল্লেন—খল ক্রূর নয়।
মিষ্টভাষী শিষ্টাচারী দেখতেও সুরূপ,
আর ধম্মনিষ্ঠা(ও) আছে তার—ঠিক্ বল্‌চি ;
তোর্‌ মা কোথা গা ?

জু। মা, আর কোথা ধাই ?
মা ঘরেই আছেন।—ধাই, ও কি উত্তর হলো ?
"তোমার প্রিয় বল্লেন ভদ্দরে যা বলে,
তোর মা কোথা গা ?"—

ধাই। আ আমার কপাল !—আমি সব বুঝি গো, সব।
আমার ভাঙ্গা হাড়ের প্রলেপ বুঝি এই ?—
এখন থেকে নিজের খপর নিজে গিয়ে এনো।

জু। এ কি গণ্ডগোল। বল্, ধাই মা, কি বল্লেন ?

ধাই। আজ আরতি দেখতে যেতে হুকুম পেয়েছ ?

জু। পেয়েছি।

ধাই। তবে শীগ্‌গির মঠে যা, কেউ একজন সেথা
পত্নীবরণ করবে বলে আছে পতির কেতা।—
ঐ যে ঐ এখন দেখি রক্ত ছুটে গাল
দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাঙ্গিয়ে তুলে ক'ল্লে লালে লাল।
যাও শীগ্‌গির মঠে যাও।—অন্য দিকে আমি
যাই খুঁজিগে মই একটা, উঠবে তোমার স্বামী,
পাখীর ছ্যানা পড়্‌বে রেতে অন্ধকার হলে ;
কেউ মর্‌বে মজুর খেটে—কেউ বা চতুর্দ্দোলে।—
যা, শীগ্‌গির মঠে যা।—

জু। যাই শীগ্‌গির উঠিগে যাই—ভাগ্য-চূড়ায় মোর।—
ধাই মা, তোর ব্যথা সারবে এখন বে-ওজোর।

ধাই। কাজেই তাই—ফের খাটুনি হ'লেই পরে ভোর।

ষষ্ঠ দৃশ্য

মঠ—মধুরানন্দের কুটীর।

গোঁসাই ও রোমিওর প্রবেশ।

গোঁ। কৃষ্ণের কৃপায় যেন এ মঙ্গল কাজে
হয় শুভোদয় পরে, না হয় পশ্চাৎ
দুঃখ অনুতাপ কিছু।

রো। কৃপা কর, হরি!
কিন্তু প্রভু, সহিব সকল দুঃখ, পরে,
মুহূর্ত্তেক তরে যদি তাহারে এখন
দেখিয়া হইতে পারি সুখী, তুলনায়
এ সুখের অতি তুচ্ছ দুঃখ সে সকল।
এখন আপনি শুধু মন্ত্র-উচ্চারণে
নিবদ্ধ করুন পাণিদ্বয়; শমনেও
না ডরি তা হ'লে—সেই প্রণয়ী-খাদক যমে
পাই যদি প্রিয়ারে বলিতে আপনার!

গোঁ। এই সব প্রখর আনন্দ ক্ষয় হয়,
বন্দুকে বারুদ যথা বহ্নি-পরশনে!
অতি মিষ্ট মধুও সুতৃপ্তিকর নয়
উৎকট মিষ্টতে রুচি ক্ষুধা করে নাশ!
প্রণয়ে ধৈরয চাই, প্রণয় তবে সে
হয় স্থায়ী, কালব্যাপী—প্রণয় তাহাই।

জুলিয়েতের প্রবেশ।

ঐ আসে বরাননা! আহা লঘুপদ
চলিছে কি লঘুগতি! ও পদ-চালনে,
ক্ষয়িবে না পাষাণের অক্ষয় শরীর!
প্রেমিকে চলিতে পারে ঊর্ণনাভ-জালে
অথবা তাহার মত সূক্ষ্মজাল যত
গ্রীষ্ম সমীরণে শূন্যে উড়ে উড়ে যায়
না হয়ে ধরায় চ্যুত; অবস্তু তেমতি
বৃথা—প্রেমের উল্লাস।

জু। প্রভু! প্রণিপাত!

গোঁ। জয়োস্তু—মঙ্গল!

রো। প্রেয়সি, আমার চিত্তে আনন্দলহরী
বহিছে খেলায়ে ঢেউ, তোমার(ও) হৃদয়ে

তেমতি উচ্ছ্বাস যদি বহে এ মিলনে,
এসো তবে দুইজনে বসি এইখানে ;
করো ব্যক্ত সে আনন্দ সঙ্গীতলাঞ্ছন-
বাক্যে তব, সুমধুর শ্বাসে পূর্ণ করি
সমীরণ।—শুনি আমি প্রাণের আহ্লাদে।

জু। সারবস্তু পূর্ণ যার কল্পনা-ভাণ্ডার
সে কভু করে না দম্ভ বৃথা আভরণে ;
নিজ ধন গণিতে সমর্থ হয় যারা
কাঙ্গাল তাহারা সুনিশ্চিত। প্রেমধন
মম প্রাণে এতই প্রচুর, শক্তি নাই
সংখ্যা করি অর্দ্ধভাগ তার।

গোঁ। এসো সঙ্গে,
যত শীঘ্র পারি কার্য্য করি সমাধান।
তোমরা দুজনে একা থেকো না এখন,
নহে তা উচিত এবে—নহ যতক্ষণ
একাঙ্গ, মিলিত হয়ে শাস্ত্রের বিধানে।

(নিষ্ক্রান্ত।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সাধারণের গমনাগমনের স্থান।

মরকেশ ও বেন্বলের প্রবেশ।

বেন্। মরকেশ, আমি তোমার হাতে ধর্চ্চি, চলো আমরা এখান থেকে যাই। আজ্‌কের দিনটা বড় গরম, আর কপলতের দলের লোকেরাও বার্ হয়েছে ; দেখা হলেই এখনি একটা দাঙ্গা ফেসাদ্ হবে। এ গরম দিনে সবারই রক্ত সহজে আরো গরম হয়ে উঠেছে।

মর। তুমি দেখ্‌চি তাদেরই একজন, যারা শুঁড়ির দোকানে সেঁধিয়েই তলওয়ারখানা কোমর থেকে খুলে মেজের ওপর রেখে বলে, আজ যেন

তোকে আর ছুঁতে না হয়, আর দু গেলাস টান্‌তে না টান্‌তেই হঠাৎ একজনকে মেরে বসে।

বেনু। আমি কি তেম্‌নি ছোট লোক?

মর। যাও যাও, তুমি দেখ্‌চি তালপাতার আগুন, রাগ্‌লে আর হুঁস্‌ থাকে না। তাতেও যেমন, আর তাত্‌লেও তেম্‌নি।

বেনু। তাত্‌লেও তেম্‌নি কি?

মর। তোমার মত আর একটি থাক্‌লে শীঘ্রই দুটোর একটাকেও থাক্‌তে হতো না,—দুজনেই মত্তে।—তুমি কি কম ঝক্‌ড়াটে? তোমার দাড়ির চেয়ে আর কারো দাড়িতে যদি একগাছি চুল কম কি বেশী থাকে—তুমি তার সঙ্গে ঝক্‌ড়া কর্‌বে—সুপুরী কাট্‌তে কেউ আঙ্গুল কেটে ফেল্লে, তুমি তার সঙ্গে ঝক্‌ড়া কর্‌বে—কেন না তোমার চখের তারা কটা। কেউ রাস্তায় কেশেচে তো তার সঙ্গে ঝক্‌ড়া—কেন না তোমার কুকুরটা রোদ পোয়াচ্ছিল তার ঘুম ভেঙ্গে গেচে। গ্যালো বছর মহরমের আগে একজন দর্জ্জি একটা নূতন কোর্‌তা গায়ে দিয়েছিল, তাইতে তার সঙ্গে ঝক্‌ড়া কল্লে। আর, কার সঙ্গে না করেচো। আর একজনের সঙ্গে, সে এক জোড়া জরি-বসানো জুতো পরেছিল ব'লে। ঝক্‌ড়া খুঁজে বের কত্তে তোমার মত আর একটি নেই। উনি আবার আমাকে উপদেশ দিচ্চেন কি না—ওহে ঝক্‌ড়া বিবাদ ক'রো না।

বেনু। আমি তোমার মতন ঝক্‌ড়াটে হলে আমার "লাইফ ইন্‌সিওরেন্স"খানা কেউ এককড়া কানাকড়ি দিয়েও কিন্‌ত না।

মর। দুট্, ওঁর আবার জীবনস্বত্বের ইন্‌সিওরেন্স!—তার কি আবার কিছু মূল্য আছে?—কি নির্ব্বোধ!

বেনু। ঐ দ্যাখো কপলতের দলের লোক আস্‌চে।

মর। কচু আস্‌চে,—আমি কি ওদের গ্রাহ্য করি?

ভৈবল প্রভৃতির প্রবেশ।

ভৈ। (নিজ অনুচরের প্রতি) তুই আমার পেছু পেছু আয়, আমি গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা কচ্চি।—(মরকেশের প্রতি) বলি ওহে শোনো, তোমাদের একজনের সঙ্গে একটা কথা আছে—একবার এদিকে আস্‌বে?

মর। একটা কথা খালি?—তার সঙ্গে আর কিছু না?—একটা কথা আর এক হাত তলোয়ার হোক্ না।

তৈ। আমি তৈয়েরি। একবার ঘাঁটিয়ে ছাখো না।—কে ও, মরকেশ? তুমিই একজন রোমিওর সেথো না?

মর। সেথো—সেথো আবার কি? আমি কি তবে তীর্থের পাণ্ডা না কি?—যাত্রী ধরে বেড়াই?—এই আমার পাণ্ডাগিরির ছড়ি ছাখো,—গায়ে একবার ছোঁয়ালেই সেই বৈতরণীর পারে গে দাখিল হবে।—অ্যাঁ, সেথো—আমি সেথো?

বেন্বু। দেখো, এখানটায় সকলে যাওয়া আসা কচ্চে, একটু আড়ালে যাই চলো, আর না হয় তো তোমাদের দুজনের কারো ওপর কারো আব্দাস্ থাকে তো ঠাণ্ডা হয়ে বলা কওয়া করো।—সকলেই আমাদের দিকে তাকাচ্চে।

মর। তাকাবার জন্যেই তো চোখ।—তাকাচ্চে? তাকাক না কেন। আমি কিন্তু এখান থেকে নড়্চি না;—কারো খাতিরে না।

রোমিওর প্রবেশ।

তৈ। ভাল, একটু স্থির হও, আমার যে জনকে দরকার, আমি তাকে পেয়েচি।

মর। উনি কি তোমার জোন্—কৃষেণ?—লাঙ্গল ঘাড়ে তোমার আগে আগে যান?—তা ডাক্‌বার মত ক'রে ডাকো না,—এখনি মাঠে গিয়ে খাড়া হবে এখন,—সে হিসেবে উনি এক জন বটেন।

তৈ। রোমিও শোন্, তোকে আমি এতই নীচ মনে করি, এতই ঘৃণার চক্ষে দেখি, তা আর কি বল্‌বো! তুই পাজী—ছুঁচো—ছুঁচোর পাজী—বদ্ধ হারামজাদা।

রো। তৈবল, আমার প্রতি এ ভাষা তোমার
সাজে না তোমার মুখে!—বরং আমি আরো
ভালবাসা সৌজন্যের পাত্র সে তোমার;
হেতু তার জান না এখন। তাই বলি
ক্রোধ সম্বরণ কর এবে। আমি তোমা

ক্ষমিলাম, তোমার এ অসদ্‌সম্ভাষ ;—
পাজী ছুঁচো নই আমি—জানিবে পশ্চাৎ।

তৈ। অরে ছোঁড়া, মিছে কেনো এ সব ওজর ;
পারিবি না এড়াতে আমায় বাক্‌ছলে।
ফের বল্‌চি—ফের পাজী—খোল্‌ হেতিয়ার।

রো। শোনো বলি, তৈবল, এখনো কথা রাখো।
কখনো অহিত কোনো করি নে তোমার।
যত দিন হেতু তার না পারো জানিতে
ক্ষান্ত হও তত দিন। নিশ্চয় জানিও,
কপলত-বংশধর, ও নাম তোমার
আদরের যতনের সামগ্রী আমার
স্বয়ং আমার নাম যথা।

মর। কি হীনতা!
কলঙ্কের কথা, ধিক্‌—কি ঘৃণার কথা!
আত্মগ্লানিকর ধৈর্য্য এ কি ভয়ঙ্কর!—
অরে ও মূষিকহন্তা, তৈবল—এ দিকে ফের্‌!

তৈ। আমার সঙ্গে তুই কি চাস্‌?

মর। আর কিছু না,
খালি তোর তলোয়ারখানার কান মুচ্‌ড়ে দে
খাপ থেকে বার কর একবার—নে জল্‌দি নে।
দেরি হ'লে আমার খানা লাফিয়ে ঘাড়ে প'ড়ে
তোর দুটো কানই কেটে দেবে—বুঝ্‌লি ত?

তৈ। আয় তবে—আয়।

(অসি নিষ্কাশন।)

রো। ভাই মরকেশ, তলোয়ার তোলো খাপে।

মর। আয় তবে—দেখি তুই ক্যামন্‌ লড়াক্‌।

(উভয়ের অস্ত্র চালনা।)

রো। বেনুবল, কচ্চো কি হাঁ করে?—শীঘ্র খুলে
তলোয়ার, দুজনেরই হেতের ছট্‌কে দে।—
ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও ত্বরা

তৈবল মরকেশ—রাজপথে অস্ত্র খোলা
রাজার নিষেধ।—ক্ষান্ত হও হে তৈবল,
ক্ষান্ত হও মরকেশ।

(তৈবল, রোমিওর বাহুর নীচে দিয়া মরকেশকে আঘাত করিয়া সঙ্গিগণ সহিত প্রস্থান করিল।)

মর। ওঃ—চোট্ লেগেছে!
ওদের দুটো গুষ্টিই অধঃপাতে যাক্।—
বোধ হচ্চে চোট্টা বুঝি সাংঘাতিকই হবে;
বিনি চোটে সে গ্যালো হ্যা?

বেন্থু। অ্যাঁ—চোট্ লেগেচে?

মর। সামান্য—সামান্য চোট্, ত্যামন কিছু নয়,
আঁচোড় লাগা খালি,—উঃ—এ যে বিলক্ষণ!
চাকরটা গ্যালো কোথা?—শীগ্রি ডাক্তার ডাক্।

রো। ভয় কি;—চোট্ ত বড় বেশী নয়।

(চাকর নিষ্ক্রান্ত।)

মর। তা কি আর?
ইঁদেরার মতোও না—চ্যাটালো গভীর,
সিংদরোজার মতো—আড়ে দীঘেও চৌড়া নয়;
কিন্তু, এতেই বাবা, বস্! হ্যা ছাখ্ তোদের
দুটো গুষ্টিই জাহান্নমে যাক্—ছি-ছি-ছি-ছি!
মানুষের মত মানুষ একটা মাটি করে গ্যালো
একটা কি না জেঁকো ছোঁড়া আঁক্-কাটা-খেলুড়ে,—
ব্যাটা আর্জ্জি ধরে তলোয়ার খেলে শুভঙ্করের মত।
(রোঃ প্রতি) তুই কেন আমাদের মাঝ্খানে সেঁধুলি?
তোর হাতের নীচে পড়েই ত চোট্টা খেতে হলো।

রো। ভালো ভেবেই গেছলুম।

মর। বেন্থুবল, আমায় ধরে বাড়ী নিয়ে চলো।
নয় তো হেতাই মূর্চ্ছা হবে।—যা নিব্বংশ
তোরা দুটো ঘরই যা!

(বেন্থুবল ও মরকেশ নিষ্ক্রান্ত।)

রো। এই ভদ্র লোক, ইনি কুটুম্ব রাজার,
আমারও প্রাণের বন্ধু হারালেন প্রাণ
আমারই সহায় হয়ে। ও দিকেও, হায়,
তৈবলের মুখে দুর্ভর্ৎসনা,—যে তৈবল
(সম্বন্ধে শ্যালক) আপ্তসুহৃৎ আমার।
হায় প্রিয়ে, সৌন্দর্য্য-মদিরা পানে তব
হয়ে আছি বলহীন তেজোহীন আমি
জীবন্ত সাহস যার ছিল আগে হৃদে।

বেন্বলের পুনঃ প্রবেশ।

বেন্। হে রোমিও, হায় হায়, গতায়ু এখন
মহাপ্রাণ মরকেশ, অভ্রস্পর্শী যার
ছিল হৃদয়ের আশা, গ্যালো সে অকালে
ছাড়ি ক্ষুদ্র ধরাধাম—চির তুচ্ছতার।
রো। এ অশুভ ঘটনা হে কাল মেঘবৎ
ঢুলিবে গগনবক্ষে আরো বহু দিন,
দুঃখের সূচনা মাত্র এই,—নহে শেষ।
হবে অন্য দিনে পূর্ণ পূর্ণমাত্রা তার।
বেন্। তৈবল আক্রোশে ফের এ দিকে আসিছে।

তৈবলের পুনঃ প্রবেশ।

রো। জয়মত্ত বিজয়ী এ এখনও জীবিত!
মরকেশ গত আয়ু! ধৈর্য্য সম্বরণ
যা রে দূরে, আয় হৃদে ক্রোধাগ্নি দুর্জ্জয়—
হও পথপ্রদর্শক মম!—রে তৈবল!
যে দুর্ব্বাক্য বলিলি আমায় কিছু আগে,
প্রত্যুত্তর এবে তার শোন্—তুই পাজী
নরাধম মানবকুলের কুলাঙ্গার!
অহো! দেখ, প্রেতরূপী মস্তক উপরে

ফিরে মরকেশ অই, সঙ্গে লয়ে যেতে
তোর কি আমার আত্মা, কিম্বা দু'জনার।

তৈ। তুই-ই ছিলি সঙ্গী তার—তুই-ই সঙ্গে যা।

রো। আয় তবে,—কে যাবে, এখনি হবে ঠিক্।

(উভয়ের অস্ত্রচালনা ; তৈবল আহত এবং ভূপতিত।)

বেন্থু। পালাও রোমিও—শীঘ্র পালাও—পালাও
আসিছে নগরবাসী, ভূতলে তৈবল।
হতবুদ্ধি হয়ে হেন দাঁড়ায়ে কি হেতু,
হ'লে ধৃত, জল্লাদের হাতে যাবে প্রাণ
নৃপাদেশে!—এখনি সরিয়া যাও দূরে।

রো। অদৃষ্টের বিড়ম্বনা।

বেন্থু। হায়, এখনো দাঁড়ায়ে!

(রোমিও নিষ্ক্রান্ত।)

নগরবাসিগণের প্রবেশ।

১ম নঃ বাসী। মরকেশকে খুন করে খুনে কোন্ দিকে পালালো হ্যা?

বেন্থু। ঐ যে—হোথা পড়ে।

১ম নঃ বাসী। ওঠো হে—ওঠো,—চলো আমার সঙ্গে। দোহাই মহারাজের, তুমি খুন করেছ,—এসো সঙ্গে এসো ; ওঠো শীগ্গির।

পারিষদবর্গের সহিত রাজা এবং মন্তাগো, কপলত প্রভৃতি।

রাজা। এ দাঙ্গাহাঙ্গামা পুনঃ কে করে আবার?
কোথা গেলো তারা?

বেন্থু। মহারাজ, আজ্ঞা হয়, আমি বলি সব।—
ঐ যে পড়ে ওখানে, আঘাতিত উনি
তরুণবয়স্ক যুবা রোমিওর হাতে ;
কিন্তু অগ্রে তার, ওঁর হাতে গত-জীব
মহাতেজী মরকেশ নৃপতি-আত্মীয়।

কপ। কি—তৈবল! আমার সেই শ্যালক-আত্মজ?
আমার জায়ার ভ্রাতৃসুত?—মহারাজ,

প্রিয় কুটুম্বুরে মোর করেছে হনন
মন্তাগো-পুত্রের রক্ত করান দর্শন।

রাজা। বেন্বল, খুলিয়া বল ত কা হ'তে সূচনা।

বেন্ব। রোমিও সুমিষ্ট বাক্যে বুঝায়ে বিস্তর
করেছিল বহু চেষ্টা দ্বন্দ্ব নিবারিতে;
বলেছিল রাজনের বিদ্বেষ কতই
এ সব অসূয়া প্রতি, আগ্রহ করিয়া।
আরো বলেছিল, স্থিরনেত্রে মৃদুভাষে
কৃতাঞ্জলিপুটে কতই অনিচ্ছা তার
দ্বন্দ্বে প্রবেশিতে।
কিছুতেই তৈবলের অদম্য আক্রোশ
নিবারিত নহে তবু,—তুচ্ছ করি সব,
স্থিরদৃষ্টে মরকেশ-বক্ষ লক্ষ্য করি
খেলিতে লাগিল নিজ সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ।
অতি ক্রোধে মরকেশও উত্তেজিত এবে,
সাহসী পুরুষচিত্ত প্রকৃতি-সুলভ
তেজে, মৃত্যু তুচ্ছ করি, বাঁচায়ে কৌশলে
আপনারে এক হস্তে, অন্য হস্তে ধরি
চালাইয়া নিজ অসি অতি তীব্র বেগে,
আক্রমিলা তৈবলেরে। রোমিও তখন—
'থামো ভাই—থামো থামো' ব'লে উচ্চৈঃস্বরে
আপনি ছুটিয়া গিয়া দু'জনার মাঝে
অসিঘাতে দু'জনার অসি নোয়াইল।
তখন তৈবল বাহুতলে রোমিওর
অস্ত্র হেলাইয়া ঘাতি বিপক্ষের কুক্ষি
ছুটে পালাইয়া গেলা।—অকস্মাৎ পুনঃ
অবিলম্বে আইলা ফিরে রোমিওর কাছে।
রোমিও তখন প্রতিহিংসা-উত্তেজিত,
বিলম্ব না করি আর, ক্ষণপ্রভাবৎ
খেলিতে লাগিল অসি তৈবলের সহ।

আমি পল না পাই খুলিতে তরবারি,
নিমেষ ভিতরে হেরি তৈবল আহত ;
তখনি রোমিও ছুটে পলাইলা দূরে।
এ যদি না, মহারাজ, সত্য কথা হয়
জল্লাদে করুন আজ্ঞা, করে শিরচ্ছেদ।

কপ। মহারাজ, সত্য নহে এর কথা, শত্রু-
দলভুক্ত এই জন, পক্ষপাতী হয়ে
সর্ব্বৈব বলেছে মিথ্যা,—সকলি অলীক।
একা তৈবলেরে ঘেরেছিল বিশ জনে—
বিংশতি বধিবে একে বিচিত্র কি তায়।
সুবিচারপ্রার্থী আমি, আপনি ভূপতি
স্বীয় ধর্ম্মগুণে করিবেন সত্যরক্ষা ;
রোমিও করেছে খুন তৈবলে নিশ্চয়,
ইথে যেন রোমিওর প্রাণদণ্ড হয়।

রাজা। রোমিও করেছে সত্য তৈবলে হনন,
তৈবল করেছে হত্যা মরকেশে আগে,—
তার প্রাণনাশ হেতু অপরাধী কে ?

মন্তাগো। মহারাজ, অপরাধ রোমিওর নহে,
মরকেশ রোমিওর বয়স্য প্রিয় অতি,
বয়স্যে করেছে বধ প্রতিদণ্ড দেছে—
এতে অপরাধ কিবা তার ?

রাজা। সেই অপরাধ জন্য—আমার আদেশে—
হবে নির্ব্বাসন তার দেশান্তরে কোনো।
তোমাদের দুজনের এ অসূয়া দ্বেষ
সদা দ্বন্দ্ব বিসম্বাদে আমাকেও শেষ
করেছে পাতকগ্রস্ত ; অর্থদণ্ড তার
এতাধিক পরিমাণে করিব এবার,
বহিতে সে দণ্ডভার ভারগ্রস্ত হবে
অনুদিন অনুতাপ যন্ত্রণা সহিবে।
স্তব স্তুতি আপত্তি ওজর অশ্রুনীর

মানিব না কোনো কিছু কহিলাম স্থির,
নিষ্ফল সে সব চেষ্টা নাহি প্রয়োজন,
নির্ব্বাসন আজ্ঞা মম করো গে পালন।
মুহূর্ত্ত বিলম্ব যদি শুনি তাতে হয়
প্রাণদণ্ড সেই দণ্ডে জানিহ নিশ্চয়।—
শবদেহ লয়ে যাও। আইস সত্বর
অবশিষ্ট আদেশ শুনাব অতঃপর।
হত্যাকারী জন নহে ক্ষমার ভাজন,
প্রশ্রয়ে হত্যার হয় দুরাশা বর্দ্ধন।

(নিষ্ক্রান্ত।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কপলতের উদ্যান।

জুলিয়েতের প্রবেশ।

জু। যাও—যাও—যাও শীঘ্র সূর্য্যরথবাহী
তুরঙ্গ তরস-গতি, অগ্নিময় ক্ষুর
ঘাতি ঘনদলপৃষ্ঠে—যাও অস্তাচলে;
কি হেতু বিলম্ব করো এত? ত্বরা করি
শ্রান্তি হরো, দিবসনাথেরে লয়ে গৃহে।
সুসারথি সূর্য্য-রথে আপনি অরুণ,
কষাঘাতে কেন না চালায় তুরঙ্গমে,
আনি দেয় তমসাবসনা তমস্বিনী!
আয় লো যামিনী সখী,—প্রিয় সহচরী,
ছড়াইয়া দে লো তোর ঘন প্রাবরণ,
দেশত্যাগী প্রবাসীরা যেন শীঘ্র তায়
হয় তন্দ্রা-অভিভূত,—প্রাণেশ আমার
প্রবেশে সহসা আসি এ ভুজ-লতায়—
অলক্ষিত অন্যের—অন্যের অবিদিত!

আয়, সখি, সুকৃষ্ণ বসন পরি তোর,
ঢেকে দে আমার এই কপোলযুগলে
মত্ত রুধিরের ক্রীড়া—অঞ্চলে লো তোর।
এসো, প্রিয়তম, এসো—রজনীর দিবা—
তামসী নিশিতে তুমি প্রকাশো তেমতি
দ্রোণপৃষ্ঠে হিমানী যেমতি। এসো নিশি,
প্রিয় সখি, দেখায়ে শ্যামল ভুরু-শোভা,
দে আমারে, দে স্বজনি, প্রাণেশ্বর মম।
গত-আয়ু যখন হবে লো প্রাণেশ্বর
রাখিস্ তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করি
তারকার রূপে করি দেহের ভূষণ।
তখন লো প্রিয়তম হবি এ ভূতলে,
করিবে না কেহ আর সূর্য্যের অর্চ্চনা।
এত সাধে প্রেম-অট্টালিকা করি ক্রয়
এখনও হলো না ভোগ, কি বিরক্তিকর।
এ দিবা কি ফুরাবে না।—বালকের যথা
পর্ব্বাহের পূর্ব্বনিশি ফুরায় না আর—
আছে যার পরিবার নব বাস ভূষা
(পরিধান করুক্ বা না) এ দিবসও
তেমতি আমার।—অই আস্‌চে ধাই-মা।
সম্বাদ আছেই কিছু; শুধু যদি তাঁর
নাম করে উচ্চারণ, তৃষিত শ্রবণে
সে বাণীও অতুলনা দেবের ভুবনে।

দড়ির সিঁড়ি লইয়া ধাত্রীর প্রবেশ।

জু। ধাই-মা, খপর কি গা—ও কি তোর হাতে ?
আনিতে যে রজ্জু-আরোহণ আজ্ঞা দিলা,
তাই বুঝি ?

ধাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই। (ভূমিতে নিক্ষেপ)

জু। ওগো, কি খপর্,—হ্যাঁ গা? অমন করে তুই বসে
পড়্লি যে?

ধাই। হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ!—বেঁচে নেই আর।
(মুখে কপালে চাপড়ানো)
বেঁচে নেই—বেঁচে নেই—বেঁচে নেই—আর। ও মা,
আমাদের কি হ'লো মা—কি হবে মা—কোথা যাবো গা?
হা কপাল্—হা অদেষ্ট—প্রাণে মারা গেল!

জু। ভগবান্, নিদারুণ হবেন কি এত?
হায়, কি ঈশ্বর জীবের হিংসুক এমন!
কে আগে এ ভেবেছিল?—হা রোমিও হা!

ধাই। ঈশ্বর না হোন্—হ'তে পারে অন্য জন।—
হা রোমিও! রোমিও! এ কে আগে ভেবেছে

জু। রে পিশাচি, নরকযন্ত্রণা কেনে দিস্!
দয়া মায়া প্রাণে তোর কিছুই কি নাই?
রোমিও কি আত্মঘাতী হয়েছে রে তবে?
বল্ শুধু—হাঁ কি না।—হাঁ যদি বলিস্—
কঠোর পরাণে তোর দয়াবিন্দু নাই।
ও হাঁ-তে এতই বিষ—তক্ষকেরও বিষ
অতি ছার তার কাছে, আনিস্ নে মুখে—
জিহ্বা জ্বলে যাবে তোর সে বিষ-দাহনে!
হত্যা ক'রে থাকে তাঁকে কোনো আততায়ী—
তাতেও বলিস্ হাঁ কি না—
এ 'হাঁ' 'না'-তে মরা বাঁচা আমার নিশ্চিত।

ধাই। নিজের চোখে দেখেছি গো, কি চোট্ই বা সে!
আহা—সে দিকে কি চাওয়া যায়,—ওগো
এতোখানি গো!
ঠিক্ পাঁজোরের নীচে—কি গহেরা বাপ্!
বীর পুরুষের বুক—রক্ত ক্ষত-মুখে
ছোটে যেন পিচকারিতে—মাঝে মাঝে তার
গাঢ় ঘন কালিবর্ণ রক্ত পিণ্ডাকার!

সর্ব্বাঙ্গ ধূসর, আহা, পাঁশের মতন!
দেখে হায় আমারই যেন বা মূর্চ্ছা হয়!—

জু। হৃদয় বিদীর্ণ হ—বিদীর্ণ হ রে তুই!
ফেটে যা শতধা হয়ে! হতভাগ্য প্রাণ
নিঃস্ব হলি একেবারে সর্ব্বস্ব ক্ষোয়ায়ে!
রে তুচ্ছ মৃত্তিকা, তুই মাটিতে মিশে যা!
চলচ্ছক্তি এইখানে যা রে শেষ হয়ে;—
যা দেহ, হগে যা তাঁর একচিতাশায়ী!

ধাই। তেমন সহায় আর কে ছিল আমার,
অমন ভদ্দর কেউ আছে কি গো আর?
হা তৈবল—হা তৈবল! তোমার মরণ
আমাকেও দেখ্‌তে হ'লো!

জু। এ কি? ঝড় এক্‌বারে উল্‌টে গেলো যে?—
তবে কি রোমিও নয়? তৈবল গেছে মারা—
প্রিয়তম ভাই সে আমার?—না দুই-ই হত—
প্রাণতুল্য প্রিয় ভাই, পতি প্রাণাধিক!
এ জড় জগৎ তবে বৃথা কেন আর,
কেন না নিনাদে ঘোর প্রলয় বিষাণ
বিচূর্ণ করিতে বিশ্ব ভূমণ্ডল। কেবা আর
আছে তায়—নাই যদি তাঁরা—প্রাণাধিক
পতি প্রিয়, প্রাণতুল্য ভাই!

ধাই। তৈবল মরেছে—আর মেরে তৈবলেরে
রোমিও-ও দেশান্তরী।

জু। হা ঈশ্বর!
রোমিও তৈবল্‌-হত্যাকারী!

ধাই। সেই তারে মেরেছে গো!
কি দুঃখু কি—হায়!

জু। কে জানে এ কাল সর্প ছিল সে কুসুমে!—
সে বদন যার—তার হৃদি কি এমন?
কে জানে রাক্ষস-বাস সে রম্য গুহায়!

দুরাত্মা সুরূপ হেন। প্রেত দেবরূপী।
দ্রোণকাক কপোতের পক্ষ আচ্ছাদিত।
তরক্ষু দেখিতে মেষশিশু। অতি হেয়
বস্তু, তায় স্বর্গোপম শোভা। বাহ্য দৃশ্য
বিপরীত—হৃদয় পরাণ ঘৃণাকর।
দুরাত্মন্ শুদ্ধজীবী, অথবা সুভদ্র
নরাধম। হায়, বিশ্ব-প্রসূতা প্রকৃতি
গঠিলে যখন সেই স্বর্গের দেউল
মানব সৌন্দর্য্যরূপে, নরকে তখন
কি কাজে ব্যাপৃতা ছিলি তুই। নহে কেন
শঠতার বাসগৃহ হেন অট্টালিকা।

ধাই। ক'রো না কাহারো আর কথাটি প্রত্যয়,
কি পুরুষ কি মেয়ে, জেনো কেউই ভাল নয়,
অবিশ্বাসী মিথ্যুক সবাই গঙ্গাজলে
তামা তুল্সি হাতে ক'রে মিথ্যা কথা কয়।
সব শঠ সব মন্দ খাঁটি কেউই নয়।
এই সব ভেবে ভেবে এ দশা আমার—
সাধে বুড়িয়ে গেছি এতো—এতো কি বয়েস!
ধিক্ সে রোমোকে—তার মুখে কালি-চুন!—
ভূতোর বাপ্ আমার সে শিশিটা কোথা র্যা?

জু। ও কথা বলিস্ নে তোর জিহ্বা দগ্ধ হবে,
হইতে কলঙ্কভাগী জন্ম নয় তাঁর।
সে ললাট সিংহাসনে প্রকৃতি আপনি
অভিষেক করেছে স্বয়ং মর্য্যাদায়
সম্রাট্ করিয়া মহীতলে। আমি তাঁয়
ভৎসনা করিনু।

ধাই। ওগো করো কি—যে, ভাইকে তোমার
প্রাণে মেরে কল্লে খুন তারই গাচ্চো গুণ?

জু। গা'ব না পতির গুণ,—গা'ব তবে কার?
করিব কি পতিনিন্দা?—হা জীবিতেশ্বর,

কে এবে তোমার নাম উচ্চারিবে মুখে
মধুমাখা রসনায়, আমিই যখন
এতো নিন্দা করি তব, পূরেনি এখন(ও)
পূর্ণ তিন ঘণ্টা কাল, বরিনু তোমায়।
দুর্ব্বৃত্ত আমার ভাই মারিতে উদ্যত
তাই সে মারিলে তুমি তারে নিজ হাতে।
যা রে ও নির্ব্বোধ অশ্রু নেত্র হ'তে ফিরে
আদি উৎস তোদের যেখানে। এসেছিলি
ভুলে কর দিতে আনন্দেরে, সে এখন
নহে রে তোদের রাজা—তোদের ভূপতি
এবে খেদ। জীবিত আমার যিনি পতি,
তৈবল বধিত যাঁরে, নিহত তৈবল
পতিহন্তা হ'তো যেই; সুখের এ বটে!
কিন্তু হায়, শব্দ এক পশিল শ্রবণে
সেই ক্ষণে প্রাণে ব্যথা এত পাই তায়
মৃত্যুবার্ত্তা হতে(ও) অধিক। কত ইচ্ছা
করি ভুলিবারে, হায়, কিন্তু পারি কই?
মোছে না সে প্রাণ হ'তে, মোছে না রে যথা
পাপীর হৃদয় হ'তে দুষ্কৃতির স্মৃতি!
"তৈবল মরেছে আর রোমিও নির্ব্বাসে।"—
অই শব্দ, অই "নির্ব্বাসন" শব্দ, হায়,
বাজিল এতই প্রাণে—সহস্র তৈবল
মরিলেও, সে বেদনা হ'তো না মরমে।
তৈবলের মৃত্যুবার্ত্তা শুধুই প্রচুর,
অন্য বার্ত্তা সঙ্গে নাহি ছিল প্রয়োজন;
অথবা দুরন্ত দুঃখ ভালবাসে সদা
আসিতে লইয়া সঙ্গী; নতুবা কি হেতু
পিতা কিম্বা মাতা, কিম্বা পিতা মাতা দুই,
মৃত্যুর কবলগ্রস্ত কেন না শুনিনু;
সে দুঃখও হায়, ঘুচিত আক্ষেপ খেদে

না শুনিতাম যদি ঐ নিদারুণ কথা—
অই বাক্য "নির্ব্বাসন"—একাই উহাতে
পিতা মাতা—তৈবল—রোমিও জুলিয়েত—
সবারই মরণ, হায়, এক সূত্রে গাঁথা
কতই যে শোক তায়, পরিমাণ তার—
গভীরতা—বিস্তীর্ণতা—দৈর্ঘ্য—ব্যাপকতা—
উপজে না মনে মাপ সংখ্যা কি ওজনে!
ধাই, বাবা কোথা—মা কোথা?

ধাই। তৈবলের শব যেথা—
কাছে বসে আহা উহু কচ্চে গো কতই!
সেখানে যাবে কি—চলো।—

জু। চক্ষুজলে প্রক্ষালন করিছেন তাঁরা
তৈবলের ক্ষত দেহ, থামিবে যখন
অশ্রুজল তাঁহাদের, আমার তখন
প্রবাহিত হবে অশ্রুধারা, কেহ আর
ফোঁটা মাত্র ফেলিবে না রোমিওর তরে!
রজ্জুগুলি তুলে রাখো। হা মন্দ কপাল,
আমারও মতন তোরা বঞ্চিত হলি রে,
এনেছিল রাজপথ গঠিতে তো-সবে
মিলন-সুখের আশে কত! কিন্তু হায়,
অদৃষ্টে আমার বালবিধবার দশা!

ধাই। শোনো বলি, যাও এবে নিজের কুটীরে;
সান্ত্বনা করিতে তোমা—যাই আনিবারে
প্রিয় রোমিওরে তোর, জানি কোথা তিনি—
লুকায়ে আছেন সেই গোঁসাই-কুটীরে।

জু। যা, ধাই যা—আন্ গে খুঁজে, আমার মাথা খাস্
এ অঙ্গুরী দিস্ তাঁকে, বলিস্ একবার
শেষ দেখা দিয়ে যেতে।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।)

তৃতীয় দৃশ্য

মধুরানন্দ গোঁসাইয়ের মঠ।

গোঁ। রোমিও, বাহিরে এসো। এত ভয় কেন ?
তোমার গুণে কি দুঃখ মুগ্ধ হ'লো এতো ?
না তুমিই দুঃখেতে এতো আসক্ত হয়েছ ?

রো। গুরুদেব, কি আদেশ করিলেন ভূপ,
কি দণ্ড আমার ? শীঘ্র বলুন সংবাদ।
নূতন দুর্ভাগ্য হেন কিবা আছে আর
পরিচয় তার সহ হইবে আবার !

গোঁ। সত্য বাপু, পরিচয় হয়েছে অনেক।
দুর্ভাগ্য সহিত তব ; শুনো এবে বলি
করিলেন যে আদেশ নৃপ তব প্রতি।

রো। আর কি আদেশ হবে—প্রাণদণ্ড বিনা !

গোঁ। না হে না, সে দণ্ড নয়, মৃদুতর আরো
দিলা আজ্ঞা নরপতি। দণ্ড শুধু এই—
দেশান্তরে নির্ব্বাসন।

রো। নির্ব্বাসন ? হায় প্রভু, করুণা করিয়া
বলুন নৃপতি-আজ্ঞা—প্রাণদণ্ড মম ;
নির্ব্বাসনে ভয় যত, মরণে তা নয়,
বলো বলো কৃপা ক'রে—নহে "নির্ব্বাসন"

গোঁ। বরণা হইতে শুধু নির্ব্বাসিত হ'লে
পৃথিবী আছে ত প'ড়ে বিপুল—বিশাল।

রো। বরণার প্রাচীরের বাহিরে, গোঁসাই,
পৃথিবী ত নাই আর ; যা আছে কেবল
নরক—নরককুণ্ড—যন্ত্রণার দাহ !
এখান হইতে হওয়া নির্ব্বাসিত যাহা—
পৃথিবী হইতে হওয়া নির্ব্বাসিত তাই।
অতএব নির্ব্বাসন নাম নহে ঠিক্‌,
মৃত্যুই স্বরূপ নাম,—পৃথিবী সে এই।

নির্ব্বাসন নাম দিয়ে সোনার কুঠারে
হাসিতে হাসিতে যেন শিরচ্ছেদ করা।

গোঁ। মহাপাপ—মহাপাপ অকৃতজ্ঞ হওয়া;
দেশের বিধির মতে অপরাধ তব
বিচারে বধের যোগ্য; নৃপতি কৃপালু
তব পক্ষপাতী হ'য়ে, তাহে অবহেলি
নিদারুণ "মৃত্যু" পরিবর্ত্তে "নির্ব্বাসন"
বাক্য ধরিলেন মুখে;—এ নহে করুণা,
তবে করুণা কি আর?

রো। করুণা এ নহে প্রভু—পীড়ন নিষ্ঠুর—
মৃত্যুর হতেও এতে অধিক যন্ত্রণা;
স্বর্গ এই, এই স্বর্গে জুলিয়ে আমার;
কুক্কুর বিড়াল ক্ষুদ্র মূষিক প্রভৃতি
অপকৃষ্ট যত জন্তু এখানে থাকিয়া
নিরখিবে জুলিয়ার বদনমহিমা,
রোমিও একাই তাতে বঞ্চিত থাকিবে।
অতি তুচ্ছ মক্ষিকা(ও) পাইবে যে সুখ
রোমিও মনুষ্যদেহে না পাইবে তাহা।
স্বাধীন উহারা—শুধু আমি নির্ব্বাসিত।
বলিছেন আপনি প্রবাস মৃত্যু নয়;
ছিল না কি আপনার কোনো বিষৌষধি,
ছিল না কি আপনার ছুরিকা শাণিত,
কোনো কিছু উপায় যতই হেয় হোক্
অপঘাতমৃত্যু মম করিতে সাধন,
কেবল নিষ্ঠুর অই বাক্য এক মুখে
"নির্ব্বাসন"—হে গোঁসাই, অপবাক্য উহা
স্বর্গবিরহিত শুধু অসুরেরই সাজে।
গোঁসাই, বৈরাগ্যভাবে চিত্তে কি তোমার
নাহি করুণার বিন্দু, জিতেন্দ্রিয় হ'য়ে,
নির্ম্মম পাষাণ-প্রাণ পাপক্ষয়কারী,

সুহৃৎ আমার হয়ে—কোন্ প্রাণে তুমি
ছিঁড়ে কুটি কুটি কর এ দেহ আমার
"নির্ব্বাসন—নির্ব্বাসন" ব'লে বার বার।

গোঁ। ওরে ও নির্ব্বোধ, ক্ষেপা, একটা কথা শোন্—

রো। তুমি তো আবার সেই ঘুরায়ে ফিরায়ে
আনিবে সে কথা মুখে—সেই "নির্ব্বাসন"।

গোঁ। রক্ষামন্ত্রে কবচ লিখিয়া দেব তোরে
না যাবে নিকটে সেই কথা;—দিব তোরে
তত্ত্বজ্ঞান—দুর্ভাগ্য প্রাণীর সুধামৃত—
যাবি ভুলে নির্ব্বাসন-যাতনা তাহাতে।

রো। ফের্ "নির্ব্বাসন"—দূর হোক্ তত্ত্বজ্ঞান।
একটি জুলিয়ে তায় হয় কি গঠন?
পারে কি সরাতে তায় একটি নগর?
পারে কি সে পালটিতে দণ্ডাজ্ঞা রাজার?
এ যদি না পারে, সে কিসের তত্ত্বজ্ঞান।
রেখে দেও—রেখে দেও, ও কথা তোমার।

গোঁ। বটে বটে—ক্ষেপায় শোনে না বটে কাণে।

রো। শুন্‌বে কিসে—বিজ্ঞে যখন চখেও দেখে না।

গোঁ। ভালো, তোর অবস্থারই বিচার করা হোক্।

রো। বোঝো না যা, তার বিচার কি কর্‌বে তুমি?
আমার মত হতে যুবা নব বিবাহিত;
জুলিয়ে প্রেয়সী হ'ত, বধিতে তৈবলে,
মজিয়ে এ হেন প্রেমে হ'তে নির্ব্বাসিত,
তবে কথা বলিবার অধিকার হ'ত—
অধিকার হ'ত কেশ ছিঁড়িয়ে মাথার
লুণ্ঠিত হ'তে ভূতলে—যথা আমি দেখো।—

(নেপথ্যে কপাট ঠেলার শব্দ।)

গোঁ। ওঠো ওঠো ওঠো বাবা, রোমিও, লুকাও;
হ্যা দেখো, কে আসে বুঝি!

রো। আমি ত উঠ্‌ছি নে, পারো লুকাইতে
যদি নিশ্বাসের ধূমে—লুকাও আমায়!
(নেপথ্যে ফের শব্দ।)

গোঁ। অই শোনো। (উচ্চৈঃস্বরে)—কে ওখানে?—
ওঠো না রোমিও!
ধরা গেলে আর কি।—(উচ্চৈঃস্বরে) একটু থামো—
যাই—যাই।—
যাও শীঘ্র আমার শয়নগৃহে।—(উচ্চৈঃস্বরে)—যাচ্চি,
কি বিপদ্! নারায়ণ—তোমারই ইচ্ছা হে!
কি বোকামি, হায়!—ওঠো বাপ্—(উচ্চৈঃস্বরে)
আস্‌চি, আস্‌চি—
কে তুমি হে!—কোথা থেকে? কি জন্যে এসেছো?

ধাই। আগে সেঁধুতেই দেও, বল্‌চি তার পর
কে আমি, কি জন্য আসি, কার কাছ থেকে।
(দ্বার খোলন।)
আস্‌চি আমি জুলিয়ের কাছ থেকে।

গোঁ। তবে এসো।

ধাত্রীর প্রবেশ।

ধাই। গোঁসাই ঠাকুর, ওগো শীগ্‌গির করে বলো
আমার মনিব সেই রোমিও কোথায়?

গোঁ। অই যে ধূলায় পড়ে কাঁদিছে দেখ না।

ধাই। ঠিক্ যে ঠাক্‌রুণের দশা, তাঁরো এই ভাব।

গোঁ। কি কষ্ট, কি কষ্ট, হায়!

ধাই। মেয়েটাও ঠিক্ অম্‌নি দিন রাত ধরে
ফোঁৎ ফোঁৎ কচ্চে আর ফেল্‌চে চখের জল;
মুখ চোখ ফুলে গেছে।—ওঠো ওঠো, ও কি গো, পুরুষ হয়ে কচ্চো কি ও! উঠে দাঁড়াও—ওঠো।

রো। কে ও, ধাই?

ধাই। আজ্ঞে হ্যাঁ।—ম'লেই তো সব ফুরুলো!

রো। তুমি কি বল্‌ছিলে, হ্যাঁ গা, সেই জুলিয়েৱ কথা ?
কি বল্‌ছিলে ধাই ? তিনি ভেবেছেন কি গা
হত্যাব্যবসায়ী আমি—ক্রূর আততায়ী ?
আমাদের আনন্দের শৈশবেই বটে
হয়েছে আনন্দস্রোত রুধিরে মিশ্রিত।
সে রুধিরও অন্তরঙ্গ জনের আবার।
কি বল্লে ? ক্যামন্ আছেন—কি কচ্চেন্—হ্যাঁ গা ?

ধাই। কখনও শয্যায় পড়ে—কখনও ধরায়,
কখনও শিহরি উঠি করেন বিলাপ
"তৈবল—তৈবর্ল" ব'লে, কখনও চীৎকার
"রোমিও কোথায় গেলে" ব'লে ভূমে পড়ে।

রো। আমারই এ নাম তবে অগ্নি-অস্ত্ররূপে
নির্গত হইয়া তাঁর বক্ষ করে চূর।
গোঁসাই, আমায় ব'লে দিন কোথা এই
শরীরে আমার—কোন্ বা জঘন্য ভাগে
স্থিতি সে নামের, আমি এখনি তাহায়
শাণিত ছুরিকাঘাতে খণ্ড খণ্ড করি।
(অসি নিষ্কাষণ।)

গোঁ। থামো থামো, কর কি ? নিবারো অর্ব্বাচীন
নৈরাশ্য-উত্থিত হস্ত।—পুরুষ কি নও ?
আকারে নেহারি বটে, কিন্তু নেত্রনীরে
নারীর হইতে হেয়। ক্রোধের অধৈর্য্যে
অরণ্যের পশু সম। সত্য বলি, আগে
ভাবিতাম ধীর শান্ত প্রকৃতি তোমার।
ভালো যেন বধেছ তৈবলে, তা ব'লে কি
আপনারে বধিবে আপনি ? বধিবেও তারে
তুমি যার দেহ মন প্রাণের পরাণ ?
হিংসি নিজ প্রাণে হবে ঘোর পাপভাগী।
দৈব—জন্ম—এ সংসার—সকলি সদয়
তোমা প্রতি; চাও কি হারাতে একেবারে

এ শুভ সংযোগ এ তিনের! ধিক্ তোমা—
ধিক্ ও গঠনে—প্রেমে—বুদ্ধিতে তোমার!
মোমের পুতলি মাত্র তোমার ও দেহ,
পুরুষের সাহসবিহীন। সত্যবদ্ধ
প্রেম—সেও হবে মিথ্যা বাণী! হায়! হায়!
হ'তে চাও হন্তারক সে প্রেমের তুমি
শপথ করিয়া যায় করেছ গ্রহণ,
হুতাশন সাক্ষী করি সত্য কর যায়
আজীবন পালন করিবে প্রাণপণে।
বুদ্ধি—যাহা সুরূপের প্রেমের ভূষণ
তোমাতে বিকৃতি-প্রাপ্ত দুর্ব্বুদ্ধি সে আজ!
বৃথা নষ্ট হয়, যথা নষ্ট হয় বৃথা
মূর্খ সৈনিকের হস্তে, অজ্ঞতায় তার,
বারুদ অনলকণা পরশে হঠাৎ!
তুমিও তেমতি নিজে প্রজ্বলিত হয়ে
অজ্ঞতায় আপনার ভস্মীভূত হও
আপন দেহ-রক্ষণ প্রহরণ-ঘাতে!
কি হয়েছে, কি কারণ নিরুৎসাহ এত?
হও পুরুষের যোগ্য; জুলিয়ে তোমার—
যাহার কারণ এই ক্ষণকাল আগে
হয়েছিলে মৃতবৎ—এখনও জীবিত।
সুখের কারণ এক এই।
টৈবল্টের অভিলাষ বধিতে তোমায়
তুমি করিয়াছ সেই বিপক্ষে নিধন।
সুখের কারণ সেও এক।
বিধির বিধানে দণ্ড মৃত্যুই তোমার,
অনুকূল সেই বিধি তুষ্ট নির্ব্বাসনে।
সুখের কারণ সেও বটে।
সৌভাগ্যের ধারা বর্ষে তোমার উপর।
সুসজ্জ হইয়া সুখ ডাকিছে তোমায়

ক্রীড়া করিবার সাধে, তুমি কি না তায়
অসন্তুষ্ট নারী সম ওষ্ঠ বক্র করি
সৌভাগ্য—প্রেয়সী—সবই ঠেলিছ চরণে।
সাবধান—সাবধান, এই সব লোক
মরে অতি কষ্ট ভুগি। যাও এবে ত্বরা
প্রিয়ার নিকটে—যথা ভাগ্যের লিখন।
গিয়া কাছে কর গে সান্ত্বনা-সুধা দান;
বিলম্ব ক'রো না আর শীঘ্র যাও সেথা।
দেখো, কিন্তু এসো চলে না ফুটিতে আলো,
প্রহরায় প্রহরীরা বসিবার আগে,
নতুবা নারিবে যেতে মাঞ্চুয়া নগরে।
সেইখানে কিছু দিন থাকো গে এখন,
সময় বুঝিয়া পরে করিব প্রচার
তব পরিণয়তথ্য, ক্রমে বন্ধুগণে
শান্ত করি সকলেরে স্বমতে আনিব,
ভূপতি-প্রসাদে শেষে মার্জ্জনা লভিয়া
ফিরায়ে আনিব দেশে। দেখিবে তখন
ছাড়িবার কালে খেদ হয় এবে যত
ফিরিবার কালে সুখ শতগুণ তার।—
যাও ধাই, আগে তুমি; মেয়েকে তোমার
জানাইও মম আশীর্ব্বাদ। ব'লো আরো
বাটীর সবারে শীঘ্র শয়নে পাঠান,—
শোকভারগ্রস্ত সবে শীঘ্র রাজী হবে।
রোমিও এখনি যাবে সেথা।

ধাই। উঃ! কি বিদ্যেই গো!—যেন কথক ঠাকুর!
এমন জ্ঞানের কথা—সারা রাত ধরে
দাঁড়িয়ে শুন্‌লেও তায় পা ব্যথা করে না।—
কি হুজুর, আসি তবে, বলি গে ঠাক্‌রুণকে
ঠাকুরটি আস্‌চেন তোমার।—

রো। হ্যাঁ, যাও বলো গে ;—ছাখো, আরো বলো তাঁরে
আমায় গঞ্জনা দিতে থাকেন প্রস্তুত।

ধাই। এই অঙ্গুরিটি নিন—সঙ্কেতস্বরূপ
দিতে দিয়াছেন তিনি।—আসুন সত্বর,
সন্ধ্যা হয়ে এলো।

(নিষ্ক্রান্ত।)

রো। (অঙ্গুরি হস্তে লইয়া) কতই আশ্বস্ত হলাম।

গোঁ। এসো বাপু, আর হেথা থেকো না।—জয়োঽস্তু—
যাও শীঘ্র।—এই হেথা দ্রব্যাদি তোমার।
হয় ছেড়ো রাত্রিশেষে চৌকি না বসিতে,
নয় কল্য প্রাতে ছেড়ো ছদ্মবেশে কোনো।
কিছু কাল মাঞ্চুয়াতে থাক গে এখন ;
ভৃত্যকে তোমার আমি পরে খুঁজে নেব।
তার হাতে সমাচার পাঠাব পশ্চাৎ
ঘটনা যেমন হেথা ঘটিবে যখন।
এসো বাপু, একবার কর আলিঙ্গন ;—
জয়োঽস্তু—কল্যাণ হোক্।—এসো—এসো তবে।
রাত্রি হয়, শীঘ্র যাও ;—স্বস্তি—স্বস্তি—এসো।

(পদধূলি লইয়া রোমিও নিষ্ক্রান্ত।)

চতুর্থ দৃশ্য

কপলতের বাটীর একটি কুঠারি

কপলত, তাঁহার স্ত্রী এবং পারশের প্রবেশ।

কপ। ছাখো বাপু, নানাখানা বিপদ্ আপদে
এতই ছিলাম ত্রস্ত, এ কদিন আর
কোন দিকে পারি নাই কিছুই করিতে।
তৈবলের মৃত্যুশোক এতই লেগেছে
মেয়েটাকে, এ সময়ে তারে পারি নাই
বল্‌তে কিছু সাহস করে।—তবে কি না
জন্মিলেই মৃত্যু আছে—সবাই মরিবে।

এ শোক তাহার কিছু নিয়ত রবে না।
রাত্রি আজ হয়েছে অনেক, আজ আর
বলাই হবে না কোনো কথা। বল্‌তে কি
তুমি আছ তাই; তা না হ'লে কোন্ কালে
যেতাম শয্যায়।

পা। এ ঘোর দুঃখের দিনে
আমিও বল্‌ব না কিছু তাঁয়; কিম্বা হেন
সুযোগও দেখি না কিছু।—আসি তবে আজ।

ক-পত্নী। আজ ভোরে বল্‌বই নিশ্চয়, তবে কি না—
তার ইচ্ছা সেই জানে মনে। দিন রাত
দ্বার রুদ্ধ রয়েছেই ঘরে; শোকে তাপে
আহা, যেন মরারই দাখিল।

ক। কপালে যা থাকে কাল বলবই সে কথা,
আমার কথা কি আর পার্‌বে সে ঠেলিতে?
যা বল্‌বো কর্‌তেই হবে,—সে কথা নিশ্চয়।—
দ্যাখো গিন্নি, শুইতে যাবার আগে আজ
একবার বলে যেতে চাও তার কাছে
প্যারশের বিয়ের কথাটা।

ক-পত্নী। দেখ্‌বো চেষ্টা।

ক। হাঃ হাঃ, আজ সোমবার; বুধবার তবে,
বড় কাচাকাচি হচ্চে। ভাল, তবে হোক্
বৃহস্পতিবার দিন।—পারশ, কি বল?
পার্‌বে ত উদ্যোগ কর্‌তে এরি মধ্যে সব?
তত কিছু আড়ম্বর হ'তে ত পাচ্চে না—
হচ্চে বড় তাড়াতাড়ি, আত্ম অন্তরঙ্গ
গুটিকত নিয়ে কাজ সেরে নিতে হবে।
নইলে লোকনিন্দা হবে, বল্‌বে—গত-আয়ু
তৈবল সে দিন এই—এরি মধ্যে এতো
ধুম্‌ধাম্।—তাই ভাল, বৃহস্পতিবারই তবে।—
পারশ, ইহাতে কি বল তুমি?

পা। ভালই তো;
আপনার আজ্ঞা তার আর কি অন্যথা?
(স্বগত) আমি বলি কাল হ'লে আরো ভাল হ'ত।
ক। এসো, বাপু, বৃহস্পতিবারই তবে ঠিক্।
গিন্নি তাকে শোবার আগে বলে যেতে চাও
সে যেন প্রস্তুত থাকে। তাকেও ত বটে
চেয়ে চিন্তে নিতে হবে।—এসো তবে বাপ্!
কে আছিস্ রে, আলো ধর।—তাই ত এ কি,
কত রাত্তিই হয়েছে,—এ কি ভোর না কি?

(নিষ্ক্রান্ত।)

পঞ্চম দৃশ্য

জুলিয়েতের ঘর।

রোমিও ও জুলিয়েতের প্রবেশ।

জু। এখনি যাবে কি নাথ, এখনও রজনী;
অই যে ডাকিছে শ্যামা—পাপিয়া ও নয়!
ওরি স্বর ভয়াতুর শ্রবণে তোমার
বিদ্ধিছে সুতীক্ষ্ণতর। প্রত্যহ নিশিতে
দাড়িম্বের ডালে বসি ডাকে ও অমনি।
সত্য বলি প্রাণনাথ—শ্যামা ডাকে অই।
রো। ও ত শ্যামা পাখী নয়, পাপিয়া ডাকিছে,
প্রভাতের দূত ও যে প্রভাতী গায়িছে,—
দেখো প্রিয়ে, আকাশের পূর্ব্ব দিকে চেয়ে
হের দেখো আহা! ভাঙা ভাঙা মেঘগুলি
পাশে পাশে কিবা জরি দিয়ে সাজায়েছে
সূর্য্যকর-রেখা! হিংসা করি আমাদিকে
যামিনীর দীপ সব নিবিয়া গিয়াছে।

দেখো কি সহাস্য মুখ, কুজ্ঝটি-আবৃত
অচলমালার শৃঙ্গে দাঁড়ায়েছে দিবা
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে করি ভর।—যাই, প্রিয়ে, যাই,
বাঁচাই জীবন—হেথা মরণ নিশ্চয়।

জু। ও নহে দিবার আলো, জানি আমি জানি,
কোনো উল্কাপিণ্ড হবে, সূর্য্যবাষ্পময়,
সূর্য্যরথ সঙ্গে শূন্যে ঘুরিতে ঘুরিতে
আকাশে পড়িছে খসে পথ হারাইয়া,
দীপ্তিধারী হয়ে এবে নামিছে ধরায়
পথ দেখাইয়া তোমা সঙ্গে নিয়ে যেতে
মাঞ্চুয়াতে।—থাকো নাথ, আরো কিছু কাল,
যাইবার সময় এখনো হয় নাই।

রো। প্রিয়ে, ইচ্ছে তব থাকি হেথা,—ভাল, থাকিলাম।
ধরে ওরা ধরুক্—পরাণে মারে—সই—
প্রিয়ার বাসনা যাহা, আমারও তাহাই।
বলিছেন উনি "নহে ও অরুণ-আঁখি"
আমি(ও) বলি তাই, পাংশুবর্ণ শশী-আভা
মেঘের আড়ালে। কিম্বা নহে শুনি উহা—
পাপিয়ার স্বর, উচ্চে উঠি যাহা
ঠেকিছে গগনবক্ষে অভ্র ভেদ করি।
চিন্তাভারে নত আমি, আমিও চাহি না
ছাড়িতে এ স্থান—সাধ থাকিতেই হেথা।
এসো মৃত্যু, স্বাগত সম্ভাষ করি তোরে,
প্রিয়ার বাসনা এবে তাই। প্রাণেশ্বরি,
এসো করি সুখালাপ—দিবা এ তো নয়।

জু। দিবা বটে—দিবা বটে। যাও নাথ যাও,
যাও ত্বরা করি ক্ষণ বিলম্ব ক'রো না।
পাপিয়ারই স্বর অই।—হায়। আজি মম
তান লয় সুর জ্ঞান সকলি গিয়াছে।
সকলি ঠেকিছে আজ বিরস কর্কশ

শ্রুতিমূল-বিদারক। আহা, কি মধুর
প্রভাতে পাপিয়া-স্বর—সে স্বরও আমার
শ্রবণ-কুহরে বাজে কুঠার সমান।
কেহ বলে ভেক আর পাপিয়া পাখীতে
চক্ষু বিনিময় করে, স্বরও বিনিময়
করিত যদ্যপি আরো ছিল ভাল তায়
বাহুর বন্ধন ছিন্ন হ'ত না এরূপে
আমাদের।—এসো নাথ, এসো, ক্রমে আলো
বাড়িতে চলিল।

রো। বাড়িতে চলিল ক্রমে
আমাদেরও বিপদ্ আঁধার।

ধাত্রীর প্রবেশ।

ধাই। ও মেয়ে!

জুলি। কে গো,—ধাই?

ধাই। ও মা, দেখা দেছে আলো, আস্‌ছেন এ দিকে
গিন্নিমা ঠাকুরুণ, দেখো সাবধান হৈও।

(ধাত্রী নিষ্ক্রান্ত।)

জু। রে গবাক্ষ, আন্ রে দিবার আলো ঘরে,
দে নিবায়ে জীবনের আলো চিরতরে!

রো। প্রাণেশ্বরি!—বিদায় এখন হই তবে,
একটি বার অধরে অধর স্পর্শ কর,
তা হ'লে এখনি নামি আমি।

(চুম্বন দান ও রোমিওর অবরোহণ।)

জু। গ্যালে কি,—হে প্রাণেশ্বর হৃদয়বল্লভ।
হে আর্য্য, হে প্রাণপতি, সু-সুহৃৎ মম।
প্রতি দিন প্রতি ঘণ্টা লিপি লিখো, নাথ;
প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমি দিবস গুণিব।—
এ গুণনে কতই বরষ হবে গত
আবার যখন পুনঃ পাইব সাক্ষাৎ?

রো। বিদায়, হৃদয়েশ্বরি। ছাড়িব না আমি
কখনো কোনো সুযোগে জানাতে তোমায়
প্রণয়-উচ্ছ্বাস আর প্রিয় সম্ভাষণ।

জু। ফের্ দেখা হইবে কি নাথ?

রো। সংশয় কি তায়?
তিলার্দ্ধ ক'রো না দ্বিধা। সে পুনঃ মিলনে
কতই না হবে সুখ এ সব স্মরিয়া।

জু। কি মন্দ-ভবিষ্য-ভাবী হৃদয় আমার,
তোমায় নিরখি নাথ, যেন শবদেহ—
পাংশুল বিবর্ণ জীর্ণ শ্মশানে শায়িত।
হয় দৃষ্টিহারা আমি—নয় তোমা হেরি
পাণ্ডুর নিশ্চয় অতিশয়।

রো। হায় প্রিয়ে,
আমিও তোমায় ঠিক দেখি সেই মত।
কিছুই ও নয়, শুধু খেদে আমাদের
হৃদয়শোণিত শুষ্ক হয়েছে এ তাই।—
বিদায়, হৃদয়েশ্বরি, বিদায়—বিদায়।

(রোমিও নিক্রান্ত)

ক-পত্নী। (নেপথ্যে)
জুলিয়ে,—জুলিয়ে? শয্যা ত্যাগ করেছ কি?

জু। কে ডাকে গা,—মা, না কি ও? ও মা, এত ভোরে?
এখনো শোও নি হ্যাঁ গা? না কি এত ভোরে
উঠিয়ে এসেছো হেথা।—এ কি ভাগ্য মম,
হ্যাঁ মা, হেথা পদার্পণ তব?—কেন মা, এ
রীতিবিপরীত গতি তব?

কপলত-পত্নীর প্রবেশ।

ক-পত্নী। ও মা, এ কি?
কি হয়েছে,—এমন কেন?

জু। অসুখ বড়, মা।

ক-পত্নী। তা হবে না—খালি কান্না—খালি দীর্ঘশ্বাস,
তা কাঁদ্‌লে কি আর ভাইকে পাবি ফিরে ?
তাই বলি, মা, ক্ষান্ত দে। কখনো তা বটে
অতি শোক হয় অতি স্নেহের লক্ষণ।
কখনো বা অতি শোক অজ্ঞান লক্ষণ।
জু। তা হোক্ মা, আমায় কাঁদ্‌তে দেও মা এ দুঃখে,
না কেঁদে এহেন শোকে কেমনে থাকিব ?
ক-পত্নী। লাভ কি বল্—ক্ষতিই শুধু তাতে। হায়,
হারাণ-বন্ধুরে কি রে ফিরে পাওয়া যায় ?
জু। কিন্তু যারে হারাইয়ে প্রাণ কাঁদে এতো,
না কেঁদে তাহার তরে, থাকা কি গো যায় ?
ক-পত্নী। বুঝি বা সে নরাধম বেঁচে আছে বলে'
প্রাণে তোর এত শোক, নহে সে কেবল
ভায়ের মৃত্যুতে তোর।
জু। কে নরাধম হ্যাঁ মা ?
ক-পত্নী। আর কে—রোমিও নরাধম।
জু। (স্বগত) তাঁতে আর নরাধমে অনেক অন্তর।
(প্রকাশ্যে) নারায়ণ, অপরাধ ক্ষমা কর তাঁর।
আমি ক্ষমা করি তাঁয় প্রাণের সহিত।
অথচ তাঁহার জন্য এত দুঃখ প্রাণে
তত আর কারো তরে নয়।
ক-পত্নী। দুরাচার
আজো মরে নাই তাই বুঝি।
জু। হ্যাঁ মা, তাই ;
না পাই ছুঁইতে তারে এ ভুজ প্রসারি
তাই এ দারুণ দুঃখ হৃদয়ে আমার—
এত ইচ্ছা নিজ হাতে দণ্ড দিতে তায়।
ক-পত্নী। সে দণ্ড আমরা দিব, প্রতিহিংসা শোধ
দিবই—দিবই—তারে, ভাবনা কি তায় ?
সে জন্যে কেঁদো না তুমি। দুরাত্মা পামর

পলাইয়া আছে এবে মাঞ্চুয়া নগরে,
অতি শীঘ্র সেখানে পাঠায়ে কোন লোক
ব্যবস্থা করিব হেন, কোন সুঔষধি
সেবন করায়ে তায় পাঠাবো সেখানে
তৈবল গিয়াছে যেথা।—তা হলে তো হবে ?

জু। মা, আমার হবে না তায় ; যতক্ষণ আমি
না হেরি সে রোমিওরে—মৃত—ততক্ষণ
এ হৃদয় শোকতপ্ত রবে সর্ব্বক্ষণ।
দেও, মা, আমায় হেন কোন লোক তুমি
দিব হলাহল আমি মিশ্রিত করিয়া
পান মাত্র তখনি সে ঘুমায়ে পড়িবে।
যে নাম শুনিয়ে হায় ভাবিয়ে অস্থির
পারি না নিকটে গিয়া হৃদি মথি তার
ভ্রাতার স্নেহের শোধ দিতে।

ক-পত্নী। চিন্তা নাই,
দিব লোক একজন অতি শীঘ্র আমি,
প্রস্তুত করিয়া রাখো দ্রব্যাদি তোমার।—
এখন শোন্ গো এক হর্ষের সংবাদ,

জু। এ দুঃখের সময়ে মা হর্ষের সংবাদ
একান্তই প্রয়োজন,—বলো মা, কি বলো,
কি এমন আহ্লাদের কথা ?

ক-পত্নী। শোনো বলি,
তোমার কারণ সদা সতত চিন্তিত
পিতা তব, তাই তিনি ঘুচাতে তোমার
দারুণ এ মনস্তাপ, আনন্দের দিন
এক করেছেন স্থির, যা তুমি কখনও
আশাও করো নি, আর আমিও ভাবি নি।

জু। এমন হর্ষের দিন কি মা, তা বলো না ;
মা, তোমার পায়ে পড়ি, বলো না কি দিন ?

ক-পত্নী। ওগো, এই বৃহস্পতিবারে বিয়ে তোর।
সম্ভ্রান্ত সৎকুলজাত সর্ব্বগুণধর,
রাজার আত্মীয় আর সাহসী শ্রীমান্
পারশ পুরুষ ধীর মহা ধনবান্
পরিণেতা হবে তোর হয়েছে সুস্থির;
বড় সুখী হবি মা তুই।

জু। হা কৃষ্ণ, হা দেব।
এই আহ্লাদের দিন! কখনো তো এতে
হব না গো সুখী আমি। এতো তাড়াতাড়ি—
কথাবার্ত্তা হ'ল না,—হ'ল না দেখাদেখি
দুজনায় আমাদের, হঠাৎ অমনি
বিবাহের দিন স্থির—এ কি কথা হ্যাঁ মা?
মা, তুমি বাবাকে ব'লো এ বিয়ে কর্‌বো না,
কোনো বে-ই এখন কর্‌ব না মা আমি।
পরে যদি কখনও ইহার পরে করি,
বরং সে রোমিওকে বিবাহ করিব,
(জানো ত মা আমি তারে কত ঘৃণা করি)
তবু পারশেরে আমি বরিব না কভু।
বড় আহ্লাদেরই কথা বটে!

ক-পত্নী। অই আস্‌চেন তিনি,
নিজেই তুমি বলো তাঁকে, শোনো কি বলেন।

কপলত ও ধাত্রীর প্রবেশ।

ক। সূর্য্য যখন অস্তে যায় তখন শিশির ঝরে,
ভাইপো-রূপ সূর্য্য অস্তে ঝড় বৃষ্টি করে।
কি কচ্চে সে, এখনো কি তেম্‌নি জলের কল,
দিবা রাত্রি কান্নাকাটি চক্ষে ঝরে জল;
ক্ষুদ্র দেহে বেশ করেচে তিনটিরই নকল,
একটি সাগর—একটি জাহাজ—একটি ঝড় বাদল।
চক্ষু দুটি সাগর—তাতে জোয়ার ভাটা খেলে,

দেহটি তার জাহাজ—যেন পালে উড়ে চলে,
শ্বাস নিশ্বাস নেত্রজলে ঝড় ঝাপটের বল্—
হঠাৎ বন্দ না হয় যদি—যাবে রসাতল।—
শুনিয়েচ কি, ও গিন্নি, আমাদের সে কথা?
ডিক্রি করে বসেছি তা হবে না অন্যথা।

ক-পত্নী। বলেছি—তা, ও কিছুতেই শোনে না সে কথা।
হতভাগী, হাড়হাবাতি, চুলোর সঙ্গে ওর
বে হয় ত বাঁচি আমি।

ক। রেগো না—রেগো না,
একটু স্থির হও গিন্নি, একটু সামাই করো;
আমার সঙ্গে এসো দেখি, শুনি ও কি বলে।
সে কি কথা—চায় না তাকে, পারশ যদ্যপি
বিবাহ করে উহাকে, ওরি ত সে শ্লাঘা।
সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা ওর;—রূপ গুণ
কি ওর এতো—যোগ্য পাত্রী হবে ও তার?
তবে কি না এ ঘটনা কত যোগাযোগে
আমরা ঘটিয়েচি তাই। আমাদের প্রতি
কৃতজ্ঞ না হয়ে আরো অমত তাহাতে?

জু। না বাবা, ইহাতে কিছু শ্লাঘা ত দেখি না,
ঘৃণা যায় হয়, তায় শ্লাঘা কি আবার?
কিন্তু ভালবেসে যাঁরা ঘৃণার(ও) সামগ্রী
দিতে চান—কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছে আমি।

ক। কি বল্লি, পাজী বেটী—ভণ্ড কুতার্কিক।
"শ্লাঘা" নাই—"কৃতজ্ঞতা"? বটে, আর
"কৃতজ্ঞতাও" নয়। শোন্ বলি আমি তোকে
"শ্লাঘা, কৃতজ্ঞতা তোর" শিকেয় তুলে রাখ্,
প্রস্তুত হ'গে যা এখন, ভাল যদি চাস্,
ভাল মানুষের মত কথাটি না কয়ে
ধীরে ধীরে বোস্ গিয়ে দানের আসনে।
না যদি তা কর্‌বি, তবে হিঁচড়ে নিয়ে যাবো।
দূর হ এ বাড়ী থেকে শুট্‌কি প্যাঁচামুখী।

জু। বাবা তোমার পায়ে ধরি, একটি কথা শোনো,
একটু স্থির হও বাবা—

ক। দূর হ লক্ষ্মীছাড়ী—
বেরো আমার বাড়ী থেকে, নইলে এখনি
মুণ্ডুটা না ধরে তোর ছালে দেবো ছেঁচে।
তবে আমার গায়ের এ জ্বালা দূর হবে।
শোন্ বল্‌চি, বৃহস্পতিবার যদ্যপি না তুই
স্বচ্ছন্দে বে ক'রে তাঁর ধর্ম্মপত্নী হোস্,
তবে তোর মুখ আর কখনো দেখবো না।
চুপ করে রইলি যে? জবাব দিস্ নে ক্যানো?
উঃ, হাতটা নিস্‌পিস্ কচ্চে, কি বল্‌বো আর
দু'হাত দিয়ে মুণ্ডুটা তোর টেনে ছিঁড়ে নিলে
তবে আমার এ রাগ যায়।—গিন্নি হ্যাদে ছ্যাখো,
কত দিন তোমায় আমায় করি কত খেদ
ভগবান্ একটি বই দেন নি আমাদিকে,
একটিই এখন দেখ্‌ছি এক শ হ'তে বাড়া।
হায় কেনো এ পাপিষ্ঠা আমাদের ঘরে!—
দূর হ প্যাঁচামুখী—দূর হ মর্।

ধাত্রী। ভগবান্ ওর ভাল করুক্। আহা, এমন্ করে গালমন্দ পাড়তে আছে গা। মনিবই হও আর যেই হও—তোমারি তো দোষ।

ক। ক্যানো, বিজ্ঞ ঠাক্‌রুণটি, ক্যানো বলো দেখি, চুপ কল্লে হয় না ভাল; না হয় বক্‌বক্ কর্‌গে যা তোর ইয়ার্‌নীদের কাছে।—থাম্ বল্‌চি।

ধাই। ও মা, আমি কি এমন মাথাকাটা কথা বলেচি, এতো রাগ কেন?

ক। যা যা—যা সরে যা, ছ্যাখ্।

ধাই। ও বাবা, হাঁ পাত্তে পাবে না কেউ!

ক। থুবড়ী বুড়ী, থাম্ বল্‌চি—নয় এখান থেকে যা। কাঁদানি দেখাগে তোর কল্লানীদের কাছে, যা হেথেকে—হাঁদী।

ক-পত্নী। বড্ড বেশী রেগেচো।

ক। রাগ্‌বো না? এ যে খেপে যাবার কথা।

দিন নেই, রাত নেই, সন্ধ্যে কি সকাল
অষ্টপোর অহর্নিশি ঘুমন্ত জাগ্রত
সদা চিন্তা কিসে ওকে সুপাত্রকে দি ;
এত কাল পরে পাই সুপাত্র একটি—
উচ্চ বংশ, সম্ভ্রান্ত, কুলীন, উচ্চ পদ,
ধন অর্থ, জমিদারি, বাগান বাগিচা,
ঘর বাড়ী গাড়ী ঘোড়া অঠেল্ অগাধ,
সুপুরুষ সাহসী সুন্দর বুদ্ধিমান্,
নানা গুণে বিভূষিত, সমাজে সুখ্যাত,
এ পাত্রকে লক্ষ্মীছাড়ী আবাগী নির্ব্বোধ,
প্যান্‌পেনে কাঁদুনে ছুঁড়ী, বলে কি না "চাই না,"
"ও বিয়ে কর্‌বো না আমি," "প্রণয় হবে না"
"আমি কচি খুকি আমায় অব্যাহতি দেও"।—
ভালো, না করিস্ বিয়ে আইবড়ো থাক্,
তা হলে না হয় আমি করি সে মার্জ্জনা।
কিন্তু এ বাড়ীতে আর পাবি নে থাকিতে ;
যা খুসি—যেখানে ইচ্ছা—চরে খেগে যা।
এই আমার সার কথা জানিস্ নির্যাস,—
ব্যঙ্গ পরিহাসে নাই আমার অভ্যাস।
এখন দেখ্‌গে ভেবে, বুঝ্‌গে ভালো করে,
বৃহস্পতিবার দ্যাখ্ অতি সন্নিকট,
ঠিক্ ঠিক্ ভেবে, বুকে হাত দিয়ে বুঝে
বলিস্ আমাকে, আমি তাতেই হব রাজি।
এই পাত্রে দেব বিয়ে, আমার যদি হোস্ ;
তা যদি না হোস্, তবে প্রতিজ্ঞা আমার
ভিক্ষা কর্—শুকিয়ে মর্—পথে থাক্ মরে—
চেয়েও দেখব না। পিতৃকুল নরকস্থ—
এই দিব্য করিলাম সবার সাক্ষাৎ—
তার পর যদি আর মেয়ে বলি তোকে।
আমারো যা কিছু তার কড়া কপর্দ্দক

কোনো উপকারে তোর কখনো আসবে না।
সত্য বলি এ কথায় করিস্ প্রত্যয়—
চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ মিথ্যা যদি হয়।

(নিষ্ক্রান্ত।)

জু। হায়, স্বর্গবাসী দেব, কেহ কি তোমরা
পাও না দেখিতে মম হৃদিমর্ম্মতল,
কি দুঃখে আমি যে দুঃখী কেহ কি দেখো না?
হে জননি, তুমি গো মা, ত্যেজো না আমায়,
পথের ভিখারী করে দিও না তাড়ায়ে।
একটি মাস—সাতটি দিন—বিলম্ব করো মা,
এ বিবাহ করিতে সমাধা, তা না হয়
সাজাও বিবাহস্থান তৈবল-শ্মশানে।

ক-পত্নী। কথাটি বলিস্ নে আর।—বলিস্ নে আমায়,
যা ইচ্ছা কর্‌গে যা তুই, চাই না তোকে আর।

(নিষ্ক্রান্ত।)

কপলত-জননীর প্রবেশ।

ক-জ। হ্যাঁ নাত্‌নি, এ কি কথা শুন্‌তে পাচ্ছি সব?
পারশ্‌কে বিয়ে কত্তে চাস্ নে না কি তুই?
এ কি বুদ্ধি হোল তোর, ও পোড়াকপালী,
রূপে গুণে ধন দৌলতে যোড়া যার নেই
তাকে যদি মনে ধরে না, তবে তোমার বর,
পৃথিবীটে খুঁজেও আর মিল্‌বে না কোথাও।
মনের কথাটা তোর বল্ দেখি কি, খুলে?

জু। মনের কথা আবার কি?—বে কোরবো না আমি।

ক-জ। বে করবে না বটে! তোর যে বড় দেখ্‌চি তেজ!
তোর কথাতেই হবে না কি? তাই বুঝি ভেবেছ?
ঢের দেখেছি কলির মেয়ে—তুই সবার সেরা,
বাপের কথা, মায়ের কথা, পিতামহীর কথা,

এমন করে ঠেলে ফেল্‌তে কোথাও ত শুনি নি।
কি মেয়ে হয়েছিস্‌ তুই, ধিক্‌ ধিক্‌ তোকে।
বলে গেল বাবা তোর—ওজর করিস্‌ যদি
সবাইকে মারবে ঝ্যাঁটা, নিজে হবে খুন।
মিছে র‍্যালা করিস নে আর, থাক্‌বে না ওজোর।
পারশ্‌কে বে কত্তে হবে, সেটা জানিস্‌ ঠিক্‌।
ভাল যদি চাস্‌ তবে বুঝে সুঝে চল্‌।
কুবুদ্ধি না ছাড়িস্‌ যদি, যা ইচ্ছে কর্‌।

(কপলত-জননী নিষ্ক্রান্ত।)

জু। ধাই রে, কিরূপে ইহা নিবারিত হবে ?
ভগবান্‌—ভগবান্‌, রাখো হে আমায়,
তুমিই সহায় দেব। তুমি স্বর্গধামে
একাকী রমণী আমি পৃথিবীতে পড়ে।
কি হবে কি হবে ধাই, বলো কি উপায়।
হা দেব জগৎপতি, ছলিতে কি আর
ছিল না তোমার কেহ, বালিকারে তাই
বেড়িয়াছ, হে চক্রিন্‌, বিড়ম্বনাজালে ?
কি উপায় বল্‌ ধাই। হ্যাঁ গা, তোর মুখে
একটিও কি সান্ত্বনার মিষ্ট কথা নাই ?
হায়, কি হবে আমার।

ধাই। আছে বই কি, এই শোনো—রোমিও প্রবাসী ?
প্রকাশ্যে এখানে আর পাবে না আসিতে ;
দাবি দাওয়া করিবে যে তোমার উপর,
সে পথ নাহিক আর তার। দুঃসাহসে,
ফেরেও যদি সে হেথা, থাকিবে লুকায়ে,
অতএব আমি বলি, বিচারে আমার
তোমার উচিত হয় এ বিয়েই করা—
এই ধনী পাত্রটিকে। আহা, কি সুন্দর।
বাজপক্ষী সম চক্ষু কিবা তেজ(ই) তায়।
এঁর কাছে রোমিও ত ছড়াহাঁড়ীর ন্যাতা।

দেখো মেয়ে, বড়ই সৌভাগ্য এ তোমার ;—
দ্বিতীয় পতিকে নিয়ে খুব সুখী হবি,
কেন না, এ তার চেয়ে সর্ব্বাংশেই ভাল।
আরো দেখো প্রথমটা—সে মরারই দাখিল
বেঁচেও যখন তাকে পাবে না'ক আর
এবে তার মরা বাঁচা দুইই সমান।

জু। ধাই, তোর এ সব কি মনোগত কথা ?

ধাই। "মনোগত" কি গো—এ যে প্রাণগত কথা।
না হয় তো দুয়ের মাথাই খাই।

জু। তথাস্তু।

ধাই। কি—কি বল্লে ?

জু। বল্‌চি যে, সান্ত্বনা তুমি উত্তমই দিয়েছ,
অতি পরিপাটি, ধাই, সান্ত্বনা এ তোর,
বলোগে গিন্নিকে, এবে আমি মঠে যাই।
বাবার আমার প্রতি বড়ই বিরাগ,
তাই আমি যাই সেথা ঠাকুর দর্শনে ;
অন্তর সুস্থির কিছু হয় যদি তায়,
আর যদি মাথা খুঁড়ে ঠাকুর দেব্‌তায়
বাবার বিরাগ কিছু কমাইতে পারি।

ধাই। উত্তম ঠাওরেচ,—এ তো বড় ভাল কথা।
এখন আমি যাই।

(ধাত্রী নিষ্ক্রান্ত।)

জু। কি পিশাচী মাগী এ গা, পাপিষ্ঠি চণ্ডাল।
কিন্তু এর পাতকের কোন্‌টা গুরুতর,—
এরূপে আমায় ধর্ম্মচ্যুত হতে বলা,
না, যে মুখে প্রিয়তমের শত শত বার
প্রতিষ্ঠা করেছে কত, সেই মুখে ফের
হেন কুৎসা নিন্দা তাঁর।
যা কুটিলা কুমন্ত্রিণী—দুষ্টা পাপীয়সী,
আজ হতে তো আমার প্রাণ দুই দুই।

যাই গোঁসায়ের কাছে—তিনি কি বলেন ;—
সব ব্যর্থ হ'লে শেষ মৃত্যু নিজ হাতে।

(নিষ্ক্রান্ত।)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গোঁসায়ের মঠ।—কুটীর।

(গোঁসাই উপবিষ্ট।—জুলিয়েতের প্রবেশ।)

জু। ঠাকুর, সময় হবে কি, না আস্‌বো পরে।
গোঁ। না, তেমন কাজ হাতে নাই,—কেনো গা মা।
জু। কবাটটা ভেজিয়ে দিন,—ঠাকুর, আমায়
বিপদে উদ্ধার করে বাঁচান বাঁচান।
একা আমি বিপদ্‌সাগরে মরি ডুবে।
কি উপায় বল প্রভু, নিরুপায় আমি!
সকল ভরসা আশা ফুরায়ে গিয়াছে,
আপনি চরণে যদি রাখেন এখন।
গোঁ। দুহিতে, তোমার দুঃখ আগেই জেনেছি,
ভাবিয়ে না পাই খুঁজে বুদ্ধিতে আমার
প্রতিকার কিছু তার।—শুনিয়াছি নাকি
এই বৃহস্পতিবারে বিবাহ তোমার
ধনাঢ্য পারশ সঙ্গে সুস্থির হয়েছে,
তার আর কিছুতেই হবে না অন্যথা।
জু। শুনেছেন বলে দেব, বলুন কি ফল,
না পারেন যদ্যপি সে অশুভ বারিতে?
উপায় তাহার যদি বলেন আপনি
আপনার বহুদর্শী জ্ঞানের বাহির,
বলেন যদ্যপি আরো মম প্রতিজ্ঞায়
কলুষ নাহিক কিছু, তা হ'লে এখনি

উপায় করিব নিজে এই অস্ত্রাঘাতে।
জগতের পতি যিনি তিনিই আপনি
আমাদের দুই হৃদি করিলা সংযোগ,
আপনি করেন যোগ কর দোঁহাকার ;
সে কর আবার যদি অন্য কারো করে
হয় বদ্ধ পুনরায়, কিম্বা এ হৃদয়
হয় অন্যজনগামী—হেন অবিশ্বাসী,—
তা হ'লে করিব দুইই ছিন্ন এ আঘাতে।
বহুদর্শী বহুজ্ঞানী আপনি গোঁসাই
উপদেশ হেন কোন করুন আমায়
যাতে রক্ষা পাই এই বিপদ্‌সাগরে।
বলুন সংক্ষেপে—আর চাহি না বাঁচিতে।

গোঁ। মা, তুমি সুস্থির হও ;—এক যুক্তি আছে,
পারো যদি অবলম্ব করিতে তাহায়।
এ বিবাহ নিবারণ উদ্দেশে যখন
মরিতে উদ্যত তুমি, তখন বা বুঝি
সে উপায়ও অবলম্ব করিতে পারিবে,
মৃত্যু অনুরূপই তাহা, পারো যদি বলো
সাহসে বান্ধিতে বুক, বলি সে উপায়।

জু। এ কুকার্য্য অপেক্ষা বলেন যদি প্রভু,
পড়িয়া মরিতে অই দুর্গচূড়া হতে,—
তাও পারি ; পারি তা-ও বলেন যদ্যপি—
ভ্রমিতে দস্যুর সাথে ; অহি সঙ্গে বাস
এক গৃহে ; ক্রোধিত ঋক্ষের সহ এক-ই
শৃঙ্খলে থাকি বাঁধা ; কিম্বা থাকি একা
শবদেহ সঙ্গে বাঁধা অস্থিশয্যা'পরে
শ্মশানেতে। হৃৎকম্প হতো আগে ভাবি
যে সকল, পারি সবি এবে অকাতরে,—
নারি কিন্তু কুপত্নীর কলঙ্ক সহিতে।

গোঁ। ধরো তবে, যাও গৃহে এ আরক ল'য়ে,
হওগে সম্মত এ বিবাহে। কাল নিশি—
কাল বুধবার—বিবাহ-পূর্ব্বাহ্নকাল
থাকিবে একাকী, ধাইও যেন নাহি থাকে
নিকটে তোমার, কিম্বা সে শয়নগৃহে।
ল'য়ে এই শিশি সঙ্গে উঠিবে শয্যায়,
উঠিয়াই, এই যে দেখিছ এতে জল
করিও তখনি পান; পানমাত্রে ইহা
সর্ব্বাঙ্গ শরীরে তব শিরায় শিরায়
বোধ হবে ছুটিতেছে যেন কোন রস
সুশীতল, সুনিদ্রালু অতি; দ্রুতগামী
হইবে ধমনী,—দেহে না রবে উষ্ণতা,
রুদ্ধ হয়ে যাবে শ্বাস; সজীবতা চিহ্ন
কিছু দেহ-অবয়বে না রবে তখন।
শুকাইবে ওষ্ঠাধর, গণ্ডের গোলাপ
হইবে পাণ্ডুর বর্ণ, নয়ন-গবাক্ষ
নিমীলিত,—নিমীলিত যথা অক্ষি, যবে
যমরাজ মুদেন জীবনরূপ দিবা।
বিশিথিল, আড়ষ্ট, অমুষ্ণ, হিমবৎ,
হবে দেহ গ্রন্থি সর্ব্ব, সর্ব্বাঙ্গ শরীর,
এহেন নির্জীবভাবে থাকি দেড় দিন
উঠিবে জাগিয়া পরে সুপ্তোত্থিত যেন।
বিবাহবাসর-প্রাতে আসিবে যখন
গৃহ-পরিজন সবে নিকটে তোমার,
দেখিবে নির্জীব তুমি, তখন তোমার
দেহ নিক্ষেপের আগে (আত্মঘাতী দেহে
নহে বিহিত সৎকার) মঠে আনি শব
লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দির সম্মুখে
অর্দ্ধদিন কাল রাখি যাইবে চলিয়া,—
যথা চির কুলপ্রথা তব। ইতিমধ্যে

মাঞ্চুয়া নগরে লোক পাঠাইব আমি
রোমিওরে এখানে আনিতে অতি ত্বরা।
পূর্ব্ব হতে সাবধানে থাকিব শ্মশানে
দুই জনে প্রতীক্ষা করিয়া মোহচ্ছেদ।
জাগ্রত হইবা মাত্র সেই নিশিযোগে
তোমা লয়ে রোমিও ফিরিবে মাঞ্চুয়াতে।
স্ত্রীস্বভাব-সুলভ ভয়েতে যদি নহ
ভীত, কিম্বা লুব্ধচিত্ত (নানা বাসনায়—
চঞ্চল রমণীচিত্ত সদা), তবে এই
সদুপায় একমাত্র বিপদে তরিতে।

জু। দেও ঠাকুর, এখনি দেও,—ভয় পাবো—
সে ভয় ক'রো না ;—এবে নির্ভয় পরাণ
মন মম।

গো। তবে ধরো লও, শীঘ্র যাও।
দৃঢ়মনে এ সঙ্কল্প করগে সাধন ;
আশীর্ব্বাদ করি, হও সিদ্ধমনোরথ।
অবিলম্বে দিব বার্ত্তা ভর্ত্তারে তোমার
দূত পাঠাইয়ে তাঁর কাছে—এসো তবে।
(জুলিয়েত কর্ত্তৃক শিশি ও গোঁসায়ের পদধূলি গ্রহণ)
জয়োহস্তু কল্যাণ হোক্।—স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।
(জুলিয়ে নিষ্ক্রান্তা।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কপলত-ভবন।

কপলত, কপলত-পত্নী ও ধাই ইত্যাদির প্রবেশ।

ক। কে কোথা কি কচ্চে, একবার দেখে আসি ;
নিজের চ'খে না দেখ্‌লে কোন কাজই হয় না।
ও গিন্নি, বেটী তো ঠাকুরবাড়ী গিয়েছিল,
গোঁসাই তাকে দুটো চাট্টে বুঝিয়ে বলে থাকে

মনটা তার নরম কিছু হ'লেও হতে পারে।
নচ্ছার বেটী—পাজি বেটী—একগুঁয়ের শেষ।

জুলিয়েৎর প্রবেশ।

এই যে আমার আপ্তগর্জি মেয়েটি আস্‌ছেন।
তার পর—খপর কি ? কোথা গিছলি হাঁ্যা গা ?

জু। বাবা, আমি গিছলুম গোঁসায়ের মঠে ;
গাল মন্দ খেয়ে প্রাণে বড় ব্যথা পাই,
তাই গিয়াছিনু সেথা। দেব-আশীর্ব্বাদে
পারি যদি কিছু শান্তি করিবার তার,
সেই সঙ্গে তোমারও ক্রোধের কিছু শান্তি।

ক। তার পর—তার পর!

জু। গোঁসায়ের উপদেশে মনটা এখন
হয়েছে অনেক সুস্থ, এখন বুঝেছি,
মহাপাপ অবাধ্যতা কথায় তোমার।
অকৃতজ্ঞ হওয়া ঘোর পাপ। উপদেশ তাঁর—
পদানত হয়ে, পিতঃ, তোমার চরণে
করিতে ক্ষমা প্রার্থনা—হইতে সম্মত
এ বিবাহে। পিতঃ, ক্ষম অপরাধ মম।
এ মিনতি আমার তোমার শ্রীচরণে।
(চরণে প্রণিপাত।)

ক। (মহা উল্লাসে জুলিয়েৎকে উঠাইয়া এবং তাহার
শিরঃঘ্রাণ ও মস্তকচুম্বন করিয়া)
ওঠো—ওঠো ;—ও কি করিস্—কেনো ও আবার।
ওরে—কে আছিস্, যা—যা এখনি—এই দণ্ডে
আন্ গিয়ে পারশেরে, কালই গোধূলিতে
এ দুটোর গাঁটছড়া বেঁধে দিয়ে বাঁচি।
কি জানি কখন কিসে আবার ফস্‌কাবে।

জু। না বাবা,—আর ফস্‌কাবে না।

ক। ভাল—ভাল, বেশ বেশ,—এম্নিই ত চাই।
মুখ তুলে কথা কও, মেশো খোসো হেসে।
ওরে, কে গেলি রে আন্‌তে তাঁকে, শীগ্‌গির যা।
ভাল গোঁসাই—ভাল—ভাল বাহাদুরি বটে,
দেশশুদ্ধ লোকটাকে রক্ষা করে দেছো।

জু। ধাই মা, আমার সঙ্গে তুমি যাবে কি গা ঘরে?
কোন্ গয়না কোথা চাই, কি সজ্জা করিলে
খুল্‌বে ভালো, দেখে শুনে, বেছে গুছে দেবে।
কালই হ'ল দিন।

ক-পত্নী। কাল নয় গো—পরশু,
কাল সবে বুধবার, কাল কি হতে পারে!

ক। রেখে দেও ও কথা, ঢের সময় আছে।
সব দিক্ আমি দেখব, একা করব সব।
তুমি ঘরে বসে থেকো, এক পাও ন'ড়ো না।
যাও ধাই যাও, যা বলে, করো গে তাই।
আঃ—তবু ঘুরে ফিরে, শেষ একগুঁয়েটা
ঠিক পথে দাঁড়িয়েছে এসে। কি স্ফূর্ত্তিই
হচ্চে প্রাণে! বুক থেকে যেন কি একটা
বোঝা নেমে গেল।

(কপলত নিষ্ক্রান্ত।)

তৃতীয় দৃশ্য

জুলিয়েতের কক্ষ।

জুলিয়েত ও ধাত্রী।

জু। ঝি-মা, তবে এসো এখন, ঢের রাত হয়েছে;
বাছা গোছা এক রকম ত শেষ করা গেছে,
একটু এখন শোও গে যাও, আবার খাটুনি
আছে কাল সারা দিন, আমারও চোখ দুটো
যেন জড়িয়ে আস্‌চে ঘুমে।

কপলত-পত্নীর প্রবেশ।

ক-পত্নী। তোরা কি এখনো জেগে ?
আমিও যাব না কি ?—দরকার থাকে বল্।
জু। না মা, না, তুমি শোওগে, কোনোও কাজই নেই।
দু'জনেই আমরা সব প্রায় শেষ করিছি।
ধাইমাকেও শুতে যেতে বল্‌ছিনু এখন।
ক-পত্নী। য়ো-ও কি থাকবে না কাছে ?—ও থাক্ না কেন ?
থাক্‌লই বা সারা রাত, তায় ক্ষতি কি ?
জু। কাজ ত কিছু নেই, তবে মিছে কেন থাকা ;
ঘুম ধরেছে বড়, আমি এখনি ঘুমোবো,
কাছে থাক্‌লে কেউ, তাতে ঘুমের ব্যাঘাত
হবে দু'জনেরই আরো—গল্প গুজব ক'রে।
না মা, না,—দু'জনেই তোমরা যাও। না হয় ধাই
থাকুক্‌গে তোমার কাছে, ঢের কাজ হাতে
আছে ত তোমার, ওকে তোমার(ই) দরকার।
ক-পত্নী। তবে ঘুমো তুই, ঘুমে তোর প্রয়োজন বটে।
কদ্দিন ঘুমুস্ নে—আহা, ঘুমো।
(কঃ-পত্নী ও ধাত্রী নিষ্ক্রান্ত।)
জু। ঈশ্বর(ই) জানেন কবে দেখা হবে ফের।—
এ কি হলো! শীতে যেন রি-রি করে দেহ,
বরফের কণা ছোটে শিরায় শিরায়,
অবসন্ন যত অঙ্গ, হৃৎকম্প ঘন,
হৃদয়ের রক্ত যেন জমিয়া যেতেছে।
ডাকি ওদের—ভয় হচ্চে—ধাই-মা—ও ধাই!
না না না,—কেন বা ডাকি—কি করবে সে এসে!
সে ভীষণ কাজ হবে একাই সাধিতে।—আয় তবে,
(শিশি গ্রহণ)
এ ঔষধি না ফলে যদ্যপি
তবে কি আমার কাল বিবাহ নিশ্চয়!
না ;—তুমি থাকো হেথা,

(কোমর হইতে ছোরা খুলিয়া নিকটে স্থাপন)

তখন আছে এই।

যদি এ বিষাক্ত হয়, গোঁসাই আমায়
বধিতে কৌশলে যদি দিয়ে থাকে ইহা,
আপনার অপযশ করিতে গোপন ?
আমার ও রোমিওর গোপন বিবাহ
তিনিই ইহার আগে করেন সাধন,
বোধ হয় ইচ্ছা তাই বধিতে আমায়।
না, তা কদাচ নয়, তিনি শুদ্ধমতি
চিরদিন, সকলে বিদিত সর্ব্বকালে।
তাই যেন নাই হলো, কিন্তু শবভূমে
অসাড় এ দেহ দেবে ফেলে, প্রিয় যদি
পূর্ব্বে তার না হন সেখানে উপস্থিত,
কি হবে আমার দশা হায়, নিশাকালে
সে শ্মশানে একা আমি থাকিব কেমনে !
ভয়ঙ্কর স্থান সেই, শুনেছি সেখানে
ত্রিযাম নিশীথ ঘোরে প্রেতযোনি যত
নর-অস্থি নৃকপাল লয়ে ক্রীড়া করে ;
হাসি ঘোর অট্টহাস বিকট চীৎকার
জীবিতে পাইলে করে কত বিভীষিকা,
কেহ যদি বাধা দেয় তাদের ক্রীড়ায়
জীবন্ত ধরিয়ে তারে দশনে চিবায় !
কেমনে শুনিব একা সেখানে পড়িয়া,
সে অট্ট বিকট হাসি, ক্রন্দনের রোল
শ্রবণ মাত্রেতে নরে হৃৎকম্প যায়,
কিম্বা মূর্চ্ছাপাত কিম্বা মৃত্যু অকস্মাৎ।—
তিন দিন মাত্র হ'ল মরেছে টৈবল,
প্রেতত্ব ঘোচে নি আজো তার,
সে যদি আসিয়া কাছে সম্মুখে দাঁড়ায়
রুধিরাক্ত ক্ষতস্থানে অঙ্গুলি ছুঁয়ায়ে,

কিম্বা অস্থিখণ্ড তুলি ক্রোধে হানে শিরে
প্রচণ্ড মুদ্‌গর তুল্য, কে বাঁচাবে তবে।
অই যে নেহারি অই প্রচণ্ড আভায়
জ্বলে তার আঁখিদ্বয়।—করে অন্বেষণ
ছুটে ছুটে চারি দিকে বিপক্ষেরে তার।—
দাঁড়াও তৈবল ভাই, দাঁড়াও দাঁড়াও
দাঁড়াও রোমিও, আমি এই এনু ব'লে,—
তোমারই উদ্দেশে পান করি এ গরল।

(আরক পান এবং শয্যায় পতন।)

চতুর্থ দৃশ্য

কপলতের ভবন।

কপলত-পত্নী এবং ধাত্রীর প্রবেশ।

ক-পত্নী। ধাই, ধর্ এই নে চাবিগুলো, রান্নাঘরে কিসের জন্যে চেঁচাচেঁচি কচ্চে, যা একবার দেখে আয়।

ধাই। রান্নাঘরে নয় গো, ভেন্ ঘরে। গরম মসলা আর জাফ্‌রান এলাচ বাদাম কিস্‌মিস্ আর কি কি চাচ্চে।

ক-পত্নী। তা যাই চাক্, দিগে যা বার ক'রে।

(ধাই নিষ্ক্রান্ত।)

(কপলত স্বয়ং ভেন্‌শালের দিকে কিছু অগ্রসর হইয়া)

ক। কি হে, তোমাদের কদ্দুর;—নেও, হাত চালিয়ে নেও—কদ্দুর এগিয়েচে—মতিচুর, নিখুতি, সীতেভোগ, রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন, ছানাবড়া, পান্তুয়া, পরেটা, পাঁপোর, শিঙ্গেড়া, আলুর দম, পটোলের পুর, চপ, কাট্‌লেট, কোফ্‌তা, কাবাব, কোর্‌মা, লুচি, রুটী, মালপো, আরো যে কি কি, এ সব কদ্দুর হয়েছে? আর বাকি কি কি?

ধাই। তুমি যাও না, শোওগে যাও, অতো ফপরদালালি কেনো, রাত জেগে কাল একটা ব্যামো করে বস্‌বে দেখ্‌চি।

কপ। আরে না, এতে আমার কিছু হবে না; রাত জাগা আমার অভ্যেস আছে, দরকারে কখনো কখনো সারা রাতই জেগেছি, তাতেও কিছু হয় নি। আমাকে আবার ব্যামোর ভয় দেখাও কি? একটি রগ্‌ও ধর্‌বে না।

(একটা বস্তা ধরাধরি ক'রে তিন জন চাকরের প্রবেশ।)

কি র‍্যা ও?

১ম চাকর। এজ্ঞে ভেন্‌শালের জন্যে এক বস্তা রিফাইন চিনি।

কপ। যা যা, শীগ্‌গির নিয়ে যা।

(ভৃত্যগণ নিষ্ক্রান্ত।)

ওরে ও, তুই যা তো, খুব শুক্‌নো শুক্‌নো দেখে কাঠ বোঝা কত, ভেন্‌শালে দিয়ে আয়। তুই পার্‌বি বাচাই করে নিতে, না হয় ভূতোর বাপকে ডাক্‌, চিনিয়ে দেবে এখোন।

চাকর। হুজুর, আমাকে আর কাট চেনাতে হবে না। (কিঞ্চিৎ অনুচ্চস্বরে) আমার মত কাট্‌চোটাকে আর কাট চেনাতে হবে না, কাট কেটে আমি আকাট চিনি।

কপ। মন্দ বলে নি, এ ব্যাটার দেখ্‌ছি রসিকতা বোধ আছে। (নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি) ঈস্‌—রাত পুইয়েছে—ভোর যে!—ও ধাই, ও গিন্নি, এখনো কি কচ্চ, উঠে তোমাদের কি কি মেয়েলি শাস্ত্রের কাজটাজ কত্তে হয়, করে ফ্যালো না। জল সওয়া—ছিরি সাজানো—চাল ধোয়া আর যা কিছু থাকে। আরো সব মেয়েদের ডাকো না। তাড়াতাড়িতে বাড়ীর মেয়েছেলেদের কাকেও তো আনা হয় নি। দুটো চাট্টে পাড়াপড়সির মেয়ে চেয়ে আনো না। চাওয়া চাউই বড় কত্তেও হবে না, শুনলিই এখন লাফিয়ে আস্‌বে—বের নামে বুড়ীরা পর্য্যন্ত ছুঁড়ি সাজে। ওঠো, শীগ্‌গির ওঠো।

(নিষ্ক্রান্ত।)

পঞ্চম দৃশ্য

জুলিয়েতের শয়নগৃহ।

ধাত্রীর প্রবেশ।

ধাই। ও মেয়ে, ওঠ্ না গো, কি অগাধ ঘুমই বাবু!
ও বাছা জুলিয়ে, তুই এখনও শুয়ে কেন,
দেখ্ দেখি এদিকে কত রোদ্দুর দেখা দেছে।
ও মা লক্ষ্মী তুমি যে মা, আজ বের ক'নে,
ওঠো মা, ওঠো শীগ্রি, ওঠো সোনার চাঁদ!
সাড়া শব্দ নাই—এ কি, ঠেলে তুল্‌তে হলো;
ও খুদে মা, মাঠাক্‌রুণ, ও মা কাঁচা সোনা!
তবুও ওঠে না এ যে,—দেখি কি হয়েছে!

(মশারির কোণ তুলিয়া)

এ কি, এ যে সাজকোজ ক'রে শুয়ে আছে!
ঘুমের ঘোরে দেখ্‌চি ফের শুয়ে পড়েছে!
ঠেলে তুল্‌তে হ'ল। (গায়ে হাত দিয়া
ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে।) ও মা রাজলক্ষ্মি,—ওঠো;
লক্ষ্মী মা আমার—ওঠো না গো, ওঠো ওঠো।
এ কি সর্ব্বনাশ! ওগো, কে কোথা তোরা গেলি,
মেয়ে যে আড়ষ্ট কাষ্ঠ, নিশ্বেস পড়ে না,
হা কপাল, হায় হায়! ওগো এ কি হ'ল,
আয় না গো একজন কেউ—ছুটে আয় হেথা,
চোখে মুখে দে না জল;—হা অভাগ্‌গি হায়!
হা জুলিয়ে, তোর মৃত্যু চ'খে দেখতে হ'ল?
হা কপাল, হা কপাল,—হায়, হায়, হায়!
ও কত্তা—ও গিন্নি, শীগ্‌গির হেথা এসো এসো,
দেখ এসে কি হয়েছে। (শিরে করাঘাত।)

কপলন্ত-পত্নীর প্রবেশ।

ক-পত্নী। অ্যাতো কিসের গোল ?
ধাই। (মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে) হা কপাল, হা কপাল।
ক-পত্নী। ওগো কি হয়েছে বল্ ?
ধাই। আর কি হবে গিন্নি ঠাকুরুণ কপাল পুড়েছে।
ওগো বাছা জুলিয়েকে যমে কেড়ে নেছে।
ক-পত্নী। (উৰ্দ্ধশ্বাসে আসিয়া।) কি হয়েছে ?—কি হয়েছে ?
ধাই। আর কি হবে, গিন্নিঠাকুরুণ,—কপাল ভেঙেছে!
হায় হায়! জুলিয়েকে যমে কেড়ে নেছে।
ক-পত্নী। ও জুলিয়ে, ও মা, তুই অমন করে কেন ?
একবারখানি চেয়ে দেখ্! আমি যে তোর মা।
তুই যে চখের মণি, ও মা, পরাণ-পুতলি!
সাত রাজার ধন মাণিক তুই যে—কে হরিল তোরে!
তুই বিহনে ফকির হব—ও মা একটি কথা ক!
ধড়ে প্রাণ আসুক ফিরে—একটিবার চা!
আমি যে দুখিনী মা তোর—কোথা যাবি ছেড়ে!
একবার কোলে আয় মা আমার, ডাক্ মা, মা মা ব'লে।
ও কত্তা, কোথা গেলে একবার হেথা এসো!
ও গো তোরা কে কোথা গো, একবার ডেকে দে!
হায় হায় কি হ'ল গো—প্রাণ ফেটে যায়!

কপলন্তের প্রবেশ।

ক। ঘর থেকে বার কত্তে তোরা এখনো পাল্লি নে!
চল ত কোথা সে, দেখি—আমি সঙ্গে যাই।
ধাই। আর কোথা সে—যমে কেড়ে নেছে।
ক-পত্নী। দাঁড়িয়ে কেন আর—হায় কপাল ভেঙ্গেছে
হৃদয়-সর্ব্বস্ব ধন যমে হরে নেছে!
হা রে দগ্ধ বিধি, তোর এই ছিল মনে!

ক। অ্যাঁ, বলো কি ? চল তো যাই আমি ; দেখি গে কি।

(গৃহে প্রবেশ করিয়া গায়ে হাত দিয়া।)

তাই তো এ যে নাড়ী নেই, হাত পা ঠাণ্ডা সব
সর্ব্বাঙ্গ বরফ যেন—দেহ কাষ্ঠবৎ।
ওষ্ঠ দুটি ফাঁক, যেন সেই পথ দিয়া
নির্গত হয়েছে শ্বাসবায়ু হায়, যথা—
অকালে তুষাররাশি হইলে পতন
সকল মাঠের শোভা পুষ্পটি যেমন
হইয়ে তুষারময় হয় শোভাহীন,
এ দেহ-কুসুম 'পরে ছড়ায়ে তেমতি
শমন হরেছে শোভা এর।

কপলত-জননীর প্রবেশ।

ক-জ। কৈ, কোথা জুলিয়ে, সর্—সর্ দেখি সব, দেখি,
এই যে আমার মা জননী—সোনার প্রতিমে
মা আমার, তুমি চল্লে—আমি থাক্‌বো পড়ে।
পারবো না তা—পারবো না তা, সঙ্গে নিয়ে চল্।

(জুলিয়ের বক্ষে পতন)

ধাই। পোড়া দিন
হায় হায়, কোথা থেকে এলো।

ক-পত্নী। কি দুর্দ্দিন,
কি দুর্দ্দিন হায়।

ক। হা রে, নিদারুণ কাল,
এরে চুরি করে নিলি আমাকে কাঁদাতে
শুধু, তবে কেন এবে না দিস্ কাঁদিতে
জিহ্বা বাঁধিয়ে নিগড়ে ?

মধুরানন্দ গোস্বামীর প্রবেশ।

গোঁ। কৌলিক প্রথানুমত কন্যা তো প্রস্তুত
যাইবারে বিগ্রহ-দর্শনে ?

ক। যাইতে প্রস্তুত, কিন্তু ফিরিবারে নয়!
বিবাহ করেছে যম কন্যাকে আমার
গত নিশি। এবে যম জামাতা আমার।
অই দেখো কোলে ক'রে কাল আছে ব'সে—
আহা, কি কুসুম নষ্ট করেছে পাষণ্ড
দুরাচার।—এখন মরিব আমি, যমে
দিব ধন অর্থ যথাসর্ব্বস্ব আমার,
এখন সে যমই একা সে ধনে দায়াদ।

(গোস্বামী ও কপলতের বহির্ব্বাটীতে গমন।)

ক-পত্নী। হা দগ্ধ, দুর্দ্দশাপূর্ণ দুঃখময় দিন,
অনাদি অনন্তগতি কাল(ও) কখনো
এমন কদর্য্য ঘৃণ্য জঘন্য কুদিন
দেখে নাই চক্ষে তার; হা নির্দ্দয়,
একাকী—দোসর-শূন্য—সবে মাত্র এই
ছিল কন্যাধন মম এ জগত মাঝে
হর্ষ প্রবোধের তরে, তারেও শমন
চুরি করি নিয়ে গেলি দৃষ্টির বাহিরে।

(নিক্রান্ত।)

ধাই। পোড়া দিন, আঁটকুড়ো, লক্ষ্মীছাড়া দিন;
পোড়ামুখো, ভালখেকো, সর্ব্বনেশে দিন,
ও দিন—কুদিন তুই—ঘোর মন্দ দিন,
কালামুখো হেন দিন কখনো দেখি নি।
হায় হায়, কি দুঃখের—কি দুঃখের দিন!

(রোরুদ্যমানা কপলত-জননীকে লইয়া নিক্রান্ত।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

কপলতের বাটীর সদর মহল।

কপলত ও গোঁসাইয়ের প্রবেশ।

(পারশের বাটী হইতে দ্রব্যাদি লইয়া
কতিপয় লোকের প্রবেশ।)

আগন্তুক। (জনৈক ভৃত্যের প্রতি) বাড়ীতে কান্না গোল এত কিসের ?—কি হয়েছে গা ?

ভৃত্য। হবে আর কি—এতো জাঁক, এতো ধুম, এতো বাজ্না, এতো বাজী, এতো রোস্নাই—সব মাটি হলো। হায়,—কনেটি মারা গেছে।

আগঃ। কি বল্লে, কি বল্লে—কি সর্ব্বনাশ! মারা গেছে? কি ব্যামো হয়েছিল?

(কপলতের নিকটবর্ত্তী হইয়া)

হুজুর, এই সব দ্রব্যাদি আপনকার জামাতার বাটী থেকে উপঢৌকন এসেছে।

ক। আর কেন? আর কেন? কি জন্যে এ সব?
ফিরে নিয়ে যাও ঘরে; দুহিতাকে মম
সঁপিয়া দিয়াছি তুলে কৃতান্তের কোলে;
যম তারে নিয়ে গেছে আপন আলয়ে।

আগঃ। হুজুর, কিসে এমন হলো? হঠাৎ এমন কিসে হলো?

ক। মাথামুণ্ডু জিজ্ঞাস কি?—বিষপান ক'রে
প্রাণত্যাগ করেছে সে আপনা আপনি।
কোথা বিষ পেলে, তারে কেই বা দিলে এনে?
অদৃষ্টের ফের্ সব। কি হবে ভাবিলে।
এ সব এখানে আর কেন? নিয়ে যাও
নিয়ে যাও—শীঘ্র কর দৃষ্টির বাহির।
নিয়ে যাও—নিয়ে যাও—এখনি তফাৎ
করো সব।

(আগন্তুক ভৃত্যেরা দ্রব্যাদি লইয়া নিষ্ক্রান্ত।)

গোঁ। ছি ছি, এতো অধীরতা কেন ? স্থির হও ;
এই কন্যাটিতে ছাখো, ঈশ্বর—তোমার
দু'জনেরই অংশ ছিল ; এখন ঈশ্বর
একাই নিলেন তারে—সৌভাগ্য সে তার।
তোমার যা ছিল অংশ—না পারিতে তায়
রক্ষিতে কালের হস্ত হ'তে, এবে ভগবান্
রাখিবেন চিরকাল নিজ ধামে তারে।
তোমার আকাঙ্ক্ষা সীমা পার্থিব বৈভবে
বিভূষিত করিবারে দুহিতারে তব,—
সেই স্বর্গ তোমার—না জানো অন্য আর।
কি হেতু ক্রন্দন তবে, গিয়াছে সে যবে
যে স্বর্গ আকাশ-উর্দ্ধে সেই স্বর্গবাসে ?
এ যদি হে স্নেহ তব তনয়ার প্রতি,
অস্নেহ তবে কি আর ? সুস্থ হেরি তারে
ছুটিতেছ জ্ঞানশূন্য উন্মাদের প্রায়।
বিবাহিতা নারী যে বা জীয়ে বহুদিন
বিবাহে অসুখী সেই ; সুখী মানি তারে
যৌবনে বিবাহ ক'রে অল্প দিনে মরে।
মোছ অশ্রু, মুক্তালতা করহ স্থাপন
মৃতার হৃদয়োপরে ; যথা—কুলপ্রথা,
সুসজ্জিত করি শবে সজ্জা আভরণে,
মঠ অভ্যন্তরে ল'য়ে, মঠের প্রাঙ্গণে
রাখ সার্দ্ধ দিনমান, শুদ্ধি কামনায় ;
পরে তার (আত্মঘাতী দেহীর সংকার
নিষিদ্ধ শাস্ত্রের মতে) ল'য়ে শবদেহ
প্রেতভূমে করিহ বর্জ্জন। সত্য বটে
স্বজনমৃত্যুতে রীতি, স্বভাবের(ও) গতি,
ক্রন্দন বিলাপ করা, কিন্তু জেনো সার
স্বভাবের অশ্রুধারা জ্ঞানিহাস্যকর।

পারশের প্রবেশ।

পার। নিদারুণ, নিদারুণ, নিদারুণ কাল,
ঈর্ষা ছল শঠতা—এতই আমা প্রতি,
একেবারে আমারে করিলি ধরাশায়ী!
হা প্রিয়ে! হা প্রাণধন! হা জীবন মম
মৃত্যুই কামনা মোর শ্রেয়।

গোঁ। আপনি অন্দরে যান, শান্ত হোন গিয়া;
সান্ত্বনা বাক্যেতে সবে দিন্ গে প্রবোধ।
পারশ, আমার সঙ্গে তুমি এসো মঠে।
মৃতের মঙ্গল কার্য্য সাধ্য যত দূর
সকলে প্রস্তুত হও সমাধা করিতে।
নারায়ণ তোমাদের দিলেন এ দুখ
অবশ্য পাপেতে কোন, ক'রো না বিমুখ
আরো তাঁয়।—জয়োঽস্তু;—এখন আমি আসি।

(সকলের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান।)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মাণ্টুয়া নগর।—রাজপথ।

রোমিওর প্রবেশ।

রো। স্বপ্ন যদি সত্য হয়, এ শুভ স্বপনে,
মনে হেন হয়, ভাগ্য সুপ্রসন্ন মম;
অতি শীঘ্র পাব এবে হর্ষের সংবাদ।
স্বচ্ছন্দ পরাণ আজ, হৃদি-সিংহাসনে
হৃদয়ের অধিপতি হইয়া বসেছে;
দুর্লভ আনন্দে চিত্ত হেন প্রফুল্লিত
ফূর্ত্তিতে শরীর যেন শূন্যে ভাসিতেছে।
স্বপন দেখিনু যেন প্রিয়তমা মম

কাছে আসি দেখিল আমায় মৃতবৎ,
(আশ্চর্য্য স্বপন, মৃতে(ও) ভাবিতে পারে)
দেখিয়া, চুম্বিয়া ওষ্ঠ, নিশ্বাস-প্রবাহে
প্রাণবায়ু দিয়া দেহে, দিল প্রাণদান।
বেঁচে উঠে দেখি, যেন হয়েছি সম্রাট্।
আহা কি মধুর প্রেম—প্রকৃত হইলে,—
ছায়াতে যখন তার এ সুখ আস্বাদ!

বল্লভের প্রবেশ।

কি বল্লভ, সংবাদ কি, বরণা হ'তে এলে?
ভালো তো সব? চিঠিপত্র আছে কিছু
দিয়াছেন গোঁসাই? মা আছেন কুশলে?
বাবা ভাল? প্রিয়তমা আছেন কেমন?
আবার জিজ্ঞাসি, জুলিয়ে ত ভাল আছে?
সে ভাল থাকিলে ভাল সকলি আমার।

বল্ল। তবে আর ভাল বই কি মন্দ হতে পারে,
ভালই আছে সে তবে; দেহখানি তাঁর
ঘুমায়ে রয়েছে মঠে, আত্মা গেছে চলে
স্বর্গধামে পুণ্যাত্মা সাধুর নিকেতনে!
কুলপ্রথা মতে তাঁকে মঠে নিয়ে গেলে
পরে আমি এসেছি এ কুসংবাদ লয়ে।
এ মন্দ বারতা দিনু, ক্ষম প্রভু মোরে,
কুসংবাদ আনিবার হেতুই ত দাসে
ফেলে এসেছিলে সেথা।

রো। সত্য কি বল্লভ, প্রিয়ে প্রাণে বেঁচে নাই?
তবে রে গগনচারী গ্রহ তারা যত
অতি তুচ্ছ হেয়, আমি ভাবি তো সবায়
আর ভয় করি না তোদের। বল্লভ, শোন্,
প্রবাস-আবাস মোর জানিস্ ত তুই,
আন্ শীঘ্র কাগজ কলম কালি হেথা,

আজি রাত্রে রওনা হইব আমি ডাকে।
বন্দবস্ত করে আয় ডাকের ঘোটক,
সকলি প্রস্তুত যেন থাকে।—ছাড়িবই
এ মাঞ্চুয়া আজি নিশাভাগে সুনিশ্চিত।

বল্ল। আমার ব্যাগ্‌গত্তা, আপনি একটু স্থির হও।
মুখ চোক্ ফ্যাকাসে হয়েছে যেন খড়ি,
চেহারা দেখিলে হয় ভয়।—কি জানি কি
কাণ্ড একটা হয়ে পড়ে শেষ!—

রো। আরে না না;
তোর ভ্রম হয়েছে, যা, কাছ থেকে সরে।
যা বলেছি কর্ গে যা তাই, চিঠি পত্র কিছু
গোঁসাইজী কি দেছে তোকে?

বল্ল। আজ্ঞে না।

রো। ভাল নাই দিন কিছু, দরকার নেই, যা।
দেখিস্ যেন ডাকের ঘোড়া রাখিস্ ঠিক করে।
এলুম বলে, যা।

(বল্লভ নিষ্ক্রান্ত।)

আজ নিশি, প্রিয়তমে,
মিলাব আমার তনু তনুতে তোমার।
দেখি কি উপায় তার; অহো কুকল্পনে,
কত দ্রুতগামী তুই পশিতে হতাশ
চিত্ত মাঝে। মনে হয় যেন এইখানে,
ইহারি নিকটে কোথা ঔষধ-বিক্রেতা—
ছিল এক—

হঠাৎ এক বেদিনীর প্রবেশ।

বেদিনী। (উচ্চৈঃস্বরে) বাৎ ভালো করি—দাঁতের পোকা বের্ কোরি—কানকুট্‌রে ভালো কোরি।—হেঁটে বাৎ—গেঁটে বাৎ—কুম্‌রে বাৎ—ভালো কোরি।—সোঁৎ ভালো কোরি—ঘা ভালো কোরি—আঙ্গুল-হাড়া—চোয়াল ধরা—ঘাড় ফোঁড়া—হাড় যোড়া—কোত্তে পারি গো।—

বাৎ, হেঁটে—বাৎ—গেঁটে—বাৎ—মির্গি মুচ্ছো ভালো কোরি গো—বাৎ ভালো কোরি।

রো। এ তো দেখি আরো ভাল, দিব্বি যুটে গেছে।
দোকানদানে কেনা বেচা—বহু বিঘ্ন তায়,
এদের কাছে না পাওয়া যায়, হেন জিনিস নাই,
হয়ত খুঁজ্‌চি আমি যা তা এখনি পাইব।
ওগো বাছা, তোমার কাছে কি কি জিনিস আছে?

বেদিনী। আমার কাছে নাই আবার কি? গাছগাছড়া বলো,—লতাপাতা—শেকোড় বাকোড়—আকোর আঙ্গরা—পাথোরকুঁচি—বাঘের দাঁত—প্যাঁচার পালক—ছুঁচোর নাক—বাঁদরের নোখ—সবই আছে।—চাও কি তুমি?

রো। ওগো, আমি ও সব কিছুই চাই না,
পারো দিতে কাঁচ্চাটাক হেন দ্রব্য কিছু,
খাইলে তখনি রস তীব্রতর যার
ছড়াইয়া পড়ে সর্ব্ব শিরায় শিরায়
অগ্নিবৎ;—জীবনের ভারগ্রস্ত প্রাণী
মুক্তি পায় সংসার-কারার ক্ষেত্র হতে—
একটি নিশ্বাসে আয়ু মিশায় আকাশে;
বারুদে অনল-ফিন্‌কি পরশিলে যথা
কামান-জঠর হতে শূন্যে উড়ে যায়;
পারো দিতে হেন কিছু? এই ধরো লও—
সুবর্ণের দশ মুদ্রা দিতেছি তোমায়।

বেদিনী। "সুবর্ণের দশ মুদ্রা"। কেনো তা পার্‌বো না;
এই ঝুলিটিতে রকম রকম আছে কত—
ঘ্রাণমাত্র জীবনের প্রদীপ নিবায়।
কি করে বা রাজারাজ্‌ড়া কঠোর শাসনে,
আইনের কড়াকড়্ বিষ বেচা কেনা,
কোন কালে আমাদের ছুঁতেও পারে না।
বেদের বেটীরে ধরে সে বড় চতুর
মানি মনে।—বলো—তা কি চাও তুমি—কেটো

না পাথুরে—না জহুরে বিষ—বলো কি তা চাও,
আরোক—জারোক—না কি নিরেট কঠিন ?

রো। যাই হোক, চাই শুধু ক্ষণিকে যাহায়
জীবনবন্ধন ঘুচে যায়,—দেও শীঘ্র।

বেদিনী। এই ধর।

(ওষধি দান ও ঝুলি কাঁধে তুলিয়া নিয়া)

বাৎ ভালো করি—বাৎ গেঁটে—বাৎ কুম্‌রে—
বাৎ কন্নুয়ে—বাৎ ভালো কোরি—দাঁতের
পোকা বার কোরি গো।

(নিষ্ক্রান্ত।)

রো। বিষ বেচে গেলো মোরে, ভাবচে মনে মনে,
পেয়ে সোনার চাকৃতি কটি!—হায় বিষ যাহা
উহাকে দিলাম আমি ইহার বদলে
তার তুল্য হলাহল আছে কি জগতে ?
কত হত্যা মহাপাপ উহার প্রলোভে
কতই ভীষণ কাণ্ড ঘটে ভূমণ্ডলে,
তুলনায় তার এ গরল তুচ্ছ অতি।
হে ওষধি, জীবনদায়ক তুমি মম,
নহ হলাহল বিষ। চলো সঙ্গে মোর
সেখানে, যেথায় মম প্রাণাধিকে প্রিয়ে।

(নিষ্ক্রান্ত।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মঠ। মধুরানন্দের কুটীর।

মধু। জ্ঞানানন্দের গলা না ও—কে ওখানে ?
আরে এসো এসো এসো। তবে, কখন এসেছ
মাণ্ডুয়া নগরী হতে ? কি বল্লে রোমিও ?
চিঠি পত্র থাকে কিছু দেও।—

গুহাবাসী। সঙ্গে করে
কাহাকেও যাবো ভেবে মনে, গেলাম খুঁজিতে
আমাদের দলভুক্ত লোক কোন(ও) জন ;
তার সঙ্গে এক ঘর পীড়িত গৃহীকে—
(জানেন সহরে মহামারী উপস্থিত)—
দেখিতে গেলাম দোঁহে বার্ত্তা জানিবারে।
দ্বারের বাহিরে তার আসিয়াছি যেই
অমনি কজন স্বাস্থ্যরক্ষকে রোধিল।
ভাবিল আমরা বুঝি কোনো সংক্রামিত
নগরবাসীর গৃহে করেছি প্রবেশ।
আট্‌কাইল আমাদিকে ; দরজায় দিল
সীল মোহরের চিহ্ন।—গতিকে আমরা
নারি যেতে মাঞ্চুয়াতে।

মধু। কার হাতে তবে
আমার সে পত্রখানা পাঠাইয়া দিলে ?

গুহা-বা। কারো হাতে পাঠাইতে পারি নাই তায়,
না পারি পাঠাতে ফিরে প্রভুর(ও) নিকটে,
সংক্রামণ ভয়ে সবে ভীত অতিশয়,
নারাজ গৃহের বার হতে।—

(চিঠি ফিরাইয়া দেওয়া)

এই নিন।—

মধু। কি দুর্ভাগ্য! পত্রখানা গেলো না হে,
জরুরি সংবাদ ছিল। ভাল করো নাই,
পাঠাতে তাচ্ছিল্য ক'রে।—অশেষ অনিষ্ট
শেষে পারে সংঘটিতে।—এসো গে এখন।

গুহ-বা। নমস্কার।

(নিষ্ক্রান্ত)

মধু। একাই আমাকে এবে সেথা যেতে হলো।
তিন ঘণ্টা পরে আর উঠিবে জাগিয়া
সেই বালা। ভয়ঙ্কর কথা—একাকী সে

শ্মশান ভিতরে নিশিঘোরে। রোমিওকে
আবার লিখিবো।

(নিষ্ক্রান্ত।)

তৃতীয় দৃশ্য

মঠ। গুহাবাসী ও রোমিও।

রো। মহান্ত গেলেন কোথা, দেখাটা হলো না,
কোন্ পথে গেলেন, ছাই তাই নয় বলো?
গুহা-বা। ওহে, একে রাত্রিকাল; তাতে মেঠো পথ,
ঠিক বলা সে কথা কঠিন, তবে বোধ হয়
যেন অই সুড়ী পথে যান নদীতীরে।
শ্মশানের পথ ওটা, ভয় হয়, পাছে
ভূতেটুতে ছোঁয় রেতে; তবে কি না তিনি
শুদ্ধাচারী সাধু ব্যক্তি; রাম রাম রাম!
রো। ভালো, এ নগরে কোনো প্রধান ঘরানা
মরিলে কখনো কেহ, সৎকার্য্যে তাঁহার
যোগ দিতে যেতেন কখন কি?
আছে কি তেমন কোনো যোগাযোগ আজ?
গুহা-বা। বটে বটে, কপলত-দুহিতার শব
প্রেরিত হয়েছে বটে মঠ হ'তে আজ
সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শ্মশান-ক্ষেত্রেতে,
সুমার্জ্জিত সুভূষিত সজ্জা অলঙ্কারে,
চির-কুলপ্রথা যথা তার।—
রো। (স্বগত) আর দেরি করা নয়, প্রিয়ে মম গেছে
প্রেতভূমে, সত্বর চলো রে পদ সেথা।
পাবো না দেখিতে আর সেই নিরুপমা
এ ধরণী মাঝে কভু।
(প্রকাশ্যে) মহান্তও তবে

সেই সঙ্গে গিয়াছেন শ্মশানে নিশ্চয় ;—
আসি তবে বাবাজী এখন, পাওঁ লাগে।

(যাইতে উদ্যত)

গুহা-বা। আরে করো কি হে ? কোথা যাবে এত রেতে ?
আরে না—না না না, তা কখনো হবে না,
প্রাণটা শেষে পেঁচো দক্ষির হাতে কি খোয়াবে !
প্রাতঃকালে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রো কাল,
আজ রাতটা মঠেই কাটাও, আহারাদি করো
তার যোগাড় করে দেই।

রো। না বাবাজী, দেখা কত্তে হবেই এখুনি,
তিলেক লহমা কাল বিলম্ব সবে না
এতই জরুরি কাজ—দোহাই বাবাজী !

(হাত ছাড়াইয়া লয়ে)

পাওঁ লাগে পায়। ওরে, গেলি কোথা,
আয় সঙ্গে পিছু পিছু।

বল্লভ। উনি কি মন্দই বলচেন, রাতটে আজ হেথা
খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে থাকলেই তো হতো,
সকালেই গোঁসায়ের সঙ্গে হতো দেখা।
সন্ধ্যের পর মড়া শ্মশান মাড়িয়ে যেতে হবে—
ও বাবা ! তা আমার কর্ম্ম নয়, আমি পার্‌বো না।

রো। কেনো, কি হয়েছে সন্ধ্যের পর ?

বল্ল। সে হলো পবিত্তির ঠাঁই উপদেব্‌তার বাস—
সেখানে সন্ধ্যের পর কাউকে যেতে নাই।
পেরেত যোনি ভূত যোনি—যোনি বেহ্মোদত্তি
শাঁকচিন্নি কন্ধকাটা কতো কি সেখানে—
রেতের বেলা—বাপ্‌ রে বাপ্‌, সেখানে কেউ যায় ?
দিনের বেলা যেতেই যার পেরান বেরিয়ে যায়।
না মশাই—আমি পার্‌বো না।

রো। তবে তোর, মস্ত মস্ত দুটো পা—মস্ত দুটো হাত
ধড়টা যেন গাছের গুঁড়ি—বুকখানা আগোড়,

কি জন্যে এ সব তোর! থাকেন তাঁরা থাক্‌লেন বা
ভয় কি তাতে এতো! তাদের হাত পাও নেই,
ধড়টাও নেই; ফুঁয়ের মত গা, চখেও দেখা যায় না
তাদের—কিসের তবে ভয়?

বল্লভ। ঐ তো মোশয়, ঐ তো আরো বেশী ভয়ের কথা,
দেখ্‌তে যদি পেতুম আর চল্‌তো হুড়োহুড়ি
তা হ'লেও বা কথা ছিল। তা তো নয়কো, কোথাও নেই
ঝড়ের মোতো ঝাপ্‌টা মেরে, ঘাড়ের ওপর প'ড়ে
সামনের মুখ ঘুরিয়ে এনে, একটি মোচড় দিলে,
অম্নি কাজ ফর্‌সা হলো। না মশাই, আমার সাধ্যি নয়।
যেতে হয় তো যাও গে তুমি। একেই আর কি বলে
সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোনো।

রো। বস্—আর কথা না।
ছ্যাখ্ তোকে বল্‌চি আমি, বাঁচ্-ই আর মর্
তোকে সেথা যেতেই হবে, ভাল চাস্ তো চল্।
না যাস্ তো—(অসি নিষ্কাশন) আধখানা তোর বুকে পুরে দিয়ে
এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে তোকে সেইখানে পাঠাবো,
চল্ বলচি আগে আগে।—
পাওঁ লাগে বাবাজী!

গু-বা। আমি ভালোর জন্যে বলছিলুম, তা শুনবে কেনো,
নেহাত্ মতিচ্ছন্ন কি না?

রো। (বল্লভের প্রতি) চল্ এগো।

বল্ল। যেতে হয় তো পেছু পেছু যাবো, এগুতে পার্‌বো না।
(রোমিওর পশ্চাতে গিয়ে দাঁড়ান)

রো। ভাল, পেছু পেছুই আয়।
(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।)

শ্মশান ও তৎসংলগ্ন রাজার মৃগয়াটবী

রোমিও ও বল্লভ।

বল্লভ। (অটবীর বাহির হইয়াই)
আমি আর এগুচ্ছি নি, এইখানেই দাঁড়াব।

ভয় কি মশাই, মশাই, এগুন্ না। কাছে ত আছি।
আমি চাদ্দিকে তাকাবো, যেই দেখবো ত্যামন কিছু
অমি জানান দেবো, ভয় কি, এগুন্ না।

রো। ভালো, তুই এইখানেই থাক্; আর এগুতে হবে না,
আর অন্য খপরাখপর কিছুই দিতে হবে না।
কেবল, দেখ্‌বি যখন মানুষ আস্‌চে কেউ
অম্নি এই বাঁশীটায় সিস্ দিবি কসে।

(অগ্রসর হইয়া)

(স্বগত) এ কি এ বিষম স্থান—নিঝুম চারি দিক্
সাঁ সাঁ করিছে শুধু দিগন্ত আকাশ;
আকাশ উপরে শূন্য বিশাল বিস্তার
বিশাল বিস্তার নিম্নে ঘোর মরু দেশ।
ভগ্ন কুম্ভ খর্পর মিশ্রিত বালুরাশি
তরু তৃণ হীন দেশ চণ্ড বিভীষণ;
ঘোর ভয়ঙ্কর দৃশ্য চৌদিকে কেবল
বিকট ধবল-আভ নরাস্থি কঙ্কাল
শমনের উপযুক্ত সাম্রাজ্য এ বটে!

(একা শ্মশানে প্রবেশ।)

প্রবেশ করিবা মাত্র রোমাঞ্চ শরীর,
হৃৎপিণ্ড ঘন ঘন সহসা কম্পিত,
কি বিচিত্র, বল্লভ চকিতপ্রাণ ভীত
পশিতে এ হেন স্থানে, আমিই যখন
সশঙ্কিত মাঝে মাঝে ভ্রমমুগ্ধ মন।
কখনো পবনস্বন্ প্রখর উচ্ছ্বাসে
নাড়িয়া কঙ্কালরাশি, কাষ্ঠ অর্দ্ধাঙ্গার
ঘুরিছে শ্মশানময় নানা শব্দ করি,
হয় ভ্রম মনে তায়, ক্ষণে ক্ষণে কভু
যেন কথা কহে কত অমানুষী স্বরে
অশরীরী প্রাণিগণ দূরে কি নিকটে।
কখনো বা পত্রহীন পাদপের ছায়া

মাটিতে পড়িয়া ছালে, হেরে মনে হয়
বাহু দুলাইছে যেন ছায়ারূপী কত,
কখনো বা শূন্য কুম্ভ, ছিন্ন বস্ত্রে ঢাকা,
ভিতরে প্রবেশে বায়ু বিকট চীৎকারি,
শুনিয়া শিহরে প্রাণ,—সম্মুখে নেহারি
যেন কোনো মানুষী বিশুষ্ক শীর্ণ কায়া
উপুড় হইয়া শুয়ে চিতার উপরে
ক্রন্দন করিছে খেদ-স্বরে ভয়ঙ্কর।
কখনো বা ঘূর্ণ বায়ু, ঘুরায়ে ঘুরায়ে
তুলিছে চিতার ভস্ম-ধূলি শূন্য'পরে,
ভ্রমে তায় হেরি যেন কত মূর্ত্তিধারী
বায়ুর শরীর প্রাণী নৃত্য করি করি
নিকটে আসিয়া চক্ষে মারিয়া চপেট
বলে, "হ্যাঁ রে প্রেতযোনি তবে যেন নাই ?"
বলি' হাসি খিলি খিলি পলাইয়া যায়।—
ভয়ঙ্কর—ভয়ঙ্কর স্থান এ শ্মশান।

পারশ। কত সাধে কুসুমে সাজানু কতো ক'রে
তোমার বিবাহ-নিশি পালঙ্ক-শয্যায়
তার চন্দ্রাতপ আজি এ শূন্য আকাশ।
হায়, বিধি নিদারুণ, কি যাতনা দিলে।
অশ্রুজলে প্রতি নিশি এখন ভিজাবো
সাজাইব পুষ্পহারে তব চিতাস্থান।
এখন নিশিতে খালি শোক অশ্রুজল
সমাধি মন্দিরে তব কাঁদিয়ে ছড়াবো।

বল্লভ। ঐ তো মানুষের গলা, বাঁশীতে এখন
আওয়াজ তো দিতে হয়, তাঁর কথা মত।

(বাঁশীতে সিস্ দেওন।)

রো। ঐ বল্লভের বাঁশী নয়। দেখ্‌তে হলো
কে আস্‌চে।

(কিঞ্চিৎ ফিরিয়া আসিয়া)

রো। কে হে হোথা? কে এখানে, নিশীথে এরূপ
ভ্রমে এ শ্মশান-ভূমে, যেখানে শয়ান
আমার হৃদয়মণি—অতুল্য জুলিয়ে?
পা। রোমিওর গলা না এ—দুরাত্মা দাম্ভিক
বধে সেই প্রেয়সীর পিতৃব্য-তনয়
তৈবল সুবীরবরে, লোকে বলে, শোকে যার
এ দুর্দ্দশা আজ প্রেয়সীর। হা নির্লজ্জ!
লঙ্ঘিয়া রাজার আজ্ঞা অনিষ্ট সাধিতে
বুঝি বা এসেছে দেশে ফিরে,—এতো স্পর্দ্ধা!
এখনি উহাকে আমি করিব গ্রেফ্‌তার।
(অগ্রসর হইয়া)
দুরাত্মা, এখানে কেনো তুই? এত হিংসা
সেধে, সাধ্ তবু কি মেটে না অন্ত্যজ পামর্!
রো। এসেছি তো সেই হেতু—মর্ত্ত্যেই এসেছি।
মরীয়া এখন আমি।—তাই বলি শোনো,
কিশোর বালক ওহে, স্থির হও কিছু,
মরীয়া জনেরে ক্ষিপ্ত করিও না আর,
পালাও এ স্থান হ'তে, ঘাঁটাইও না মোরে।
পালাও ত্রাসিত প্রাণে, ভাবিয়া তাদের
যারা মোরে প'ড়ে হেথা। পালাও এখনো
কাছ থেকে; আর পাপ চাপাইও না শিরে
মিনতি আমার এই—যাও—সরে যাও।
আমারি বিপক্ষ সেজে আসিয়াছি আমি,—
ভাল চাও—পালাও—পালাও।
পা। অরে পাজি,
তোকে ভয়?—এই ছাখ্ করিনু গ্রেফ্‌তার।
রো। তবুও রাগাবি? তবে বাঁচা আপনাকে।
(দুজনের অস্ত্রচালন।)
পাঃ ভৃত্য। কি সর্ব্বনাশ!—হেতের চালায় যে!
পা। উঃ—মলুম (ভূপতিত।)—হা ঈশ্বর

রো। অদৃষ্টের ফের!—ফের হত্যা পাপভার
পড়িল মস্তকে আর একটি। না জানি
দুর্গতি কতই আর আছে ভাগ্যে মম।
কিন্তু হেথা কই সেই প্রিয়তমা মম,
পূর্ণচন্দ্র-রূপিণী সে লাবণ্যপ্রতিমা।
খুঁজিলাম কতো—কই পাই না ত তারে,
কিম্বা মহান্তর(ও) কোনো চিহ্ন বা উদ্দেশ,
ছলিল তবে কি মোরে সে ভণ্ড চেলাটা?
তাই বুঝি নিষেধিলা এতো সে আমায়
আসিবারে এই স্থানে;—সর্ব্ব মিথ্যা তার,
ভণ্ড প্রতারক সেটা—বলিল সে কি না
সুসজ্জিত শবদেহ পালঙ্ক-শায়িত
বিবাহ-বাসরে যথা কুমারী সজ্জিত।
কোথা খট্টা—কোথা সজ্জা—কোথা শবদেহ
না—না—সকলি মিথ্যা। সকলি অলীক।
অথবা সে কোনো জন্তু, মাংসাশী নিষ্ঠুর,
শৃগাল, কুক্কুর, কিম্বা শ্মশান-বিহারী
জঘন্য শকুনিকুল, পেয়ে একা তায়
প্রহরা রক্ষকশূন্য এ ভীষণ স্থানে,
করাল কবলগ্রস্ত করেছে বুঝি বা।
কিম্বা নখে, ক্ষুরধার, খণ্ড খণ্ড করি
কমনীয় কোমল সুন্দর দেহখানি,
করেছে উদরসাৎ। হায় প্রিয়ে, হায়!
সেই কমনীয় মূর্ত্তি—সে কান্তি উজ্জ্বল,
এই পরিণাম তার!—না পাই দেখিতে,
আইলাম এতো যে দ্রুত মাণ্টুয়া হইতে
মিশাতে শরীরে তব এ মম শরীর—
চক্ষেও বারেক তায় না পাই দেখিতে।
(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া এবং ইতস্ততঃ ঘুরিয়া)
এই যে আমার সেই মূর্ত্তি অতুলনা।

অয়ি প্রাণাধিকে প্রিয়ে! অয়ি কান্তা মম!
শমন হরেছে তব নিশ্বাস-পীযূষ
হরিতে তো পারে নাই সে শোভা তোমার।
কৃতান্ত তোমারে প্রিয়ে নারে পরাজিতে।
এখন(ও) উড়িছে সেই সৌন্দর্য্য-পতাকা,
তব গণ্ড ওষ্ঠাধরে—প্রবাল-রক্তিমা,
কালের নীলিমা-ধ্বজা নাহি উঠে সেথা।
হা জুলিয়ে, এতো রূপ কেনো হলো তোর,
অতনু মৃত্যুও কি রে ইন্দ্রিয়ের বশ—?
সেই শীর্ণ রাক্ষস(ও) কি লাবণ্যে ভুলিয়া
স্পর্শ করে নাই তোরে সম্ভোগ লালসে।
একা তোরে রাখি হেথা—জীবিতে কখনো—
যাবো না কোথাও আর—যাবো না যাবো না।
থাকিবো শ্মশানে এই—এই প্রেতভূমে
(যেখানে আজি রে তোর প্রেতিনী সঙ্গিনী)
চিরন্তন থাকিবো এ ভূমে তোর সহ
অনন্ত নিদ্রায় শুয়ে ধরা-ক্লান্ত আমি।
এ দেহের গলভাগ হতে খুলে ফেলি
অপ্রসন্ন গ্রহ-রজ্জু-ফাঁস—দেখে নে রে
শেষ দেখা, অরে রে নয়ন! রে যুগল
বাহু, দিয়ে নে রে শেষ আলিঙ্গন তোর।
ওরে ও অধর ওষ্ঠ, নিশ্বাস-দুয়ার,
পবিত্র চুম্বনে তৃপ্ত হও চিরতরে।
এসো, তিক্ত বিস্বাদ সরণী প্রদর্শক
এসো, দুঃখ সাগরের নিরাশ কাণ্ডারী,
চালায়ে এ পরিশ্রান্ত তনুর তরণী
একেবারে ফেলো তারে পাহাড়ে আছাড়ি।
প্রিয়ে, তোমার উদ্দেশে করি পান।—

(পান করণ।)

ঠিক্

এ কৃত্রিম নহে,—খর জ্বলন্ত ঔষধি।
মৃত্যুকালে অধর-অমৃত পিয়ে মরি।
(চুম্বন ও মৃত্যু।)

গোঁসায়ের প্রবেশ।

গোঁ। ঐ যে কাণ্ডার সেই ঐ দেখা যায়;
এতক্ষণ পরে, হায়, পাইলাম কূল।
অকূলে ভাসিতেছিনু।—একে বন
তায় রাত্রি, তাতেও আবার, দেখি কম;
এতক্ষণ কতই ঘুরিনু!—ও কার গলা?
রোমিওর মত যেন—সেই বুঝি হবে।
আর ঐ বা কে, ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে?
কে র্যা তুই?

বল্লভ। রাম—রাম—রাম। দানা দক্ষি নয় তো?—রাম রাম রাম রাম—এ যে গোঁসায়ের মত দেখ্ছি।—গোঁসাইকে আমি তো বেশ চিনি।—গোঁসাই তো।—না বেশ ধরে এসেছে? রাম রাম রাম রাম রাম।

গোঁ। কল্যাণ হোক্—কল্যাণ হোক্—তবে বাপু, তুমি এখানে যে? এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

ব। আর মোশাই, সে কথা বল্‌চ কেনো? একটা শূওর গুঁয়ের হাতে পড়ে প্রাণটা গেলো। এই দেখুন, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘেমে তিখুণ্ডি হয়েছি—তা পেটের দায়ে সবই কত্তে হয়।

গোঁ। কার সঙ্গে এখানে এসেছ, তিনি কোথায়?

ব। তিনি আমার মুনিব। এতো দেশ থাকতে, এই রাত্তির কালে এই মড়া শ্মশানের ভেতোর সেঁধিয়েচে। মাথামুণ্ডু ওখানে তার কি যে কাজ, তা তিনিই জানেন।

গোঁ। তোমার মনিবের নাম কি?

ব। রোমিও।

গোঁ। রোমিও? অ্যাঁ! রোমিও? তিনি এখানে? তিনি কতক্ষণ এসেছেন?

ব। অনেক ক্ষণ—এক ঘণ্টার ওপর হবে, তবু কম নয়।

গোঁ। এসো, তবে তুমি আমার সঙ্গে এসো।

ব। এঁজ্ঞে, সেটি আমি পার্‌বো না কো। আমার মুনিব বড় বদ্‌রাগী; আমাকে বলে গেছে, এক পা সর্‌বি নি, ঠিক্ এইখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌বি। এক পা সল্লেই, আমার ঘাড় খেয়ে ফেলবে। নইলে আমি তো তাঁর সঙ্গেই যেতে চেয়েছিলুম।

গোঁ। আচ্ছা বাপু, তবে তুমি ঐখানেই থাকো, আমিই না হয় একটু আগিয়ে দেখ্‌চি। (স্বগত) ঐ যে সেই কাণ্ডারটি; উহারই ভিতর খট্টায় শায়িত জুলিয়ের শবদেহ।—একটি সাড়া-শব্দও নাই, এখনো দেখ্‌চি ঘুমুচ্চে, এখনো মূর্চ্ছা ভাঙ্গে নে—। (আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া) ভাল ভাল ভাল, এখনো পোয়া ঘণ্টা সময় আছে।

(খানিক অগ্রসর হইয়া, কাণ্ডারের পর্দ্দা উত্তোলন।)

এ আবার কি? এ কার দেহ? এ কোত্থেকে? এ যে মানুষের দেহ। কি আশ্চর্য্য!—এ কি! এ কি! এ যে রোমিওর মুখের চেহারা!

(হেঁট হইয়া আলোতে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া)

সর্ব্বনাশ! হায় হায়! যে ভয় করিছি,
অহো, তাহাই ঘটেছে! (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ।)
হে ভবকাণ্ডারী প্রভু, যা ইচ্ছা তোমার!
কে নিবারে ইচ্ছা তব ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে?
মনুষ্যের সতর্কতা, মনুষ্য-কৌশল
সকলি নিষ্ফল ব্যর্থ তোমার ইচ্ছায়!
এ দেহ থাকিলে হেথা, আরো সে বিপদ্,
মূর্চ্ছাভঙ্গে জুলিয়ের ক্ষণ দৃষ্টি যদি
হয় এ শবের 'পরে—অচিরাৎ
সেই ক্ষণে জীবন ত্যজিবে সে নিশ্চিত!
দুর্ব্বল শরীর মম, জীর্ণ শীর্ণ দেহ
কেমনে একাকী এরে করি স্থানান্তর;
কিরূপে বাঁচাই মেয়েটারে?—জগদীশ,
কি তুচ্ছ সামান্য কীট আমি, কেনো গিয়াছিনু

ঝাঁপ দিতে তোমার অনন্ত কার্য্য মাঝে।
নারায়ণ, জগদীশ, ক্ষম অপরাধ।
(কাণ্ডারের বাহিরে কিছু দূরে আসিয়া)
বল্লভ, একবার আয় হেথা, আয় শীঘ্র আয়।

বল্লভ। কেনো ঠাকুর, কি হয়েছে? (স্বগত) বুড়ো ভয় পেয়েছে দে'চি, নিজ্জস্ ভয় পেয়েছে।

গোঁ। বাপু, একটিবার এসো। আমার কথা রাখো বাপু।

ব। কে ডাক্‌চে? আপনি, না মুনিব?

গোঁ। ওহে, আমিই ডাক্‌চি, কি ডাকাচ্চেন তোমার মনিব। এসো; বাপ শীঘ্র এসো, বিলম্ব ক'রো না। আর এক লহমাকাল বিলম্ব হলে বিপদে পড়্‌তে হবে।

ব। যেতে হলো কপাল ঠুকে। মুনিবটা বড় গোঁয়ার রাগী। ওরা দুজন আছে, ভয় কি?—রাম রাম—রাম রাম। (নিকটে আসিয়া) কি হয়েচে মোশাই, এত ডাকের ওপর ডাক কেনো?

গোঁ। আর কি হয়েছে? বিপদ্ যা হবার, তা হয়েছে। এই দেখো তোমার মনিবের মৃত দেহ, উনি—(বল্লভের পালাবার চেষ্টা এবং গোঁসাইয়ের তাহাকে ধরিয়া রাখা) আরে দাঁড়াও, যাও কোথা?

ব। আগেই তো মানা করেছ্যানু ওখানে যেও না মোশয়, ঠাকুর দেব্‌তার জায়গা, রাত্তির কালে ওখানে যেতে নেই। যেমন গোঁয়াত্তমি, তেম্‌নি হয়েছে। এখন আপনাকে রক্ষে কত্তে পাল্লেন না। ক্যামোন ঘাড্ডী মুচ্‌ড়ে দেচে।

গোঁ। ওহে বাপু, ঘাড় মচ্‌কানো টচ্‌কানো কিছু নয়। উনি ওঁর পত্নীকে এই অবস্থায় দেখে মূর্চ্ছা গেছেন। ছাখো, আমার কথা শোনো; আমি বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, আমাকে একলা ফেলে যেও না। বোধ করি, চেষ্টা কল্লে এখনো বাঁচতে পারেন। ওঁকে ঐ কাণ্ডার থেকে অতি সাবধানে চুপে চুপে বার করে, এইখানে নিয়ে এসো। আমার কাছে এক রকম আরকের শিশি আছে, নাকের কাছে ধল্লে মূর্চ্ছা ভাঙ্গতে পারে। চলো, সেই চেষ্টা করা যাক্ গে; শীঘ্র কাণ্ডার থেকে বার করে আনো।

বল্লভ। অতো-শতো কে করে, মোশয়। এইখানে, এই রাত্তির কালে, শিশিরে খানিকক্ষণ পড়ে থাক্‌লে, আপনা আপনি মূচ্ছো ভাঙ্গবে এখন।—আমি চল্লুম।

গোঁ। আচ্ছা, যাও। কিন্তু দেখো, এর ফল পেতে হবে। আমি মহারাজের নিকট জানাবো যে, তুমি তোমার মনিবকে খুন করেছ।

বল্লভ। সে কি মোশাই, আমি খুন করেচি? ঠাকুর, এ দিকে ধম্মো ধম্মো করে বেড়াও, লোককে মিথ্যে কইতে মানা করো, আরো কতো কি হুবুড়ি ধম্মোপদেশ দেও; আর আপনি নিজে গিয়ে রাজার কাছে আমার মিথ্যে অপবাদটা করবে যে, আমি মুনিবকে খুন করেছি?

গোঁ। তোমার খুন করাই তো হবে; এখনো চেষ্টা কল্লে উনি বাঁচতে পারেন, আর তুমি যদি সে সব কিছু না ক'রে চলে যাও, আর তাঁর প্রাণত্যাগ হয়, সে তো তোমারই খুন করা হলো।—এই বুড়ো বয়েসে একলা আমি কত পার্‌বো।

বল্লভ। তবে চলো ঠাকুর।

(বল্লভ কর্ত্তৃক রোমিওর দেহ কোলে তুলিয়া কাণ্ডারের বাহিরে আনয়ন।—সঙ্গে সঙ্গে গোঁসাই।)

আহা, মুখ দেখ্‌লে চখে জল আসে; কেনো আমার কথা শুন্‌লে না।

(নামাইবার উপক্রম)

গোঁ। ওখানে না, ওখানে না। আরো কিছু দূরে। ঐ স্থানটা কি ভাল?

বল্লভ। আর ঠাকুর, এখন আর এখানটা ওখানটা ভাল মন্দ কি? মলেই চোদ্দো পো। এখানটাও যেমন, ওখানটাও তেমন।

(মাটিতে দেহ স্থাপন)

গোঁ। আলোটা কাছে নিয়ে এস তো, দেখি ভাল করে, ব্যাপারটা কি?

(আলো নিকটে আনয়ন।)

(দীর্ঘ নিশ্বাস।)

বৃথা আকিঞ্চন। এ মহানিদ্রাঘোর,
মূর্চ্ছা-মোহ নহে ইহা। জগদীশ বিনা
এ নিদ্রা বিমুক্ত করা কারো সাধ্য নয়

দণ্ড দুই চার আরো আগে হেথা এলে
ঘটিত না এ ঘটনা। তব ইচ্ছা প্রভু!
এ শিশিটা কি? (হাতে লইয়া)
এই তবে অনিষ্টের মূল,
হায়, এতেই হয়েছে সর্ব্বনাশ! এ যে মহাবিষ!

বল্লভ। তবে ঠাকুর, আর সন্দ-টন্দ নাই;—মরাই তবে ঠিক্।

(জুলিয়েতের মূর্চ্ছাভঙ্গ।)

জু। (কাণ্ডারের ভিতর হইতে)
কে ওখানে—কয়? গোঁসাই প্রভু কি?
হে চির আশ্বাসদাতা, বলুন আমায়
প্রাণপতি প্রাণেশ্বর কোথায় আমার।
থাকিবার কথা যেথা, আমি সেথা আছি,—
সে কথা স্মরণ আছে বেশ—কিন্তু তিনি
কোথা, শীঘ্র বলুন আমায়; কোথা নাথ,
কোথা হৃদয়ের দেব মম!

গোঁ। (কাণ্ডারের ভিতর গিয়া)
ও মা, শীঘ্র চলো যাই এ স্থান ছাড়িয়া,
এ অতি কদর্য্য স্থান—দারুণ শ্মশান।
দৈব বল কাছে কোথা মানবের বল!
নিষ্ফল যদিও এবে সকল কৌশল,
চলো মা আশ্রমে যাই; অবশ্য উপায়
হইবে এখনো কিছু, চলো শীঘ্র যাই।
চিরকুমারীর মত থাকিবে সেখানে
কিছু কাল। চলো মা, আর হেথা থাকা নয়।

জু। কোথা তিনি, হে গোঁসাই, তিনি কোথা বলো?

গোঁ। যে উপায় ভেবেছিনু, দৈব বিড়ম্বনে
সফলিত নহে তাহা—তাঁরে সমাচার
দিতে পাঠালাম যায় মাঞ্চুয়া নগরে,
পারে নাই যাইতে সে সেথা অতি ত্বরা।

লোক পাঠাই পুনঃ আনিতে তাঁহারে।
এখন চলো মা মঠে যাই।

(সকলে গমনোদ্যত।)

ব। ও ঠাকুর, তবে তাঁর কি হবে? মূচ্ছোই হোক্
যাই হোক্, সে কি সেইখানেই পড়ে থাক্‌বে।

গোঁ। (অবনত মস্তকে গাঢ় চিন্তা।)
তাই ত, উভয় সঙ্কট যে।

জু। ঠাকুর, ভাব্‌চেন ক্যান, কি হয়েছে?

(কোন উত্তর না পেয়ে)

ভাল, তুইই বল্ কি বল্‌ছিলি। কি, মূচ্ছা না মরা?
কাকে ফেলে যেতে হবে?

বল্লভ। ওগো, আমার মুনিবকে। আমার কথা কেটে, গা জুরিতে এখানে যেমন এসেছিলেন, তেম্‌নি তার ফল হয়েচে হাতে হাতে। তা উনি বল্‌চে মূচ্ছো, আমি বল্‌চি কাঠমড়া। তার আর কি পরমাই আছে? খাঁটি মড়া—কাঠমড়া—তার ব্যাত্তয় নাই; প্যাত্তয় করো, আর নাই করো।

জু। কে তোমার মনিব, তাঁর নাম কি? তাঁর জন্যে উনি অতো ভাব্‌চেন কেনো?

বল্লভ। ঠাকরুণ, আমার মনিবের নাম রোমিও।

জু। কি বল্লে, রোমিও হেথা? রোমিও বেঁচে নাই?
কোথায় রোমিও, চলো, আমি যাবো সেথা।—
কোথা পতি, কোথা মম হৃদয়-দেবতা?
একা যাবো কাছে তাঁর, থাকিবো একাকী,
কারেও না চাই আর—থাকিতে হবে না
কাহাকেও আর—এসো এসো এসো।

(বল্লভের বাহু ধরিয়া টানিয়া লইয়া, কাণ্ডার
হইতে বাহির হওন।)

বল্ল। ঐ যে, ওখানে প'ড়ে।

জু। হা নাথ। হা প্রাণনাথ। হা প্রাণবল্লভ।
একাকী এখানে তুমি শ্মশান-শয্যায়।
হা প্রিয়। হা প্রেমময়। হা ঈশ্বর। প্রভু।

আমার জন্যই হেন দশা তব এবে—
আমি মরিয়াছি ভেবে। পাবে না আমায়
আর কভু ছেড়ে যেতে, সুচির সঙ্গিনী আমি তব।
(মৃতদেহের উপর পড়িয়া ক্রন্দন।)

গোঁ। ছ্যাখ্ দেখি, কি সর্ব্বনাশ কল্লি? কেনো তুই—
ও কথা শুনাতে গেলি ওঁকে? কেন
না বলিলি গোপনে আমায়; কেনই বা
বল্, দেখাইলি ওরে এ মৃত শরীর?

বল্ল। তুমি কেনো ওর কথায় উত্তর দিলে না, তাই তো আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লে, আর আমি জবাব দিয়েছি, তা এতো শতো কে জানে মোশাই?

গোঁ। হে ব্রহ্মন্, তোমার এ কি যে লীলাখেলা
কে পারে বুঝিতে দেব, কেই বা বুঝিল
ব্রহ্মাণ্ড সৃজনাবধি। কেই বা বুঝিবে
কবে আর। কি হবে কাঁদিলে, হে কল্যাণি?
অদৃষ্ট-লিখন খণ্ডে তোর, হেন শক্তি
কিবা মানবের। ওঠো মা এখন, এসো
মম কুটীর-আলয়ে, চলো ত্বরা যাই।
দিবো সুঔষধি, দেখো চেষ্টা করি যদি
পারো বাঁচাইতে ওরে আঘ্রাণে তাহার।
ক্রন্দন বিফল, ছ্যাখো—ছ্যাখো চেষ্টা করি।

জু। হা নাথ, জীবিতেশ্বর, প্রেমময় দেব।
এই শেষ অভাগীর দশা। সকলই হারানু—
পিতা, মাতা, গৃহ, বন্ধু, ধন, মান, পদ—
তোমার কারণ হৃদয়েশ। দেখিতে কি
তোমার এ দশা? হা অদৃষ্ট। জন্মিনু কি
এরি তরে? প্রেম, তোর এই কি অমৃত?
দেখি দেখি হাতে কি ও? আমাকে দিবে কি
বলে এনেছিলে কিছু, দীর্ঘ প্রবাসের
পরে,—এ কি—শিশি? এ যে এতে বিষ ছিল।

হায় নাথ, সকলই করেছো শেষ, কিছু—
শেষ রাখো নাই, রাখে তো সবাই কিছু
ভদ্রতার অনুরোধে, তাও কি এড়ালে ?
ওষ্ঠাধরে আছে কিছু স্পর্শ-শেষ তার,—
রে গরল। আয়ু সঞ্জীবনী হও মোর।—
(অধরাস্বাদন।)

এখন(ও) উত্তপ্ত যে।

গোঁ। জুলিয়ে, এসো মা, শুন্‌চো না কি ?
জু। যাও, গোঁসাই, তুমি যাও, আমি যাবো কোথা ?
এই তো আমার স্থান। হে পিতঃ, তুমি গো
পিতারো অধিক মম, কত কষ্ট, হায়,
দিয়াছি তোমায় দেব, ক্ষমো অপরাধ।
এই মম স্থান পিতঃ, কোথা যাবো আমি,
যেখানে রোমিও, সেথা জুলিয়ে সঙ্গিনী।
(নাথ), নারিলে তো করিতে আমায় একাকিনী।
(রোমিওর দেহের উপর ঢুলিয়া পতন ও মৃত্যু।)

শ্মশান সন্নিহিত রাজার মৃগয়াটবী

তদভিমুখী রাজপথ।

রাজা, কপলত, মন্তাগো, নগররক্ষক, পারিষদ, অনুচর এবং ভৃত্যবর্গ।

নগররক্ষক। নরনাথ, গত নিশি এ মহানগরে
ভয়ঙ্কর ঘটনা হয়েছে সমাপিত ;
একেবারে মৃত্যুমুখে কবলিত তিন
মহাপ্রাণী—সম্ভ্রান্ত, ঐশ্বর্য্যবান্, ধনী,
তিন জনাই, প্রফুল্ল যৌবনে প্রস্ফুটিত।
রাজা। কি—কি, কে তারা ?—কোথা ? কি প্রকারে ?
নঃ রক্ষক। মৃগয়া-ক্রীড়া-কানন, প্রভু, আপনার,
বিকট শ্মশান কাছে তার ; সেইখানে,
অনতি অন্তর পরস্পর—ক'টি দেহ।
কেহ কেহ বলে হত্যা—খুনের ব্যাপার।

অবস্থায়, আমার কিন্তু মনে তা মানে না।
মনে হয়, কোনো গূঢ় রহস্য ভিতরে
থাকিতে পারে ইহার। তাঁর একজন
নিকট আত্মীয় অতি,—অধনীনাথের।

রাজা। আমার আত্মীয়—কে হে? চলো তো দেখি গে';
কত দূর হবে?

নঃ রক্ষক। প্রভু, নিকটেই অতি।

রাজা। চলো, সকলেই চলো।

অরণ্যপার্শ্বস্থ শ্মশানক্ষেত্র।

রাজা। অহো, কি শোকের দৃশ্য! নির্ব্বাসিত রোমিও
ও সুন্দরী জুলিয়ে—এইরূপে দোঁহে হেথা
একত্রে কালের কোলে করেছে শয়ন!
এ কি! এ ঘটনা অতি বিস্ময়জনক—
ঘোর রহস্য পূরিত।—তবে না খাইয়া
বিষ, কপলতকন্যা ত্যজে প্রাণ?—এ কি
কপলত?

ক। মহারাজ, আমার(ও) বিলম্ব নাই।—অঃহো,
বেঁচেছে গৃহিণী মম, দেখিতে হলো না
চক্ষে তায়, একাই দেখিনু আমি, এই
নিদারুণ বিষম ঘটনা। গত নিশি
গিয়াছে সে পৃথিবী ছাড়িয়া। কিন্তু হায়!
এ জীর্ণ পরাণে, প্রভু, কতো সবে আর!

রাজা। মন্তাগো, তুমি কি হে এই দেখিবারে
উঠেছ প্রত্যূষে এতো আজ? দেখো অই,
একমাত্র পুত্র আর বংশধর তব
উদয় না হ'তে হ'তে হলো অস্তগত।

মন্তাগো। মহারাজ, নির্ব্বাসিত পুত্রশোকে, গত
রজনীতে গৃহিণী আমার(ও) ত্যজে প্রাণ!
আবার প্রভাতে এই দৃশ্য দেখি পুনঃ!

বার্দ্ধক্যের তাপ শোক, বুঝি আর বাকি
না রহিল কিছু মম—এ বৃদ্ধ বয়সে।
হা রোমিও, কালের রীতি কি এ রে বাপ পুত্র-
আচরণ গেলি ভুলে, বৃদ্ধ বাপে রেখে
আপনি চলিয়া গেলি আগে ?

রাজা। ক্ষণকাল আর্ত্তনাদে সবে ক্ষান্ত হও,
যে অবধি আমি না এ গূঢ় রহস্যের
করি অন্তস্তল ভেদ, না করি ইহার
বীজ, মূল, শাখা, দল, সকলি উচ্ছেদ—
ততক্ষণ সকলে নীরব থাকো ; পরে
আমিই সে তোমাদের দুঃখের নায়ক
হয়ে, লয়ে যাবো সবে মৃত্যুর ভবন।—
কা হ'তে হবে এ গূঢ় রহস্য উচ্ছেদ—
হও সম্মুখীন ;—অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ
অগ্রসর হও।

গোঁ। মহারাজ, অভিযুক্তগণ মধ্যে আমিই
প্রধান, সকল হ'তে দোষাশ্রিত আমি।
কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আমি অশক্ত তেমতি।
দেশ কাল সংযোগে সন্দেহ মম প্রতি
সংশয় নাহিক তায় ; অতএব আমি
ক্ষালন করিতে নিজ দোষ, নিজ দোষ-
বিবরণ কহিব সকলি,—অভিযুক্ত
হয়ে নিজে, অপরাধে বিমুক্ত হইব,
কিম্বা দণ্ডে হইব দণ্ডিত।—মহারাজ,
সম্মুখে হাজির আমি—কি আজ্ঞা করুন।

রাজা। আমূল বৃত্তান্ত এর বিদিত তোমার
যত দূর, অবিলম্বে ব্যক্ত কর।

গোঁ। যথা আজ্ঞা।—যতই সংক্ষেপে পারি, করি
নিবেদন ; বিস্তার বর্ণনে তিক্ত করি
উপাখ্যান, এ বৃদ্ধ বয়সে শ্বাসশক্তি

নাহি প্রভু।—গতায়ু রোমিও অই, প্রভু,
অই মৃত জুলিয়ের ধর্ম্মপরিণেতা।
অই মৃত জুলিয়ে ও রোমিও-বনিতা।
আমিই সে সংস্কার করি সমাধান।
পরে তার, দ্বন্দ্বযুদ্ধে রোমিওর হাতে
তৈবলের মৃত্যু হয়; অকাল মরণে
যার, নববিবাহিত পতি নির্ব্বাসিত
হয় দেশান্তরে। রোমিওর নির্ব্বাসন
জুলিয়ার অতি গাঢ় শোকের কারণ,
নহে তৈবলের মৃত্যু। কপলত, তুমি
সেই শোক নিরসন বাসনায় ধরি
বাগ্‌দান করিলে পুনঃ দুহিতা অর্পিতে
বহুধনশালী পারশেরে। সে প্রতিজ্ঞা
পালন করিতে, ছিলে সচেষ্টিত তুমি
বল নিয়োজনে। তাই সে দুহিতা তব
উন্মত্তার ন্যায় আসি আমার নিকট
বলিল, দ্বিতীয় বার বিবাহ তাহার
নিবারিত যাতে হয়, করিতে উপায়,
নহিলে হইবে আত্মঘাতিনী তখনি।
তখন উহাকে এক নিদ্রা-আকর্ষণী
ঔষধ দিলাম আমি, (বহু দরশনে
অৰ্জ্জিত আমার যাহা), ঔষধির গুণে
মৃত্যুর লক্ষণ ব্যক্ত সর্ব্ব অবয়বে;
ঔষধিও হয় ফলপ্রদ যথাকালে,
দেখি যাহা, মৃত্যুই ঠিক হয় অনুভব।
ইতিমধ্যে ছিল যথা পূর্ব্বে স্থিরীকৃত,
রোমিও নিকটে পত্র করিনু প্রেরণ,—
গত রাত্রে শেষ হবে ঔষধির মোহ,
তিনি যেন গত রাত্রে আসিয়া এখানে
(পাঁতির লিখন এইরূপ) লয়ে যান

নিরাপন্না, ছদ্মরূপী মৃত্যুগ্রাস হ'তে,
কোনো দূর দেশান্তরে, নহিলে বিপদ্।
দৈবের বিপাকে সেই পত্রের বাহক,
গুহাবাসী বাবাজী না পারি বাহিরিতে
এ নগরী-বহির্দ্দেশে, মহামারী হেতু,
নগর-প্রাচীর মধ্যে অবরুদ্ধ তিনি—
দেন ফিরে সে পত্রী আমারে গত নিশি।
তখন বিপদ্ গণি মনে, একাকীই—
(ছিল স্থির দুজনেই আসিবার কথা—)
আসিলাম গত নিশিযোগে, এইখানে,
জাগরণ-প্রতীক্ষায় ওঁর ; অভিলাষ
ছিল মনে, যত দিন না পারি পাঠাতে
রোমিও নিকটে তাঁরে, তত দিন তাঁকে
কন্যাভাবে স্বকুটীরে রাখিয়া পালিব
অতি সংগোপন ভাবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ
বিলম্ব অধিক কিছু হইল আমার
আসিয়া পৌছিতে হেথা, আমার অগ্রেতে
রোমিও আসিয়া, হেরি মৃত্যুর লক্ষণ,
ভাবিল মৃত্যুই ঠিক্—কোনো দুর্ব্বিপাকে,
কাল-কবলিত ভার্য্যা তাঁর ; হেন মনে
করি স্থির, আত্মঘাতী হয়ে ত্যজে প্রাণ।
তথাপি কৌশলে আর বুঝায়ে বিনয়ে
জুলিয়ারে, বুঝি পারিতাম ফিরাইতে,
কিন্তু এ রোমিও-ভৃত্য, নিজ বুদ্ধি দোষে
ব্যক্ত করি মনিবের মৃত্যুবিবরণ
সহসা, আমার চেষ্টা ব্যর্থ কৈল সব।
উন্মত্তা, রোমিও-শোকে, পানাবশিষ্ট তাঁর,
বিষ পান করি, তখনি করিলা প্রাণত্যাগ।
ওঁহাদের আগেকার বিবাহের কথা
জানে জুলিয়ের ধাত্রী।—নিবেদিনু সব

বৃত্তান্ত যা আছি অবগত, নরনাথ !
অপরাধ ইহাতে আমার হয়ে থাকে,
ঘটনা ঘটনে কোনো, কিম্বা দুর্ঘটনে ;
কিম্বা সদসৎজ্ঞানে, আছি উপস্থিত
আর্য্যেরই নিকট আমি, দণ্ড দিয়ে তার—
আমার(ও) জীবন কাল পরিমাণ শেষ,
অবশিষ্ট অল্প কিছু, যথা বিধিমত,
করুন বিনাশ সেই অবশিষ্ট ভাগ
জীবনের, সে দোষের প্রায়শ্চিত্ত হেতু ।—
মহারাজ, কি আজ্ঞা করুন ।

রাজা । এ অবধি, গোঁসাই, আমরা আপনাকে
জানি সাধু ধর্ম্মপরায়ণ ।—সে কোথায়,
রোমিও-ভৃত্য ?—বল্ তুই কি জানিস্ ।

বল্লভ । মহারাজ, আমি জানি, এই জুলিয়ের
মরিবার খপর গিয়ে বলি রোমিওকে ;
তাতে তিনি, ডাকে ডাকে আসিলেন হেথা ।
হেথা আসি, এই পত্র পিতাকে তাঁহার
দিতে ব'লে, আমাকে মঠেতে নিয়ে যান ।
গোঁসাইজীকে সেখানে না পেয়ে, সঙ্গে করে
আমাকে শ্মশানে যেতে চায় । আগে আমি
চাই না সেখানে যেতে, ভূত পেরেতের ভয়ে ।
নাছোড়বন্দা হয়ে শেষে টেনে নিয়ে গেলো ।
আমি কিন্তু ভূতের ভয়ে শ্মশানে ঢুকি নি—
মহারাজ, মাপ করো, সে সব কথা বল্‌তে
আমার গা কাঁপ্‌চে—তার কি না—

রাজা । থাক্, আর বল্‌তে হবে না ।—পত্রখানা দে—

(পত্র পাঠ করিয়া)

এ পত্র, গোঁসায়েরই বাক্যের পোষক ।
ক্রমান্বয়ে, প্রণয় আরম্ভাবধি, শেষ
জুলিয়ের মৃত্যু, সবই বিবরিত আছে ;

আরো আছে লেখা, কোনো বেদিনী হইতে
ক্রয় করিয়া বিষ, সঙ্গে এনেছিল,
মৃত ভার্য্যাদেহে দেহ মিশাইতে, শেষ
আত্মঘাতী হয় সেই বিষ পান করি।
এরা কোথা দুই জন, দুই বিষধর,
চিরশত্রু কপলত মস্তাগো নির্ব্বোধ।—
দ্যাখো, তোমাদের চিরবৈর-নির্যাতন-
মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত কি কঠোর।
দুষ্টের দমন ভগবান্ করিলেন
তোমা দোঁহাকার সর্ব্ব সুখের উচ্ছেদ
প্রণয়ের অস্ত্রাঘাতে, আর যে আমিও
করি নাই এত দিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত
তোমাদের এ কলহে, আমাকেও তিনি
করেন দণ্ডিত সেই পাতকের হেতু।—
হারালাম আমারও কুটুম্ব একজন!
সকলের(ই) শাস্তি দান করেছেন তিনি!
ক। ভাই মস্তাগো, এসো এখন দুই জনে
কোলাকুলি করি একবার। ঘৃণা, দ্বেষ,
প্রতিহিংসা, অসূয়া, যা কিছু ছিল মনে,
প্রক্ষালন করেছি, সে সব চিত্ত হ'তে।
লও হে যৌতুকপত্র কন্যার তোমার।
ম। ভ্রাতঃ কপলত, আমারও গ্লানি মুছিয়াছি সব।
দিবো হে, তোমায় আরো মূল্যবান্ কিছু,—
নির্ম্মল সুবর্ণে মূর্ত্তি করায়ে নির্ম্মাণ
পুত্রবধূ জুলিয়ের, রাখিবো বরণা-
মধ্যস্থলে। হেরিবে সকলে, যত দিন
বরণার নাম মর্ত্তে রবে।—সতীমূর্ত্তি
জুলিয়ের নয়ন জুড়াবে চির দিন।
ম। তার(ই) মত রোমিওরও আমি,
মূর্ত্তি এক করায়ে নির্ম্মাণ, পার্শ্বে তার

স্থাপন করিব। কিন্তু বলো দেখি, ভাই,
আমাদের বৈরভাব-জনিত যে সব
অনিষ্ট বিভ্রাট—এ কি প্রতিকার তার ?

গোঁ। নরনাথ। আমারও একটি নিবেদন,
জুলিয়ে অন্তিমে তার কাকুতি বিনয়ে
ঐকান্তিক অনুরোধ করেছে আমায়,
একত্রে দাহিত হ'য়ে হৃৎপিণ্ডদ্বয়
এক সমাধিতে যেন সংরক্ষিত হয়।

রাজা। সর্ব্বান্তঃকরণে তাহে সম্মতি আমার।—
রাজকীয় ব্যয়ে হবে মর্ম্মরে নির্ম্মিত
খচিত মণি প্রবালে সুন্দর দেউল,
তাহার ভিতরে রবে সুবর্ণ পুটেতে
দুই হৃদি-চিতাভস্ম একত্রে মিশ্রিত ;—
দীপ্ত প্রণয়ের বীজরূপে চিরন্তন।

চিত্ত-বিকাশ

[১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৬০

মূল্য এক টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
৭'২—৪. ৭. ৫৩

ভূমিকা

'চিত্ত-বিকাশ' হেমচন্দ্রের শেষ কাব্যগ্রন্থ। দুঃখ-দারিদ্র্য-ব্যাধি-পীড়িত কবির শেষ জীবনের কয়েকটি কবিতা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। মর্মান্তিক ব্যক্তিগত আক্ষেপ ও হাহাকারে কয়েকটি কবিতা ওতপ্রোত, কবি-জীবনের অনেক ইঙ্গিতও এইগুলিতে আছে। 'চিত্ত-বিকাশ'কে ছন্দে কবির আত্মকথা বলা যাইতে পারে। ইহা ২২ ডিসেম্বর ১৮৯৮ প্রকাশিত হইয়াছিল; অক্ষয়চন্দ্রের মতে—

> ১৩০৫ সালের ৯ই পৌষ, সে দিন বলিলেই হয়, হেমবাবুর চিত্তের অভিনব বিকাশ 'চিত্ত-বিকাশ' প্রকাশিত হইল। 'চিত্ত-বিকাশে'র দুইটি কবিতা আমাদের মর্ম্মদাহন করে। হেমচন্দ্রের দুঃখে আমাদের দুঃখ। একটি কবিতা—'হের ঐ তরুটির কি দশা এখন', অন্যটি 'বিভু, কি দশা হবে আমার?'... এই সকল ১৩০৫ সালে প্রকাশিত হয়; ১৩১০ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ হেমচন্দ্রের জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়াইয়াছে। তিনি অমরধামে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।—'কবি হেমচন্দ্র,' ২য় সং, পৃ. ১২-১৬।

প্রথম সংস্করণ 'চিত্ত-বিকাশে'র পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৭০, আখ্যাপত্র এই—

> চিত্ত-বিকাশ। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। "Renounce all strength......for ever thine." *Cowper*. শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ভেলুপুরা, বেনারস সিটি। ৺কাশীধাম। ১৩০৫ দশাশ্বমেধ ঘাট, অমর যন্ত্রালয়। শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ।৶০ ছয় আনা।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত 'হেমচন্দ্র' তৃতীয় খণ্ডের (১৩৩০) সম্পূর্ণ সপ্তম পরিচ্ছেদটি (পৃ. ১৮৭-২৩৪) 'চিত্ত-বিকাশ' সংক্রান্ত। এই অধ্যায়ের শিরোনামাতেই গ্রন্থের পরিচয় আছে—"অন্ধাবস্থা—'চিত্ত-বিকাশ'।" তাঁহার জীবনে যে যে দুঃখকর ঘটনা কবিতাগুলি রচনার কারণ হইয়াছিল, তাহার তালিকা শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ দিয়াছেন। সমসাময়িক সাময়িকপত্রে ('প্রদীপ,' 'সাহিত্য' প্রভৃতি) 'চিত্ত-বিকাশে'র অনুকূল সমালোচনা প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকেরা করিয়াছিলেন।

গ্রন্থকারের জীবিতকালের সংস্করণগুলি হইতে বর্তমান সংস্করণের পাঠ প্রস্তুত হইয়াছে।

চিত্ত-বিকাশ

"Renounce all strength but strength divine ;
And peace shall be for ever thine."

Cowper

বিজ্ঞাপন

শরীর সুস্থ এবং মনের সুখ না থাকিলে কোন চিন্তার কার্য্য হয় না, বিশেষতঃ গ্রন্থ প্রণয়ন অথবা কবিতা রচনা করিতে হইলে ঐ দুইটি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ঐ দুইটিরই অভাব হইয়াছে, তথাচ চিন্তায় কালাতিপাত না করিয়া আত্মকল্পনা ও প্রকৃতির শোভা সন্দর্শনে মনে যে সকল ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা কবিতাকারে নিবন্ধ করিলাম। উপরি লিখিত অবস্থাক্রমে ইহা যে সকল সহৃদয় মহাত্মাগণের চিত্তবিনোদক হইবে, ইহার আশা নাই। তবে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের কিছু উপকারে আসিতে পারে, এই ভাবিয়া ইহা মুদ্রিত করিলাম।

কাশীধাম
ইং ১৮৯৮।২২ ডিসেম্বর
বাং ১৩০৫।৯ পৌষ

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
হের ঐ তরুটির কি দশা এখন	...	৫
বিভু, কি দশা হবে আমার ?	...	৬
কি হবে কাঁদিয়া ?	...	৮
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন	...	১১
কৌমুদী	...	১৩
স্মৃতিসুখ	...	১৪
খদ্যোত	...	১৬
আলোক	...	১৭
ফুল	...	১৯
সরিৎ সময়	...	২১
কল্পনা	...	২৩
প্রজাপতি	...	২৮
জন্মভূমি	...	২৯
কি সুখের দিন	...	৩৩
ধনবান্	...	৩৫
ভালবাসা	...	৩৭
অতৃপ্তি	...	৩৯
মৃত্যু	...	৪২
শিশু বিয়োগ	...	৪৪
ব্রজবালক	...	৪৬
কবিতা সুন্দরী	...	৪৮

চিত্ত-বিকাশ

হের ঐ তরুটির কি দশা এখন

হের ঐ তরুটির কি দশা এখন ;
বিরাজিত বনমাঝে আগে সে কেমন !
ছিল সুরসাল কাণ্ড, সুচারু গঠন,
উন্নত শিখরে অভ্র করিত ধারণ,
শাখা শাখী চারি ধারে উঠিত কেমন,
বিটপে আতপতাপ হইত বারণ।

পড়িত তাহার তলে ছায়া সুশীতল,
ফুটিত কেমন ফুল কিবা পরিমল।
কতই লতিকা উঠে জড়াইত গায়,
কতই পথিক শ্রান্ত আসিত তলায়।
ঝটিকা-ঝাপটে এবে হারায়ে স্ব-বল,
হেলিয়া পড়েছে আজি পরশি ভূতল।
শুকায়েছে শুকাতেছে বিটপ-পত্রিকা,
খসিয়া পড়েছে ভূমে আশ্রিত লতিকা।
শুষ্ক ফল পুষ্প পড়ি ভূমিতে লুটায়,
আশে পাশে বিহঙ্গেরা উড়িয়া বেড়ায়,
নিরাশ্রয় ভগ্ননীড় নিকটে না যায়।

পথিক সতৃষ্ণ নেত্রে তরুপানে চায়,
ছায়া বিনা কেহ সেথা বসিতে না পায়,
নিকটে আসিয়া কেহ ক্ষণ না দাঁড়ায়,
পূর্ব্বকথা ব'লে ব'লে পথে চলে যায়।
দেখিয়া তরু রে তোরে, প্রাণ কাঁদে মম,
আছিল আমার(ও) আগে সবই তোর সম,

শাখা শাখী ফল পুষ্প সুবেশ সুঘ্রাণ,
করেছি কতই জনে সুচ্ছায়া প্রদান।

হেলিয়া আমার গায় লভিয়া আশ্রয়,
কতই লতিকা লতা ছিল সে সময়,
নিজ পর ভাবি নাই অনন্য উপায়,
যে এসেছে আশা করে দিয়াছি তাহায়,
এখন আপনি হেলে পড়েছি ধরায়,
স্বগণ আশ্রিত জন কাঁদিয়া বেড়ায়,
কে দেখে আমারে আজ ফিরায়ে নয়ন,
হের ঐ তরুটির কি দশা এখন।

বিভু, কি দশা হবে আমার ?

বিভু! কি দশা হবে আমার ?
একটি কুঠারাঘাত, শিরে হানি অকস্মাৎ,
ঘুচাইলে ভবের স্বপন,—
সব আশা চূর্ণ ক'রে, রাখিলে অবনী'পরে,
চিরদিন করিতে ক্রন্দন ॥

আমার সম্বল মাত্র, ছিল হস্ত পদ নেত্র,
অন্য ধন ছিল না এ ভবে,
সে নেত্র করে হরণ, হরিলে সর্ব্বস্ব ধন,
ভাসাইয়া দিলে ভবার্ণবে ॥

চৌদিকে নিরাশা-ঢেউ, রাখিতে নাহিক কেউ,
সদা ভয়ে পরাণ শিহরে।
যখনি আগের কথা মনে পড়ে, পাই ব্যথা,
দিবানিশি চক্ষে জল ঝরে ॥

কোথা পুত্র কন্যা দারা, সকলই হয়েছি হারা,
গৃহ এবে হয়েছে শ্মশান।
ভাবিতে সে সব কথা, হৃদয়ে দারুণ ব্যথা,
নিরাশাই হেরি মূর্ত্তিমান্॥

সব ঘুচাইলে বিধি, হরে নিয়া চক্ষুনিধি,
মানবের অধম করিলে।
বল বিত্ত সব হীন, পর-প্রতিপাল্য দীন,
ক'রে ভবে বাঁধিয়া রাখিলে॥

জীবের বাসনা যত, সকলই করিলে হত,
অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী;
না পাব দেখিতে আর, ভবের শোভা-ভাণ্ডার,
চির অস্তমিত দিনমণি॥

ধরা শূন্য স্থল জল, অরণ্য ভূমি অচল,
না থাকিবে কিছুর(ই) বিচার,
না রবে নয়নে দৃষ্টি, তমোময় সব সৃষ্টি,
দশ দিক্ ঘোর অন্ধকার—
বিভু! কি দশা হবে আমার॥

প্রতি দিন অংশুমালী, সহস্র কিরণ ঢালি,
পুলকিত করিবে সকলে,
আমারি রজনী শেষ, হবে না কি? হে ভবেশ!
জানিব না দিবা কারে বলে॥

আর না সুধার সিন্ধু, আকাশে দেখিব ইন্দু,
প্রভাতে শিশির-বিন্দু জ্বলে,
শিশির বসন্ত কাল, আসে যাবে চিরকাল,
আমি না দেখিব কোন কালে॥

বিহঙ্গ পতঙ্গ নর, জগতের সুখকর,
তাও আর হবে না দর্শন,

থাকিয়া সংসার-ক্ষেত্রে, পাব না দেখিতে নেত্রে,
দেবতুল্য মানব-বদন ॥

নিজ পুত্র-কন্যা-মুখ, পৃথিবীর সার সুখ,
তাও আর দেখিতে পাব না,
অপূর্ব্ব ভবের চিত্র, থাকিবে স্মরণে মাত্র,
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা।

কি নিয়ে থাকিব তবে, কি সাধনা সিদ্ধ হবে,
ভবলীলা ঘুচেছে আমার,
বৃথা এবে এ জীবন, হয় না কেন এখন,
বৃথা রাখা ধরণীর ভার ॥

ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই,
তুমিই হে আশ্রয়ের সার,
জীবনের শেষ কালে, সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুঃখে কয় পায়—
বিভু! কি দশা হবে আমায় ॥

কি হবে কাঁদিয়া?

কি হবে কাঁদিয়া জগৎ ভরিয়া,
সবারি এ দশা কিছু চির নয়,
চির দিন কারো নাহি রয় স্থির,
চিরকাল কারো সমান না যায়।

পরিবর্ত্তময় সদা এ জগৎ,
নাহি ভেদাভেদ ক্ষুদ্র কি মহৎ,
হ্রাস বৃদ্ধি নাশ যার যে নিয়ত,
পল অনুপল পৃথিবীময়।

আমি কিবা ছার নগণ্য পামর,
শত শত কত মহাভাগ্যধর,

বিরাট্ সম্রাট্ দেবতুল্য নয়,
উন্নতি পতন সবারি হয়।

কোথা আজি সেই অযোধ্যার ধাম,
কোথা পূর্ণব্রহ্ম সীতাপতি রাম,
কোথা আজি সেই পাণ্ডবের সখা,
কোথায় মথুরা কোথায় দ্বারকা।

কে পারে খণ্ডিতে অদৃষ্ট-শৃঙ্খলে,
ঘটেছে আমার যা ছিল কপালে।
কে পারে রাখিতে বিধাতা কাঁদালে,
বৃথা তবে কেন কাঁদিয়া মরি।

এস ভগবান্ কর ধৈর্য্য দান,
কর শান্তিময় অশান্ত পরাণ।
সৌভাগ্য অভাগ্য ভাবিয়া সমান,
নিজ কর্ম্ম যেন সাধিতে পারি।

সুচির বসন্ত, হাসে না ধরায়,
না চির হেমন্ত ধরণী কাঁপায়,
উত্তপ্ত নিদাঘ প্রাবৃটে জুড়ায়,
অনিত্য সকলি বিধির ইচ্ছায়।

দুর্দ্দিনের দিনে যেই বলীয়ান,
সহিতে বিধির কঠোর বিধান,
নমে না টলে না নহে ম্রিয়মাণ,
যে পারে তারি জীবন ধন্য।

এ ভব-সাগরে ধ্রুব লক্ষ্য ক'রে,
রাখিতে আপনা আবর্ত্তের ঘোরে,
না হারায়ে কূল না ডুবে পাথারে,
নাহি রে নাহি রে উপায় অন্য।

আমা হতে আরো কত ভাগ্যধর,
হারায়ে সাম্রাজ্য শৌর্য্য বীর্য্য আর,
পড়িছে ভূতলে অদৃষ্টের ফলে,
ধৈরযে আবার বাঁধিছে হিয়ে।

কি ছার আমি যে হয়ে ভাগ্যহীন,
কাঁদি এত, ভাবি দেখিয়া দুর্দ্দিন,
কেন কাঁদি এত কেন বা কাঁদাই,
রাখ নাথ, মোরে ধৈরয দিয়ে।

আপনারই দোষে আপনি হারাই,
বিধাতারে কেন সে দোষে জড়াই,
এ সান্ত্বনা কেন পরাণে না পাই,
নিজ কর্ম্মফল অদৃষ্ট কেবল।

কত দিন তরে এ জীবন রয়,
সংসারের খেলা সবই স্বপ্নময়,
বুঝিয়াও মন বুঝে না ত তায়,
কেন সদা ভাবি হইয়া বিকল।

আমি আমি করি, কে আমি রে ভবে,
কেন অহঙ্কার এত দম্ভ তবে,
নাম গন্ধ চিহ্ন সকলই ফুরাবে,
দুদিন না যেতে ভুলিবে সবে,

ভুল না ভুল না শেষের সে দিন,
মহানিদ্রাঘোরে ঘুমাবে যে দিন,
আবাস ভাণ্ডার বিভব-বিহীন,
যার ধন তার পড়িয়া রবে।

দাসে দয়াবান্ হও ভগবান্,
ঘুচাও মনের ঘোর অভিমান।
কর কৃপাময় কৃপাবিন্দু দান,
হৃদয়বেদনা ঘুচায়ে দাও।

ডাকি হে শ্রীহরি শ্রীচরণে ধরি,
মোহ অন্ধকার দাও দূর করি,
দেহ শান্তি প্রাণে, এই ভিক্ষা করি,
অভাগার শেষ আশা মিটাও।

জয় জগদীশ জয় বল রে বদন

জয় জগদীশ জয় বল রে বদন,
বিভুগানে মাতয়ারা, জগৎ আনন্দে ভরা,
সাজিয়াছে বসুন্ধরা পরিয়া ভূষণ,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।

কাননে কুসুম ফুটে, আনন্দে পবন ছুটে,
পরিমল মাখি গায় করয়ে ভ্রমণ,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।

বিহঙ্গ প্রফুল্ল প্রাণ, সুখে করে বিভুগান,
সুমধুর কণ্ঠস্বরে পূরিয়া কানন,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।

শূন্যেতে সঙ্গীত ঝরে, অমর-কণ্ঠের স্বরে,
বেণু বীণা জিনি রব বাদ্যের নিক্কণ,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।

সকল ব্রহ্মাণ্ডময়, জয় বিভু শব্দ হয়,
প্রেমময় বিভুগানে মত্ত ত্রিভুবন,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।

হেরে বিশ্বরূপ যাঁর, ভয়ে কাঁপে চরাচর,
প্রকৃতি প্রণতি করি করয়ে অর্চ্চন,
চমকিত বিশ্ববাসী করে দরশন।
প্রজ্বলিত অন্তরীক্ষে, সুমাল্য শোভিছে বক্ষে,
ঢেকেছে বিরাট্ বপু ব্রহ্মাণ্ড ভুবন।

জ্বলে চক্ষু জ্বালাময়, যেন শত সূর্য্যোদয়,
সহস্র সহস্র বক্ত্র, শ্রবণ নয়ন,
সহস্র সু-ভুজ দণ্ড, সহস্র সহস্র মুণ্ড,
মণ্ডিত কিরীটে শূন্য করে পরশন,
সহস্র সহস্র গ্রীবা, সহস্র সহস্র জিহ্বা,
সহস্র সহস্র করে বজ্র আকর্ষণ,
সহস্র সহস্র পদ, যেন কোটি কোকনদ,
ফুটিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় ছড়ায় কিরণ,
শত সিন্ধু পদতলে, কত নদ নদী চলে,
ছুটে সে চরণতলে কোটি প্রস্রবণ,
হেরে বিশ্ববাসীগণ বিস্ময়ে মগন,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।

ভুবনমোহন রূপ নেহারি আবার,
মহানন্দে বসুন্ধরা করয়ে বিহার,
যখন বসন্ত কালে, নাচিয়া তরঙ্গ চলে,
ধীর সমীরণে খেলে, তটিনীর পুলিনে।
নিদাঘে জোছনা নিশি, হাসিয়া অমিয় হাসি,
যখন উদয় হয় তারাহার গগনে।
পুন যবে বরষায়, বেগে স্রোতধারা ধায়,
কুতূহলী বনস্থলী শিখী নাচে বিপিনে।
যখন সুধার আশে, শরৎ-চন্দ্রমা পাশে,
চকোর চকোরী ভাসে দূর শূন্য গগনে।
দেখি বসুমতী হাসে আনন্দিত মনে,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদনে।

জয় জগতের ভূপ, জয় হে অনাদিরূপ,
জয় পরমেশ জয়, অচিন্ত্য পুরুষ জয়,
জয় কৃপাময় জয় জগৎজীবন।
ঈশ হরি জগদীশ গাও রে বদন,

অনাদি অনন্ত রূপ জয় নারায়ণ,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।

বিহর বিহর হরি, জগজন-মনোহরি,
ভুবনমোহন রূপে ভুলাও ভুবন,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।
জয় বিশ্বরূপ জয়, অনাদি পুরুষ জয়,
জয় প্রেমময় হরি ব্রহ্মাণ্ডতারণ,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।

চরণে করিয়া নতি, বলি হে তার শ্রীপতি,
কর হে জীবের গতি দিয়া শ্রীচরণ,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।

কৌমুদী

হাস রে কৌমুদী হাস সুনির্ম্মল গগনে,
এমন মধুর আর নাহি কিছু ভুবনে।
সুধা পেয়ে সিন্ধুতলে
দেবতারা সুকৌশলে
লুকাইলা চন্দ্র-কোলে—লেখা আছে পুরাণে,
বুঝি কথা মিথ্যা নয়,
নহিলে চন্দ্র-উদয়,
কেন হেন সুধাময় ব্রহ্মাণ্ডের নয়নে।

আহা, কি শীতল রশ্মি চন্দ্রমার কিরণে,
যেখানে যখন পড়ে,
প্রাণ যেন নেয় কেড়ে,
ভুলে যাই সমুদয়,
চেতনা নাহিক রয়,
জাগিয়া আছি কি আমি কিম্বা আছি স্বপনে।

আহা, কি অমিয়-খনি শরতের গগনে।
কিবা সন্ধ্যা কিবা নিশি,
যেই হেরি পূর্ণ শশী,
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যাই,
শুধু সেই দিকে চাই,
হেরি পূর্ণ সুধাকরে অনিমিষ নয়নে।

পড়ে কিরণের ধারা ঢাকি হৃদি বদনে,
যত হেরি সুধাকরে,
হৃদয়ের জ্বালা হরে,
কোথা যেন যাই চলে
স্বপ্নময় ভূমণ্ডলে,
সংসারের সুখ দুঃখ নাহি থাকে স্মরণে॥

স্মৃতিসুখ

(শ্রীরাধার উক্তি)

নাচ্ রে ময়ূর নাচ্ অমনি,
নেচে নেচে তুই আয় রে কাছে,
বড় সাধ মোর দেখিতে ও নাচ,
দেখিলে ও মোর পরাণ বাঁচে।

আয় নেচে নেচে ছড়ায়ে পেখম,
শশাঙ্কের ছাঁদ ছড়ান যায়,
জল-ধনু তনু কিরণের ছটা,
প্রতি চাঁদ ছাঁদে প্রকাশ পায়।

পা দুখানি ফেল তালে তালে তালে,
নীল গ্রীবাতল সুউচ্চ করি,
নাচিতিস আগে তুই রে যেমন,
নিকুঞ্জ মাঝারে গরবে ভরি।

তোর নাচে তিনি তুড়ি দিয়া দিয়া,
নাচাতেন আরো ঠারি আমায়,
কভু তোর নাচে উল্লাসে মাতিয়া,
নাচিতেন হেম-নূপুর পায়।

নাচিতিস যেই শুনিতিস কাণে
তাঁহার চরণ-নূপুরধ্বনি,
কিম্বা করতালি অঙ্গুলি-বাদন,
যেখানে সেখানে থাক্ যখনি।

নিকুঞ্জ ভিতরে কদম্বের ডালে,
কিবা কেলি-শৈলশিখর উপরে,
বিপিনে, কি বনে যমুনাপুলিনে,
সরোবরকূলে কি হ্রদতীরে।

যখন ধরিত মুরলীর তান,
থাকিত না তোর চেতনা বা জ্ঞান,
শশাঙ্ক-শোভিত কলাপ প্রসারি,
নাচিতিস হয়ে উন্মত্ত-প্রাণ।

বড়ই সম্ভ্রম করিতেন তিনি,
সেই প্রিয়সখা তোয় আমায়,
তোর পাখা লয়ে বাঁধিয়া চূড়ায়,
ধরিলেন কিনা আমার পায়।

কি যে এ সম্ভ্রম আদর মনে,
তুই কি বুঝিবি বনের পাখী।
আমি রে মানবী আমি বুঝি তায়,
এখনো তাঁহারে হৃদয়ে দেখি।

সে পদ সম্পদ্ সে আদর মান,
কত দিন হ'লো কোথায় গেছে,
তবু রে ময়ুর দেখে নৃত্য তোর,
সকলি আবার প্রাণে জাগিছে।

সকল(ই) ত গেছে সব ফুরায়েছে,
আর ত ফিরে পাব না তায়,
তবুও এখন(ও) স্মৃতিগত সুখ,
ভেবেও তাপিত হৃদি জুড়ায়।
আয় রে ময়ূর নাচিয়া অমনি,
আয় রে আমার নিকটে আয়।

খদ্যোত

কি শোভা ধরেছে তরু খদ্যোতমালায়,
শাখা কাণ্ড সমুদয়, হয়েছে আলোকময়,
কি চারু সুন্দর শোভা জুড়ায় নয়ন।

নীল আভা পুচ্ছে ঝরে, শোভিতেছে তরু'পরে,
লক্ষ আলোকের বিন্দু ফুটিছে যেমন।

হেরে মনে হয় হেন, সোণার তরুতে যেন,
লক্ষ হীরাখণ্ড জ্বলে, জড়িত কাঞ্চন।

কখনো বা মনে হয় তরুটি যেমন,
আলোকে ডুবিয়া আছে, সর্ব্ব অঙ্গে ঝকিতেছে,
মনোহর নীলকান্তি কাঞ্চন কিরণ।

অথবা যেন বা কেহ অসিত বসনে,
বিন্দু বিন্দু স্বর্ণ ফুলে, চারু কারুকার্য্য তুলে,
ঢাকিয়া রেখেছে তরু করি আচ্ছাদন।

কিন্তু পরদিন প্রাতে উদিলে তপন,
কাছে গিয়া হের তায়, কোথায় কাঞ্চন হায়,
দারুময় তরু সেই পূর্ব্বের মতন।

কোথা বা হীরকমালা নয়নরঞ্জন,
তরুতলে ডালে গাছে, দেখিবে পড়িয়া আছে,
কেবল জোনাকী পোকা-পাঁতি অগণন।

হায় রে কতই হেন বিচিত্রদর্শন,
মানবের সুখকর, নয়ন-মানস-হর,
করেছেন ভগবান্ ভূতলে সৃজন।

দিবা বিভাবরী যোগে কতই এমন,
শ্রুতি দৃষ্টি মনোলোভা, সৃষ্টি করেছেন শোভা,
মূলহীন সত্ত্বহীন স্বপন যেমন।

আহা বিধাতার এই মায়ার সৃজন,
নহে বঞ্চনার তরে, শুধুই জুড়াতে নরে,
মায়াজালে জড়ালেন নিখিল ভুবন।

না বুঝে কৃতঘ্ন নর বিধির মনন,
নিন্দা করে এ কৌশলে, তাঁহারে নিষ্ঠুর বলে,
বলে তিনি জীবগণে করেন বঞ্চন।

আলোক

আলোক সৃজন হইল যখন,
জগতের প্রাণী উল্লাসিত মন,
অবনী গগন জলধি-জীবনে,
করে বিচরণ পুলকিত মনে,
মহাসুখে হেরে প্রকৃতির মুখ,
হেরে পরস্পরে হইয়া উৎসুক।
চমকিত চিতে করে দরশন,
লাবণ্য-মণ্ডিত জগত-বদন,
কিরণ-ভূষিত ভূতল আকাশ,
অতুল সুষমা চন্দ্রমা প্রকাশ।

জগতের জীব আনন্দিত মন,
প্রাণিকণ্ঠরবে পূরে ত্রিভুবন,
আলোকে উজ্জ্বল লোক সমুদয়,
জয় জয় শব্দ ত্রিভুবনময়।

জগত হইল আলোকময়,
ঘুচিল আঁধার জড়তা ভয়
বিধাতার এই অতুল ভুবন,
হইল তখন আনন্দকানন,
তরু লতা তৃণ মৃৎ ধাতু জল,
নিজ নিজ রঙে সাজিল সকল।

পতঙ্গ বিহঙ্গ কুরঙ্গ কুঞ্জর,
কিরণ মাখিয়া অতি মনোহর,
রঞ্জিল গগন বিবিধ বরণে,
নানা বনফুল ফুটিল কাননে।
আলোকে প্রকাশ হইল তখন,
সুন্দর স্বর্গীয় মানব-বদন,
হেরি সে বদন পশু পক্ষী যত,
নিজ নিজ শির করিল নত।

কি আশ্চর্য্য বিধি-সৃজনপ্রণালী,
এক জাতি, কিন্তু বিভিন্ন সকলি।
আলোক পাইয়া মানবমণ্ডলী,
দেখিতে লাগিলা হয়ে কুতূহলী,
নব সৃষ্টিশোভা সৃজনকৌশল,
বিধিনিয়মিত শৃঙ্খলা সকল,
দিবস রজনী চন্দ্র সূর্য্য গতি,
ষড়ঋতু ধারা নিয়ম পদ্ধতি;
হেরি সৃষ্টিলীলা স্তম্ভিত হইয়া,
রোমাঞ্চিত কায় বিস্ময় মানিয়া।

আলোক-মাহাত্ম্য কেবা নাহি জানে,
যে দেখেছে কভু নিশা অবসানে,
প্রাতঃসূর্য্যোদয়, কিম্বা সন্ধ্যাকালে,
পূর্ণ ষোলকলা শশাঙ্কমণ্ডলে;

যে দেখেছে কভু সরস বসন্তে,
চারু ফুলদল নব নব বৃন্তে,
প্রস্ফুট কমল সরসীর কোলে,
হাসিমুখে সুখে ধীরে ধীরে খোলে ;
নানা বর্ণরঙ্গে সুচিত্রিত কায় ;
বিহঙ্গ সকল কিরণে খেলায়,
দেখেছে কখন(ও) অসূর্য্য গগনে,
আলোক-মাহাত্ম্য সেই সে জানে।

আলোক-মাহাত্ম্য জানিয়াছে সেই,
চরাচরময় দেখিয়াছে যেই,
লতা পাতা তরু নির্ঝরের গায়,
আলোকের গুণে স্বতঃ ব্যক্ত হয়
বিধিহস্তলিপি ; কোথা তার কাছে
গীতা-উপদেশ ! জগতে কি আছে
অমূল্য পদার্থ হেন কিছু আর,
আলোকের সহ তুলনা যাহার।

ফুল

দেখ কি সুন্দর ঐ ফুলটি বাগানে,
ফুটিয়া উদ্যান আলো করে আছে
লাল রঙে মরি ! কি শোভা উহার,
অরুণের প্রভা অঙ্গে মাখিয়াছে।

এ সৌন্দর্য্য আর ক'দিন থাকিবে
জুড়াবে এরূপে নয়ন মন ?
কাল না ফুরাতে পরশু হেলিবে
বোঁটাটি উহার, ফুরাবে যৌবন।

হবে নতশির, ঝুলিয়া পড়িবে,
এ শোভা তখন থাকিবে না আর,

ক্রমে পত্রচয় শুকায়ে আসিবে,
ভূতলে পড়িবে ক'রে ঝর্ ঝর্।

মানুষের(ও) দেহ-সৌন্দর্য্য এমনি,
দিন কয় মাত্র তরুণ তরুণী,
যৌবনের কাল ফুরায় যখন,
সে শোভা সৌন্দর্য্য শুকায় অমনি।

দেখিলে তখন শ্লথ শুষ্ক কায়,
সে যুবা যুবতী চেনা নাহি যায়,
বার্দ্ধক্য যখন পরশে তাদের,
দেখিলে তখন হৃদি ব্যথা পায়।

জগতের অঙ্গে নিয়ত নিরখি,
পূর্ণ শোভা আজ প্রকাশিয়া আছে,
কাল আর তার চিহ্ন মাত্র নাই,
ভেঙ্গে চুরে যেন কোথায় গিয়াছে।

কেন ভগবান্ হেন নিষ্ঠুরতা,
জগতের প্রতি এত কি বাম,
না থাকিতে দাও কিছুকাল তরে,
যা দেখে পরাণে এতই আরাম,

বিধি, কি হে তুমি মনে ভাব লাজ,
নিজ নিপুণতা দেখাইতে ভবে,
কিবা জীবসুখে এত হিংসা তব,
না ভুঞ্জিতে দাও তব বিভবে।

এত কি হে সুখ দিয়াছ জগতে,
এ সুখের আর প্রয়োজন নাই,
দোহাই তোমার, তুমি জান ভাল,
এ ভব তোমার কি সুখের ঠাঁই।

সরিৎ সময়

তর্ তর্ ক'রে চলেছে সলিল,
শিলা তরুমূল করিয়া শিথিল।
ধীরে ধীরে মাটি ফেটে ছড়ে ছড়ে,
কূলে কূলে জলে ধস্ ভেঙে পড়ে।
লতা পাতা বেত স্রোতবেগে কাঁপে,
তরু লতা ঝোপ তীর ছাপি ঝাঁপে।
ঝির্ ঝির্ ক'রে মাটি ঝরে পাড়ে,
তরু লতা স্রোতে সমূলে উখাড়ে।
সর্ সর্ বালি জলতলে সরে,
বাধা পেয়ে শেষে দ্বীপরূপ ধরে।
আম, জাম, শাল, জারুল, তিন্তিড়ী,
তীরে ছায়া করি চলেছে দুধারী।
ফুলতরুদল দু'কূলে সুন্দর,
ফুলগন্ধে বায়ু করে ভর ভর।
জলচর পাখী তীর ছাড়ি ছুটে,
মীন মুখে করি পাখা ঝাড়ি উঠে।
চলে স্রোতধারা ভাঙে গড়ে কত,
আপনার বলে খুলে লয় পথ।
বাঁধ বাধা বাঁক কিছু নাহি মানে,
দিবা নিশি চলে আপনার মনে।
উজির আমির কাঙ্গাল না গণে,
চলে দিবা নিশি আপনার মনে।

তর্ তর্ ক'রে চলেছে সময়,
পল অনুপল কার(ও) লক্ষ্য নয়।
গতিচিহ্ন খালি ধরা-অঙ্গে লেখা,
কালের প্রবাহ তাই যায় দেখা।

কত ভাঙে গড়ে স্রোতধারা তার,
ভূমণ্ডলময় সংখ্যা করা ভার।
নব কিসলয় সম শিশুগণ,
প্রফুল্ল কুসুম সম যুবা জন,
কাল নদীকূলে তরু লতা মত,
বাড়ে দিনে দিনে শোভা ধরি কত
তরুণ যৌবন পূর্ণ হলে পরে,
সায়াল সুঠাম প্রৌঢ়কান্তি ধরে।
বার্দ্ধক্য জরায় শুকায় যখন,
কালগর্ভে প'ড়ে হয় অদর্শন।
অবিচ্ছেদগতি বহে কালস্রোত,
ধরা-অঙ্গে কত করি ওতপ্রোত।
রেণু রেণু করি পর্ব্বতের চূড়া,
কালে ভগ্ন হয়ে হয়ে যায় গুঁড়া।
বালুকার স্তূপ বেড়ে বেড়ে কালে,
পর্ব্বত আকারে ঠেকে শূন্যভালে।
আজ মরুভূমি, কাল জলে ঢাকা,
বিপুল তরঙ্গ চলে আঁকা বাঁকা।
আজ রাজ্যপাট অট্টালিকাময়,
কাল মহাবন শ্বাপদ-আশ্রয়।
কালস্রোত ধারে নর ক্রৌঞ্চ কত,
নীরে লক্ষ্য করি ভ্রমে অবিরত;
অবসর বুঝে স্রোতে মগ্ন হয়,
ভক্ষ্য মুখে করি বৃক্ষে উড়ে যায়।
পক্ষ ঝাপটিয়া পূর্ব্ববেশ ধরে,
উচ্চ ডালে বসি ভক্ষ্য জীর্ণ করে।
চলে কালস্রোত নাহি দয়া মায়া,
চলে মুখে নিয়া শিশু বৃদ্ধ কায়া।
রাজা দুঃখী ধনী প্রভেদ না গণে,
চলে অবিরত আপনার মনে।

তর্ তর্ করি কালস্রোত যায়,
সরিৎ সময়, দুই তুল্য প্রায়।

কল্পনা

কি দেখিনু আহা আহা,
আর কি দেখিব তাহা,
অপূর্ব্ব সুন্দরী এক শূন্য আলো করি,

চাঁদের মণ্ডল হাতে,
উঠিছে আকাশপথে,
অসীম মাধুরী অঙ্গে পড়িতেছে ঝরি।

ভাবভরা মুখখানি,
আহা মরি কি চাহনি,
কটাক্ষে ভুলায় নর অমর ঋষিরে।

কি ললাট কিবা নাসা,
মনভাষা পরকাশা,
ওষ্ঠাধরে হাসিরেখা নৃত্য করি ফিরে,

বিচিত্র বসন গায়,
ইন্দ্রধনু শোভা পায়,
বিবিধ বরণে ফুটে কিরণে খেলায়।

যেখানে উদয় হয়,
সুগন্ধি মলয় বয়,
অঙ্গের সৌরভে দিক্ আমোদে পূরায়,

কখন শিখর-শিরে,
বসিয়া নির্ঝরতীরে,
মিশায়ে বীণার স্বরে গানে মত্ত হয়।

কভু কোন(ও) কুঞ্জবনে,
প্রবেশি প্রমত্ত মনে,
নৃত্য করে নিজ মনে অধীরা হইয়া।

কখন(ও) তটিনীনীরে,
ধৌত করি কলেবরে,
তরঙ্গে মিশিয়া ফিরে সঙ্গীত ধরিয়া।

কভু মরুভূমি গায়,
ফুলোদ্যান রচি তায়,
শুনিয়া পাখীর গান করয়ে ভ্রমণ।

কভু কি ভাবিয়া মনে,
একাকী প্রবেশি বনে,
হাসে কাঁদে নিজ মনে উন্মাদ যেমন।

কখন(ও) মন্দিরে ধায়,
পূজা করে দেবতায়,
জগৎমাতানো গীত প্রেমানন্দে গায়।

কখন(ও) নন্দন-বনে,
অপ্সরী অমরী সনে,
খেলা করি কত রঙ্গে তাদের ভুলায়।

কখন(ও) অদৃশ্য হয়ে,
ছায়াপথে লুকাইয়ে,
দেখায় কতই ছলা কত রূপ ধরি।

সদাই আনন্দ মন,
সর্ব্বত্র করে গমন,
বেড়ায় ব্রহ্মাণ্ডময় প্রাণি-দুঃখ হরি।

স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল,
সব(ই) তার লীলাস্থল,
কোথাও গমন তার নিষেধ না মানে,

তিন লোকে আসে যায়,
সর্ব্বত্র আদর পায়,
সে মনোমোহিনী মূর্ত্তি সকলেই জানে।

কভু ছায়াপথ ছাড়ি,
আর(ও) শূন্যে দিয়া পাড়ি,
দেখায় অপূর্ব্ব কত ত্রিলোক মোহিয়া,

উঠিতে উঠিতে বালা,
দেখাইছে কত ছলা,
কত রূপে কত মতে নাচিয়া গাইয়া।

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রাণী,
হেরিয়া আশ্চর্য্য মানি,
বিস্ফারিত নেত্রে সবে বামা পানে চায়।

ধরা উলটিয়া ফেলে,
স্বর্গ আনে ধরাতলে,
অমরাবতীর শোভা ধরাতে দেখায়।

চলে রামা বায়ুপথে,
পূরাইয়া মনোরথে,
যখনি যেখানে সাধ সেখানে উদয়।

কখন(ও) পাতালপুরি,
আলোকে উজ্জ্বল করি,
ঘোর অন্ধকার হরি করে সূর্য্যোদয়,

মরুতে উদ্যান রচে,
ম'রে প্রাণী পুনঃ বাঁচে,
উত্তপ্ত কিরণ চাঁদে, ভানু স্নিগ্ধকায়।

চপলা চাপিয়া রাখে,
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমে পলকে,
অপরূপ কত হেন ভুবনে দেখায়।

কতই বিস্ময়কর
কার্য্য হেন হেরি তার,
সুচতুর বাজীকর জাদুর সমান।

হেলায় পুরায় সাধ,
সাগরে বাঁধিয়া বাঁধ,
অগাধ জলধিজলে ভাসায়ে পাষাণ।

পশু পক্ষী কথা কয়,
"বানরে সঙ্গীত গায়,"
গিরি-অঙ্গে পাখা দিয়া আকাশে উড়ায়।

কখন(ও) নাবিকদলে
ছলিবারে কুতূহলে,
অতল সাগরজলে কমল ফুটায়।

ক্ষণ নিমেষের মাঝে,
মহানগরীর সাজে,
সাজায় কখনো বন গহন কাননে।

কখন(ও) বা মহারঙ্গে,
ভাঙ্গিয়া ধরণী-অঙ্গে,
সৌধমালা অট্টালিকা, মথরে চরণে।

কভু মহাশূন্য পারে,
সৌর জগতের ধারে,
দেখায় নূতন সূর্য্য নূতন আকাশ;

নবীন মেঘের মালা,
নবীন বিজুলী-খেলা,
নব কলাধর-শশি-কিরণ প্রকাশ।

স্বর্গ শূন্য ধরা'পর,
কত হেন কল্পনার,
অলোকসামান্য কাণ্ড দেখিতে দেখিতে,

বিচরি ব্রহ্মাণ্ডময়,
হর্ষ-পুলকিত কায়,
হেরি কত অস্তোদয় হয় ধরণীতে।

ভাবি কত দূর যাই,
যেন তার অন্ত নাই,
শেষে না দেখিতে পাই কোথা যাই চলে;

সুদূর গগনগায়,
শেষে মিলাইয়া যায়,
চপলা চমকে যেন মেঘের মণ্ডলে।

সহসা চৌদিকে চাই,
তখন দেখিতে পাই,
সেই আমি সেই ধরা সেই তরু জল,

যাই নি, নিমেষ পল,
ছাড়িয়া এ ধরাতল,
তবুও ভ্রমিনু স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল।

এ হেন প্রভাব যার,
প্রসাদ লভিলে তার,
কি দুঃখ এ জগতের ভুলিতে না পারি।

প্রতি দিন কল্পনারে,
পাই যদি পূজিবারে,
নিরানন্দ মাতৃভূমি চিরানন্দ করি।

এ চির মনের সাধ
মিটিল না, অপরাধ
লয়ো না দুঃখিনী মা গো, দৈব প্রতিকূল,

কমলা ঠেলিলা পায়,
রোষ কৈলা সারদায়,
শুষ্ক আশা-তরু মম বিনা ফল ফুল।

প্রজাপতি

কে জানে মহিমাময়! মহিমা তোমার,
সামান্য পতঙ্গ এই,
ইহার তুলনা নেই,
কি চিত্র বিচিত্র করা অঙ্গেতে ইহার।

কিসে ফলাইয়ে রং করেছ এমন!
কে জানে জগৎ-মাঝে,
কে পারে তুলির ভাঁজে,
তুলিতে এমন চিত্র, সুন্দর চিকণ!

খেলায়ে রঙের ঢেউ কি রেখাই টেনেছ,
ভিতরে ভিতরে তার,
বিন্দু বিন্দু চমৎকার,
কিবা ছিটা ফোঁটা দিয়ে সাজায়ে রেখেছ।

লতায় বসিয়া পাখা দুলায় যখন,
কিরণ পড়িলে তায়,
কার চক্ষু না জুড়ায়,
এ মহীমণ্ডল মাঝে কে আছে এমন!

কি এ শোভা আকর্ষণ বলিতে না পারি,
ভুলায় শিশুর(ও) মন,
কত আশা আকিঞ্চন,
কতই আনন্দে ছোটে ধরি ধরি করি।

ধরিতে না পারে যদি কি হতাশে চায়,
ধরিতে পারিলে সুখ,
ভুলে সর্ব্ব শ্রম দুখ,
মুখেতে কি হাসিছটা, পুলকিত কায়।

দেবশিল্পকর-কীর্ত্তি-বাখানে সবাই,
বল ত বিশাই শুনি,
কি কার্য্য তোমার গুণি,
এর সঙ্গে তুলা দিতে কোথা গেলে পাই।

সামান্য পতঙ্গে এই শোভা কারিগুরি,
ক্রমশ উন্নত স্তর,
আরো কত শোভাধর,
কি আশ্চর্য্য বিধাতার নৈপুণ্য চাতুরী।

এত দম্ভ কর নর আপন কৌশলে!
ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি গাত্রে,
প্রতি রেখা প্রতি ছত্রে,
দেখ শোভা, দেখ বিশ্ব কি কৌশলে চলে।

কিছুই না পাই ভেবে আদি অন্ত সীমা,
সকলি আশ্চর্য্য তব,
অদ্ভুত তোমার ভব,
কে জানে মহিমাময় তোমার মহিমা।

জন্মভূমি

এই ত আমার, জগতের সার,
স্মৃতিসুখকর জনম-ঠাঁই।
যেখানে আহ্লাদে, নবীন আস্বাদে,
শৈশব-জীবন সুখে কাটাই॥

যে সুখের দিন আজ(ও) পড়ে মনে,
ভুলিব না যাহা কভু এ জীবনে,
যেখানেই থাকি যেথাই যাই;
হেরেছি কতই নগরী নগর,
কত রাজধানী অপূর্ব্ব সুন্দর,
এ শোভা ঐশ্বর্য্য কোথাই নাই।

গৃহ ঘাট মাঠ তরু জলাশয়,
স্মৃতি-পরিমল-মাখা সমুদয়,
হেন স্থান আর কোথায় আছে,
জগতে জননী জনম-ভুবন,
গুরুত্ব-গৌরবে তুই অতুলন,
স্বরগ(ও) নিকৃষ্ট তুয়ের(ই) কাছে।

এই সে মণ্ডপ পবিত্র আলয়
(দশভুজাপূজা কত সেথা হয়)
গীতবাদ্যশালা সম্মুখে তার।
সেই আটচালা নীচেই অঙ্গন,
ইষ্টক মৃত্তিকা প্রাচীরে বেষ্টন,
বোধনের বিল্ব পারশে যার।

হেরে হেন সব চারিদিক্‌ময়,
প্রাণভরা সুখে ভরিল হৃদয়,
আবার যেন বা আসিল ফিরে
শৈশব কৈশোর সুখের যৌবন,
বাল্য-সখা-সখী, বৃদ্ধ গুরু জন,
আবার যেমন চৌদিকে ঘিরে।

কত পুরাতন কথোপকথন,
হাস্য পরিহাস সঙ্গীত বাদন,
মানসের চক্ষে দেখিতে পাই,
পুনঃ যেন খেলি সঙ্গিগণে মেলি,
মাঠে ঘাটে ছুটি করি জলকেলি,
কালাকাল তার বিচার নাই।

কখন(ও) যেন বা ক্ষুধা-তৃষাতুর,
আতপ-উত্তপ্ত ফিরি নিজ পুর,
জননী নিকটে ছুটিয়া যাই,

কখন(ও) যেন বা মার কোলে শুয়ে,
জড়সড় হয়ে আঁধারের ভয়ে,
আঁচলে ঢাকিয়া মুখ লুকাই।

কত দিন(ই) হায় সে মায়ের মুখ,
হেরি নাই চখে—দিয়া চির দুখ,
কাল দেছে মুছে সে আনন্দছবি।
কত সুখকথা হইল স্মরণ,
আনন্দময়ীর হেরে সে বদন,
অন্ধকারে যেন উদিল রবি।

কতই এ হেন স্মৃতির লহরি,
উঠিতে লাগিল প্রাণ মন ভরি,
ভূতল আকাশ যে দিকে হেরি,
পুনঃ এল সেই নবীন যৌবন,
পুনঃ সে ছুটিল মলয় পবন,
কামিনী কুসুমে পুনঃ শিহরি।

ইন্দ্রিয় উত্তাপ উন্নতির আশা,
ধন যশ লোভ বিজয় পিপাসা,
আবার যেমন প্রাণে জড়াই,
যাহার আদরে বাল্য সুখে যায়,
যৌবন আরম্ভে হারায়ে যাহায়,
কবিতা সুধার আস্বাদ পাই।

কতই আগের সুখ ভালবাসা,
কতই আকাঙ্ক্ষা কতরূপ আশা,
ফুটে উঠে প্রাণে যে দিকে চাই।
কখন(ও) একত্রে কভু একে একে,
অনিমেষ চক্ষু আনন্দ পুলকে,
হৃদয়-মুকুরে হেরি সদাই।

আগেকারি মত যেন হেরি সব,
আগেকারি মত পশু-পক্ষী-রব,
আগেকারি মত করি শ্রবণ।
জুড়াতে পরাণ ইহার সমান,
নাহি কিছু আর, নাহি কোন(ও) স্থান,
চির তৃপ্তিকর মধুর এমন।

মহাহিমময় হয় যদি স্থান,
দারুণ উত্তাপে জলে যায় প্রাণ,
তবুও সে দেশ স্বদেশ যার,
তাহার নয়নে তেমন সুন্দর,
মনোহর স্থান পৃথিবী সাগর,
নাহিক ভূতলে কোথাও আর।

কে আছে এমন মানব-সমাজে,
হৃদিতন্ত্রী যার আনন্দে না বাজে,
বহু দিন পরে হেরি স্বদেশ।
না বলে উল্লাসে প্রফুল্ল অন্তরে,
প্রেম ভক্তি মোহ অনুরাগ ভরে,
এই জন্মভূমি আমার দেশ।

তুমি বঙ্গমাতা এত হীনপ্রাণা,
এত যে মলিনা এত দীনহীনা,
তোমার(ও) সন্তান স্বদেশে ফিরে,
হেরে তব মুখ মনে ভাবে সুখ,
প্রাণের আবেগে হইয়া সোৎসুক,
নিজ জন্মদেশ আনন্দে হেরে।

হে জগৎপতি, এ-দাস-মিনতি,
রেখো এই দয়া বঙ্গমাতা প্রতি,
বঙ্গবাসী যেন কখন(ও) কেহ,

যেখানেই থাক্ যেখানেই যাক,
যতই সম্মান যেখানেই পাক,
না ভুলে স্বদেশ ভকতি স্নেহ।

কি সুখের দিন

কি সুখের দিন মনে পড়ে আজ,
আনন্দ নির্ঝর হৃদয়ে বয়,
হ'ল বহু দিন আজ(ও) ভুলি নাই,
এখন(ও) সে দৃশ্য তেমনি রয়।

শৈশব-সময় বর্ষ বার তের,
বয়ঃক্রম বুঝি হইবে তখন,
জন্মিয়া অবধি এক দিন তরে,
জানি না কখন দুঃখ কেমন।

তখন(ও) পূজার্হ মাতামহ মম,
সুমেরুর মত উন্নত শরীর,
মাতা পিতা আদি বন্ধু সর্ব্ব জন,
সে গিরি-আশ্রয়ে আছেন স্থির।

সুখে হাসি খেলি সুখে আসি যাই,
সুখেতে ভাসিয়া করি ভ্রমণ,
সুখপূর্ণ ধরা শূন্য সুখে ভরা,
সুখের(ই) প্রবাহ ভাবি জীবন।

আদরে লালিত আদরে পালিত,
মাতাম'র আর ছিল না কেহ,
অগত্যা তাঁহার আমাদের(ই) প্রতি,
ছিল আশৈশব অধিক স্নেহ।

আশায় নির্ভর করিয়া আহ্লাদে,
জানাইলে তাঁয় মনের সাধ,

কখন(ও) অপূর্ণ থাকিত না তাহা,
পুরাতেন তিনি করি আহ্লাদ।

বৎসরে বৎসরে শারদীয়া পূজা,
হইত আলয়ে আনন্দ সহ,
কতই আনন্দ পেয়েছি তখন,
মাসাবধি ধরি করি উৎসাহ।

আসিত প্রত্যহ প্রতিমা দেখিতে,
কত দুঃখী প্রাণী প্রফুল্ল মুখে,
নব বস্ত্রে সবে নিজে নিজে সাজি,
সাজায়ে বালিকা বালকে সুখে।

সে আনন্দ ছবি তাহাদের মুখে,
হেরি কত বার সংশয়ে ভাবি,
কার বেশি শোভা প্রতিমার কিবা
তাদের প্রফুল্ল মুখের ছবি।

আসে যায় হেন কতই দর্শক,
গ্রাম-পল্লীবাসী কতই আসে
ভিক্ষুক যাচক গীত-বাদ্যকর,
অতিথ অভ্যাগত কত কি আশে

ক্রমে গৃহাগত আত্মীয় স্বজন,
কলরবপূর্ণ সদা আলয়,
প্রিয় সম্ভাষণ, মধুর আলাপ,
গৃহের সর্ব্বত্র ধ্বনিত হয়।

সদা হৃষ্টমতি কুটুম্ব জ্ঞেয়াতি,
আমোদে প্রমোদে রত সদাই,
সর্ব্ব পরিজন আনন্দে মগন,
নিরানন্দ ভাব কাহার(ও) নাই।

সে আনন্দ মাঝে আমি শিশুমতি,
সদা হেসে খেলে সুখে বেড়াই,
ধনী কি দরিদ্র প্রতিবেশী-ঘরে,
আমার প্রবেশ-নিষেধ নাই।

সে কালের প্রথা রামায়ণ গান
অপরাহ্নে শুনি মোহিত হয়ে,
সমুদ্র লঙ্ঘন পুষ্পকে গমন,
শুনি স্তব্ধ হয়ে বিস্ময়ে ভয়ে।

নিশিতে আবার শুনি যাত্রা গান,
সমস্ত রজনী জাগিয়া থাকি,
শুনি সে আখ্যান না ভুলি কখন,
হৃদয়ফলকে লিখিয়া রাখি।

ষাট বর্ষ আয়ু ফুরাইতে যায়,
সে সুখের দিন কবে গিয়াছে,
আজ ত সে দিন ভুলে নি হৃদয়,
সে সুখের স্বাদ আজ ত আছে।

জননীর স্তনক্ষীরের আস্বাদ,
একবার জিহ্বা জুড়ায় যার,
যে জেনেছে বাল্যক্রীড়ার আহ্লাদ,
জগতে কিছু কি চায় সে আর।

ধনবান্

ধনবান্ জলবান্ ধরণীর মূল,
বিনা ধনী কে অবনী সাজাত এমন,
কে পরাত ধরা-অঙ্গে এত আভরণ,
প্রাসাদ মন্দিরমালা স্বরগে অতুল।

কাশ্মীর ভূধর-শিরে যক্ষসরোবর,
অচ্ছোদ যাহার নাম কাদম্বরীপ্রিয়,
কে সেখানে বিরচিত ক্রীড়াবন স্বীয়,
ধনী যদি না থাকিত পৃথিবী ভিতর।

তাজ অট্টালিকা চখে কে দেখিত আজ,
যার শোভা দেখিবারে ধরাপ্রান্ত হ'তে,
প্রতি দিন কত লোক আসে এ ভারতে,
অমূল্য প্রাসাদরত্ন অবনীর মাঝ।

বিনা ধনী সুখকর শিল্পের প্রবাহ,
থাকিত না ধরাতলে বিদ্যার আহ্লাদ,
জানিত না নরচিত্ত সাহিত্য-আস্বাদ,
কি আনন্দকর চিত্ত সুখে অবগাহ।

উজ্জ্বল ধরণী-অঙ্গ ধনীর উদয়ে,
রবিচ্ছটা সম ছটা তাদের প্রকাশে,
এক জন ধনী যদি হয় কোন(ও) দেশে,
চিরদীপ্ত সে অঞ্চল তার দীপ্তি লয়ে।

কোন(ও) কালে ছিল আগে ভারত-মণ্ডলে,
ভবানী অহল্যাবাই মহিলা দুজন,
আজ(ও) দেখ তাহাদের নামের কিরণ,
জাগায়ে স্বদেশখ্যাতি জগতে উজ্জ্বলে।

কত হেন সব নাম প্রতি দেশে দেশে,
ধনবতী ধনবান্ স্বদেশ-কল্যাণ
সাধন করিয়া নিত্য লভিয়া সম্মান,
স্বনাম স্বদেশ পূর্ণ করিছে সুযশে।

সাধিতে জগতহিত ধনীর সৃজন,
বিধাতা তাদের হস্তে দিয়াছেন ধন,
জগতের সুমঙ্গল করিয়া মনন,
এ কথা যে বুঝে মর্ত্ত্যে দেবতা সে জন।

নিত্যস্মরণীয় সেই মহাত্মা ভূতলে,
কত দুঃখী প্রাণী জ্বালা করে নিবারণ,
জগতের কত হিত করে সে সাধন,
সে কথা ভাবিলে প্রাণ আপনি উথলে।

পরের হিতার্থ ধন না বুঝে যে ধনী,
নিজ স্বার্থ চরিতার্থ সদা বাঞ্ছা করে,
পরহিত ভাবে না যে মুহূর্ত্তের তরে,
সে জন দুরাত্মা অতি জগতের গ্লানি।

বিধাতার বরপুত্র ধনী এ ধরাতে,
দেবতা হইতে পারে ইচ্ছা যদি করে,
ইচ্ছা ক'রে যেতে পারে নরক ভিতরে,
স্বর্গ-নরকের দ্বার তাহাদের হাতে।

মহীতে মহীপবৃন্দ ধনীর প্রধান,
দৈব ঘটনায় আজ মহীপতি তারা,
আবার চক্রের গতি হলে অন্য ধারা,
পশিয়া ধনিমণ্ডলে হবে শোভমান।

ধনীরাই সংসারের সুখদুঃখমূল,
যে ধনী না বুঝে ইহা ভ্রান্ত পথে যায়,
ধরার কণ্টক সেই, যে বুঝে ইহায়,
ফুটে রয় ভবময় শোভায় অতুল।—
ধনবান্ জনবান্ ধরণীর ফুল।

ভালবাসা

ভালবাসাবাসি এত পৃথিবী ভিতরে,
সে তৃষ্ণা মিটে না কেন আমার অন্তরে!
বাল্য হ'তে নিরন্তর খুঁজিয়া বেড়াই,
প্রাণ জুড়াবার সখা তবু নাহি পাই।

কারে ভালবাসা বল, কিবা তার ধারা,
কি পেয়ে প্রাণের তৃষা মিটাও তোমরা,
পিতা ভালবাসে কন্যা পুত্র আপনার,
স্বামী ভালবাসে ভার্য্যা প্রিয়তমা তার।

ভাই ভালবাসে ভা(ই)রে সোদরা সোদর,
প্রতিপালকেরে ভালবাসে পোষ্য তার,
আশ্রিতে আশ্রয়দাতা ভাবে আপনার,
প্রণয়িনী প্রণয়ীর হৃদয়ের হার।

এ যে ভালবাসাভরা দেখি এ সংসার,
ভালবাসা নয় ইহা স্বার্থের বিকার,
স্নেহ দয়া মায়া আর যাহা কিছু বল,
ভালবাসা কিন্তু তবু নহে এ সকল।

প্রাণে প্রাণে বিনিময় ভালবাসা সেই,
সে ভালবাসা ত হেথা দেখিবারে নেই,
কত জনে হাতে তুলে দিয়াছি তাহায়,
সে ত নাহি প্রাণ তার দিয়াছে আমায়।

আমি চাই এক জীউ এক তৃষা মন,
এক চিন্তা এক দৃষ্টি একই শ্রবণ,
এক রাগ অনুরাগ একই মনন,
দুই দুই ঘুচে গিয়ে একত্র মিলন।

অনন্য মনের গতি,
অনন্য কল্পনা স্মৃতি,
অনন্য আকাঙ্ক্ষা আশা,
অনন্য প্রাণের তৃষা,
এক জ্ঞান এক ধ্যান একই স্বপন,
তার(ই) নাম ভালবাসা দুজনে মিলন ;

এক প্রাণ দুই দেহ,
অভেদ শত্রুতা স্নেহ,
অভেদ আচার ভক্তি,
দুই দেহে এক(ই) শক্তি,
পাষাণে পরাণ গাঁথা একাত্মা জীবন,
এ ভালবাসারে মোরে দিবে কোন্ জন।

এই ভালবাসা আশে উন্মত্ত হইয়া,
লজ্জা ভয় লোকনিন্দা সব তেয়াগিয়া,
পরাণে পরাণে তার হইতে সমান,
অনেকের হাতে সঁপে দিয়াছি পরাণ।

কত জনে কত বার সোদর-অধিক
জড়ায়েছি হৃদয়েতে ভাবিয়া প্রেমিক,
বৃশ্চিকদংশিত হয়ে ফিরিয়াছি শেষে,
কেঁদেছি রজনী দিবা যাতনার ক্লেশে।

কত বার কত জনে কণ্ঠের ভূষণ
করিয়া রেখেছি বুকে ভাবিয়া রতন,
ছিঁড়িয়া ফেলেছি শেষে বুঝিয়া স্বপন,
করেছি কতই তপ্ত অশ্রু বিসর্জ্জন।

ভালবাসা বলি যারে পরাণে ধেয়াই,
সে ভালবাসারে হায় কোথা গেলে পাই,
পরাণের বিনিময়ে পরাণ বিকাই,
এ ভালবাসা কি তবে পৃথিবীতে নাই!

অতৃপ্তি

বিধাতা হে, নাহি জানি, প্রাণে কেন হেন গ্লানি,
মাঝে মাঝে বিরক্তি উদয়।
থাকিতে এ ভবনিধি, পরাণে কেন এ ব্যাধি,
বল বিধি, বল হে আমায়॥

আজ নয় নহে কাল, এই ভাব চিরকাল,
কেন মন হেন তিক্ত হয়।
কিছুই না ধরে মনে, অসাধ সদাই প্রাণে,
কিছুতেই সাধ নাহি রয়॥
আমোদ প্রমোদে হাসি, সব(ই) যেন যায় ভাসি,
কিছুতেই মন নাহি বসে॥
নিকটে প্রাণের মিতা, শুনায় রসের গীতা,
তাহাতেও চিত্ত নাহি রসে।
সুত সুতা স্নেহভরে, চিবুক তুলিয়া ধরে,
কণ্ঠ ধরি কোলে বসি হাসে।
তাতেও চেতনা নাই, সে দিকে ফিরে না চাই,
যেন কোন অমঙ্গল-ত্রাসে॥
এ অতৃপ্তি কেন সদা, ধন যশ কি প্রেমদা,
কিছুই সন্তোষকর নহে।
নাহিক আকাঙ্ক্ষা আশা, নাহিক কোন(ও) লালসা,
প্রাণ যেন সদা শূন্য রহে॥
মুখে ব্যঙ্গ পরিহাস, হৃদে খেদ বার মাস,
ফল্গু সম লুকাইয়া চলে।
বাহিরে আলোক পূর্ণ, হৃদয়ে অঙ্গারচূর্ণ,
প্রাণে সদা বহ্নিশিখা জ্বলে॥
কেন হেন তিক্ত প্রাণ, দিলে মোরে ভগবান্,
এত সুখ জগতে তোমার।
নাহি কি কিছুই তায়, মম সাধ মিটে যায়,
কোন(ও) হেন সুন্দর সুতার॥
ফুলতরু কত জাতি, কত বর্ণ কত ভাতি,
আছে এই জগতমণ্ডলে।
ধরা শূন্য শোভাকর, কত পশু পক্ষী নর,
শৈবাল মৃণাল মীন জলে॥
আকাশে চাঁদের শোভা, জগতের মনোলোভা,
মনোহর তারকা ঝলকে।

যেটি মনে ধরে যার, সেটি আদরের তার,
চিরকাল এই ধারা লোকে ॥
উদ্যানে কাহার(ও) সাধ, কুসুমে কার(ও) আহ্লাদ,
কার(ও) সাধ প্রাসাদ ভবনে।
কেহ বা পাখীর গান, শুনিয়া জুড়ায় প্রাণ,
কেহ মুগ্ধ সঙ্গীত-শ্রবণে ॥
কেহ ভুলে চিত্রপটে, কেহ বা কবিতা-পাঠে,
কার(ও) মন সৌন্দর্য্যে মগন।
কেহ সুখী ধনার্জ্জনে, কেহ সুখী ধন-দানে,
কার(ও) সাধ সমৃদ্ধি-সাধন ॥
কেহ রত বিদ্যাভ্যাসে, কেহ বা বেশ-বিন্যাসে,
বিলাস বাসনা করে কেহ।
ভোগ সুখ কেহ চায়, কেহ অনাদরে তায়,
বনে যায় তেয়াগিয়া গেহ ॥
হেন রূপে সর্ব্ব জন, কোন না কোন বন্ধন,
হৃদয়ে বেঁধেছে সুখ আশে।
পূর্ণ করি সেই আশা, জুড়ায় হৃদি-পিপাসা,
অকূল সাগরে নাহি ভাসে ॥
আমারি হৃদি কেবল, মায়াশূন্য মরুস্থল,
কোন(ও) বাসনায় বদ্ধ নয়।
এত শোভা ধরণীতে, কিছুই না ধরে চিতে,
শূন্য প্রাণে দেখি সমুদয় ॥
কি হেতু হে ভগবান্, দিয়াছ এমন প্রাণ,
সুখের সাগরে সবে মজে।
স্থলে জলে ভূমণ্ডলে, সুখের লহরী চলে,
কিসে সুখ আমি মরি খুঁজে ॥
সহেছি অনেক দিন, সব আর কত দিন,
দিনে দিনে ডুবি হে পাথারে।
সত্বরে এ প্রাণ হরি, এ দুঃখ ঘুচাও হরি,
এ যাতনা দিও না'ক কারে ॥

মৃত্যু

কে আসিছে অই আঁধারবরণ,
লৌহদণ্ড করে করিয়া ধারণ।
জ্বলন্ত বিদ্যুৎ নয়নের ছটা,
দেহের বরণ ঘোর ঘনঘটা,
চুপে চুপে আসি, ছায়ার মতন,
মুমূর্ষু প্রাণীরে করে নিরীক্ষণ।

মৃত্যুশয্যাশায়ী-শিয়রে দাঁড়ায়ে,
নিজ দণ্ড তার শরীরে ঠেকায়ে,
বলে ও রে আয়, আর দেরী নাই,
আয় সঙ্গে মোর, আমি নিয়ে যাই,
যে দেশে নাহিক সূর্য্য চন্দ্র তারা,
যেখানে দেখিবি অদেহী যাহারা।

কোথা এবে তোর বয়স্য যাহারা,
যাহাদের পেয়ে হয়ে জ্ঞানহারা,
যৌবন-মদিরা পিয়াছিলি রঙ্গে,
কৌতুক, বিলাস, ব্যসন তরঙ্গে,
ভাবিতিস্ ধরা শরার মতন,
এখন তাদের কাঁদিছে ক'জন।

দেখ একবার এই শেষ দেখা,
যাহাদের চিত্র তোর প্রাণে লেখা,
যাদের পাইয়া, মনের মতন,
সাজাইলি তোর ভব-নিকেতন,
পুত্র-পৌত্র-রূপ ভবরত্নচয়,
কোথা রবে-এবে সেই সমুদয়?

দেখে নে রে তোর স্নেহময়ী মায়,
(আর কভু চখে দেখিবি না যায়,)

কাঁদিছে এখন হ'য়ে দিশেহারা,
ধরায় পড়িছে পাগলিনী-পারা,
সেও যাবে ভুলে কিছু দিন পরে,
কদাচিৎ যদি কভু মনে করে।

অই দেখ তোর প্রাণাধিকা নারী,
যারে লয়ে তুই হ'লি রে সংসারী,
তোর মুখ চেয়ে করিছে ক্রন্দন,
নিস্পন্দ নির্ব্বাক্ পাষাণ যেমন ;
কিছু কাল পরে সেও রে ভুলিবে,
ফিরে এলে কাছে চিনিতে নারিবে।

দাঁড়ায়ে শিয়রে, হারায়ে সংবিৎ,
অই যে তোমার প্রাণের সুহৃৎ,
যারে কাছে পেলে আর সব ফেলে,
থাকিতে দিবস রজনী বিরলে,
কত দিন মনে রাখিবে তোমায়,
ভুলিবে যে দিন পাবে অন্য কায়।

এই যে রে তোর গৃহ, অট্টালিকা,
মঠ, অশ্বশালা, তোরণ, পরিখা,
এ নাটমন্দির, হ্রদ, পুষ্করিণী,
বিচিত্র চক্রিণী পতাকাশালিনী,
কোথা রবে সব মুদিলে নয়ন,
কে ভোগ করিবে এ সব তখন।

তুই নিজে যাবি ভুলিয়া সকলি—
দারা, পুত্র, সখা, এ ধরামণ্ডলী,
ধন, মান, যশ, ঐশর্য্য, বিভব,
দয়া, মায়া, স্নেহ, জনকলরব,
একাকী উলঙ্গ সঙ্গে যাবি মোর,
কিছুই সঙ্গেতে যাবে না রে তোর।

এই সব তরে হ'য়ে চিন্তাকুল;
আজন্ম ঘুরিলি যেন বা বাতুল,
সকলি ফেলিয়া যেতে হ'ল এবে,
কার ধন, হায়! এবে কেবা নেবে!
সব(ই) ফেলে গেলি সব বিলাইলি,
পথের সম্বল কিবা সঙ্গে নিলি?

আচম্বিতে নাভিশ্বাস দেখা দিল,
মৃত্যুশয্যাশায়ী নয়ন মুদিল,
ধীরে ধীরে মুখ হইল ব্যাদান,
সেই পথে প্রাণ করিল পয়ান,
ফুরাইল এক জীবের জীবন,
ভাঙ্গিল ভবের একটি স্বপন।

দিবস রজনী কত হেনরূপ
শুনিছে মানব শমন-বিদ্রূপ,
দেখিছে নয়নে কত শত জনে,
ম'রে ফুরাইছে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
তবুও কিবা যে মায়ার বন্ধন,
সে কথা কাহার(ও) থাকে না স্মরণ!
কার সাধ্য বুঝে সংসাররচনা?
ধন্য, বিধি! মায়া-সৃজন-কল্পনা!

শিশু বিয়োগ

এ কি শুনি কার কান্না হেন নিদারুণ,
বুঝি বা জননী কোন হয়ে শূন্যকোল,
কান্দিতেছে হেন রূপে করি উতরোল,
দিবা নিশি কেঁদে চক্ষু করিছে অরুণ।

কেন হেন ভগবান্ দুর্ব্বল মানবে,
রুর দগ্ধ চিরদিন শোকের অনলে,

এ কি খেলা খেলাও হে এ ভব-মণ্ডলে,
ভাসাইয়া নর নারী দুঃখের অর্ণবে।

কি পাপ করিল শিশু এই অল্প কালে,
অনায়াসে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপিলে তারে,
হ'ল না দয়ার পাত্র তোমার বিচারে,
কেন কর্ম্মভূমে তবে তাহারে পাঠালে।

না না, কিবা কোন(ও) পাপ ছিল না উহার,
মাতা পিতা পাতকের(ই) শুধু এই ফল,
কেন তবে দেখাইলে তারে এ ভূতল,
নির্দ্দোষী জীবন কেন করিলে সংহার।

অথবা সে পূর্ব্বজন্মে ছিল মহাতপা,
তাই তারে না ছুঁইতে ধরণীর ক্লেদ,
সকালে সকালে তার করিলে উচ্ছেদ,
ভালবাসা জানাইতে করিলে হে কৃপা।

এই যদি ছিল মনে ওহে দয়াময়,
কেন তবে মায়ে তার দিলে গর্ভক্লেশ,
কেন আশা দিয়ে, বুকে ছুরি দিলে শেষ,
প্রভু, এ তো করুণার কার্য্য কভু নয়।

একবার মা'র মুখ চেয়ে দেখ তার,
কি ছিল বা গত নিশি কি হয়েছে এবে,
ডাকিছে তোমায় দেব পূরাতে অভাবে,
সে শক্তি ব্রহ্মাণ্ডপতি নাহি কি তোমার।

সে শক্তি না থাকে যদি আপনিই এস,
কোল শোভা কর তার শিশুরূপ ধরি,
তুমি ত সকলি পার ব্রজনাথ হরি,
কেন না এ রূপে আসি অভাগীরে তোষ।

বুঝি না তোমার দেব ভবলীলা-খেলা,
এ রূপে কেন বা জীবে হাসাও কাঁদাও,
কেন মারো কেন কাটো কি সাধ পূরাও,
আচার বিচার কি যে কেন বা এ খেলা ?

জানি তুমি আছ সত্য ব্যক্ত চরাচরে,
সত্য তুমি দয়াময় বুঝিতেও পারি,
ভবের রহস্য শুধু বুঝিবারে নারি,
নিঠুরতা হেরি তায় পরাণ শিহরে।

দয়াল নামটি নাথ বড়ই মধুর,
কলঙ্ক হেরিলে তায় প্রাণে ব্যথা পাই,
তাই জিজ্ঞাসিছি এত ক্ষম হে গোঁসাই,
মনের এ ঘোর ধাঁধা ভেঙ্গে কর চূর।

ব্রজবালক

সুচারু সুন্দর বিনোদ রায়,
কে সাজালে তোমা হেন শোভায়,
নয়ন বঙ্কিম কিবা সুঠাম,
চারু গ্রীবাভঙ্গি ঈষৎ বাম,
ভালে ভুরুযুগ আকর্ণ টান,
অপাঙ্গভঙ্গিতে চমকে প্রাণ,
মোহন মূরতি চিকণকালা,
রূপের ছটায় জগ উজালা।
মুখে মৃদু হাসি, অলকা সাজে,
মধুর মুরলী অধরে বাজে,
শিখিপুচ্ছে চূড়া ঈষৎ বাঁকা,
ললাটে কপোলে তিলক আঁকা,
নব ঘনঘটা দেহের কান্তি,
দেখিলে নয়নে উপজে ভ্রান্তি,

পীত ধড়া আঁটা কটিতে তায়,
মেঘেতে যেন বিজলী খেলায়,
বক্ষ সুবিশাল, কটি সুক্ষীণ,
মনোহর বপু উপমাহীন,
ভুজ-দণ্ড-লতা জিনি মৃণাল,
করপদতলছটা প্রবাল।
বনফুলমালা গলায় সাজে,
চলিতে চরণে নূপুর বাজে,
নটবর-বেশ রসিকরাজ,
সদাই বিহরে নিকুঞ্জ মাঝ,
সুগন্ধ সৌন্দর্য্যে সদা বিহ্বল,
সদা রঙ্গরসে ক্রীড়াকুশল,
কদম্বের তলে মুরলী মুখে,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে দাঁড়ায়ে সুখে,
বাঁশরীর রবে শিখী নাচায়,
বাঁশরীর রবে ধেনু চরায়,
যাহার মধুর বাঁশীর গানে,
যমুনার জল চলে উজানে,
ব্রজের রাখালে অতুল রূপ,
দিয়া সাজায়েছে জগত-ভূপ,
হেন কাল রূপ আর কি আছে,
এখন(ও) নাচিছে নয়ন কাছে,
প্রেম ভক্তি পথ শিখাতে লোকে,
যার হৃদি পূর্ণ হয় আলোকে,
এ মূরতি যার মনে উদয়,
সে জন কখন মানুষ নয়।

কবিতা সুন্দরী

অশোকের তলে, যেন শশী জ্বলে,
হেন রূপবতী নারী,
ভাবিছে একাকী, করে গণ্ড রাখি,
অপূর্ব্ব শোভা প্রসারি।
সুনিবিড় কেশ, ঢাকি পৃষ্ঠদেশ,
ছড়ায়ে পড়েছে এলা,
ঘুরিছে ফিরিছে, উড়িছে পড়িছে,
পবনে করিছে খেলা।
নব তৃণদল, আসন কোমল,
বসেছে চরণ মেলি;
রাঙ্গা পদতল, করে ঝলমল,
তরুদেহে আছে হেলি।
করিশুণ্ডাকার, ক্রমে লঘুভার,
উরু জিনি সুকদলী।
নিতম্ব পীবর, স্তন মনোহর,
অস্ফুট কমলকলি।
ত্রিবলী অঙ্কিত, কণ্ঠ সুশোভিত,
পক্ক বিম্ব ওষ্ঠাধর।
সিন্দূরে মার্জ্জিত, মুকুতার মত,
দন্তপাঁতি শোভাকর।
শ্রবণ-কুহর, মদনের গড়,
বাঁশরী-সদৃশ নাসা।
শ্বেতাভ্র বরণ, চন্দ্রনিভানন,
খঞ্জননয়ন ভাসা।
পুষ্প থরে থর, শোভা মনোহর,
শাখা এক শিরোপরে,
মন্দ মন্দ দোলে, পবনহিল্লোলে,
বৈসে বামা গণ্ড করে।

ডালে ডালে পাখী, নানা বর্ণ মাখি,
করিছে মধুর গান ;
থেকে থেকে থেকে, ডালে অঙ্গ ঢেকে,
কেহ ধরে উচ্চ তান।
মন্দ মন্দ বায়, তরু অঙ্গে ধায়,
পত্র কাঁপে থর থর ;
পবনহিল্লোলে, পল্লবের দোলে,
শব্দ হয় মর মর।
কত বনচর, তনু মনোহর,
আবৃত রঞ্জিত লোমে,
অভয় পরাণে, দূরে সন্নিধানে,
অবিরত সুখে ভ্রমে।
হরিণী সুন্দরী, শিশু কাছে করি,
ভ্রমে নৃত্য করি সুখে।
করিণী সুখিনী, তুলে মৃণালিনী,
দেয় নিজ শিশু-মুখে।
গাভী বৎস চরে, হাম্বা রব করে,
কেহ না দেখিলে কায়।
চরিতে চরিতে, চমকিত চিতে,
তৃণমুখে মৃগ ধায়।
ভ্রমে নীল গাই, প্রাণে ভয় নাই,
অদূরে অথবা দূরে !
বিচরে চমরী, লোমশী সুন্দরী,
বন মাঝে ঘুরে ঘুরে।
সেথা পরকাশে, প্রমত্ত উল্লাসে,
কবি-প্রিয় ঋতুচয়,
বসন্ত, বরষা, সরস, সুরসা,
শরত সৌন্দর্য্যময়।
নিকটে উদ্যান, অতি রম্য স্থান,
দেবতা গন্ধর্ব্ব ভুলে ;

সুগন্ধে মোদিত, সদা সুশোভিত,
নানা জাতি তরু ফুলে।
ফুলরেণু গায়, সদা ভ্রমে তায়,
মন্দ মন্দ সমীরণ।
আকাশে সৌরভ, মাটিতে সৌরভ,
সুগন্ধ বর্ষে যেমন।
গাছে মধু ক্ষরে, লতা পত্রে ঝরে,
উড়ে ভৃঙ্গ মধুকর।
সুষমা সুঘ্রাণ, ভরিয়া উদ্যান,
গন্ধে ভরা সরোবর।
সে দেব-উদ্যানে, মহিমা কে জানে,
নিত্য চন্দ্রোদয় হয়।
নিত্য ষোল কলা, শশাঙ্ক উজ্জ্বলা,
চিরজ্যোৎস্না ফুটে রয়।
ভ্রমে কত সেথা, অপ্সরবনিতা,
গীত বাদ্য নৃত্য করি ;
কত নিরজনে, নির্ঝর-দর্পণে,
নিজ নিজ বিম্ব হেরি।
কত বনদেবী, ফুলঘ্রাণ সেবি,
ভ্রমে সাজি ফুলসাজে,
নর্ত্তন বাদন- রত সর্ব্বক্ষণ,
সে দেবকানন মাঝে।
নাচিয়া গাইয়া, পুলকে পূরিয়া,
এরা সবে মাঝে মাঝে।
প্রেম ভক্তি ভরে, প্রফুল্ল অন্তরে,
আনন্দে বামারে পূজে।
মিলি রস নয়, করে অভিনয়,
বামার প্রীতির তরে।
বীর রৌদ্র হাস্য, করুণার দৃশ্য,
নয়নে তুলিয়া ধরে।

সব রস যেন, মূর্ত্তিমান্ হেন,
হৃদয়ে প্রত্যয় হয়।
ক্রোধ ভয় আদি, মথে বামা-হৃদি,
কভু অশ্রুধারা বয়।
হেন রূপে কেলি, নব রস মেলি,
ক'রে সমাদর রাখে ;
ক্রীড়া সমাপনে, তৃষিত নয়নে,
বামারে ঘেরিয়া থাকে।
সে বামারে ঘেরি, বসিয়াছে হেরি,
মহাপ্রাণী কত জন।
অনিমিষ নেত্র, নাহি পড়ে পত্র,
হেরে সে রাঙ্গা চরণ।
কত ঋষি নর, মহাজ্যোতিধর,
বসেছে বামারে ঘেরে।
স্বদেশী বিদেশী, কতই যশস্বী,
কেবা সংখ্যা তার করে।
সেখানে বসিয়া, জ্যোতি ছড়াইয়া,
মহাকবি ঋষি ব্যাস।
নব প্রভাকর সম ছটাধর,
বাল্মীকি সেথা প্রকাশ।
কবি কালিদাস সুধা সম ভাষ,
বাণী-বরপুত্র যেই ;
অমরের ছবি সেক্সপীর কবি,
বিজুলি যেন খেলই।
ধরণী উজলি, বুধের মণ্ডলী,
বসে সেথা স্তরে স্তরে ;
নিজ যন্ত্র ধরে, সুধা-কণ্ঠস্বরে,
সে চরণ পূজা করে।
দেব মনোলোভা, হেরি সেই শোভা,
কার না বাসনা করে,

এ যশোমালায়, পরিতে গলায়,
রাখিতে হৃদয়ে ধ'রে।
অয়ি নিরুপমে, মম হৃদি-ধামে,
বাসনা আছিল কত ;
তব আরাধনা, তোমার সাধনা,
করিব জীবন-ব্রত।
ভুলে নিজ ভ্রমে, বৃথা পরিশ্রমে,
জীবন ফুরায়ে এল।
না লভিনু ধন, না সাধিনু পণ,
দু'কূল ভাসিয়া গেল।
এবে নহে সাধে, পড়িয়া বিপদে,
আবার তোমারে ডাকি,
হয়ো না নিদয়া, কর দাসে দয়া,
ভক্ত ব'লে মনে রাখি।
তুমি ক্ষেমঙ্করী, নিজে ক্ষমা করি,
ভুল না মায়ের মায়া।
ক্ষমি অপরাধ, পূরাইও সাধ,
দিও দেবি পদছায়া।

সমাপ্ত

বিবিধ

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬১

মূল্য তিন টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত
৭°২—২৫. ১১. ৫৪

ভূমিকা

১২৪৫ বঙ্গাব্দে (১৮৩৮ খ্রীঃ) বঙ্গমাতার কোলে যে তিন চন্দ্রের উদয় হয়—হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র—হেমচন্দ্র তাঁহাদের সর্বজ্যেষ্ঠ হইয়াও কেশবচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোভাবের পরেও দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম ১৩ আষাঢ় (২৬ জুন), মৃত্যু ২৬ চৈত্র ১৩০০ (৮ এপ্রিল ১৮৯৪); কেশবচন্দ্রের জন্ম ৫ অগ্রহায়ণ (১৯ নবেম্বর) এবং মৃত্যু ২৫ পৌষ ১২৯০ (৮ জানুয়ারি ১৮৮৪); হেমচন্দ্র ৬ বৈশাখ (১৭ এপ্রিল) জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩১০ বঙ্গাব্দের ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে ১৯০৩) পর্যন্ত—কেশবচন্দ্রের পঁয়তাল্লিশ ও বঙ্কিমচন্দ্রের পঞ্চান্নের তুলনায় দীর্ঘ পঁয়ষট্টি বৎসর এই দুঃখ-ক্লেশময় মর্ত্যধামে অবস্থান করিয়াছিলেন। কাজেই তিনি লিখিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন অনেক; কিন্তু শেষ বয়সে দৃষ্টিহীন ও অর্থ-সামর্থ্যহীন হইয়া পড়াতে সকল রচনা সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া গ্রন্থাবলীভুক্ত করিতে পারেন নাই। অনেক রচনাই ইতস্তত, বেশির ভাগ নানা সাময়িকপত্রে বিক্ষিপ্ত হইয়া ছিল। তাঁহার 'কবিতাবলী' ও অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে বর্জিত সেই সকল কবিতা ও কবিতাংশ একত্র করিয়া এই 'বিবিধ' খণ্ডে প্রকাশ করিলাম। গদ্যরচনামধ্যে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র "মুখবন্ধ" ও "ভূমিকা," কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া'র "ভূমিকা," এবং একটি মাত্র প্রবন্ধ "মনুষ্যজাতির মহত্ত্ব—কিসে হয়" (১২৭৯ জ্যৈষ্ঠের 'বঙ্গদর্শন' হইতে) সংগ্রহ করিয়া 'বিবিধ' খণ্ডে যোজনা করিয়াছি। সাময়িকপত্রে অন্য কোনও গদ্যরচনা আমাদের নজরে পড়ে নাই।

হেমচন্দ্রের গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে মোট চারিখানি বাদে বাকিগুলি আমরা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারেই গ্রন্থাবলীভুক্ত করিয়াছি। চারিখানির প্রথমটি 'নিদর্শন তত্ত্ব'—গদ্যরচনা, ইহা ইংরেজী নর্টনের *Law of Evidence* পুস্তকের অনুবাদ। কলিকাতার Hay & Co. হেমচন্দ্রকে দিয়া এই অনুবাদ করাইয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ-গ্রন্থখানি এখনও আমরা চোখে দেখি নাই। কাজেই বাদ পড়িয়াছে। বাকি তিনখানি কাব্যপুস্তিকা—'হুতোম প্যাঁচার গান,' 'নাকে খৎ' ও 'ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী

উৎসব' 'বিবিধ' খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এইগুলির একটু-একটু পরিচয় দিতেছি।

'হুতোম প্যাঁচার গান'—১২৯১ সালে বাহির হয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'কবি হেমচন্দ্রে' (১৩১৮) এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

> "১২৯১ সালের আশ্বিনে হেমবাবু 'নবজীবনে' "হুতোম প্যাঁচার গান বা কলির সহর কলিকাতা" লিখেন। অল্পকাল পরে নবজীবন আফিস হইতে পুস্তিকাকারে ঐ পদ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের নাম ছিল না, শ্রীরসিক মোল্লা বিরচিত বলিয়া লেখা ছিল। হেমবাবুর গ্রন্থাবলীর মধ্যে একবারও এই কবিতা স্থান পায় নাই। আজি কয় বৎসর হইল শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী প্রকাশ করেন, তখন ঐ পদ্য যে হেমচন্দ্রের তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন। সেই পদ্য সাধারণত রসের ভাষায় 'কলিকাতা'র পৃষ্ঠে কশাঘাত বটে, কিন্তু উহাতে মেকির তিরস্কার অপেক্ষা, খাঁটির পুরস্কারই অধিক আছে।"—পৃ. ৪৩

এই যুগের জিজ্ঞাসু পাঠকদের অবগতির জন্য "হুতোম প্যাঁচা"র আসরে কলিকাতার গণ্যমান্য যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন যথাক্রমে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিতেছি, কৌতূহলী পাঠক মিলাইয়া দেখিলে কৌতুক বোধ করিবেন। হেমচন্দ্র অনেকের নাম করেন নাই, ইঙ্গিতে বুঝাইয়াছেন। প্রথমেই আসিয়াছেন মহারাজ সার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পরে তস্য সহোদর রাজা সার্ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, তাহার পর শোভাবাজারের মহারাজ সার্ নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, অতঃপর বণিকপতি "ত্রিমূর্ত্তি সাহা" হইতেছেন—মহারাজ দুর্গাচরণ, শ্যামাচরণ ও জয়গোবিন্দ সাহা, সাত নম্বর "গঙ্গার ওপারে"র "বুড়ো শিব" হইতেছেন—রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, আট নম্বর হইতেছেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়, নয় নম্বর তারানাথ তর্কবাচস্পতি, দশ নম্বর মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, এগারো নম্বর রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বারো নম্বর রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, তেরো নম্বর মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং চোদ্দ নম্বর দানবীর তারকনাথ প্রামাণিক।

'নাকে খৎ' সম্ভবত ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২১। বিপিনবিহারী গুপ্ত সম্পাদিত "পুরাতন প্রসঙ্গ" প্রথম পর্য্যায়ে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিকথায় এই প্রসঙ্গে একটু ইতিহাস আছে, যথা—

"হাইকোর্টের উকিলদিগের প্রতি বৎসর আদালতে পঞ্চাশ টাকা জমা দিতে হয়। আমি একবার ভুলক্রমে পঞ্চাশ টাকার পরিবর্ত্তে একখানা পাঁচশত টাকার নোট জমা দিবার জন্য উমাকালীর (উমাকালী মুখোপাধ্যায়) হস্তে দিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস, আমি পঞ্চাশ টাকাই দিয়াছি। উমাকালী খুব সাচ্চা লোক, সে তৎক্ষণাৎ আমার ভুল বুঝিতে পারিয়া, আমাকে কিছু না বলিয়া, সেই নোটখানি লইয়া হেমবাবুর নিকটে যায়। হেমবাবু এই ব্যাপারটি অবলম্বন করিয়া একখানি নাটক রচনা করিয়া ফেলেন।"—পৃ. ২৪১

এই স্মৃতিকথাতেই প্রকাশ—"...খানপঞ্চাশেক মুদ্রিত করিয়া বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন" (পৃ ১১৮)। ইহার এক খণ্ড সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগারের "দুষ্প্রাপ্য"-বিভাগে আছে। এই খণ্ডের মলাটের উপরে তদানীন্তন পরিষৎ-সম্পাদক আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের স্বহস্তলিখিত এই বিবৃতিটি আছে—

"৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জীবদ্দশায় কবিতার মত মুদ্রিত করিয়া বন্ধু-বান্ধবকে দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে এই খণ্ড শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট ছিল। কৃষ্ণকমলবাবু পরিষৎকে রক্ষণার্থ দান করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে 'আর্য্যাবর্ত্ত' মাসিক পত্রিকায় ইহা পুনর্মুদ্রিত হইয়া সাধারণে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
পরিষৎ-সম্পাদক
৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৮"

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, 'নাকে খৎ' 'পুরাতন প্রসঙ্গ' প্রথম পর্যায়ের পরিশিষ্টরূপেও পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। আচার্য কৃষ্ণকমল ইহারই মুখবন্ধে নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত টীকা যোগ করিয়াছিলেন—

"কষ্টকল্প বিদ্যেনিধি ওরফে মিষ্ট অমল বিদ্যাম্বুধি	...	আমি
ধনুর্দ্ধর ওরফে 'গুণেন্দর'	...	যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
অগ্নিভট্ট ওরফে 'ধুমখালি'	...	উমাকালী
চাঁদকবি	...	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রত্নসভা	...	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়"

'ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসব'—১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭ সনে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১১। মহারাণী প্রভৃতিকে উপহার দিবার জন্য ইংরেজী অনুবাদ সহ একটি রাজসংস্করণও হইয়াছিল।

এই কবিতাটি বর্তমান সঙ্কলনে "আজি কি আনন্দবাসর।" এই শিরোনামায় মুদ্রিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত যে সকল কবিতা আমরা এই 'বিবিধ' খণ্ডে সঙ্কলন করিয়াছি, তাহাদের প্রধানগুলি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল :—

"খিদিরপুর দাঁতভাঙ্গা কাব্য"—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ তাঁহার 'হেমচন্দ্র' দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন—

> "'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক স্বনামধন্য শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় বলেন যে, শিশিরবাবুর সহিত হেমচন্দ্রের আলাপ হইবার পর অমৃতবাজারের কোন পুরাতন সংখ্যায় হেমচন্দ্র 'দাঁতভাঙ্গা কাব্য' নামক একটি হাস্যরসপূর্ণ কবিতা প্রকাশিত করেন।…দুর্ভাগ্যবশতঃ এ পর্য্যন্ত উক্ত কাব্যটি আমাদের দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই।"—পৃ. ২৩-২৪

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ জুলাই ১৮৭৪ (১৯ আষাঢ় ১২৮১) তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' হইতে এই কবিতাটি উদ্ধার করেন।

"বাজিমাৎ"—উক্ত 'হেমচন্দ্র' দ্বিতীয় খণ্ড হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

> "১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ২৩শে ডিসেম্বর দিবসে যুবরাজ (পরে সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড) কলকাতায় আগমন করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি রাত্রিকালে তিনি কলিকাতা হইতে প্রস্থান করেন। কলিকাতায় অবস্থান-কালে সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর 'জেনানা' দেখিতে বোধ হয় যুবরাজের ইচ্ছা হয়। হাইকোর্টের জুনিয়র গবর্ণমেণ্ট প্লীডার রায় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর… যুবরাজের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, ৩রা জানুয়ারি সন্ধ্যাকালে যুবরাজকে ভবানীপুরে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করেন এবং যুবরাজও এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। যুবরাজকে জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারস্থ মহিলাগণ অভ্যর্থনা ও বরণ করেন। এই ব্যাপার লইয়া সে সময়ে হিন্দুসমাজে মহা আন্দোলন হয়।… হাইকোর্টে উকীল লাইব্রেরীতে এই ব্যাপার হইয়া মহা আন্দোলন পড়িয়া গেল। সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট প্লীডার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যেমন অতি আচারনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন তেমনই পরিহাস-রসিক ছিলেন। তিনি এই ব্যাপারে যেমন ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন তেমনই এই ব্যাপার লইয়া ব্যঙ্গ কৌতুকও করিতে লাগিলেন। হেমচন্দ্রের রহস্য কবিতা রচনার ক্ষমতা তিনি জানিতেন, তিনি কেবলই হেমচন্দ্রকে উত্তেজিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'হেম, তুই এই

নিয়ে একটা কিছু লেখ্ না।' এই অনুরোধ ও উত্তেজনার ফলে হেমচন্দ্রের 'বাজিমাৎ' রচিত হয়।"—পৃ. ২৪-২৮

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারি (৭ মাঘ ১২৮২) তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় "বাজিমাৎ" স্বাক্ষরহীন "প্রেরিত" রচনা হিসাবে প্রকাশিত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে, বিশেষ করিয়া হাইকোর্ট মহলে, হুলস্থূল পড়িয়া যায়। জগদানন্দ হেমচন্দ্রের বিরুদ্ধে মানহানির নালিশ করিবেন—এই রবও উঠে। কিন্তু মামলা আদালত পর্যন্ত গড়ায় নাই।

"একটি প্রিয় জলাশয়"—খিদিরপুরে হেমচন্দ্রের বাসস্থান-সংলগ্ন পদ্মপুকুরটিকে লইয়া রচিত।

"রীপণ-উৎসব—ভারতের নিদ্রাভঙ্গ"—কবিতাটি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতের জনপ্রিয় বড়লাট লর্ড রিপনের বিদায়-উপলক্ষে রচিত। এই প্রসঙ্গে হেমচন্দ্রের মধ্যম জামাতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবৃতি (শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ তাঁহার 'হেমচন্দ্র' তৃতীয় খণ্ডে ৩৩-৪৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছেন) এইরূপ—

> "লর্ড রিপণের বিদায় উপলক্ষে কলিকাতায় এক বিরাট উৎসবের আয়োজন হয়। এই উপলক্ষে এক বিরাট শোভাযাত্রাও বাহির হইয়াছিল।...হেমচন্দ্র শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর বাড়ীতে বসিয়া ইহা দেখিয়াছিলেন। তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলেন 'তোমরা যখন দলবদ্ধ হইয়া ভারতের জয়গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছিলে তখন আমার মনের অবস্থা যে কিরূপ হইতেছিল তাহা বর্ণনাতীত। সে দৃশ্য দেখিয়া আমার অন্তরে ভারতের ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। ইহার পরেই...কবিতাটি লিখিত হয়।"

"দোহাঁবলী"—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন ('হেমচন্দ্র,' তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৮-৬৯)—

> "হেমচন্দ্রের বাড়ীতে বিখ্যাত মনীষী যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সহিত আমার পরিচয় হয়। ৺নীলকণ্ঠ মজুমদার পরিচয় করাইয়া দেন। একদিন কথায় কথায়—'তুলসীদাস' ও 'কবীরে'র দোঁহার কথা উঠিল। আমি গোটাকয়েক দোঁহা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলাম। হেমচন্দ্র বলিলেন—'এগুলির ত বাঙ্গালা করিলে হয়।' আমি বলিলাম—'হইবে না কেন? একটু চেষ্টা করিলেই হয়।' অমনি সঙ্গে সঙ্গে কাশীতে ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের নিকট পত্র লেখা হইল, তিনি যেন ফেরত ডাকে তুলসীদাসের ছাপা দোঁহাবলী সকল পাঠাইয়া দেন। সেই ঝোঁকেই যে কয়টা দোঁহার অনুবাদ হইয়াছিল, পরে আর হয় নাই।"

"প্রিয় বয়স্তের মৃত্যু"—হেমচন্দ্রের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠকালে তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বন্ধু হন, পরে ইনি "জীবনের বন্ধু"রূপে পরিগণিত হন। ইনি সুলেখক ছিলেন। কবিতাটি তাঁহার পরলোকগমনের পর রচিত ('হেমচন্দ্র,' প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৮-৮০)।

"মন্ত্রসাধন"—১৮৮৪ সনে ২৮ জানুয়ারি ইল্‌বার্ট বিল বিধিবদ্ধ হইলে মর্মাহত হেমচন্দ্র এই কবিতাটি রচনা করেন।

"জয়মঙ্গল গীত"—লর্ড লিটনের শাসনকালে ভারতবাসীর নানা অধিকার খর্ব হওয়াতে দেশব্যাপী অশান্তি ছিল, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রিপন আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উদার শাসনে অশান্তি দূর হইতে থাকে। ১৮৮২ সনে রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করিয়া লর্ড রিপন আরও জনপ্রিয় হন। রমেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হেমচন্দ্র এই ব্যাপারে উল্লসিত হইয়া "জয়মঙ্গল গীত" রচনা করেন।

"বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গরমণীর উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে"—১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু গ্রাজুয়েট হন। মহিলাদের উচ্চশিক্ষার প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল হেমচন্দ্র তখনই কবিতাটি রচনা করেন।

"সাবাস হুজুক আজব সহরে"—'হেমচন্দ্র,' তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩ পাদটীকায় শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ লিখিয়াছেন—

> "১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে স্যার রিচার্ড টেম্পল মিউনিসিপ্যাল আইন বিধিবদ্ধ করিলে হেমচন্দ্র 'সাবাস হুজুক আজব সহরে' শীর্ষক যে রহস্যপূর্ণ কবিতা রচনা করেন তাহা আজিও ভোটপ্রদানকালে বাঙ্গালীর মনে পড়ে।"

"নেভার—নেভার"—ইল্‌বার্ট বিলের প্রতিবাদে কলিকাতার দেশীয় নেতাগণ যে সভা করেন, ব্রান্‌সন প্রভৃতি ইউরোপীয় প্রধানেরা এবং 'ইংলিশম্যান' প্রভৃতি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলি তাহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া বিবিধ আন্দোলন করেন। তাঁহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়াই ১৮৮৩ সনে হেমচন্দ্র এই কবিতাটি রচনা করেন।

"রাখিবন্ধন"—১৮৮৬ সনে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন উপলক্ষে রচিত এই কবিতাটি হেমবাবুর নিজেরই মনঃপূত হয় নাই" ('হেমচন্দ্র', তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১০৯)।

"অসম্পূর্ণ রচনা"—এই খণ্ড-কবিতাটি 'হেমচন্দ্র' (তৃতীয় খণ্ড) হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

ক্যানিং লাইব্রেরি (১২৯১), আর্য-সাহিত্য-সমিতি (১৩০০), হিতবাদী কার্যালয় (১৩০৬, ১৩১১), বসুমতী কার্যালয় (১৩১৫) প্রভৃতি হইতে হেমচন্দ্রের যে গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়, আমাদের 'বিবিধ' খণ্ডের কোনও কোনও কবিতা তাহাদের প্রত্যেকটিতেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু সবগুলি একত্রে এই প্রথম মুদ্রিত হইল। ইহার অধিক কোনও কবিতা বা কবিতাংশের কথা যদি কাহারও জানা থাকে, আমাদের জানাইলে তাহা পরবর্তী সংস্করণভুক্ত করিয়া 'বিবিধ' খণ্ড সম্পূর্ণতর করিব।

সূচী

অসম্পূর্ণ রচনা	...	১৭৫
আজি কি আনন্দ বাসর !	...	১০২
আমায় কেন পাগল বলে পাগলে ?	...	১০০
একটি প্রিয় জলাশয়	...	৪২
এবে কোথা চলিলে ?	...	১৫৯
কেন কাঁদ ?	...	১২৫
খিদিরপুর দাঁতভাঙ্গা কাব্য	...	৩১
গঙ্গার স্তোত্র	...	৯৪
জয় জগদীশ হে	...	১১১
জয়মঙ্গল গীত	...	১৩৫
জীবনের লীলা ফুরালো	...	১০৮
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে	...	৯১
দেশেলাইএর স্তব	...	৬৮
দোহাঁবলী	...	১১৬
নব বর্ষ	...	৫১
নাকে খৎ	...	৭৫
নেভার—নেভার	...	১৫২
প্রিয় বয়স্যের মৃত্যু	...	১২৮
বন্দে মাতর্গঙ্গে	...	১১৩
বাজিমাৎ	...	৩৫
বিজয়া	...	১৭৩
বিদ্যাসাগর	...	১৫৬
বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গরমণীর উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে	...	১৪০
ভূমিকা ('মেঘনাদবধ কাব্যে'র)	...	১৩
ভূমিকা (কামিনী রায়ের 'আলোছায়া'র)	...	১১৫
মদন পূজা	...	৫৪
মন্ত্রসাধন	...	১৩১
মনুষ্য জাতির মহত্ত্ব—কিসে হয়	...	২২
মুখবন্ধ ('মেঘনাদবধ কাব্যে'র)	...	৩
রাখিবন্ধন	...	১৬৫

রীপণ-উৎসব—ভারতের নিদ্রাভঙ্গ	...	৭১
লছমন্ ঝোলা	...	১৬৯
সংসার	...	৫৬
সাবাস হুজুক আজব সহরে	...	১৪২
হরিদ্বার	...	৯৬
হায় কি হলো ?—	...	৪৭
হুতোম প্যাঁচার গান	...	৫৮

বিবিধ

['মেঘনাদবধ কাব্যে'র] মুখবন্ধ

পুত্রমুখাবলোকন করিলে নবপ্রসূতা স্ত্রীর যেরূপ সুখোদ্বোধ হয়, গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে গ্রন্থকর্ত্তারও তাদৃশ আনন্দোদ্ভব হইয়া থাকে; আর যেমন সেই শিশুসন্তান বাল্যনিবন্ধন রোগ পীড়া অতিক্রম করিয়া যৌবন প্রাপ্ত ও যশস্বী হইলে মার আর আনন্দের সীমা থাকে না, লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থমালা সন্দর্শনে গ্রন্থকর্ত্তাও যার পর নাই সুখী হন। কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি আজি মেঘনাদবধ কাব্য রচয়িতার অপ্রমেয় সন্তৃপ্তি অনুভব করিতে না পারেন? অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করিয়া কেহ যে এত অল্পকালের মধ্যে এই অন্ত্যযমকপ্লাবিত দেশে এমন ব্যাপক যশোলাভ করিবে, এ কথা কার মনে ছিল? কিন্তু কে না স্বীকার করিবে যে, সেই অসম্ভাবিত ফল আজি মাইকেল মধুসূদনের জন্য ফলিয়াছে। বৎসরেক মাত্র হইল, এই গ্রন্থ প্রথম বার মুদ্রিত হয়; কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই ১০০০ খণ্ড পুস্তক পর্য্যবসিত হইয়া দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কনের প্রয়োজন হইয়াছে। প্রথমে কত লোক কতই বলিয়াছিল—কতই ভয় দেখাইয়াছিল—কতই নিন্দা করিয়াছিল; এমন কি, লেখক স্বয়ং এক মাস পূর্ব্বে গ্রন্থকারের রচনা পাঠ করে নাই। কিন্তু সে দিন আর নাই। অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করা বাতুলের কার্য্য—বাঙ্গালা ভাষায় যাহা হইতে পারে না, তাহা ঘটাইবার চেষ্টা করা বৃথা যত্ন—পয়ারাদি ছন্দে লিখিলে এ সমস্ত গ্রন্থ কত আদরণীয় হইত—এ সকল কথা এক্ষণে লোকের মুখে আর তত শুনা যায় না। যাঁহারা কোন কালে ইংরাজী ভাষা পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে অমিত্রাক্ষরে রচিত এই কাব্যখানিকে যথেষ্ট সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং ইংরাজী ভাষাজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে ইহার গোঁড়া হইয়া উঠিয়াছেন। ইহার কারণ কি? বাগ্‌দেবীর বীণাযন্ত্রের নূতন ধ্বনি বলিয়া কি লোকে ইহার এত আদর করে? না সরস কবিতা পানে মত্ত হইয়া ছন্দাছন্দের বিচার করে না? অবশ্য এ বিষয়ের কোন না কোন নিগূঢ় তত্ত্ব আছে এবং তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে অনেক কুসংস্কাররাশি দূরীকৃত হইতে পারে, অনেক বিপক্ষবাদীরা স্বপক্ষ হইতে পারে এবং অনেক কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা বৃথা আয়াস হইতে বিরত হইতে পারেন।

সকলেই জানেন যে, কার্য্যোপযোগী উপায় ব্যতিরেকে কর্ম্ম সমাধা হয় না। এবং কোন কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে যে উপায়ের দ্বারা তাহার সাধন হয়, অধিক হউক আর অল্পই হউক, সেই উপায় সেই কার্য্যের উপযোগী সন্দেহ নাই। কবিতা রচনার প্রধান উদ্দেশ্য, লোকের মনোরঞ্জন করা। অপর, যখন কোন কাব্য পাঠ করিয়া লোকে তৃপ্ত হয়, তখন যে কবিতা রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সমাধা হইয়াছে অবশ্যই বলিতে হইবে। প্রাপ্তযৌবন ভাষামাত্রেই প্রায় কবিতা রচনার নিমিত্ত দুই জাতি ছন্দ প্রচলিত আছে—অমিত্রাক্ষর ও মিত্রাক্ষর ছন্দ। এবং প্রাচীন ভাষা মাত্রেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভাগ অধিক। বঙ্গভাষায় ইতিপূর্ব্বে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করিতে কেহ সাহস করেন নাই। বঙ্গ-কবিগুরু কবিকঙ্কণ ও কবিতাকেশর ভারতচন্দ্র, উভয়েই পয়ারাদি মিলিত ছন্দে লিখিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীতে পয়ার ও ত্রিপদিছন্দই বিস্তর এবং অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর মিলিতছন্দের আদর্শ।

এমত স্থলে কোন ব্যক্তি

> "গাঁথিব নূতন মালা———
> রচিব মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
> আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

এই সদর্প উক্তি করিলে সকলেই মনে মনে জিজ্ঞাসা করে, ভারত ব্রাহ্মণ নূতন প্রণালীতে কবিতা গ্রন্থন করিবার কি পথ রাখিয়া গিয়াছেন? সত্য বটে, সেই পথ সহজে লক্ষিত হয় না; এবং সেই নবমালিকা দৃষ্টি করিয়াও কি গুণে ও কি বন্ধনে কবিতা-কুসুমরাজি গ্রন্থিত হইয়াছে, অনেকে বুঝিতে পারেন না। নূতন প্রণালীর নাম শুনিয়া আবার অনেকের আশঙ্কা হয়, বুঝি কবিতাপ্রণালী অতি কুটিল হইবে। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন যে প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনার নিমিত্ত তদপেক্ষা ঋজু ও পরিপাটি প্রণালী আর বোধে আইসে না। কবিতা রচনার নিগূঢ় সন্ধান, যতি বিভাগ করা। বঙ্গভাষায় বিবিধ প্রকারে যতি বিভাগ হইয়া থাকে। কখন চতুর্দ্দশ, কখন দ্বাদশ, কখন একাদশ, কখন দশ, কখন আট, কখন ছয়, কখন চারি অক্ষরের পরে বিরাম করিতে হয়। এবং মিত্রাক্ষর ছন্দে ঐ প্রকার বিরামস্থলে শব্দের মিল থাকে। কিন্তু শব্দমিল না থাকিলেও কবিতা মিষ্ট হয় না, এমত নহে, কিরূপ

ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মিত্রাক্ষর ছন্দে পাওয়া যায়। অর্থাৎ পয়ারাদি ছন্দের এক এক পদ লইলে, কবিতা মিষ্ট হওয়া না হওয়া কেবল যে যতি বিভাগের উপর নির্ভর করে, ইহা অতি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হয়। যথা—

"বিননিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়" ১

"———হেরিলাম সরোবরে
কমলিনী বাদ্ধিয়াছে করী" ২

"বড়র পিরিতী বালির বাঁধ" ৩

"কহিছে তরুণী করুণা করিয়া" ৪

"শুনেছি সাগরে কমলে কামিনী" ৫

"কুঞ্চিত কুন্তল বিননি দুলিছে" ৬

"অনলে পতঙ্গ শিয়রে শমন
সেই দশা দেখি এর" ৭ ইত্যাদি।

যেই দণ্ডে মাইকেল মধুসূদন বাঙ্গালা কবিতায় যতি বিভাগের এই সন্ধান বুঝিতে পারিলেন, তৎক্ষণাৎ অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাঙ্গালায় কবিতা রচনা হওয়া সুসাধ্য ব্যাপার স্থির করিলেন। তখন অনায়াসেই বুঝিতে পারিলেন যে, এদেশপ্রচলিত মিত্রাক্ষর ছন্দাবলিতে যতিবিন্যাসের যত প্রকার নিয়ম আবদ্ধ আছে, তাহাই কৌশলপূর্ব্বক বিন্যস্ত করিতে পারিলে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করা যায়, এবং সেই পথ অবলম্বন করিয়া "তিলোত্তমা," "মেঘনাদ" ও "বীরাঙ্গনা" কাব্যাদি রচনা করিয়াছেন। এ স্থলে এতদ্প্রণালী সম্বন্ধে অধিক বক্তব্য এই যে, মাত্রা নিরূপণের জন্য দত্তজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রচলিত পয়ার ছন্দের চতুর্দ্দশ অক্ষরী মাত্রা গ্রহণ করিয়াছেন। তদপেক্ষা অধিক মাত্রাবিশিষ্ট পদ হইতে পারে ও হইয়া থাকে, কিন্তু চৌদ্দ অক্ষরী মাত্রা অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রযোজিত হইবার গুণ এই যে, এ মাত্রা অতি দীর্ঘও নয়, অতি অল্পও নয়, এবং বহু দিবস পর্য্যন্ত এই মাত্রাবিশিষ্ট কবিতাবলী পাঠ ও শ্রবণ করা আমাদিগের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহা পাঠ করিতে তত কষ্টবোধ হয় না। যাহা হউক, অমিত্রাক্ষর ছন্দে, মাত্রা অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী। কেন না, চৌদ্দ অক্ষরী মাত্রাতেও দেখা যায় যে, অনেক স্থলে দীর্ঘ-বিরাম-যতি পরপদের আদি, মধ্য, কিম্বা অন্তে পড়ে। ফলতঃ যতিই অমিত্রাক্ষর ছন্দের বীজমন্ত্রস্বরূপ এবং যতিস্থলে যথোচিত কাল বিরাম করা,

অমিত্রাক্ষর কবিতা আবৃত্তি করণের একমাত্র উপায়। গাঁথনি সুন্দর হইলে এবং যতি অনুসারে বিরাম করিতে পারিলে অমিত্রাক্ষর কবিতাবলি অতি মধুর শুনায়। অতএব বিরাম যতি বিন্যাসের নিয়ম কি, জানা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, চলিত মিত্রাক্ষর ছন্দ সমগ্রে দুই, তিন, চারি, ছয়, আট, দশ, এগার, বার ও চৌদ্দ বর্ণের পর যতি পড়ে। যতি তিন প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে—লঘু, গুরু, মধ্য। যথা গুরু-যতি, পয়ার ছন্দে চতুর্দ্দশ মাত্রা, লঘু ত্রিপদিতে বিংশতি মাত্রা, একাবলী ছন্দে একাদশ মাত্রা, তোটক ছন্দে দ্বাদশ মাত্রার পর পর পতন হয়। মধ্য-যতিতে পয়ার ছন্দে অষ্টাক্ষর, লঘু ত্রিপদিতে ষষ্ঠাক্ষর, দীর্ঘ ত্রিপদিতে অষ্টাক্ষর, চৌপদিতে চতুর্থাক্ষরের পর শ্বাস পতন হয়। এবং লঘু-যতি, দীর্ঘ ও মধ্যযতির মধ্যে দুই, তিন, পাঁচ, সাত ইত্যাদি অক্ষরের পর সর্ব্বত্রেই ঘটিয়া থাকে। অতএব অমিত্রাক্ষর ছন্দরচিত কোন কাব্য পাঠ করিতে হইলে, অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শ্বাস পতন করাই কৌশল। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ এই পুস্তক হইতে কতকগুলি কবিতা উদ্ধৃত করা গেল। যথা—

দূরে গেল ′ জটাজুট ; ″ কমণ্ডলু দূরে। ‴
রাজ রথী ′ বেশে মূঢ় ″ আমায় তুলিল ′
স্বর্ণ রথে। ‴—

একদা, ′ বিধুবদনে, ″ রাঘবের সাথে ′
ভ্রমিতেছিনু কাননে ; ″ দূর গুল্মপাশে ′
চরিতেছিল হরিণী। ‴ সহসা শুনিনু ′
ঘোর নাদ ; ″ ভয়াকুলা ′ দেখিনু চাহিয়া ″
ইরম্মদাকৃতি ′ বাঘ ′ ধরিল মৃগীরে। ‴

যথা দূর দাবানল ′ পশিলে কাননে, ″
অগ্নিময় দশদিশ ; ‴ দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র ′ বিভারাশি ″ নির্ধূম আকাশে, ′
সুবর্ণি বারিদপুঞ্জ। ‴ শুনিলা চমকি ′

কোদণ্ড ঘর্ঘর ঘোর, " ঘোড়া দড়বড়ি, '
হুহুঙ্কার, ' কোষে বদ্ধ অসির ঝন্‌ঝনি।'"

কিন্তু ' ক্লান্ত ' যদি তুমি ' এ দুরন্ত রণে, "
ধনুর্দ্ধর, "' চল ' ফিরি যাই ' বনবাসে।"
নাহি কাজ, ' প্রিয়তম, ' সীতায় উদ্ধারি ;— "
অভাগিনী! "' নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে! "'
তনয় বৎসলা যথা ' সুমিত্রা জননী '
কাঁদেন সরযূতীরে, " কেমনে দেখাব
এ মুখ ' লক্ষ্মণ, আমি ' তুমি না ফিরিলে '
সঙ্গে মোর ? " কি কহিব, ' শুধিবেন যবে
মাতা, ' কোথা ' রামভদ্র, ' নয়নের মণি
আমার, ' অনুজ তোর ? " কি বলে বুঝাব
উর্ম্মিলা বধূরে আমি " পুরবাসী জনে ? "'

উদ্ধৃত কবিতাবলি প্রতি দৃষ্টি করিলে যতি বিন্যাসের চিহ্ন নয়নগোচর হইবে। লঘু-যতি স্থলে (') এইরূপ, মধ্য-যতি স্থলে (") এইরূপ, এবং গুরু-যতি স্থলে ("') এইরূপ চিহ্ন দেওয়া গিয়াছে। বোধ হয়, এই নিয়ম অনুসরণ করিয়া পাঠ করিলে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রতি অনেকের অনাদর তিরোহিত হইবে। যাহা হউক, এতদ্দারা অনায়াসে বুঝা যায় যে, এই অভিনব ছন্দ গঠনের নিমিত্ত পুরাতন প্রচলিত, কাল প্রসিদ্ধ কবিতা বিন্যাসের নিয়ম সংযোজন ব্যতিরেকে, ছন্দাংশে সে সকল নিয়মের অতিক্রমণ করা হয় নাই। সুতরাং অমিত্রাক্ষর ছন্দ বিন্যাসের নিমিত্ত, উৎকৃষ্টতর প্রণালী আর কি আছে ?

এই অতি ঋজু ও পরিপাটী প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক মহতী কীর্ত্তিস্তম্ভ সংস্থাপন করিয়াছেন। ভাবী কালে কবিকুলসম্ভব কেহ না কেহ এই ছন্দের উৎকৃষ্টতা সাধন করিতে পারেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতাবলী সমধিক সরল, স্বচ্ছ, কোমল এবং তরল ভাষায় গ্রন্থন করিতে পারেন ; কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার প্রণালী উদ্ভাবনের যশঃ, আর কাহারই নয়। এবং উৎকৃষ্টতর দ্বিতীয় প্রণালী বোধ হয় আর নাই। হয় ত কেহ মাত্রা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পাইবেন, কিন্তু

মাত্রা বৃদ্ধি দ্বারা অলাভ ভিন্ন লাভ নাই—একথায় চেষ্টা করিয়া দেখিলেই প্রকাশ পাইবে। বোধ হয়, লেখকের স্তায় অনেকে মনে মনে করেন যে, এই বিপুল যশ তাহাদের কপালে ঘটিল না। যাহা হউক, যখন আবিষ্ক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হইয়াছে, তখন সকলেরই কর্ত্তব্য যে, একবাক্য হইয়া সেই ভাগ্যবন্ত পুরুষের ধন্যবাদ করেন, যিনি কবিতাস্রোতঃ নির্গমনের এই নূতন খাদ খনন করিয়াছেন। হে মেঘনাদবধ গ্রন্থকার, এই "নূতন মালা" চিরকালের নিমিত্ত তোমার গলদেশে শোভা প্রতিপাদন করিবে।

এই ক্ষণে এই কাব্যখানি সম্বন্ধে দুই চারি কথা না বলিলে ভাল দেখায় না।

গ্রন্থকার, অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনখানি কাব্য লিখিয়াছেন,—"তিলোত্তমা সম্ভব," "মেঘনাদবধ," এবং "বীরাঙ্গনা"। ইহার মধ্যে কবিত্বশক্তি বিবেচনা করিলে "মেঘনাদ," এবং ভাষার সারল্য ও তারল্য গণনা করিলে "বীরাঙ্গনা" সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু ভাষার কমনীয়তা প্রভৃতি গুণ অপেক্ষাকৃত সুলভ। অভ্যাসেই তাহার বৃদ্ধি ও অনভ্যাসে হ্রাস হয়। ইহার প্রচুর প্রমাণ এই তিনখানি গ্রন্থেই পাওয়া যায়। তিলোত্তমা প্রথম উদ্যম, মেঘনাদ দ্বিতীয় উদ্যম, ও বীরাঙ্গনা তৃতীয় উদ্যম, সুতরাং উত্তরোত্তর ভাষার সারল্যাদি গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু পণ্ডিতেরা যে সকল গুণকে কবিতাকৌলীন্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য করেন, সে সকল মেঘনাদবধ কাব্যে যত আছে, গ্রন্থকারের রচিত অপর কোন গ্রন্থে তত নাই। আর এই গ্রন্থে তাঁহার কবিত্বশক্তির বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি যে প্রকার স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়, তেমন তদ্রচিত আর কোন কাব্য পাঠে হয় না। দত্তজের কবিত্বশক্তির দুই প্রধান লক্ষণ—তেজস্বিতা এবং উদ্ভাবকতা। তাঁহার কাব্যোদ্যানে কুহকিনী কল্পনাদেবীকে কত প্রকার সম্মোহিনী বেশে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়। কখন ধীরে ধীরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাল্মীকির পদতল হইতে পুষ্প হরণ করিতেছেন; কখন স্বকীয় নিকুঞ্জ হইতে নব কুসুমাবলী বিস্তৃত করিতেছেন। কখন ইন্দ্রজিৎজায়া প্রমীলার বেশে লঙ্কা প্রবেশ করিতেছেন; আবার কখন মায়াবেশে শ্রীরাম-চন্দ্রের পথদর্শিনী হইয়া ধর্ম্মরাজভবনে গমন করিতেছেন। আর উৎপ্রেক্ষাছলে কতই যে অঙ্গভঙ্গি করিতেছেন, তাহার আর সীমা নাই। পুনশ্চ, দেবী আবার মহাতেজস্বিনী। সর্ব্বদাই বীরভাবান্বিতা—সর্ব্বদাই

বীররসাশ্রিত বাক্যপ্রিয়া। ভারতের কল্পনার ন্যায় ইহাঁর জন্মমৃত্যুস্থল রাজভবন ও বন্ধুবান্ধব দুই ক্ষুদ্রপ্রাণী নায়ক নায়িকা নয়। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, দেব, নর, রক্ষ মধ্যে যত কিছু বীর্য্যশালী আছে, সমস্তই মেঘনাদে লিপ্ত করা হইয়াছে, অথবা লিপ্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তা বলে, মহাত্মা মিল্টনরচিত জগদ্বিখ্যাত মহাকাব্যের সহিত ইহার তুলনা করা কি সম্ভব ? অনেকে এরূপ তুলনা করেন, তাহাতেই এ স্থলে ইহার উল্লেখ করা গেল। সেই বৃহৎ কাব্যের সহিত ইহার তুলনা হওয়া দূরে থাকুক, তাহার শত যোজন অন্তরে অবস্থিতি করিতে পারে কি না সন্দেহ। তত্রাচ অদ্যাবধি বঙ্গভাষায় যে ইহার তুল্য কাব্য রচনা হয় নাই, ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। সত্য বটে, ভারতের তুল্য সুলেখক আজ পর্য্যন্ত এ দেশে জন্মগ্রহণ করে নাই, এবং বোধ হয়, আর জন্মিবে না। তেমন মধুমাখা কথা বুঝি আর কেহ কখন গৌড়বাসীদের শুনাইতে পারিবে না। কিন্তু কল্পনাদি শ্রেষ্ঠতর গুণ তাঁহাতে যৎসামান্য ছিল। মন যাহাতে পৃথিবীর সীমা ভুলিয়া গিয়া ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যটন করিতে পায়, যাহা কেহ কখন দেখে নাই, শুনে নাই, অথচ দেখিতে শুনিতে বাঞ্ছা করে, এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপণ করিতে তাঁহার সাহস হয় নাই। প্রাত্যহিক ব্যাপার সমস্ত সুন্দররূপে সাজাইয়া, তাহাতে বাক্যামৃত বর্ষণ করাই তাঁহার সাধ্য ছিল, এবং তাহাতেই তিনি অপ্রমেয় দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উৎপাদিকা শক্তি এত দুর্ব্বল ছিল যে, বিদ্যাসুন্দর লিখিয়া তিনি নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার দৃষ্টান্তস্থল মানসিংহ। এই গ্রন্থ মুমূর্ষু ব্যক্তির আয়াসসদৃশ—ইহাতে কথার মিল ছাড়া কবিতার অন্য কোন লক্ষণ নাই। অন্নদামঙ্গল মন্দ নয় বটে, কিন্তু ভারতচন্দ্র যদি বিদ্যাসুন্দর না লিখিতেন, তবে আজি অন্নদামঙ্গলের এত আদর কোথায় থাকিত ? ফলতঃ ভারত অদ্বিতীয় লেখক ছিলেন বটে। রসিকতা, চতুরতা ও মনুষ্য-প্রকৃতিতে দৃষ্টি তাঁহার বিলক্ষণরূপ ছিল, কিন্তু তিনি মধ্যবিত কবি ছিলেন। কিন্তু মাইকেল মধুসূদনের উৎপাদিকা শক্তির বুঝি ইয়ত্তা নাই। তিন বৎসরের মধ্যে সর্ব্বপ্রকারে নয়খানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, প্রত্যেকেই স্বীয় শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, আপনাকে নানা রসাভিজ্ঞ দেখাইয়াছেন, উত্তরোত্তর লেখা পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, এবং পতনদশার এখনও কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। বুঝি বা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় কবিকে

সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে হয়। কবি মাইকেলের যেরূপ কবিত্বশক্তি, তিনি যদি তাদৃশ সুলেখক হইতেন, তবে আর ত তার কথাই ছিল না—তাঁহার লেখার বিস্তর দোষ আছে বলিয়া, বুঝি বা কথাটি বলিতে হয়। নিদেন এক্ষণে কবিতাপ্রিয় গৌড়বাসীদের কবিতা পাঠের ইচ্ছা হইলে বিদ্যাসুন্দর যেরূপ, মেঘনাদও সেইরূপ আদরের সহিত পাঠ করিবেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। যাহা হউক, জানিতে ইচ্ছা হয়, কবি মাইকেলের লেখার কি এমন দোষ আছে? অতএব কাহাকে ভাল লেখা বলে, অগ্রে জানা কর্ত্তব্য। যেখানে যে কথাটি খাটে, যে ব্যক্তির মুখে যেরূপ উক্তি সম্ভব, কোন্ উৎপ্রেক্ষা কোন্ কালের উপযোগী, কোন্ শব্দটি, কোন্ পদটি উচ্চারণ করিলে কোন্ রসের উদ্দীপন করে, এই সকলের প্রতি যে লেখক দৃষ্টি রাখিতে পারেন, তাঁহার লেখাই সমুৎকৃষ্ট হয়। কবি মাইকেলের কি এ সকল গুণ নাই—এমন নয়। কিন্তু বোধ হয়, যেন তিনি পদবিন্যাস-কালীন কথার হ্রস্বতা ও দীর্ঘতার প্রতিই কেবল লক্ষ্য রাখেন, তাহাদের উপযোগিতা অনুপযোগিতা বিবেচনা করেন না। ভারতচন্দ্রের কিন্তু যে কথাটি না হইলে নয়, সেই কথাটি প্রয়োগ করা আছে; সুতরাং সে সকল কথা একবার কর্ণে প্রবেশ করিলে বিস্মৃত হওয়া দুঃসাধ্য।

মালিনীর প্রতি বিদ্যার লাঞ্ছনা-উক্তি, বকুলবিহারী সুন্দর দর্শনে নাগরীয় কামিনীগণের রসালাপ, কোটালের প্রতি মালিনীর ভর্ৎসনা, রাজার প্রতি রাণীর গঞ্জনাভাস, কি চমৎকার কুহকিনী শব্দে বিন্যস্ত হইয়াছে। শব্দবিশেষের দ্বারা অধিক বা অল্প সুখোদ্বোধ হইবার প্রধান এক কারণ এই যে, সকল শব্দে সকল কথা মনে পড়াইয়া দেয় না। মাতা শব্দের যে অর্থ, মা শব্দেরও সেই অর্থ। কিন্তু মা শব্দ উচ্চারণ করিলে মন যেরূপ পুলকিত হয়, মাতা শব্দোচ্চারণে সেরূপ হয় না। ইহার কারণ এই যে, ভূমিষ্ঠ হইয়া পর্য্যন্ত ক্রোড়ে বসিয়া স্তন্য পান করিতে করিতে, শিশুদলে বেষ্টিত হইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে, রোগে অরোগে, শয়নে, ভোজনে, সেই অমৃতময়ী নাম ডাকিয়া প্রাণ শীতল হইয়াছিল, কিন্তু পাঠকালীন ভিন্ন অন্য কোন সময়ে মাতা শব্দ কর্ণে প্রবেশ করে না। কবি মাইকেলের কঠোর শব্দ ভেদ করিলে বিস্তর রস পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে রসাল শব্দ বলা যায় না। কঠোর বল্কলবেষ্টিত বৃহৎ বটকাণ্ড ভেদ করিলে অনর্গল রস নির্গত হয় সত্য, কিন্তু পরিমলপূর্ণ পুষ্প

হস্তে করিয়া যে সুখানুভব হয়, বটকাণ্ডকে আলিঙ্গন করিলে কি তাদৃশ আনন্দোদ্ভব হয়?

পুনশ্চ, উৎপ্রেক্ষাগুলি সর্ব্বত্রে যথাযোগ্য হয় নাই। স্থলবিশেষে দেশ কাল বিবেচনা না করিয়া রাশি রাশি উৎপ্রেক্ষা ছড়ান হইয়াছে। যাহা হউক, সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে মেঘনাদের তুল্য আর একখানি গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় পাওয়া দুর্ঘট। কবি মাইকেলের এই কীর্ত্তি কত দিন যে সজীব থাকিবে, বলা দুঃসাধ্য। কিন্তু ভবিষ্যতে কবি মাইকেলের নাম যে বঙ্গব্যাপক হইবে, এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের নিকট মেঘনাদবধ কাব্য যে বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা সমাদৃত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। আপাততঃ স্বদেশীয় বিজ্ঞ ও কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিদিগের নিকট নিবেদন এই যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ পাঠ করিতে অভ্যাস করিয়া মনোনিবেশপূর্ব্বক এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার পরও যদি নিন্দা করেন, ক্ষতি নাই; কিন্তু ব্যঞ্জন চাকার মত চাকিয়া যেন নিন্দা না করেন। আর ইটিও যেন তাঁহাদের স্মরণ থাকে যে, পুস্তক পাঠ করিয়া দুই চারি কথা বলা ও পুস্তক রচনা করার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। এই অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যখানি সবিস্তরে সমালোচনা করিবার বাসনা ছিল, কিন্তু সময়ের অনটন জন্য সেই বাসনা অঙ্কুরেতেই রহিল।

অতঃপর গ্রন্থকারের জীবনচরিত ঘটিত গুটিকত কথা* বলিলেই হয়। ইনি আনুমানিক ১২৩৫† সালে জেলা যশোহরের অন্তর্গত কবতক্ষ নদী-তীরবর্ত্তী সাগরদাঁড়ী গ্রামে ৺রাজনারায়ণ দত্তের ঔরসে জাহ্নবী দাসীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা কলিকাতা সদর দেওয়ানি আদালতের একজন প্রধান উকীল ছিলেন। ইহাঁর মাতা যশোহরের অন্তর্গত কাটি-পাড়ার জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা। ইহাঁরা তিন ভাই ছিলেন। ইনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, আর দুই জন শৈশবাবস্থাতেই কালগ্রাসে পতিত হয়েন। ইনি হিন্দুকালেজে ইংরাজী ও পারস্য ভাষা অভ্যাস করেন।

১৬।১৭ বৎসর বয়সের সময় ইনি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন করেন। তত্রাচ একমাত্র পুত্র বলিয়া ইহাঁর পিতা ইহাঁকে একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া চারি বৎসর কাল পর্য্যন্ত বিশপ-কালেজে অধ্যয়নাদি করান। ঐ চারি

* গ্রন্থকারের স্বহস্ত প্রদত্ত টিপ্পনী দৃষ্টে লিখিত হইয়াছে।

† এই অনুমান ভুল—সম্পাদক।

বৎসরের পর এ অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া মাম্রাজে গমন করেন। মাদ্রাজে যাইয়া ইংরাজী ভাষায় গন্থ পদ্য রচনার দ্বারা ত্বরায় খ্যাতাপন্ন হয়েন এবং তত্রস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েন। ১৮৫৬ সালে ইনি সস্ত্রীক হইয়া বাঙ্গালা প্রদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। এখানে দুই তিন বৎসর কাল অপব্যয় করিয়াছিলেন। পরে ১৮৫৮ সালে পাইকপাড়ার রাজাদিগের আদেশে রত্নাবলি নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেন। তৎপরে উপর্য্যপরি এতগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন।

১। শর্ম্মিষ্ঠা নাটক। ২। পদ্মাবতী নাটক। ৩। তিলোত্তমাসম্ভব। ৪। একেই কি বলে সভ্যতা?। ৫। বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া। ৬। মেঘনাদবধ কাব্য (দুই খণ্ড)। ৭। ব্রজাঙ্গনা। ৮। কৃষ্ণকুমারী নাটক। ৯। বীরাঙ্গনা।

পরম্পরায় শুনা গিয়াছে, ইনি বাল্যকালে স্বীয় মাতৃভাষাকে ঘৃণা করিতেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে এক্ষণে তাঁহার রুচির সমূহ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সম্প্রতি ইনি আইন অভ্যাস করিবার জন্য বিলাতে গমনোন্মুখী হইয়াছেন। ঈশ্বর করুন ইহাঁর অভিলাষ পূর্ণ হউক। এবং পাঠ সমাপ্ত হইলে জন্মভূমিতে পুনরাগমন করিয়া স্বীয় উন্নতিসাধন ও স্বদেশীয়দের মঙ্গলবর্দ্ধন ও মনোরঞ্জন করিয়া সুখসচ্ছন্দে বার্দ্ধক্য হরণ করুন। ইনি দেশছাড়া হইবার পূর্ব্বে একবার জন্মভূমিকে মা বলিয়া ডাকিয়াছেন। বিদায়-সম্ভাবসূচক সেই কয়েকটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

["বঙ্গভূমির প্রতি" কবিতা]

—১০ই শ্রাবণ, ১২৬৯ সাল।

['মেঘনাদবধ কাব্যে'র] ভূমিকা

(লেখক মহোদয় কর্ত্তৃক [পরবর্ত্তী সংস্করণে] সংশোধিত।)

মেঘনাদবধ-কাব্য-রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের আজ কি আনন্দ! এবং কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার সেই আনন্দে আনন্দিত না হইবেন। অমিত্র-ছন্দে কাব্য রচনা করিয়া কেহ যে এত অল্প কালের মধ্যে এই পয়ারপ্লাবিত দেশে এরূপ যশোলাভ করিবে, এ কথা কাহার মনে ছিল। কিন্তু বোধ হয় এক্ষণে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মাইকেল মধুসূদনের নাম সেই দুর্লভ যশঃপ্রভায় বঙ্গমণ্ডলীতে প্রদীপ্ত হইয়াছে।

প্রথমে কত লোক কতই বলিয়াছিল, কতই ভয় দেখাইয়াছিল—কতই নিন্দা করিয়াছিল; অমিত্র-ছন্দে কাব্য রচনা করা বাতুলের কার্য্য—বঙ্গভাষায় যাহা হইবার নয়, তাহা ঘটাইবার চেষ্টা করা বৃথা যত্ন—পয়ারাদি ছন্দে লিখিলে গ্রন্থখানি সুমধুর হইত, এক্ষণে এ সকল কথা আর তত শুনা যায় না; এবং যাঁহারা পূর্ব্বে কোন ভাষায় কখন অমিত্র-ছন্দ পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে এই কাব্যখানিকে যথেষ্ট সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ইহার কারণ কি? বাগ্দেবীর বীণা-যন্ত্রের নূতন ধ্বনি বলিয়া কি লোকে ইহার এত আদর করেন, না সুমধুর কবিতারস পানে মত্ত হইয়া ছন্দাছন্দের বিচার করেন না। এ কথার মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে কবিতা কি, এবং কেনই বা কাব্য-পাঠে লোকের মনোরঞ্জন হয়, ইহা স্থির করা আবশ্যক। সামান্যতঃ ভাষামাত্রেই গদ্য এবং পদ্য দুই প্রকার রচনার প্রথা প্রচলিত আছে। নির্দ্দিষ্ট মাত্রা এবং ওজন-বিশিষ্ট শব্দবিন্যাসের নাম পদ্য, আর যাহাতে মাত্রা ও ওজনের নিয়ম নাই, তাহাকে গদ্য কহে। এবং পদ্য রচনার নিয়মও কোন কোন ভাষায় দুই প্রকার অর্থাৎ মিলিত এবং অমিলিত পদসংযুক্ত পদ্য।

কিন্তু যে প্রণালীতেই পদ্য রচনা হউক, কবিতার প্রকৃত লক্ষণাক্রান্ত না হইলে কোন গ্রন্থই কাব্যের শ্রেণীতে পরিগণিত অথবা লোকের মনোরম হয় না। ফলতঃ ছন্দ এবং পদ কবিতার পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কারস্বরূপ; কারণ, গদ্য রচনার স্থানে স্থানেও সম্পূর্ণ কবিতা-লক্ষণ দৃষ্ট এবং কবিতা-

রসাস্বাদনের সম্যক্ সুখ অনুভূত হয়;—ইহার দৃষ্টান্তস্থল কাদম্বরী। সুতরাং অমিলিত পদবিশিষ্ট বলিয়াই উপস্থিত কাব্যখানির এত গৌরব ও সমাদর হওয়া সম্ভাবিত নহে। ইহার অন্য কোন কারণ আছে। সে কারণ কি?

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রসের উদ্দীপন করাই কাব্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য;—ভয়, ক্রোধ, আহ্লাদ, করুণা, খেদ, ভক্তি, সাহস, শান্তি প্রভৃতি ভাবের উদ্রেক এবং উৎকর্ষণ করাই কবিদিগের চেষ্টা। যে গ্রন্থ এই সকল, কিম্বা ইহার মধ্যে কোন বিশেষ রসে পরিপূর্ণ থাকে, তাহাকেই কাব্য কহে, এবং তাহাতে কবিতারূপ পীযূষ পান করিয়াই লোকের চিত্তাকর্ষণ ও মনোরঞ্জন হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থখানিতে সেই সুধার প্রাচুর্য্য থাকাতেই এত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে, গ্রন্থকর্ত্তা যে অসামান্য কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন এবং চমৎকৃত হইতে হয়—সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কীর্ত্তি[কৃত্তি]বাস ও কাশীদাস সঙ্কলিত রামায়ণ এবং মহাভারতের অনুবাদ ছাড়া একত্রে এত রসের সমাবেশ অন্য কোন বাঙ্গালা পুস্তকেই নাই। ইত্যগ্রে যত কিছু পুস্তক প্রচার হইয়াছে, তৎসমুদায়ই করুণা কিম্বা আদিরসে পরিপূর্ণ—বীর অথবা রৌদ্র-রসের লেশমাত্রও পাওয়া সুকঠিন। কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে যিনি মেঘনাদবধের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষার কত দূর শক্তি এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি অদ্ভুত ক্ষমতাপন্ন কবি।

ইন্দ্রজিৎবধ এবং লক্ষ্মণের শক্তিশেল উপাখ্যান বারম্বার পাঠ ও শ্রবণ না করিয়াছেন, বোধ করি বঙ্গবাসী হিন্দু সন্তানের মধ্যে এমত কেহই নাই, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি যে, অভিনবকায়া সেই উপাখ্যানটিকে এই গ্রন্থে পাঠ করিতে করিতে চমৎকৃত এবং রোমাঞ্চিত না হন, এ দেশে এমন হিন্দু সন্তানও কেহ নাই।

সত্য বটে, কবিগুরু বাল্মীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া নানাদেশীয় মহাকবিদিগের কাব্যোদ্যান হইতে পুষ্পচয়নপূর্ব্বক এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত কুসুমরাজিতে যে অপূর্ব্ব মাল্য গ্রথিত হইয়াছে, তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল যত্ন সহকারে কণ্ঠে ধারণ করিবেন।

যে গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবনের রমণীয় এবং ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থসমূহ একত্রিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয়-লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভূতকাল বর্ত্তমান এবং অদৃশ্য বিদ্যমানের ন্যায় জ্ঞান হয়,—যাহাতে দেব, দানব, মানবমণ্ডলীর বীর্য্যশালী, প্রতাপশালী, সৌন্দর্য্যশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ দর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে হয়,—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন বা বিস্ময়, কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণারসে আর্দ্র হইতে হয়, এবং বাষ্পাকুল লোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা যে বঙ্গবাসীরা চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবেন, ইহার বিচিত্রতা কি।

অত্যুক্তিজ্ঞানে এ কথায় যদি কাহার অনাস্থা, হতশ্রদ্ধা হয়, তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া একবার গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিবেন; তখন বুঝিতে পারিবেন, মাইকেল মধুসূদনের কি কুহকিনী শক্তি,—তাঁহার কাব্যোদ্যানে কল্পনাদেবীর কিরূপ লীলা-তরঙ্গ; কখন তিনি ধীরে ধীরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাল্মীকির পদতল হইতে পুষ্প হরণ করিতেছেন এবং কখন বা নবনিকুঞ্জ সৃজন করিয়া অভিনব কুসুমাবলী বিস্তৃত করিতেছেন। ইন্দ্রজিৎ-জায়া প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ, শ্রীরামচন্দ্রের যমপুরি দর্শন, পঞ্চবটী স্মরণ করিয়া, সরমার নিকট সীতার আক্ষেপ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল এবং প্রমীলার সহমরণ কিরূপ আশ্চর্য্য, কতই চমৎকার, বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। আমরা এত দিন কবিকুলের চক্রবর্ত্তী ভাবিয়া ভারতচন্দ্রকে মাল্য চন্দন দানে পূজা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু বোধ হয়, এত দিন পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় কবিকে সিংহাসনচ্যুত হইতে হইল। এ কথায় পাঠক মহাশয়েরা মনে করিবেন না যে, আমি ভারতচন্দ্রের কবিত্ব-শক্তি অস্বীকার করিতেছি। তিনি যে প্রকৃত কবি ছিলেন, তৎপক্ষে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু কবিদিগের মধ্যেও প্রধান অপ্রধান আছেন। কেহ বা ভাবের চমৎকারিত্বে, কেহ বা লেখার চমৎকারিত্বে লোকের চিত্ত হরণ করেন। ভারতচন্দ্র যে শেষোক্তপ্রকার কবিদিগের অগ্রগণ্য, তৎসম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করিবার কাহার সাধ্য নাই। পরিপাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শব্দবিন্যাস করিয়া কর্ণকুহরে অমৃতবর্ষণ করিবার দক্ষতা তিনি যেরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন, বঙ্গকবিকুলের মধ্যে তেমন আর কেহই পারেন নাই; এবং সেই গুণেই বিদ্যাসুন্দর এত দিন সজীব রহিয়াছে। কিন্তু গুণিগণ যে সমস্ত গুণকে কবিকৌলীন্যের শ্রেষ্ঠ

লক্ষণ গণনা করেন, ভারতচন্দ্রের সে সকল গুণ অতি সামান্য ছিল। বিদ্যাসুন্দর এবং অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্র-রচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু যাহাতে অন্তর্দাহ হয়, হৃৎকম্প হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাহ্যেন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়, তাদৃশ ভাব তাহাতে কই? কল্পনারূপ সমুদ্রের উচ্ছ্বাসিত তরঙ্গবেগ কই, বিদ্যুৎছটাকৃতি বিশ্বোজ্জ্বল বর্ণনাছটা কোথায়? তাঁহার কবিতাস্রোতঃ কুঞ্জবনমধ্যস্থিত অপ্রশস্ত, মৃদুগতি প্রবাহের ন্যায়; বেগ নাই, গভীরতা নাই, তরঙ্গতর্জ্জন নাই; মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে অথচ নয়ন এবং শ্রবণ তৃপ্তিকর।

মালিনীর প্রতি বিদ্যার লাঞ্ছনা-উক্তি, বকুলবিহারী সুন্দর দর্শনে নাগরীয় কামিনীগণের রসালাপ, বিদ্যাসুন্দরের প্রথম মিলন, কোটালের প্রতি মালিনীর ভৎসনার ন্যায় সরল সুকোমল বাক্যলহরী মেঘনাদবধে নাই, কিন্তু উহার শব্দপ্রতিঘাতে দুন্দুভিনিনাদ এবং ঘনঘটা-গর্জ্জনের গম্ভীর প্রতিধ্বনি শ্রবণগোচর হয়। বোধ হয়, এ কথায় পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে বিরক্ত হইবেন এবং আমাকে মাইকেল মধুসূদনের স্তাবক জ্ঞান করিবেন। তাঁহাদিগের ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, পূর্ব্বে আমারও তাঁহাদিগের ন্যায় সংস্কার ছিল যে, মেঘনাদ-বধের শব্দ-বিন্যাস অতিশয় কুটিল ও কদর্য্য, এবং সে কথা ব্যক্ত করিতেও পূর্ব্বে আমি ক্ষান্ত হই নাই; কিন্তু এই গ্রন্থখানি বারম্বার আলোচনা করিয়া আমার সেই সংস্কার দূর হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, বিদ্যাসুন্দরের শব্দাবলীতে মেঘনাদবধ বিরচিত হইলে অতিশয় জঘন্য হইত। মৃদঙ্গ এবং তবলার বাদ্যে নটীদিগেরই নৃত্য হয় কিন্তু রণতরঙ্গ-বিলাসী প্রমত্ত যোধগণের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য তূরী, ভেরী এবং দুন্দুভির ধ্বনি আবশ্যক;—ধনুষ্টঙ্কারের সঙ্গে শঙ্খনাদ ব্যতিরেকে সুশ্রাব্য হয় না। পাঠক মহাশয়েরা ইহাতে মনে করিবেন না যে, মাইকেলের রচনাকে আমি নির্দ্দোষ ব্যাখ্যা করিতেছি। তাঁহার রচনার কতকগুলি দোষ আছে, কিন্তু সে সমস্ত দোষ শব্দের অশ্রাব্যতা বা কর্কশতাজনিত দোষ নহে। বাক্যের জটিলতা-দোষই তাঁহার রচনার প্রধান দোষ; অর্থাৎ যে বাক্যের সহিত যাহার অন্বয়—বিশেষ্য বিশেষণ, সংজ্ঞা সর্ব্বনাম, এবং কর্ত্তা ক্রিয়া সম্বন্ধ—তৎপরস্পরের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান; সুতরাং অনেক স্থলে অস্পষ্টার্থ দোষ জন্মিয়াছে,—অনেক পরিশ্রম না করিলে ভাবার্থ উপলব্ধ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ। তিনি উপর্য্যুপরি রাশি রাশি উপমা একত্রিত করিয়া স্তূপাকার করিয়া থাকেন, এবং সর্ব্বত্রে উপমাগুলি উপমিত বিষয়ের উপযোগী হয় না।

তৃতীয় দোষ। প্রথা-বহির্ভূত নিয়মে ক্রিয়াপদ নিষ্পাদন ও ব্যবহার করা; যথা—"স্তুতিলা," "শাস্তিলা," "ধ্বনিলা," "মর্ম্মরিছে," "দ্বন্দ্বিয়া," "সুবর্ণি" ইত্যাদি।

চতুর্থতঃ। বিরাম যতি সংস্থাপনের দোষে স্থানে স্থানে শ্রুতিদুষ্ট হইয়াছে। যথা—

"কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে!—"
"নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক;—"
"হেন কালে হনূ সহ উত্তরিলা দূতী
শিবিরে।——"
"রক্ষোবধূ মাগে রণ; দেহ রণ তারে
বীরেন্দ্র।——"
"দেবদত্ত অস্ত্রপুঞ্জ শোভে পিঠোপরি,
রঞ্জিত রঞ্জন-রাগে, কুসুম-অঞ্জলি—
আবৃত;——"

এই সকল স্থলে "গায়ক," "শিবিরে," "বীরেন্দ্র," "আবৃত" শব্দের পর বাক্য সমাপ্ত হওয়ায় পদাবলীর স্রোতোভঙ্গ হেতু শ্রবণ-কঠোর হইয়াছে।

এ সমস্ত দোষ না থাকিলে মেঘনাদবধ গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইত; কিন্তু, এরূপ দোষাশ্রিত হইয়াও কাব্যখানি এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দৃষ্টিগোচর হয় না।

ফলতঃ

"গাঁথিব নূতন মালা——
রচিব মধুচক্র, গৌড় জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"

বলিয়া গ্রন্থকার যে সদর্প উক্তি করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ সফলতা

হইয়াছে এবং এই "নূতন মালা" চিরকালের জন্য যে তাঁহার কণ্ঠদেশে শোভা সম্পাদন করিবে, ইহার আর সন্দেহ নাই।

অতঃপর ছন্দপ্রণালী সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলা আবশ্যক।

ভাষার প্রকৃতি অনুসারে পদ্য-রচনা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণ এবং ইংরাজি ভাষায় লঘু গুরু উচ্চারণ আশ্রয় করিয়া পদ্য বিরচিত হয়; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি সেরূপ নয়। ইহাতে যদিও হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণ ব্যবহার করার নিয়ম প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু উচ্চারণকালে তাহার ভেদাভেদ থাকে না।—সুতরাং সংস্কৃত এবং ইংরাজি ভাষার প্রথা অনুসারে বঙ্গভাষায় পদ্য রচনা করার নিয়ম প্রচলিত নাই। তাহার প্রণালী স্বতন্ত্র, অর্থাৎ মাত্রা গণনা করিয়া তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, একাদশ, দ্বাদশ এবং চতুর্দ্দশ অক্ষরের পর বিরাম যতি থাকে এবং আবৃত্তির সময় সেই সেই স্থানে, ছন্দ-অনুসারে, শ্বাসপতন করিতে হয়; এবং যে সকল স্থানে শব্দের মিল থাকে; আপাততঃ বোধ হয়, যেন শব্দের মিলনই এ প্রণালীর প্রধান অঙ্গ; কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবনা করিলেই বুঝা যায় যে, শব্দের মিল ইহার আনুষঙ্গিক এবং শ্বাস নিক্ষেপের নিয়মই প্রধান কৌশল। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত মিলিত শব্দপূর্ণ পদ্যাবলীতেও পাওয়া যায়, যথা।—

——"হেরিলাম সরোবরে
কমলিনী বান্ধিয়াছে করী।"—১

"আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি
মথুরার পানে চেয়ে ব্রজের সুন্দরী?"—২

"কি কাজ বাজায়ে বীণা; কি কাজ জাগায়ে
সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে?"—৩

"শুনি গুণ গুণ ধ্বনি তোর এ কাননে
মধুকর, এ পরাণ কাঁদে রে বিষাদে।"—৪

"এস সখি তুমি আমি বসি এ বিরলে
দুজনের মনোজ্বালা জুড়াই দুজনে;"—৫ ইত্যাদি

মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দ রচনারও এই প্রণালী, অতএব অমিত্রচ্ছন্দ বলিয়া কাহারো কাহারো তৎপ্রণীত গ্রন্থের প্রতি এত বিরাগের কারণ কি, এবং সেই বিষয় লইয়া এতই বা বাগ্মিতগুার আড়ম্বর কেন, বুঝিতে পারি না।

তিনি কিছু রচনা বিষয়ে কোন নূতন প্রণালী অবলম্বন করেন নাই, প্রচলিত নিয়মানুসারেই লিখিয়াছেন ; কারণ, বিরাম যতি অনুসারে পদ বিন্যাস করা তাঁহারও রচনার নিয়ম, কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, পয়ারাদি ছন্দে যেমন শব্দের মিল থাকে এবং পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী প্রভৃতি যখন যে ছন্দ আরম্ভ হয়, তাহার শেষ পর্য্যন্ত সমসংখ্যক মাত্রার পরে সর্ব্বত্রেই একরূপ বিরাম যতি থাকে, মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দে তদ্রূপ না হইয়া সকল ছন্দ ভাঙিয়া সকলের বিরাম যতির নিয়ম একত্রে নিহিত এবং গ্রথিত হইয়াছে এবং যতি স্থলে শব্দের মিল নাই। সুতরাং কোন পংক্তিতে পয়ার ছন্দের নিয়মে আট এবং চতুর্দ্দশ মাত্রার পরে, কোনটিতে ত্রিপদী ছন্দের ন্যায় ছয় এবং আট এবং কখন বা এক পংক্তিতেই দুই তিন প্রকার ছন্দের যতিবিভাগ নিয়ম গৃহীত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণ দৃষ্টে প্রতিপন্ন হইবে। যথা—

যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী—১
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি উতরিলা—২
নারী-দেশে ; দেবদত্ত শংখনাদে রুষি—৩
রণরঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে ;—৪
উথলিল চারি দিকে দুন্দুভির ধ্বনি ;—৫
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,—৬
উলঙ্গিয়া অসিরাশি কার্ম্মুক টংকারি ;—৭
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে।—ঝক্ ঝক্ ঝকি—৮
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী।—৯
মন্দুরায় হ্রেসে অশ্ব ; উর্দ্ধকর্ণে শুনি—১০
নূপুরের ঝণঝণি, কিঙ্কিণীর বোলী,—১১
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী,—১২
বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি,—১৩
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি—১৪
দূরে।—রঙ্গে গিরিশৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে—১৫
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি—১৬
সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে।—১৭

উদ্ধৃত পদাবলী পাঠে বিদিত হইবে যে—১, ৪, ৫, ৬, ৭, [৮,] ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, পংক্তির পদবিন্যাস পয়ারের ন্যায় এবং বিরামস্থল আট ও চতুর্দ্দশ মাত্রার পর, ২য় এবং ৩য় পংক্তিতে "আসি," "উত্তরিলা," "নারীদেশে" এবং "কৃষি" শব্দের পর দশম অথবা চতুর্থ মাত্রার পর, এবং ১৫শ পংক্তিতে "দূরে," শৃঙ্গে" ও "কন্দরে" শব্দের পর বিশ্রাম যতি স্থাপিত হইয়াছে।

পাঠক মহাশয়েরা ইহা দ্বারাই মাইকেল-প্রণীত অমিত্রচ্ছন্দ রচনার সন্ধান বুঝিতে পারিবেন এবং ঐ সমস্ত বিরামস্থলে শ্বাস পতন করাই এই ছন্দ আবৃত্তি করার কৌশল।

প্রকারান্তরে অমিত্রচ্ছন্দ বিরচিত হইতে পারে কি না, সে একটি স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু বঙ্গভাষার যেরূপ প্রকৃতি এবং অদ্যাবধি তাহাতে যে নিয়মে পদ্য রচনা হইয়া আসিয়াছে তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে, এই প্রণালী অতি সহজ ও প্রশুদ্ধ প্রণালী। হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ অনুসারেও বঙ্গভাষায় ছন্দরচনা হইতে পারে, এবং ভুবনচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত ছন্দকুসুম গ্রন্থেও সেই প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে; কিন্তু বোধ হয় যে, যত দিন সচরাচর কথোপকথনে আমাদের দেশে বর্ণ অনুসারে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের প্রথা প্রচলিত না হয়, তত দিন সে প্রণালীতে পদ্যরচনা করা পণ্ডশ্রম মাত্র—ইহা ছন্দকুসুম গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই পাঠক মহাশয়দিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে। পরন্তু যদি কখন বঙ্গভাষার প্রকৃতির তত দূর বৈলক্ষণ্য ঘটে এবং লোকে সামান্য কথোপকথনে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের অনুবর্ত্তী হন, তবে সে প্রণালী যে উৎকৃষ্টতর এবং তাহাতেই পদ্য বিরচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তৎপক্ষে সংশয় নাই।

পরিশেষে গ্রন্থকারের জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ে গুটিকত কথা বলিলেই হয়।*

ইনি আনুমানিক ১২৩৫ সালে জেলা যশোহরের অন্তর্গত কবতক্ষ নদীতীরবর্ত্তী সাগড়দাঁড়ী গ্রামে ৺রাজনারায়ণ দত্তের ঔরসে জাহ্নবী দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা কলিকাতা সদর-দেওয়ানি আদালতের এক জন প্রধান উকীল ছিলেন। ইহাঁর মাতা যশোহরের অন্তর্গত কাটিপাড়ার জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা। ইহাঁরা তিন

* গ্রন্থকারের স্বহস্ত-লিখিত লিপি-দৃষ্টে এই অংশ লিখিত হইয়াছে।

সহোদর ছিলেন। ইনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, আর দুই জন শৈশবাবস্থাতেই কালগ্রাসে পতিত হয়েন। ইনি হিন্দুকালেজে ইংরাজী ও পারস্য ভাষা অভ্যাস করেন। ১৬।১৭ বৎসর বয়সে ইনি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন করেন। তত্রাচ একমাত্র পুত্র বলিয়া ইহাঁর পিতা ইহাঁকে একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া চারি বৎসর কাল বিষপ্সকালেজে অধ্যয়নাদি করান। ঐ চারি বৎসরের পর এ অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া ইনি মান্দ্রাজে গমন করেন। মান্দ্রাজে যাইয়া ইংরাজী ভাষায় গদ্য পদ্য রচনার দ্বারা ত্বরায় সুখ্যাতি লাভপূর্ব্বক তত্রত্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫৬ সালে ইনি সস্ত্রীক বাঙ্গালা প্রদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। এখানে দুই তিন বৎসর কাল অপব্যয় করিয়াছিলেন। পরে ১৮৫৮ সালে পাইকপাড়ার রাজাদিগের আদেশে রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেন। তদনন্তর উপর্য্যুপরি এতগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন;—

১ম, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক। ২য়, পদ্মাবতী নাটক। ৩য়, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। ৪র্থ, একেই কি বলে সভ্যতা। ৫ম, বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া। ৬ষ্ঠ, মেঘনাদবধ কাব্য। ৭ম, ব্রজাঙ্গনা। ৮ম, কৃষ্ণকুমারী নাটক। ৯ম, বীরাঙ্গনা। ১০ম, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

পরম্পরায় শুনা গিয়াছে, ইনি বাল্যকালে স্বীয় মাতৃভাষাকে ঘৃণা করিতেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে এক্ষণে তাঁহার রুচির সমূহ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। ইনি আইন অভ্যাস করিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, সম্প্রতি জন্মভূমিতে প্রত্যাগত হইয়াছেন; জগদীশ্বর করুন, ইনি দীর্ঘজীবী হইয়া স্বীয় উন্নতি সাধন ও স্বদেশীয়দের মঙ্গল বর্দ্ধন এবং মনোরঞ্জন করিয়া সুখসচ্ছন্দে কালহরণ করেন।—১৩ আশ্বিন, ১২৭৪ সাল।

মনুষ্য জাতির মহত্ত্ব—কিসে হয়

মহৎ হইবার ইচ্ছা মনুষ্যজাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। সকল ব্যক্তি এবং সকল জাতিরই অভিলাষ যে, তাহারা জনসমাজে অগ্রগণ্য এবং প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাপি সকল জাতিকে অথবা এক জাতিকেই সকল সময়ে মহৎ হইতে দেখা যায় না। কেবল মহৎ হইবার ইচ্ছা থাকিলেই হইতেছে না। যে সমস্ত গুণের সম্ভাবে লোকে মহৎ হয়, তাহা আয়ত্ত করা আবশ্যক। সেই সকল গুণ এবং উপায়প্রণালী সর্ব্বদা মনোমধ্যে চিন্তা করা এবং তদনুসারে কার্য্য না করিয়া, কেবল মহত্ত্বলাভের ইচ্ছা করা, বামনের চন্দ্রধারণের আশার ন্যায় নিষ্ফল। অতএব এই সংস্কার, যে জাতির মনে বদ্ধমূল আছে, সেই জাতিই মহত্ত্ব লাভ করে, এবং যত দিন এই সংস্কার অবিচলিত থাকে, তত দিনই তাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি এবং উন্নতি সাধন হয়; ইহার অন্যথা হইলেই পতনদশা আসিয়া উপস্থিত হয়।

আমাদিগের দেশে এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহৎ হইবার বাসনা লোকের অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়াছে, এবং সুশিক্ষিত যুবা পুরুষদিগের ন্যায় অনেকের মনে সেই বাসনা বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। অতএব সেই বাসনাকে পরিণামে ফলপ্রদ করিবার নিমিত্ত, মনুষ্যজাতি কিসে মহৎ হয়, এই বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। সেই জন্যই আমরা এই প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

মনুষ্যজাতি কিসে মহৎ হয়, এই সমস্যাটি অতি গুরুতর। ইহার শেষ মীমাংসা করিয়া উঠা অনেক পরিশ্রম, বিবেচনা এবং আয়াসসাধ্য। এ বিষয়ের সম্যক্‌রূপ সিদ্ধান্ত করিয়া উঠি, আমাদিগের তাদৃশ ক্ষমতা নাই, এবং তাহাও আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। ইহার প্রতি লোকের দৃষ্টি থাকে, তাঁহারা মনোমধ্যে এই চিন্তাকে স্থান দান করেন, এবং ইহার তত্ত্বনির্ণয়ে মনোযোগী হইয়া, প্রকৃত সিদ্ধান্ত করিতে উদ্যোগী হন, ইহাই আমাদিগের অভিপ্রেত। অতএব আমরা এ বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ যাহা স্থির করিতে পারিয়াছি, এ স্থানে তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

মনুষ্যজাতি কিসে মহৎ হয়, এই কথার মীমাংসা করিবার জন্য ইতিহাসই প্রধান অবলম্বন। পৃথিবীর যে সকল জাতি মহৎ হইয়াছে,

কিম্বা এখনও যাহারা মহৎ হইতেছে, তাহাদিগের ইতিহাস আলোচনা করিলে, সর্ব্বত্রই প্রায় একটি সাধারণ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। কোন একটি প্রবৃত্তির প্রাধান্য করিতে কৃতসঙ্কল্প ও সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, তদর্থে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করাই সেই নিয়ম। দেশ কাল এবং জাতিভেদে সেই প্রবৃত্তিটি বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। কখন বা মাতৃভূমির প্রতি স্নেহ, কখন বা ধর্ম্মানুরাগ, কখন বা জ্ঞানতৃষ্ণা, কখন বা বাহুবল-গৌরব, কখন বা অর্জ্জনস্পৃহা ইত্যাকার কোন না কোন একটি প্রবৃত্তি সমাজমণ্ডলীতে প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ফলাফল সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ হইয়া থাকে। সমাজের সকল ব্যক্তিই প্রতিষ্ঠিত প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে যত্নবান্ এবং তদর্থ জীবনসর্ব্বস্ব পরিহার করিতে পরাঙ্মুখ না থাকায়, সেই জাতির লোকদিগের মধ্যে একতা, সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা সংস্থাপিত হয়। স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম বলিয়া, সকলেরই মনে একটি স্পর্দ্ধা জন্মে, এবং সংকল্পিত কামনা সফল করিবার নিমিত্ত পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস করিয়া সকলেই কায়মনোবাক্যে তদনুকূল আচরণ করিতে থাকে, এবং অচিরাৎ এই সমস্ত গুণের সহযোগে মহত্ত্ব লাভ করে। প্রাচীন গ্রীস্, রোম, আরব, ভারতবর্ষ এবং বর্ত্তমান ইংলণ্ড ইহার উদাহরণস্থল।

গ্রীস্—প্রাচীন গ্রীকেরা জগতের মধ্যে এক অপূর্ব্ব জাতি ছিল। কোন জাতিই আজি পর্য্যন্তও ইহাদিগের তুল্য মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে নাই। বুদ্ধি, বিক্রম, সাহস, বিদ্যা, শিল্প, সাহিত্য এবং দর্শন, সকল বিষয়েই ইহারা অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছে। ইহাদিগের কীর্ত্তি দেখিয়া, আজি পর্য্যন্তও পৃথিবীর সমস্ত লোক চমৎকৃত হয়। আজকাল যে সকল ইউরোপীয় জাতিদিগের এত প্রাদুর্ভাব, তাহারাও অনেক বিষয়ে সেই গ্রীকদিগের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। কাব্য, শিল্পনৈপুণ্য প্রভৃতি অনেক বিষয়ে এখনও উহাদিগের ছায়া অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। গ্রীকেরা এই অনুপম মহত্ত্ব অতি অল্প কালের মধ্যেই লাভ করিয়াছিল। খ্রীষ্টের প্রায় ৪৯০ বৎসর পূর্ব্বে তাহাদিগের উন্নতি আরম্ভ হয়, এবং খ্রীষ্টের ৩২৩ বৎসর পূর্ব্বে তাহারা সংসারলীলা সম্বরণ করে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা যে সকল কীর্ত্তি করিয়া

গিয়াছে, সে সকল ভাবিয়া আথিনীর ধ্যান করিলে, শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

গ্রীকদিগের মহানুভবতা এবং উৎকর্ষপ্রিয়তাই এই অপূর্ব্ব উন্নতির প্রধান কারণ। উৎকর্ষজনিত আনন্দই যেন তাহাদিগের একমাত্র বাঞ্ছনীয় পদার্থ ছিল। তাহাদিগের মন ক্ষুদ্র বিষয়ে ধাবিত হইত না এবং যখন যে বিষয়ের প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ জন্মিত, তাহার সম্পূর্ণ উৎকর্ষ সম্পাদন না করিয়া, তাহারা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইত না। কাব্য, নাটক, শিল্প, দর্শন, ন্যায়, বিজ্ঞান, রাজনীতি এবং যুদ্ধকৌশল, যখন যাহাতে মনোনিবেশ করিয়াছে, তখনি তাহারা তাহার একশেষ করিয়া ছাড়িয়াছে। শিল্পনৈপুণ্যে প্রস্তরের পরুষভাব দূর করিয়া, এরূপ কোমলাভ মূর্ত্তি এবং গৃহাদি প্রস্তুত করিয়াছিল যে, দুই সহস্র বৎসর গত হইল, আজিও সেই সকল প্রস্তরময়ী প্রতিমা এবং গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দেখিয়াও, নয়ন মন বিস্ময়রসে মুগ্ধ হইতে থাকে। তাহাদিগের ইতিহাস, দর্শন এবং নাটকাদি আজিও ইউরোপখণ্ডে আদর্শস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। তাহারা নিজে অতি সুশ্রী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিল, এবং সকল বিষয়ের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করাই যেন, তাহাদিগের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাহাদিগের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিরাও সেইরূপ মহাশয় এবং মহানুভব ছিলেন। আলেকজণ্ডরের জড় ব্রহ্মাণ্ড জয় করিবার ইচ্ছা এবং অরিস্ততলের মনোব্রহ্মাণ্ড করতলস্থ করিবার ইচ্ছা, উভয়ই তুল্য এবং তাঁহারা উভয়েই স্ব স্ব অভিপ্রেত বিষয়ে অলোকসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহাদিগের পণ্ডিতমণ্ডলী জ্ঞানের জ্যোতিতে দিঙ্মণ্ডল আলোকময় করিয়াছিলেন। সে জ্যোতি আজিও অপ্রতিহত হইয়া, ভূমণ্ডলে প্রদীপ্ত রহিয়াছে। যে সক্রেতিস্‌ জ্ঞানার্জ্জন এবং জ্ঞানবিতরণের জন্য বিষভক্ষণে অপমৃত্যু স্বীকার করিয়াছিলেন, পৃথিবীর সকল লোকে আজিও তাঁহাকে নমস্কার করিতেছে। মহামতি প্লেটোর নিকট আজিও লোকে সমাদরে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে, এবং পণ্ডিতমণ্ডলী অক্ষয়কীর্ত্তি অরিস্ততলের বাক্য আজিও শিরোধার্য্য করিতেছেন।

গ্রীকদিগের সাহস, বীর্য্য এবং রণনৈপুণ্যও ইহার অনুরূপ ছিল। যে দিন পারসীক সম্রাট্‌ গ্রীকদিগের পবিত্র মাতৃভূমিতে পদার্পণ করিয়া, তাহাদের মর্ম্মগ্রন্থিতে দারুণ প্রহার করেন, সেই দিন অবধি উহাদিগের

সৌভাগ্য-সূর্য্য সহস্র কিরণ বিস্তার করিয়া উদয় হইয়াছিল। কেবল আথিনীয়েরাই দশ হাজার সৈন্য লইয়া, মারাথনক্ষেত্রে দুই লক্ষ পারসীককে পরাজয়, এবং তাহাদিগকে স্বদেশ হইতে দূরীভূত করিয়া, অনতিবিলম্বে তাহাদিগের রাজ্য আক্রমণ করে। থার্ম্মপলির যুদ্ধের কথা স্মরণ হইলে সর্ব্বশরীরে লোমহর্ষণ হয়। সেই প্রাতঃস্মরণীয় গিরিসঙ্কটে কেবল তিন শত জন স্পার্টীয় বীরপুরুষ উদ্বেল সাগরতরঙ্গ-সদৃশ বিপক্ষসেনাকে সুদীর্ঘ কাল প্রতিরোধ করিয়া, সম্মুখসমরে শয়ন করে। সেই দিন হইতেই গ্রীকদিগের উন্নতি দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং উহারা বল, বুদ্ধি, বিদ্যা এবং সভ্যতায় অদ্বিতীয় হইয়া, মাতৃভূমিকে নানাবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়া, জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

রোম—বাহুবলগৌরব ও অর্জ্জনস্পৃহা হইতে যে মহত্ত্বের উদয় হয়, প্রাচীন রোমকেরা তাহারই উদাহরণস্থল। বীরত্ব, সাহস, এবং রাজনীতি-কুশলতায়, কি প্রাচীন, কি বর্ত্তমান, কোন জাতিকেই ইহাদিগের তুল্য দেখিতে পাওয়া যায় না। জগতের মধ্যে রোমনগরী অদ্বিতীয় হইবে, রোমনগরবাসীর নাম, আর ক্ষিতিনাথের নাম অভিন্ন হইবে, লাটিন জাতির বাহুবল ও পরাক্রমে ধরাতল শঙ্কিত হইবে, ইহাই উহাদিগের মহাসঙ্কল্প ছিল। এই সঙ্কল্পের সাধন জন্য উহারা ধন প্রাণ নষ্ট করিয়া, অর্দ্ধ ভাগেরও অধিক বসুমতী জয় করিয়াছিল। পূর্ব্ব দিকে পারথিয়া (এক্ষণকার পারস্য এবং কাবুল), পশ্চিমে হিস্পানী (এক্ষণকার স্পেন এবং পর্টুগেল), উত্তরে দানুবাঞ্চল (এক্ষণকার জর্ম্মন রাজ্য), এবং আরো উত্তরে বৃটনদ্বীপ (আধুনিক ইংলণ্ড) এবং দক্ষিণে সমস্ত উত্তর আফ্রিকা রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। প্রায় এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত এই বিপুল সাম্রাজ্যে রোমকেরা একচ্ছত্রে আধিপত্য করে। উহাদের শাসনপ্রণালী অতি পরিপাটী ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল এবং রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইত। এই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষ হইতে এক্ষণে কত শত প্রধান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাদিগের ব্যবহারশাস্ত্র এবং ব্যবহারজ্ঞদিগের ব্যবস্থা এক্ষণে সমস্ত ইউরোপ-খণ্ডে আলোচিত হয়। রোমকদিগের ঐক্য, একাগ্রতা এবং অধ্যবসায় যে কিরূপ ছিল, তাহা ইহা দ্বারাই উপলব্ধ হইতে পারে।

আরব—আরবেরা প্রভৃত ধর্ম্মানুরাগ হইতেই মহত্ত্ব লাভ করে। খ্রীঃ ৫৭০ অব্দে মহম্মদের জন্ম হয়। মহম্মদ জন্মিবার পূর্ব্বে আরবেরা অসভ্য, শ্রীভ্রষ্ট ও যাযাবর ছিল। প্রণালীবদ্ধ সমাজের নিয়মাধীন ছিল না। পরস্পর অসম্বদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র দলভুক্ত হইয়া, যাহার যেখানে ইচ্ছা বাস করিত। তাহাদের মধ্যে কোন কোন দল নগর, গ্রাম কিম্বা পল্লীতে থাকিয়া, বাণিজ্য ব্যবসায় এবং কৃষিকার্য্যদ্বারা দিনপাত করিত; কিন্তু অনেকেই কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বা দেশে স্থায়ী হইয়া বাস করিত না। বিবাদ, বিসম্বাদ এবং শ্রমশীল জাতিদিগের প্রতি অত্যাচারে রত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এই অসভ্য অসম্বদ্ধ মানবদিগকে মহম্মদ এক অলৌকিক ধর্ম্মসূত্রে বন্ধন করিয়া যান। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিবলে একখানি অদ্ভুত গ্রন্থের সৃষ্টি করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে এরূপ ঐক্য এবং একাগ্রতা সংস্থাপন করেন যে, নিমেষকালমধ্যে সেই অসভ্য শ্রীভ্রষ্ট আরবেরা ঘৃতসিক্ত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া, সমস্ত বসুন্ধরাকে উদরসাৎ করে। পৃথিবীর যাবতীয় রাজ্য প্রায় রণদুর্ম্মদ আরবদিগের হস্তে নিপতিত হয়। এইরূপে বহুকাল উহারা গৌরবের সহিত পৃথিবীতে একাধিপত্য করে। এখনও ইউরোপ, আসিয়া এবং আফ্রিকা-খণ্ডের বহুতর স্থানে মুসলমানদিগের নাম ও আধিপত্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে। মহম্মদ যে কোরানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আজিও তাহা ভূমণ্ডলের কোটি কোটি লোককে শাসন করিতেছে। আর সকল ধর্ম্মই প্রায় অন্তঃসারহীন হইয়া পড়িয়াছে; মুসলমানধর্ম্ম এখনও সজীব আছে। পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, আরবেরা কেবল রণকুশল এবং যুদ্ধপ্রিয় ছিল। তাহাদের মধ্যে সাহিত্য, শিল্প এবং গণিতাদির বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। ফলে কোন একটি প্রবল মনোবৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া, একবার সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারিলে, সমাজের শ্রীবর্দ্ধক সকল বিষয়ই আপনা হইতে উন্নত এবং পরিবর্দ্ধিত হয়। আরব্য ইতিহাস দ্বারা আরও একটি বিষয় প্রতিপন্ন হইতে পারে। কেবল বলিষ্ঠ, তেজস্বী এবং স্বাধীনতাপ্রিয় হইলেই মনুষ্যজাতির মহত্ত্ব হয় না। আরবেরা আজন্ম মহাবলবান্ এবং স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল; আসুরীয়, মিদি প্রভৃতি কোন জাতিই বহু আয়াসেও তাহাদিগের স্বাধীনতা লোপ করিতে পারে নাই, তথাপি যত দিন মহম্মদ ধর্ম্মসূত্রে তাহাদিগের একতাবন্ধন না

করিয়াছিলেন, এবং অনন্তকাম করিয়া, তাহাদিগকে এক মহাসঙ্কল্পে ব্রতী করিতে না পারিয়াছিলেন, তত দিন তাহারা মহৎ হইতে পারে নাই।

ভারতবর্ষ—প্রাচীন ভারতনিবাসীরা যে কিরূপ উন্নত, প্রতিভান্বিত এবং সমৃদ্ধ ছিল, তাহা পাঠকগণকে বিশেষ করিয়া জানাইবার প্রয়োজন নাই। আমরাই সেই প্রতিষ্ঠিত আর্য্যবংশের ধ্বংসাবশেষ। এক্ষণে হেয়, অপকৃষ্ট, অপদার্থ, অক্ষম, এবং অসার হইয়াছি। তথাপি সেই শ্রেষ্ঠ জগন্মান্য মহামতি পূর্ব্বপুরুষদিগের কথা স্মরণ করিলে, এখনও হৃদয়-শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এখনও সেই মহাত্মাদিগের কীর্ত্তি ও গৌরব ভাবিয়া, অনেক সময়ে তাপিত হৃদয়কে শীতল করিতে হয়। কিন্তু সেই মহাপুরুষদিগের মহত্বের কারণ কি, তাহা আমরা কত বার অনুসন্ধান করিয়া থাকি? ইদানী[ং] ব্রাহ্মণদিগকে নিন্দা, এবং তাঁহাদিগকে এদেশ উৎসন্ন করিবার হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা একটি প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু কাহাদিগের হইতে ভারতনিবাসী আর্য্যবংশীয়েরা মহত্ব লাভ করিয়াছিল, এবং কাহাদিগের কীর্ত্তিতে ভারত নাম এখনও ভূমণ্ডলে সজীব আছে, সে কথা আমরা একবারও ভাবি না। ভারতের পুরাবৃত্ত নাই; কিন্তু যৎসামান্য যাহা আছে, নিবিষ্ট চিত্তে তাহারই আলোচনা করিলে, সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ব্রাহ্মণেরাই সেই মহত্বের একমাত্র কারণ ছিলেন। অনিবার্য্য জ্ঞানতৃষ্ণায় অধীর হইয়া, তাঁহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। সংসারের বিলাসবাসনা সমাজের অন্যান্য জনগণকে সমর্পণ করিয়া, তাঁহারা কেবল জ্ঞানান্বেষণ এবং বিদ্যার উপাসনাকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া, বনে বনে দারুণ কষ্টে কালাতিপাত করিতেন। জ্ঞানের আলোক কিসে পৃথিবীতে দিন দিন সমধিক উজ্জ্বল হইবে, ইহাই তাঁহাদিগের ধ্যান, চিন্তা এবং কামনার বিষয় ছিল। এই অনুপম অধ্যবসায় এবং জিতেন্দ্রিয়তা-গুণে তাঁহারা অভিলষিত বিষয়েও অপরিসীম মহত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বেদ, বেদান্ত, সাহিত্য ও দর্শন এখনও পৃথিবীর পণ্ডিতকুলের বিস্ময়জনক হইয়া রহিয়াছে। এই ব্রাহ্মণমণ্ডলীর প্রতি অবিচলিত ভক্তিই তৎকালীন সমাজবন্ধনের একমাত্র দৃঢ় সূত্র ছিল। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, সকলেই একমত, একোদ্যোগী হইয়া, ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণদিগের প্রতিষ্ঠিত পূজ্য শাস্ত্রকলাপকে রক্ষা করিবার জন্য জীবনসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও আনন্দ অনুভব

করিত। এ স্থলে আমাদিগের বলিবার এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, মাতৃভূমিস্নেহ এবং বাহুবলগৌরব প্রভৃতি অন্যান্য প্রবৃত্তি তৎকালে সমাজমণ্ডলীকে সংস্পর্শ করিত না। সে সকল কারণ যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। কিন্তু যে প্রবৃত্তির প্রাধান্যে তৎকালের জনসমাজ একমত ও একোদ্যোগী হইয়া কার্য্য করিত, আমাদিগের বিবেচনায়, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অবিচলিত ভক্তিই তাহার মূল হেতু, এবং ব্রাহ্মণদিগের নিরতিশয় জ্ঞানতৃষ্ণাই প্রাচীন ভারতবাসীদিগের মহত্বের অদ্বিতীয় কারণ। কালধর্ম্মে ব্রাহ্মণেরা মতিচ্ছন্ন হইবার পর, এ দেশ উৎসন্ন হইয়াছে। কিন্তু যে-কোন প্রবৃত্তিরই প্রাধান্যে জাতিবিশেষের মহত্ব হউক না কেন, তাহার হ্রাস হইলেই সেই জাতির অধোগতি হইবে। কিসে যে সেই হ্রাস হয়, তাহা নির্ণয় করা মনুষ্যবুদ্ধির অসাধ্য। কিন্তু কোন একটি প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার না করিলে, সমাজের যে উন্নতি হয় না, তাহার আর সন্দেহ নাই।

ইংলণ্ড—অর্জ্জনস্পৃহার প্রাধান্য হইতেই এই দেশের মহত্ব হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই দেশে অর্জ্জনস্পৃহা উত্তেজিত হইয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ পরস্বাপহারী দুর্দ্দান্ত নর্ম্মানজাতি, ইউরোপের উত্তর খণ্ড হইতে আসিয়া, এ দেশের আদিমবাসী সক্‌সনদিগকে পরাজয় করিয়া, তথায় বাস করে। কালসহকারে নর্ম্মান এবং সক্‌সন জাতি মিলিত হইয়া, এক্ষণকার ইংরাজদিগের উৎপত্তি হয়। সহজেই নর্ম্মান জাতির দুরন্ত অর্জ্জনস্পৃহা উহাদিগকে অনেকাংশে আশ্রয় করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ড অতি ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় এবং অনুর্ব্বর দ্বীপ। মনুষ্যের জীবিকানির্ব্বাহ এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপযোগী দ্রব্য সামগ্রী তথায় তাদৃশ সুলভ নহে। সুতরাং তাহার অন্বেষণে, উহাদিগকে পৃথিবীর নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। কিরূপে সংসারযাত্রা স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইবে, প্রত্যেক ইংরাজেরই মনে আজন্ম এই চিন্তাটি বলবতী হইয়া আসিয়াছিল, এই চিন্তার অনুগামী হইয়া সকলেরই চিত্ত ক্রমশঃ এক দিকে ধাবিত হইতে লাগিল, সকলেরই বল, বুদ্ধি, যত্ন একপথাবলম্বী হইয়া উঠিল। উহাদের মধ্যে সমধিক সাহসিক পুরুষেরা অন্নচেষ্টায় দুস্তর পারাবার অতিক্রম ও বিদেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাগত হইতে থাকায়, সকলেরই মন ক্রমে বাণিজ্যপথে

পরিচালিত হইতে লাগিল। অর্থোপার্জ্জনই উহাদিগের একমাত্র কাম্য এবং উপাস্য হইয়া উঠিল। সকলেই তখন নিরতিশয় উৎসাহের সহিত বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিরত হওয়ায়, বাণিজ্যলক্ষ্মী সদয়া হইলেন। সহিষ্ণুতা, সাহস, স্বাবলম্বন, অধ্যবসায় এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রভৃতি যে সকল গুণ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিকর, তৎসমুদায় ক্রমশঃ ইংলণ্ডবাসীদিগের মনে বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বজাতিগৌরব এবং স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার আধিক্য হইয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে বাণিজ্যলক্ষ্মীর ঐকান্তিক উপাসনাই ইংলণ্ডের মহত্ত্বের মূলীভূত কারণ। ইংলণ্ডেশ্বরীর অতুল ঐশ্বর্য্যভাণ্ডারমধ্যে অমূল্য রত্নস্বরূপ যে ভারতভূমি, তাহাও ঐ অর্জ্জনস্পৃহার আনুষঙ্গিক ফলমাত্র। এইরূপে ফরাসী, জর্ম্মান, স্পেন প্রভৃতি রাজ্যের ইতিহাস অন্বেষণ করিলে, আরো বহুল উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলতঃ কোন একটি প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া, তাহার চরিতার্থতা সাধনে কৃতসঙ্কল্প হওয়াই মনুষ্যজাতির মহত্ত্ব লাভের একমাত্র উপায়। পুরাকালে যে যে জাতি মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে, সকলেই এই অপরিহার্য্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াছে, এবং এক্ষণেও তাহাই ঘটিতেছে। কেবল বলিষ্ঠ এবং বুদ্ধিমান্ হইলে অথবা কেবল মহৎ হইবার বাসনা করিলেই, মনুষ্যজাতি কখন মহৎ হয় না, এই কথাটি সর্ব্বদা আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। আমরা মহৎ হইতে বাসনা করিতেছি, কিন্তু যে নিয়মে মনুষ্যজাতি মহৎ হয়, তাহা অবলম্বন না করিলে, সকলই নিষ্ফল হইবে।

পরিশেষে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। অনেকেই আশঙ্কা করেন যে, ভারতবাসীরা আর কখন মহৎ হইতে পারিবে না। ইহা কত দূর সত্য, তাহার নির্ণয় করা মনুষ্যবুদ্ধির অসাধ্য। একবার এক জাতির উন্নতি হইয়া গেলে, সেই জাতি আবার সৌভাগ্যশিখরে আরোহণ করিতে পারে কি না, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা, তিনিই তাহা অবগত আছেন। কিন্তু তাহা না হইবার পক্ষে আপাততঃ কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে নিয়মে একবার মহৎ হইয়াছিল, সেই সকল নিয়মাবলী পুনর্ব্বার সমবেত হইলে, আবার মহৎ হইতে পারে। পরন্তু বর্ত্তমান কালেও ইহার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখা গিয়াছে। প্রাচীন রোমকদিগের কীর্ত্তিমন্দির যে ইতালী দেশ, তাহা বহুকালাবধি

হৃতশ্রী এবং হীনাবস্থ হইয়াছিল; কিন্তু সম্প্রতি পুনরায় সেই দেশের লোকেরা একমত হইয়া, একটি প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করায়, পুনরায় সেই দেশ প্রতিভান্বিত হইয়া, জনসমাজে গণনীয় হইয়াছে। ভারতভূমির পুনরুত্থানের পক্ষে অনেক প্রতিবন্ধক আছে সত্য, ইহা বহু বিস্তৃত দেশ এবং ইহার মধ্যে অনেক জাতি, অনেক ভাষা এবং অনেক ধর্ম্ম প্রবল আছে। তথাপি সম্যক্ উপযোগী একটি প্রবৃত্তি, সকলের মনকে আকর্ষণ করিলে, এই সমস্ত লোক যে এক সঙ্কল্পে ব্রতী হইতে পারে না, আমরা এরূপ আশঙ্কা করি না। ভাল, তাহা না হইলেও, ইহার মধ্যে কোন একটি জাতি যে পুনরুত্থিত হইয়া, সমুদায় ভারতভূমিকে উজ্জ্বল করিতে পারিবেন না, তাহার কোন হেতুই দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন গ্রীস অঞ্চলও এইরূপ বহুসংখ্যক নগরীতে পারপূর্ণ ছিল; তথাপি আথিনীয়েরা গ্রীক নামের সার্থকতার নিমিত্তে কি না করিয়াছে। ভারতভূমির এক্ষণকার এই সকল বিবিধ জাতির মধ্যে কোন্ জাতির যে পুনর্ব্বার ভাগ্যোদয় হইবে, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু কোন জাতিরই হতাশ হইয়া, নিশ্চেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নহে। সকলেরই প্রকৃতবিধানে স্বীয় স্বীয় উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক;—কেবল মহৎ হইবার বাসনা করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে না।—'বঙ্গদর্শন', জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯।

খিদিরপুর দাঁতভাঙ্গা কাব্য

বাঙ্গালিরা তবে শুন বাঙ্গালির যত গুণ
ব্যাখ্যা করি আজ্ঞামত তাঁর ;
সত্য প্রিয় ধরাধামে অমৃত বাজার নামে
সুবিখ্যাত পত্রিকা যাঁহার।
বাঙ্গালির মুখ-পাত বাঙ্গালির বিষ দাঁত
বাঙ্গালির চক্ষু মুখ নাক ;
বাক্যবিশারদ বীর প্রিয় পুত্র জননীর
অন্ধকার বঙ্গের জনাক—
আমার শিশির ভাই তাঁহার আদেশে গাই
ইথে কেহ নাহি কর ক্রোধ ;
আচার্য্য যেমন যার সেইরূপ শিষ্য তার
অধমের এই অনুরোধ॥

১

বাঙ্গালি অপূর্ব্ব জাতি বিষম বুকের ছাতি
সাহসে সম্বাদ পত্র লেখে ;
মল্লভূমি মুদ্রালয় একাকী অকুতোভয়
কল্পনায় কত যুদ্ধ দেখে।
বিড়ালে করিলে তাড়া মূষা যদি দেয় সাড়া
অমনি লেখনী ধরে বীর।
সাত সর্গে উপাখ্যান সাঙ্গ করি তেজীয়ান্
বঙ্গভূমি করয়ে অস্থির।
ঘরে যদি শিশু কাঁদে সম্পাদক ঘোর নাদে
ছুটে গিয়া কার্নিসে দাঁড়ায়,
বগলে কাগজ আঁটি কলম ঢাকের কাঠী
বর্গী এলো বলিয়া চেঁচায়।

অমনি বাঙ্গালি যত উচ্চ শব্দ করে কত
মাথা তুলে উঠিয়া দাঁড়ায়;
পলাশী পাদুকা ভুলে উঠানে পতাকা তুলে
ভারত উদ্ধার করে হায়।
এই গেল এক ঝাড় পালোয়ান গোঁপে চাড়
দিয়া রঙ্গে মল্লবেশে সাজি;
কলমে বাজায় ডঙ্কা কুঁদনিতে জিনে লঙ্কা
কথায় দেখায় ভেল্‌কিবাজি।

২

দ্বিতীয় বাহন দল ইহাঁদের যে সকল
বাঙ্গালির গৌরবের হাঁড়ি;
কথায় পাথর কাটে কোঁচা করে মালসাটে
দাপটে সাপটে আসে বাড়ী;
গিন্নী ঘরে কান্না করে আসি মন্দ রাগভরে
সে দিনের পত্রিকা ছড়ায়,
যত পড়ে গাত্র জ্বলে স্ত্রীর অঞ্চল তলে
ডুকুরিয়া কতই ফোঁপায়।
পত্রিকার বাক্যবাণ তাতে পুরুষের প্রাণ
অপমান সহিতে কি পারে?
গালে মুখে মারে চড় সমুৎসাহে ধড়ফড়
শেষে দুঃখে যায় গোষাগারে।
গৃহিণী ভাতের থালা এনে দিলে দেহজ্বালা
তখনি সে হয় নিবারণ;
আবার সকালে উঠে হাঁপায়ে আফিসে ছুটে
ফুলিস্কেপ করিতে পেষণ।
গায়ে থাকে গার ঝাল আবার সপ্তাহ কাল
গত হলে গায়ের দাহন;
ভাগ্যবলে বাঙ্গালার করিতে ভারত উদ্ধার
এই সে দ্বিতীয় প্রকরণ।

৩

তৃতীয় তাহার পর সেই সব গুণধর
এই অন্ধ বাঙ্গলার নড়ি ;
শোনা কথা সাত কাণ করে যারা খান খান
খেলে খালি লৈয়ে কাণা কড়ি ।
ঝাপট সাপট সার নাহি ছাড়ে গৃহদ্বার
তিল পেলে করো তোলে তাল ;
কপাটে হুড়্‌কা এঁটে লাঠি ধরে কসি সেঁটে
আগে যেতে হাঁটে পিছুয়াল ;
বিদ্যার ঘরেতে ফক্‌কা বিছানায় হেরে মক্কা
টিমটিমিরে ঢক্কা জ্ঞান করে ;
বায়স ডাকিলে তায় ভাবে সে গরুড়ছায়
কেঁচো দেখে দশ হাত সরে ।
ইংরাজির ভাঙ্গা বুলি জিহ্বা অগ্রে কতগুলি
সর্ব্বদাই করে ধড়্‌ ফড়্‌ ;
লড়ায়ের কথা কত ঝড় বহে অবিরত
শেষ কথা ক্যাম্প ছাড়ি রড় ।
উঠেছে ছাপার ছত্রে অমৃত বাজার পত্রে
বাঙ্গালির গুণের কীর্ত্তন,
বাহওবা দেয় সাত বার হাত পা আছাড়ে আর
ঘরে গিয়া করয়ে শয়ন ।
ভারত উদ্ধার হেতু ইংরেজী বিদ্যার সেতু
এই সে তৃতীয় প্রকরণ ॥

৪

চতুর্থ আমার মত ঝোল ভাত রাঢ়ী যত
ধীর শান্ত স্থির সহিয়ান,
বনেদি প্রথায় চলে শক্ত দেখে বাপু বলে
কিল চড়ে নাহি যায় মান,

চাপট পড়য়ে যেই গাল ফিরাইয়া দেই
দুর্ব্বল মানিতে নাহি লাজ ;
চটকের প্রাণ লৈয়ে সুবৃহৎ গাছ বৈয়ে
সাধ করে না হইতে বাজ।
দিব্য চক্ষে দৃষ্টি হয় এখন ত সে দিন নয়
দাঁত ভাঙ্গে গৌরাঙ্গের কিলে।
এখনও সে বিবিজান অন্দর ছাড়ি পালান
দূরে দেখি ফিরিঙ্গীর ছেলে ॥
বদনে রদন নাই আর কি বলিব ভাই
তবু বাণী শুন খোগ্‌লার—
বাঙ্গালির ফণা ধরা মরিতে পালক পরা
ছাতারের নৃত্য করা সার ॥
খোগ্‌লা চন্দ্র বন্দীয়ান

—'অমৃত বাজার পত্রিকা,' ১৯ আষাঢ় ১২৮১

বাজিমাৎ

বেঁচে থাকো মুখুর্য্যের পো, খেল্লে ভাল চোটে।
তোমায় খেলায় রাং রূপো হয়, গোবোরে শালুক ফোটে॥
"ফিক্র" দানে, এক তড়াতে, কল্লে বাজি মাৎ।
মাছ, কাতুরে ভেকো হলো—কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ॥

সাবাস ভবানীপুর সাবাস তোমায়!
দেখালে অদ্ভুত কীর্ত্তি বকুলতলায়!
পুণ্য দিন বিশে পৌষ বাঙ্গালার মাঝে।
পর্দ্দা খুলে কুলবালা সম্ভাষে ইংরাজে॥
কোথায় কৈশবী দল? বিদ্যাসাগর কোথা?
মুখুর্য্যের কারচুপিতে মুখ হৈল ভোতা॥
হরেন্দ্র নগেন্দ্র গোষ্ঠী ঠাকুর পিরালি,
ঠকায়ে বাঁকুড়াবাসী কৈল ঠাকুরালি॥
ধন্য মুখুর্য্যের বেটা বলিহারি যাই!
সস্তা দরে মস্ত মজা কিনে নিলে ভাই!
ও যতীন্দ্র কৃষ্ণদাস! একবার দেখ চেয়ে
বকুলতলার পথের ধারে কত শত মেয়ে—
কালো, ফিকে, গৌর, সোণা হাতে গুয়া পান,
রূপের ডালি খুলে বসি পেতেছে দোকান॥
আস্‌বে রাজা রাজপারিষদ, লাট সাহেবের মেয়ে—
মার্‌বেল মারা গিল্‌টি হলে, একবার দেখ চেয়ে॥
বেলগেছেতে খানা দিয়ে খেটে হলে খুন।
বিষ্ণুপুরে মিল্লের দেখ বড়ে টেপার গুণ॥
ছি! রাজেন্দ্র! কাল কাটালে পুথি ঘেটে ঘেটে।
শেষে আইনপেসার পেঙ্কারিতে মান্‌টা গেল ঘেটে।
ধন্য হে মুখুয্যে ভায়া বলিহারি যাই।
বড় সাপ্টা দরে সাৎ করিলে খেতাব "সি, এস, আই॥"

হেদে ও-সহরবাসি আর কি হাসি হাসবি য়েড়ো বলে ?
দেখ না চেয়ে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে রাণীর ছেলে ॥
চৌঘুড়িতে সঙ্গে করে সাদা মোসাহেব—
নাড়ীটেপা ফেরার সাহেব, বার্‌টেল নায়েব ॥
আর কেন লো ঘোমটা খোল, কবির কথা রাখো।
"লাইট" পেয়ে "রাইট" হয়ে, পার হও লো সাঁকো ॥
ভয় কি তাতে লজ্জা কি তায়, কাল বদনখানি।
দেখ্‌বে খালি চক্ষে চেয়ে যুবা নৃপমণি ॥
কজা তুলে দেখবে বাজু, দেখবে কাণের দুল,
দেখবে কণ্ঠি, কণ্ঠহার পিঠের ঝাঁপাফুল ॥
আয় এয়োগণ করবি বরণ পরে চরণচাপ—
শিবের বিয়ে নয় লো ইহা ধরবে নাকো সাপ ॥
এগিয়ে এসো বড় ঠাক্‌রুণ, সাত পোয়াতির মা।
তক্ত পাবেন তোমার তিনি তাও কি জান না ?
সোণার থালে হীরের মালা তাতে ঢাকাই ধুতি,
নজর দিয়ে, দেখাও খুলে বউ বিননো পুতি ॥
বাহবা বুক, বুড় বয়সে গলায় কাপড় দিয়ে,
রাজ্‌পূজাটি কল্লে ভাল, ফুলের মালা নিয়ে।
কোন্ শাস্ত্রে লেখে বল বামনের মেয়ে হয়ে।
রাজার ছেলের পা পূজিবে ফুলের সাজি লয়ে ॥
এখন—দাঁড়াও সরে বুড় দিদি, হাসিল্ হলো কাজ—
দেখ্‌বো আমি ভাল করে আর এয়োদের সাজ ॥
আয় না লো সব, একে একে, গোলাপী কাঞ্চন।
দেখি তোদের রূপের ছটা ঘটকালি কেমন ॥
ভয় করো না একলা আমি দেখতে নাহি চাই।
রাজার ছেলে আব্‌ডালেতে উঁকি মার্‌বো ভাই ॥
আমি—স্বদেশবাসী আমায় দেখে লজ্জা হতে পারে।
বিদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কি লো তারে ?
বলতে কথা বাছা বাছা কদম্ ফুলের ঝাড়।
ঘেন্নে আসি রাজকুমারে, ভাঙলো কবির ঘাড় ॥

হীরার ঝলস্, সোণার কলস, হাত ঝুম্কার বোল।
হুলু হুলু উলুর ধ্বনি, শাঁকের গণ্ডগোল,
বারাণসীর খস্খসানি, উঠলো মহা ধূমে;
মার্বেলেতে মলের ঠমক্ বাজ্লো ক্রমে ক্রমে॥
কবি হৈল হতভোম্বা হিঁদুর পর্দ্দা ফাঁক।
পালিয়ে যেতে পথ পায় না ঘোরে কলুর চাক॥
বাঙ্গালায় বিশে পৌষ বড় পুণ্য দিন।
বাঙ্গালী-কুলকামিনী হইল স্বাধীন॥

সে নিশিতে কি সহরে কিবা পল্লীগ্রামে।
নিদ্রা নাহি যায় কেহ সুখের আরামে॥
গৃহিণী যাহার ঘরে তারি কান্নাহাটি।
সারা নিশি গঞ্জনার চোটে ফাটে মাটি॥
কহে কোন রাজনারী বিনায়ে বিনায়ে।
শয়নগৃহের পাশে পতিকে শুনায়ে॥
"খালি সাটিনের সাজ, ফেটিন্ হাঁকান্।
কেবল সেলাম্বাজি, লেবিতে বেড়ান॥
দিন রাত ঘুরে ঘুরে মরেন কেবল।
ঘোড় দৌড়ে, টাউন্ হলে, মুড়িয়া মক্বল॥
ক্লাইব লাটের আমল হতে পেসা খোসামুদি।
তাতেও গলদ্ এত—কি কব লো দিদি॥
এমন স্বামীর নারী বিড়ম্বনা খালি।
চাঁদা দিতে চাঁদি ফাটে মানের গুড়ে বালি॥"
শুনিয়া নারীর কথা মনে অভিমান।
কর্ত্তাটি জানালা খুলে স্নিগ্ধ বায়ু খান॥

অন্য কোন অট্টালিকা ভিতরে আবার।
পতি পাশে কোন রামা করেন ঝঙ্কার॥
"পর্ব্বটা কি, শুনেছ তো, লজ্জা নাই মুখে।
পোষাক খুলে চুপে চুপে শুতে এলে সুখে॥

রাণীর ছেলে দেখে গেল হলুদমাখা হাত।
সাতপুরুষে সভ্য মোরা হলেম গুদমজাৎ॥
পড়্‌তে পারি, বলতে পারি, ইংরাজী ভাষায়।
পিয়োনা বাজাতে পারি ইংরাজী প্রথায়॥
'এন্ লাইটেন' সবার আগে, কর্ত্তা বিলেত যান।
তোমার গুণে গুণমণি হারালে সে মান॥
পায়ে বুট, জোব্বা গায়ে, গলায় সোণার চেন।
তক্‌মাওয়ালা আড়দালিতে হয় না শুধু 'ফেম'॥
বাপ পিতামোর নামে খালি হয় নাকো রাজভেট।
'টাইম পেয়ে রাইট নেলে হিট্ চাই ষ্ট্রেট্॥'
ধিক্ তোমারে ধিক্ সে তোমার হিরান্ডরি বুক।
এক মিনিটে বাগিয়ে কেমন লাগিয়ে দিলে হুক্॥"
খোঁটা খেয়ে অধোমুখে পতি তার চায়।
এইরূপ গঞ্জনায় সারা নিশি যায়॥

বলে কোন ধনাঢ্যের অভিমানী নারী।
"বড় নাম, বড় জাঁক, বোঝা গেছে জারি॥
দূর করে টেনে ফেল—টাকা দিও শয়ে।
এ হিড়িকে দাঁড়ালে না একটা কিছু হ'য়ে॥
বাঁধা রোসনাই আলো সব কি গেল ফেঁসে।
রায় বাহাদুর নামটাও ছি না পাইলে শেষে॥
সুযোগ বুঝে হুজুকে বামুন নাম কল্লে জারি।
তোমার কেবল আতস বাজি, মন্দ তুমি ভারি॥"

জজের গৃহিণী কন "ভ্যালা জজিয়তি।
নামে শুধু অনারেবল্, পদ বিলায়তি?
ছোট লাটে আজ্ঞাকারী তোমা হতে দেখি
লক্ষগুণ বড় লোক, বল দেখি এ কি?
কুঠি নিলে বাড়ী ছেড়ে সাহেব পাড়ায়—
তোমার কোর্টের উকিল তোমাকে হারায়!

ছি ছি, ছি ছি, ছেড়ে দাও এমন চাকরি।
শুদ্ধ খালি মার্কামারা পেয়াদার 'লিবরি'
ভাবতেম বুঝি কেষ্ট বেষ্ট তুমি এক জন—
জরাসন্ধ রাজা কিম্বা লঙ্কার রাবণ
ও মা ও মা পড়া ভাগ্যি, উকিলের ওঁচা।
হাড় জ্বালাতে পারেন খালি এনে নথির গোচা॥"
বলে—ঠোন্‌কা মেরে জজমহিলা বারাণ্ডায় যান।
মিত্র ভায়ার রাত্রি শেষ ভাঙ্গতে তার মান॥

পোনা, পুঁটি, খয়রা, চেলা গিন্নি আর যত।
পাড়ায় পাড়ায় কেঁদে বেড়ান সে কত॥
কেহ বলে আমার কর্ত্তাটি সে মুৎসুদ্দি।
ফ্যাটা বেঁধে যান খালি এই বিদ্যা বুদ্ধি॥
বাপের কামানো টাকা বিলাতি চাটকে।
দিয়া, নিজে জুজু হয়ে ঢোকেন ফাটকে॥
তাঁর টাকা তাঁর কড়ি তাঁরি লোক জন।
মাঝে থেকে লুটে খায় কুঠেল যবন॥
শেষে যবে "হোমে" যায় দু বছর পরে।
বাজার দেনায় ইনি ঢোকেন শ্রীঘরে॥
এই তো বল্লেম তার বিদ্যার ওজন।
তা হ'তে আমার আর কি হইবে বোন॥
বলে দালালের মাগ্‌ দালালি ব্যাপারে।
আনে বটে ঢের কড়ি নিজ রোজগারে॥
পেটেতে কড়িটি ভোর কাল আঁচড় নাই।
সে কেমনে রাজপুত্র আনে বল ভাই॥
কাগজের এডিটরি করে মরে যারা।
তাহাদের কামিনীরা কেঁদে কেঁদে সারা॥
রাত্রি দিন এত খাটে হায় লো স্যাঙাৎ।
হপ্তায় মিনিট পাঁচ হয় না সাক্ষাৎ॥

এত লেখে এত পড়ে এত ছাপা ছাপে।
তবু পদ নাহি পায় অভাগীর পাপে ॥
কবি বলে কামিনীরা কৃষ্ণনাম কর।
ফিরিবে তোদের ভাগ্য শুন অতঃপর ॥
ডিপুটীর ভার্য্যা কন আমাদের তিনি।
চৌকিদারী কাজে পটু, মফস্বলে "গিনি" ॥
সহরে টাকার দরে চলা দেখি ভার।
বল্‌বো কি লো ওলো দিদি অদৃষ্ট আমার—
ঘুরে ঘুরে দেশে দেশে শরীর হলো কালি।
সাত শ টাকা মাইনে হলে হদ্দ ঠাকুরালি ॥
মন্দ বড় তবু এতে চোক্‌রাঙ্গানি কত।—
ঘুটের ঢিপে ভাবে দিদি দেখিলে পর্ব্বত ॥
হোতাম যদ্যপি কোন উকিলের মাগ্‌।
বাড়িত আমার আজ কত অনুরাগ ॥
সে রমণী বলে "বোন্" এ পিট ও পিট।
একি ছাঁচে ঢালা দুই সমান টিকিট ॥
যে টাকাটি মাসে মাসে করে উপার্জ্জন।
চৌদ্দ ভূতে পড়ে করে অর্দ্ধেক ভোজন ॥
কপালে প্রত্যহ ঝাঁটা এজলাসে এজলাসে।
তিন তেরোটি লাথি খেয়ে ঘরে ফিরে আসে ॥
বেশ্যার বেহদ্দ পেসা কথা বেচে খায়।
পদের আবার মান সম্ভ্রম কোথায় ॥
আমি উকিলের মাগ্‌ কথা শোন বোন্‌ ॥
মুখুয্যের সঙ্গে কার করো না ওজন ॥
বটে বোন্‌ বটে বটে মানি তোর কথা।
বলে ধীরে ধীরে এক নারী আসে সেথা ॥
আমার কর্ত্তাটি দেখ সরকারি উকিল।
মুখুয্যের "সিনিয়র" উকিল সিবিল ॥
বয়েসও হয়েছে কিছু, বুদ্ধিও পেকেছে।
ছোট বড় কর্ম্ম কাজ অনেক করেছে ॥

পাকা হিন্দু প্রতি দিন দুর্গানাম করে।
তবুও রাণীর ছেলে ঢুকলো না লো ঘরে॥
ডাক্তারের নারী কহে ভারি ত মর্দ্দানি।
নাড়ী টিপে জারি কত, ঘরেতে শাসানি॥
পারেন কেবল পাড়ায় পাড়ায় পিটিতে ধম্বল,
মরণকালে শরণ "চিবর" "পার্টিজ" সম্বল॥
মরেন ঘুরে পথে পথে রোদে ধুকে ধুকে।—
ঘরে শুতে এলে এবার খেঙ্গরা দেব ঠুকে॥
কেরাণীর নারী যত পাঁদাড়ে কোঁপায়।
মাষ্টারের "মিসট্রেসরা" গোবাঘরে যায়॥
কবির ফিরিতে ঘরে হৈল বড় দায়।
অনেক ভাবিয়া শেষে প্রবেশে সেথায়॥
কান্তা আসি হাস্যমুখে বলে কই দেখি।
কি পাইলে কাব্য লিখে, সোণা কিম্বা মেকি॥
বড় জ্বালাতন কর জেগে সারা রাতি।
কালি ফেলে, কাগজ ছিঁড়ে, পুড়িয়ে মোমের বাতি॥
শয়নে সোয়াস্তি নাই, বিরাম নিদ্রায়।
সাত রাকাড়ে সাড়া নাই রাত্রি বয়ে যায়॥
দেও দেখি গুণমণি কি পেলে শিরোপা।
বুলু রিবন, চাকি চাকতি, কিম্বা জরির খোপা॥
কবি কবে পায় কিবা, কি দেখাবে ধনি?—
না বলিতে রাঙ্গা ঠোঁঠ ফুলায়ে তখনি॥
ধাক্কা দিয়ে গরবিণী গর্‌গরিয়ে যায়।
ফাঁপরে পড়িয়া কবি ফ্যাল ফ্যাল চায়॥

—'অমৃত বাজার পত্রিকা,' ৭ মাঘ ১২৮২

একটি প্রিয় জলাশয়

১

কত মনোহর ছিল সরোবর
যবে হৃদি'পর তোর।
আলো করি জল ভাসিত কমল
কিরণে রাঙিলে ভোর॥

২

কিবা পরিসর!——ও দেহের পর
সুফুট অফুট কলি
মৃদুল পবন দুলাত যখন
ঢেউ নাচাইয়া চলি।

৩

সে শোভা নয়নে কখনও দেখি নে
জনমের আগে যাহা;
তবু পদ্মহ্রদ নামেতে আহ্লাদ।
ভুলিতে নারিব তাহা॥

৪

নারিব ভুলিতে যখন নিশিতে
চাঁদখানি ভাঙা ভাঙা
বুকে তুলে নাও দুলে দুলে যাও
চাঁদের কিরণে রাঙা॥

৫

ভুলিতে নারিব যেখানে থাকিব
ও তোর প্রতিমাখানি।
শিশুকাল হ'তে শিশির শরতে
ঐ রূপই তোর জানি॥

৬

অই সে উত্তরে ত্রিশূল শিখরে
উঠেছে শিবের মঠ।
প্রাসাদ কুটীর ঢাকা চারি তীর
সেই মনোরম পট ॥

৭

তরু ছায়াকর তাহার ভিতর
তৃণের কুটীর কোলে ;
শাখা ছড়াইয়া আছে দাঁড়াইয়া
পাতাগুলি ধীরে দোলে।

৮

গরিমা করিয়া আকাশে উঠিয়া
নারিকেল সারি তায়
শিরে যেন ছাতা ছড়ায়েছে পাতা
পশ্চিমে গগনগায় ॥

৯

হ'লে সন্ধ্যাকাল মৃদু রশ্মিজাল
যখন সে সবে পড়ে,
দিক্ তরু জল করি সুবিমল—
ছবিখানি যেন গড়ে ॥

১০

বৃহৎ শরীর জলাশয়নীর
গোধূলি বরণে কালো ;
তীরে থর থর গৃহতরু'পর
চিকি চিকি করে আলো ॥

১১

পশ্চিম চাপিয়া থরে থর দিয়া
শাদা কালো মেঘদলে,
গায়ে মাখি ছটা করি মহা ঘটা
গগনের গায়ে জ্বলে ॥

১২

জ্বলে তার সনে কত কি বরণে
কলঘর মঠশির।
ছায়াঢাকা জল গৃহ তরুদল
ছবিগুলি তাহে স্থির।

১৩

আরো কিছু দূরে শূন্যদেশ পূরে
আকাশের কোলে গাঁথা
ঝাউ তরুসারি বিথারি বিথারি
ধরে ঝারা রূপ পাতা ॥

১৪

সে সবে মিশিয়া আকাশে উঠিয়া
জাহাজের চূড়াগুলি।
কখনও জড়ায়ে কখনও ছড়ায়ে
পতাকা পাইল তুলি ॥

১৫

পূর্ণিমা-জোছনা যবে অতুলনা
এ সবে জড়ায়ে রয়।
কিবা মনোহর ছবিটি সুন্দর
তোর চারি ধার হয়।

১৬

ভুলিব না ওরে সরোবর তোরে
গগনে যখন মেঘ।
কালো ছায়া জলে ধারা ধেয়ে চলে
ঝাপটে ঝটিকাবেগ ॥

১৭

ফুৎকারে ফুৎকারে জলকণা সরে
মুক্তাঝারা যেন ধায়!
মেঘে গরজন, বারি বরিষণ
বায়ুর নর্ত্তন তায় ॥

১৮

ভুলিব না তোর সন্ধ্যা নিশি ভোর
এখনও নিরখি যাহা;
যামিনী জোছনা হিল্লোল খেলনা
প্রভাত রক্তিমা আহা ॥

১৯

ন বৎসর হ'তে বসন্ত শরতে
হেমন্ত বরিষাভাগে।
হে বিশাল হ্রদ সরল বিশদ
অই রূপ হৃদে জাগে ॥

২০

গুটায়েছে বেলা জীবনের ভেলা
এবে ধিকি ধিকি যায়।
তবু তোর তীর প্রাসাদ কুটীর
ভুলিতে নারি রে হায় ॥

২১

চারি ধারে ঘাট রজকের পাট
অই তরুসারি জল—
দেখিলে এখনও নিশিতে কখনও
ভেজে রে হৃদয়তল ॥

২২

মনে পড়ে কত হারায়েছি যত
এখন খুঁজিলে নাই !—
আমি যাব চলে লোকে যেন বলে
তোর তীরে ছিল ঠাঁই ॥

'বঙ্গদর্শন,' জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯

হায় কি হলো ?—

(১)

হায় কি হোলো—কলম ছুঁতে হাসি এলো দুখে।
ভেবেছিলুম—মনের কথা বল্‌বো ছাতি ঠুকে।
এলো হাসি—হাসিই তবে, ঢেউ খেলিয়ে চ'ল্যে,
ছড়াক্ খানিক্ রসের কথা—"হায় কি হলো" ব'ল্যে।

(২)

হায় কি হলো দেশের দশা রিপণরাজার ভুরে ?
সাদা-কালো সমান হবে,—সবার মুণ্ডু ঘুরে।
আসল কথা রইল কোথা, কেউ না সেটা খোঁজে ;
কথার লড়াই, কথার বড়াই,—হাওয়ার সঙ্গে যোঝে।
সফেদ-কালা মিশ খাবে না, সমান হওয়া পরে।
নাচের পুতুল হয় কি মানুষ তুল্লে উঁচু ক'র্য্যে ?

(৩)

হায় কি হলো—পেটের কথা বেরিয়ে গেল কত।
ইস্তক্ সে লাট্ টম্‌সন্,—বেরাল ইঁদুর যত—
ব'ল্যে দিলে "রাষ্ট্র ক'র্য্যে গুপ্ত প্রেমের কথা,"
নেটিভদিগের উচ্চপায়া, সেটা কথার কথা।
ধর্ম্মভীতু এ দিশীও তাদের ভিতর ছিল,
পষ্ট কথা ব'ল্যে দিয়ে "পুরস্কারি" নিল।

(৪)

হায় কি হলো—কত লোকের ভ্রমটা গেলো ঘুচে,
বিলেত ফেরা এ দেশীতে তফাৎ নাইক ছুঁচে।
যতই বলুন, যতই শিখুন তাদের চলন চাল,—
ইংরাজেরা ভোলে না তায়,—হায় রে কলিকাল।

(৫)

হায় কি হলো—কপাল পোড়া উমেদারের পেসা
পড়্‌লো চাপা, জাঁতার তলে—সাহেব বড় গোঁষা।
অন্ন গেলো বাঙালিরই, আর কি হলো তায়।
এ পোড়া ছাই "ইল্‌বার্ট বিল্‌" কেন হায় হায়।

(৬)

দেশের দশা হায় কি হলো—বিলেত গেলো রমা,
তিন দিন না যেতে যেতে—খ্রীষ্ট ভজে, ওমা!
পুরুষ পাছে মেয়ে আগে—সুফল তাতে ফলবে না,
চাই এ দেশে, আর কিছু দিন, এ দিশী "জানানা"।

(৭)

হায় কি হলো—আকাল এলো আবার ধ্বজা তুলে,
রাজার পুণ্যে প্রজার কুশল—লেখাই আছে মূলে।
তাদের আবার, হায় কি হলো—অন্ন যাদের ঘরে?
জমিদারের গলা-টিপে স্বত্ব চুরি করে।
"টেনেন্সি বিল্‌" নামে আইন হচ্চে তৈয়ের করা,
গয়া-গঙ্গা-গদাধর—ভূস্বামী প্রজারা!

(৮)

হায় কি হলো—কথার দোষে সুরেন গেলো জেলে!
ইংলিস্‌ম্যানে "কন্‌টেম্পট্‌" ও "সিডিসন্‌"ও চলে?
আহেল্‌ বেলাত নরিস্‌ সাহেব ধর্ম্ম-অবতার
দেশের ছেলে খেপিয়ে দিয়ে কল্লে একাকার।
ফিন্‌কি ছুটে ভারত জুড়ে আগুন গেলো লেগে;
হায় কি হলো—ছেলেগুলো পুলিস দিলে দেগে।

(৯)

হায় কি হলো—বঙ্গদেশের কপাল গেলো ফিরে,
গুলি পুরে গোরা ফউজ দাঁড়িয়ে বারাক্‌পুরে।
আস্‌চে সুরেন ঘরে ফিরে—এই ত কথা সাদা,
এতেই এতো আড়ম্বরি—ইংরেজ কি গাধা।

(১০)

বোঝে যারা "হায় কি হলো"—তাদের কাছেই বলি,
"ন্যাসনেল্‌ কনের্‌" ব্যাপারটা নয় কি ঢলাঢলি?
পরের অধীন দাসের জাতি "নেসেন্‌" আবার তারা?
তাদের আবার "এজিটেসন্‌"—নক্কন উঁচু করা।

(১১)

হায় কি হলো—দলাদলি বাধলো ঘরে ঘরে।
পার্টি-খেলা ঢেউ তুলেছে ভারত-রাজ্য পরে।
সবাই "লীডর্‌"—কর্ত্তা স্বয়ং—আপনি বাহাদুর,
কতই দিকে তুল্‌চে কত কতইতরো সুর।

(১২)

হায় কি হলো—বঙ্গদর্শন, বঙ্কিম দেছে ছেড়ে।
হায় কি হলো—দেশটা গেছে "সাপ্তাহিকে" জুড়ে।
হায় কি হলো—ভূদেব গেলো, ছেড়ে গুরুগিরি।
হায় কি হলো—হেম নবীনের, নাইকো জারিজুরি।

(১৩)

সবার চেয়ে হায় কি হলো—ওই যে হাসি পায়,
"হেষ্টি-পিগট্" মিষ্টি কথা—"মিষ্টিরি" জানায়।
কি কাণ্ডটা ছি ছি ছি ছি—"নজ্জা"র কথা বড়,
প্যাক্সী হয়ে উভয় দলে—রগড় ভারী দড়।

(১৪)

হায় কি হলো—আধখানা মাঠ জুবার্ট নেছে ঘেরে।
বিষয়টা কি, বুঝতে নারি কাণ্ডখানা হেরে।
আদ্দেক্ বাড়ী সহর মাঝে হচ্চে ম্যারামৎ ;—
শুন্‌তে ভালো "একজিবিসন্"—এক জনার কিস্‌মৎ।
দেশের শিল্পী কারিগুরি শিখ্‌বে বিলাতীরা—
অন্নাভাবে দুদিন বাদে মরবে এদিশীরা।
হাস্‌বো কত—"একজিবিসন্" দেশের ভালো করে।
খেতে অন্ন নাইক যাদের—এ কি তাদের তরে?

(১৫)

হায় কি হলো, দাঁড়াই কোথা?—ইংরেজে ইংরেজে
তুমুলকাণ্ড বেধে গেছে—সবাই মল্লসাজে।
বল্‌চে যত "কলোনিরা" আমরা হিস্সে চাই,
ভাগ বসাবে "অষ্ট্রেলিয়া" অন্য কথা নাই।
এদিশী ইংরেজে সবাই বাঁধ্‌ছে আবার দল,
রাখ্‌বে ভারত নিজের হাতে—দেখিয়ে বাহুর বল।
"ইংলিস্‌ম্যানে"র ফরেল্ সাহেব কচ্চে "কম্যাণ্ডরি",
পেছন থেকে "পাইওনিয়ার" হাঁক্‌ছে হাওলদারি।
বাপ রে বাপ—কি চেহারা "ভলন্টিয়ার্"গণ
সাঙ্গিন্ হাতে দাঁড়িয়ে গেছে—কাঁপ্‌চে কলা-বন।
আর কি থাকে রাণীর রাজ্য?—নীলকর, চা-কর
দিচ্চে সাড়া সাঙ্গিন্ খাড়া—উঁচিয়ে হাতিয়ার।
ছেড়ে দেবে ছর্‌রা-ভরা—পাখী-মারা "গন্",—
দু লাখ সেপাই উড়ে যাবে—"আর্ম্মি"—"সেলর"গণ।
তাই ত বলি "হায় কি হলো"—রাজ্য আলমগিরি।
একেই বলে দেশোন্নতি—সাবাস্ বলিহারি।
বুঝবে যদি "হায় কি হলো"—পয়সা কটি দিও,
যত্ন ক'র্য়ে বঙ্গদর্শন কাগজখানি নিও॥

—'বঙ্গদর্শন', কার্ত্তিক ১২৯০

নব বর্ষ

(টেনিসনের অনুকরণ)

ঐ বাজে হোরা প্রভাত-নিশিতে,
বৎসর ফুরায় তায়,
নবীনে হেরিয়া ফিরে ফিরে চেয়ে
অতীতে মিশিতে যায়।
ভরা মধুঋতু, তরু শাখা'পরে
শোভে কচি পাতা-থর ;—
ঐ বাজে হোরা, পুরাতনে সরা
নূতনে আদরে ধর।

ঐ বাজে হোরা, দিয়ে অশ্রুধারা
প্রাচীনে বিদায় দেও,
বাজে সুখ-হোরা, আনি আত্রঝারা
নূতনে ডাকিয়ে নেও ;
গত-আয়ু প্রায় গত বর্ষ যায়,
যাক্—দেও গত হতে ;
হৃদয়-মন্দিরে অসতে নিবারি
পূজহ আদরে সতে।

ঐ বাজে হোরা ঘুচাতে সে জরা
মানস যাহাতে জরে,
অবনী ভিতরে নিরখিলে ফিরে
হৃদিপুষ্প যাহে ঝরে।
হোরা বাজে ঘন, ধনাঢ্য-নির্ধন-
কলহ করহ দূর,
ধরণীর শেল্ দৌরাত্ম্য-আচার
ভাঙিয়ে করহ চূর।

বাজে সুখ-হোরা, অসুখের ভরা
ডুবা রে অতীত-নীরে—
মৃতকল্প, হত পুরাগত যত
কুব্রতে মানব ফিরে,
পুরাগত যত কটু মতামত
কু-আচার আদি পালে—
ঘুচায়ে সে সব আনি অভিনব
ডুবা রে অতীত কালে ;
ধর সাধুতর সু-আচার আরো,
জটিল কুবিধি হর ;
পুরাতনে সরা, ঐ বাজে হোরা,
নবীনে আদরে ধর।

ঐ বাজে হোরা, কুচিন্তা-পসরা
ভাসা রে কালের জলে,
অনাটনতাপ, কলুষকলাপ,
ত্যজ অলীকতা ছলে ;
সুখে বাজে হোরা, ধরা হতে সরা
এ মম দুঃখের গীতি,
মধুপূর্ণ সুখী নবীন গায়কে
ডাকিয়ে কর অতিথি।

হোরা বাজে ধর, পদদর্প হর,
কুলস্পর্দ্ধা কর ছেদ,
সত্যে গেঁথে ডোর সম্বন্ধে পালিতে
শিখহ নবীন বেদ,
ধরণীর বিষ হর হিংসা দ্বেষ,
পরদুঃখে কর খেদ ;
ঐ বাজে হোরা, পুরাতনে সরা
ঘুচায়ে অবনি-ক্লেদ।

বাজে সুখ-হোরা, কালে ঢেলে দেও
কদর্য্য রোগের কায়া,
ক্ষুদ্র ধনতৃষা ধরা মাঝে নাশি
কৃপণে শিখাও হায়া।
সহস্র বৎসর উৎকট বিগ্রহ-
উত্তাপে ধরণী জরা,
সহস্র বৎসর শান্তির সলিলে
শীতল হউক ধরা।

ঐ বাজে হোরা, হৃদিবীর্য্য-ধরা
অভয় পরাণী যেবা,
স্বভাবে উদার দয়ার শরীর
কর রে তাদেরই সেবা;
পৃথিবী-আঁধার ঘুচায়ে আবার
জ্বলুক্ তরুণ ভাতি,
নরকুল তায় সুধর্ম্ম-প্রভায়
পোহাক্ বিঘোরা রাতি।

প্রভাত নিশিতে, ঐ বাজে হোরা
বিগত বৎসর যায়,
নবীনে হেরিয়া ফিরে ফিরে চেয়ে
অতীত-কোলে মিশায়।
ভরা মধু-ঋতু, তরু শাখা'পরে
শোভে কচি পাতা-থর;—
ঐ বাজে হোরা, পুরাতনে সরা
নূতনে আদরে ধর।

—'বঙ্গদর্শন,' মাঘ ১২৯০

মদন পূজা

কি দিয়ে মদন, পূজিব তোমা, অনঙ্গ তুহারি নাম।
বসন্ত-সমীর, নিশোআস্ তোর, কুসুম লাবণ্য ঠাম।
সুবাদ্য-ঝঙ্কার, সঙ্গীত-উছাস, বচন তুহার মানি,
হিয়ার মাঝারে, প্রেমের নিঝর, তুহারি পরাণ জানি।

কেমনে মদন, পূজিব তোমায়, তুহারি ধনুর ভয়ে,
নয়ন-দিঠিতে, দিঠি জড়াইয়া, দাঁড়াই অথির হয়ে।
বলি বলি বলি, শুনি শুনি শুনি, থমকে চমকে চাই,
জাগি দিবা নিশি, তুহারি তরাসে জুড়াতে নাহিক পাই।

পূজিব কিরূপে, তোমায় মদন, তুহার পূজার প্রথা,
কেহু না জানিল, কেহু না শিখিল, সে গূঢ় রহস্য কথা।
মুনির ধেয়ানে, জ্ঞানীর জ্ঞেয়ানে, তুহার আকার ভেদ,
সুজন প্রেমিক, আঁখিতে কেবলি, প্রকাশ তুহার বেদ।

পূজিব তুহারে, তাহারি বিধানে, না জানি না মানি আন্,
"একমেব" বাণী, বদনে উচারি, তুয়া পদে দিব প্রাণ।
পূজিব তুহারে, বিহানে মধ্যাহ্নে, পূজিব সাঁজেরই বেলা,
ইন্দ্রিয়-কাননে, আঁধার ডুবাতে, প্রেমের জোছনা খেলা।

পূজিব তুহারে— চরণে বিথারি, জীবন-জাহ্নবী-জল,
পূজিব তুহারে— মানস ব্রহ্মাণ্ড, করিয়া তীরথ-স্থল।
তুহারি পূজাতে, কুল পদ মান, অবনী উৎসর্গ দিয়া,
দেখিব আনন্দে, তুয়া ধ্যান ধরি, হিয়াতে প্রতিমা নিয়া।

সে দেহ-গঠনে, মুরতি গঠিব, সে হুঁহ নয়নে আঁখি,
তেমতি সুটানে, ভুরুযুগে টান, দেখিব মানসে আঁকি।
বলন চলন, কটি উরুদেশ, সকলি তেমতি ঠাম,
দিব সাজাইয়া, অনঙ্গ তুহারে, সেহ নামে তুয়া নাম।

চাঁদের আলোক, আরতি করিব, পরাব বাসনা ফুল,
অনঙ্গ তুহারি, বদন হেরিব, নিখিলে নাহিক তুল।
পূজা পাঠাবধি, এই সে তুহার, একহি প্রেমিকে জানে,
নাহি কালাকাল, দেশ পরদেশ তুয়া বেদ এহি মানে।

"কি দিয়ে পূজিব, মদন তোমায়"— আর না আনিব মুখে,
শিখিনু শিখাব, তুয়া পূজাবিধি, কিয়া সুখ কিয়া দুখে।
এ বিধি-বিধানে, যে জানে পূজিতে তুয়া দরশনে তেঁহ,
কঁহু নাহি জানে, কি তাহে প্রভেদ, নিশি, দিবা, বন, গেহ।

চিনেছি এখন, মদন তোমায়— অনঙ্গ কেবলি নাম।
বসন্ত-সমীর, তুয়া নিশোআস্, কুসুম লাবণ্য ঠাম,
সুবাদ্য ঝঙ্কার, সঙ্গীত উছাস, বচন তুহারি মানি,
হিয়ার মাঝারে, প্রেমের নিঝর তুহারি পরাণ জানি ;—
অবহি পূজিব, অনঙ্গ তুহারে, তুহ সে **পরম প্রাণী**!

—'নবজীবন', শ্রাবণ ১২৯১

সংসার

সংসার, তোরে রে আমি ভাবি কি প্রথায় ?
সংসার অসার এই, সংসারে কিছুই নেই,
সংসার বিষের তরু দুঃখফলময় ।
কেহ বলে এই সার, এই ছাড়া নাই আর,
এই কয় অক্ষরেই জগত জড়ায় ।
সংসার, তোরে রে আমি ভাবি কি প্রথায় ?

সংসার সকলি ভুল, সংসার পাপের মূল,
সংসার ত্যজিলে জীব মুক্তিপদ পায়,
শুনি কোন শাস্ত্র-মুখে, কোনো বা শাস্ত্রের বুকে,
সংসার, প্রণব লেখা সোনার পাতায় ।
সংসার, তোরে রে আমি ভাবি কি প্রথায় ?

বিধাতার যত লীলা, তোরই কোলে ছড়াইলা,
তুই না থাকিলে সৃষ্টি জড়পিণ্ডময় ।
তুই বিনা এ আকাশ, শূন্য খালি পরকাশ,
এ সূর্য্য নক্ষত্র চাঁদ প্রাণশূন্য হয় ।
সংসার, তোরে রে বল, ভাবি কি প্রথায় ?

যেখানে রে তোর ঘটা, সেইখানে দেখি ছটা—
এই মাঠ এই বন এই মরু-গায় ।
হেরি রে নগরতলে, তোরই সে তুফান চলে—
নরকঙ্কালের কায়া কত ভাসে তায় ।
সংসার, তোরে রে বল, ভাবি কি প্রথায় ?

তোরই ষড়-রস-জলে, ধরণী ভাসিয়া চলে,
তোরি ফুলে ফুলময় আকাশ ভূতল ।

তুই রে মোহন-বাঁশী, তুই রে প্রকৃতি-হাসি,
তুই রে একাই এই জীবন-সম্বল!
কি ভাবে, সংসার, তোরে সুধাই রে বল্?

তুই নরকের রথ, তুই পুনঃ স্বর্গপথ,
ইহ-পরলোকই তুই, নিত্যের স্বরূপ,
সদসৎ যত আর তড়িচ্ছটা কল্পনার,
তুই রে সুধার হ্রদ, তুই বিষকূপ।
সংসার, তোরে রে আমি ভাবিব কিরূপ?

ত্যজিয়ে, সংসার, তোরে, কি নিয়ে এ ভবঘোরে;
হাসিবে কাঁদিবে প্রাণী, হেরিবে কি আর?
হাসি কান্না নাহি যায়, কি লাভ হেরিয়ে তায়,
সংসার বিহনে ব্রহ্মরূপই নিরাকার।
জীবজগতের চক্ষু তুই, রে সংসার!

আমারে চরণতলে, মথিস্ যতই বলে,
যতই গরল তুই করিস্ উদগার,
সংসার, তোরই ও মুখে চাহিয়ে থাকিব দুখে,
তোরে ছাড়ি এ জগতে কি দেখিব আর?
তুই এ ব্রহ্মাণ্ড মাঝে সত্যের সাকার।

সংসার, তোরই ও মুখে, হেরিব আবার সুখে,
হেরিব যেরূপ ভাবি আশাপথ চাই।
"আমি যার সে আমার" এই বাক্য যবে সার
হবে এই ভবতলে, সবার সবাই!
সংসার, তোতেই আমি ব্রহ্মরূপ পাই॥

—'প্রচার', শ্রাবণ ১২৯১

হুতোম প্যাঁচার গান

সহর বন্দনা

কলির সহর কলকাতাটির পায়ে নমস্কার!

যার ঝাঁক্‌জমকে ভাগীরথীর দু-ধার গুল্‌জার,
যার কোলের কাছে ঘাসের মাঠে হাওয়া খাবার স্থান,
যার মাঠের ধারে বাড়ীর বাহার দেখলে জুড়োয় প্রাণ,
যার পাথর-ইটে পথ বাঁধানো "ফুট্‌পাথ" দোধারি,
যার পথের গায়ে মাঠের মাঝে গাছের কত সারি,
যার তিন দিকে জল সহর ঘেরা— উত্তরে বাহালি
আহা বাগবাজারের খালের সীমা, অগ্নিকোণে কালী,
আর অজ্‌দখিণে আদিগঙ্গা টালির নালা হালি!
যার মাথার দিকে পাইকপাড়া খুরে খিদিরপুর,
যার পূব্ব্ ঘেঁসে শুঁড়ো টালি ঘোঁজে আলিপুর,
যার ইটদালানে খোলার চালে ঠেকাঠেকি গায়,
যার গির্জ্জে মসীদ ঠাকুর বাড়ীর চূড়োয় আকাশ ছায়,
যার বাজার গলি বিষ্টেনলি বাইরে জলে ঝাড়,
যার বুকের ওপোর বেশ্যাপাড়া, মেথর হাঁকায় ষাঁড়!
যার টাউন্ যোড়া পল্লী দুটি সাহেব নেটিব পাড়া,
যার চৌরঙ্গী সোণার থালা সহর ধূলোর হাঁড়া!
যার গ্যাসের আলো রাত্রিকালে চক্ষে লাগায় ধাঁধা,
যার কোলে দোলে লোহার সাঁকো এদিক্ ওদিক্ বাঁধা!
যার রাস্তা ঘরে সহর ফুঁড়ে কলের পানি ছোটে,
যার দুধের কেঁড়েয় খাঁটি পানি তিন পো ছেড়ে ওঠে!
যার দেশের ছেলে মিথ্যেবাদী সাহেব রাজাই সাঁচা,
যার অঙ্গাটে গোচ চেহারাটা ফজলি আমের ঢাঁচা;
আহা ভাগীরথীর দুকূলযোড়া রূপের ছটা যার,

কলির সহর কলকাতা তোর পায়ে নমস্কার!

তোর পায়ে নমস্কার!
তুই—রাজার নগর আজব সহর
ভারত-ভূমির হার!
তোতে—মুক্ত পলা কতই আছে
শালুক্ শোলা আর।
আজ তুলে তুলে দেখবো খুলে
চিকণ্‌তা কি কার।
দেখবো রে তোর ভোজের বাজী,
দেখবো রে তোর ফুলের সাজী,
দেখবো রে তোর রাংতা-মারা চালখানির বাহার।
কলির সহর কলকাতা তোর পায়ে নমস্কার!!

তোর গুণে নমস্কার—ও তোর গুণে নমস্কার!

	কলির সহর	কলকাতা	তোর গুণে নমস্কার!!
তোর	সভ্যগায়ের	বাতাসে হয়	দ্বিপদ অবতার;
তোর	কোলে পিঠে	সাদা কালো	মহাবীরের মেলা,
যেন	কলির মাঝে	আবার ফিরে	ত্রেতাযুগের খেলা।
তোর	কড়ির গুণে	শৃগাল সাজে	সিংহ বাঘের ছালে;
তোর	ভক্তি-গুণে	ভাগীরথী	"পেশাব"-নলে চলে।
তোর	বাজার হাটে	শোভা করে	সকল ফুলের সাজি;
তোর	রাজপসারে	সমাজমাঝে	সদাই দড়াবাজি।
তোর	এলেমগোলা	ইংরিজিতে	ঘোচে গায়ের মলা;
তোর	হালের রীতি	গরু খাওয়া	বাবার ভাষা বলা।
তোর	জলের গুণে	জাত পিরিলি	ধুয়ে মুছে খাড়া;
তোর	মাটির গুণে	দাস্ কৈবৎ	বেণে সমাজ সেরা;
তোর	ভজন-গুণে	ভোজন-কালে	সব হাঁড়ী সমান—
ও তোর	খেষ্ট-ভজা	বেম্মাচাচা	হিঁদু মুসলমান।
তোর	নব্য কেতা	দাড়ি-রাখা	সভ্য প্রথা জারি;
তোর	ফুল-বাবুদের	ঘাড়ে ছাঁটা	সদরে কেয়ারি।

তোর তুড়ীর জোরে রায়বাহাদুর— কুস্তিগিরি ভাঁজা ;
তোর নেক্‌নজরে আঁস্তেকুড়ে আস্কেগোণা রাজা।
তোর সভ্যমুখে বাংলা বুলি ঠনঠনে পয়জার।
ওরে কলির সহর কল্‌কাতা তোর গুণে নমস্কার।
তুই রাজার নগর আজব সহর

ভারত-ভুমির হার !

তোতে মুক্ত পলা কতই আছে
শালুক শোলা আর।
আজ তুলে তুলে দেখবো খুলে
চিকণ্‌তা কি কার।
দেখবো রে তোর রাংতা হালি,
দেখবো রে তোর কল্কা চালি,
দেখবো রে তোর চিত্রিকরা পুতুলগুলি আর ;
একবার—একে একে এগিয়ে এসো আসরে যে যার ॥

আসর বর্ণন

এসো এসো সবার আগে ঠাকুরবাড়ীর চাঁই,
বুলবুলি পাগ শিরে বাঁধা তালপাতা-সেপাই।
পাথরঘাটায় রাজগী জারি "সার" মহারাজ নাম,
মুন্সী-আনায় জেঁকে গেছে ছ্যাতলাধরা থাম।
সিঁতির মাঠে কুঞ্জবিহার দীপ্ত মরকত,
কুঞ্জ মাঝে "গ্রটো" গহ্বর মাটিতে পর্ব্বত।
বংশ যশে "লেজিসলেটিভ" রংমহলে চড়ে
রাজ-মহারাজ নাগরা পিটে মাথার পগ্‌গ নেড়ে।
মিষ্টি বোলে মিছরি ঘোঁটা সরটুকু সে ছাঁকা ;
যার অভ্যুদয়ের ছায়া লেগে সহরখানা ঢাকা।
এসো এসো ভারত-মাঝি কসে ধরে হাল,
বিলিতি বাতাসে ভ্যালা উড়ায়েছ পাল ॥

এসো এসো দাদার পরে গলায় পরে হার,
অদ্বিতীয় ধরা মাঝে "মিউজিক্-ডাক্তার"।
"অর্ডার্ অফ্ সি আই ই অ্যাণ্ড রাজা-কম্,"
"অর্ডার অফ লিওপোল্ড কিংডম্ বেলজিয়ম,"
"অর্ডার অফ ফ্রাঁসে জোসেফ এম্পাইয়ার অষ্ট্রিয়া,"
"অর্ডার অফ ডনার ব্রোগ" ডেন্‌মার্ক নিয়া,
"অর্ডার অফ অ্যালবার্ট অ্যাণ্ড স্যাক্সনী,"
"অর্ডার অফ মেলুসাইন মেরি লুসিগনানী,"
"অর্ডার অফ মল্‌টা-রোড্স ফ্রাঙ্ক সিভেলার,"
"অর্ডার ডিউ টেম্পেল ডিউ সেণ্ট সেপলকার,"
"ইম্পিরিয়েল অর্ডার অফ পাউ সিং" চাইনার,
"সেকেন্ কেলাস ইম্পিরিয়েল লাইয়ন অ্যাণ্ড সন্,"
"সেকেন কেলাস্ ইম্পিরিয়েল মেহেদিজি সুলতান,"
"অর্ডার অফ রয়েল ক্রাইষ্ট" রাজ্য পর্ত্তুগাল,
"অর্ডার অফ" গুর্খা-তারা দিয়েছে নেপাল,
শ্যামদেশের বসবামালা পারস্য সা-জাদা;
এর ওপরে আরো কত এট্‌সেটেরা গাদা!!!
সত্যই এ সকল গুলি রাজশ্রীর হার;
সাক্ষী দেখো সব কেতাবের মলাটে বিস্তার।
এখন সরো সরো ছোটো বড় রাজা মহাশয়,
আসর নিতে "আউআর কজিন" হচ্চেন উদয়।

এসো এসো দেব অংশ এসো শীঘ্র করে,
তুমি না আসিলে শোভা হয় কি আসরে?
স্বয়ংসিদ্ধ মহারাজা—সহর শোভন;
যথা গিরি গোবর্দ্ধন গোকুলের ধন।
তোমার তুলনা দেব তুমিই আপনি;
গঙ্গার উপমা আহা গঙ্গাই যেমনি।
সভাস্থলে টাউন্‌হলে বক্তৃতার চোটে,
ভাদুরে নদীর জলে ফেনা যেন ফোটে।

সেকেলে কেষ্টের মত ধড়া পরা ঠিক,
খালি সে চূড়োটি নাই—তিলক কৌলিক।
মাথার চুলের ভাঁজে খেলে জোয়ার ভাঁটা,
সমুখে বাগানো তেড়ি ঘাড়ে দেখি ছাঁটা।
শ্রীহরি শ্রীহরি স্মরি ঠাওরে না পাই,
কাশী মক্কা পাশাপাশি—কোন্ দিকে তাকাই।
এসো এসো মহারাজ—আরো ঘেঁসে যাও;
আতর-গোলাপ-পাস্—লে-আও লে-আও।

এসো তো বণিক্‌পতি এসে তো এবার,
কর তো জাঁকায়ে বসে আসর গুল্‌জার।
নেটিবের সদাগর, বেণেদের নাক্,
কমলার কল্‌কাটী সোণার মৌচাক।
দেশ-কুল-মুখোজ্জ্বল ব্যাপারে হুমুরি,
বাজারে যাহার হালে বড়ই জাহিরি।
বড় "লকী" জাহ্নগীর্ দাঁত বাঁধা "চ্যাপ,"
হানা-বাড়ী হাতে নিলে হয় সোণাচাপ।
এর কাছে আর যত ঝুটো পোখরাজ,
গিল্টি সোণা দাগী চুনি ঝকে মারে লাজ।
সহরে সবার কাছে শুনি এঁর নাম,
আক্‌বরী আস্‌রফী যেন দরে দুনো দাম।
অল্পভাষী "নোভো হোমো" কাঁচামিঠে ঝাঝ,
গরমে পচে নি আজো টাটকা আছে মাজ॥
তারি মত ছোট ভাই গায়ে নাহি তাৎ;
সাবাস ত্রিমূর্ত্তি লাহা—কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ।

তার পর গুড়ি গুড়ি এসো বুড়ো শিব,
গঙ্গার ওপারে বাড়ী—অদ্ভুত "নসীব"।
জমিদারি মিণ্টে ঢালা আদোৎ "মডেল,"
বাঙ্গালার কাদাহোড়ে পাথুরে পাটকেল।

বয়সে অনাদি লিঙ্গ "জরাসিন্ধ" বলে ;
দাপোটে এখনো যার হুগলি জেলা টলে ॥
মাল-আইনে তোদর-মল, রোখে হাইদর-আলী,
কৌশলে চাণক্য দ্বিজ, বিত্তাদানে বলি।
গুষ্ঠী বহু, বাস্তুভূমি যেন লঙ্কাপুরী,
ইন্দ্রজিৎ সম পুত্র কৌন্সলে মুহুরি।
দিগ্বিজয়ী দণ্ডধর রাষ্ট্র যুড়ে নাম,
ইহাগচ্ছ—ইহাগচ্ছ, চরণে প্রণাম।

এই ত গেলো কল্‌কাতা তোর কল্কা পরার দল,
দেখবো এবার গোটা কত দিক্‌পাল আসল।
দেখবো এবার আসর মাঝে মনের রাজা যারা,
সব আসরে যাদের শিরে জ্বলে সোণার তারা!
তফাৎ সরো তফাৎ সরো ফড়িং ফিঙ্গের পাল,
আসর নিতে আসছে এবে বাজ-পাখী "রয়াল"।

আসছে দেখো সবার আগে বুদ্ধি সুগভীর,
বিত্তের সাগর খ্যাতি, জ্ঞানের মিহির।
বঙ্গের সাহিত্যগুরু শিষ্ট সদালাপী,
দীক্ষাপথে বুদ্ধ ঠাকুর স্নেহে জ্ঞানবাপী।
উৎসাহে গ্যাসের শিখা দার্ঢ্যে শালকড়ি,
কাঙাল-বিধবা-বন্ধু অনাথের নড়ি।
প্রতিজ্ঞায় পরশুরাম, দাতা কর্ণ দানে,
স্বাতন্ত্র্যে শেঁকুল-কাঁটা—পারিজাত ঘ্রাণে।
ইংরিজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত "ডিস্,"
টোল-স্কুলী-অধ্যাপক দুয়েরই "ফিনিস"।
এসো হে দ্বিজের চূড়া বঙ্গ-অলঙ্কার,
"দিক্‌পাল" তোমার মত দেশে নাই আর!

দেখাও দেখি সাহেব-চাটা সহুরে রাজায়,
কার শোভাতে জলুস বেশী আসর যুড়ে যায়।

কার শোভাতে জলুস বেশী আসর যুড়ে যায় ?
পাঁও লাগে বাচস্পতি এসো তো সভায়।
জীবন্ত ভাষার কোষ, পাণিনির মই,
শাস্ত্রেতে সুপক্ক রুই—নহে টুলো কই।
স্মৃতি-দরশনে দৃষ্টি তর্কের মার্জ্জার,
"মোক্ষমূলর্" "ল্যাসেনের" মুণ্ডের টোপর।
ব্যাকরণে ব্যোপদেব-ভ্রাতর-মামাতো,
সংস্কৃত-বিদ্যা-দাঁড়ে হর্‌বোলা কাকাতো;
শিক্কাধারী খর্ব্বদেহ দর্শনে দুর্ব্বাসা,
আলাপে তালের শাঁস কিম্বা ক্ষীরে শশা।
পাতা পেতে ছানা ক্ষীর দিতে সাধ যায়;
এসো এসো বাচস্পতি—পাঁও লাগে পায়।
অনেকে তো নৈবিদ্যির ভাগ সরাতে জড়,
বলো তো জলুস কার সভার মাঝে বড় ?

বলো তো সভার শোভা এবার কেমন,
নমস্কার নমস্কার ন্যায়ের রতন।
ফুটেছ ব্রাহ্মণকুলে আপনার বাসে,
বুকেতে বেঁধেছো "চাপ" প্রকৃতির "পাসে"।
থানের চাদর-পরা থান-ধুতি মোটা,
কালো মুখে জ্বলে আলো—প্রতিভার ছটা।
নিজ গুণে নিজ পণে রাঢ়ে বঙ্গে মান,
পৈতৃক মকরধ্বজে নহ অনুপান।
সাহেব করেছো বশ বিদ্যারসে তাজা,
বাসে তব ভাসে কত "ফেদার"-ধারী রাজা।
স্বভাবে মিঠেন প্রাণ মিঠেন বচন,
গুমোরে গৃহিণী পাশে করো না গর্জ্জন।

মুখে মিঠে বুকে কটু নহ নিন্দাভাষী,
উপদেশে পরজনে প্রকৃত বিশ্বাসী।
মজলিসেতে বাবুর পোষাক—ঐটি কেলেঙ্কার,
তবু হ্যাদে খাঁটি বাসে তুল্য কে তোমার ?

এসো এসো তাহার পরে রেভারেণ্ড সাজ,
বন্দ্যকুল-চূড়ামণি "মানোআরী" জাহাজ।
শুভ্র ভুরু, শুভ্র কেশ, শুভ্র দাড়ি চেরা,
গিরীক্-ল্যাটিন-হিব্রু-ইংরিজি-ফোয়ারা।
মাকাল-বনের মাঝে পাকা আম্র ফল,
স্বধর্ম্মতেয়াগী তবু স্বজাতির দল।
মিষ্টভাষী বঙ্গষষ্ঠী হৃদে মাখা চিনি,
বয়েস খুঁজিতে গেলে চক্ষে ধরে ঝিনি।
দ্বাপুরে ভূষুণ্ডী বুড়ো সবেতে মহৎ;
বাঙ্গালীর মাঝে যেন ধবলা পর্ব্বত।
রাংতা-জরি-চাক্তি-পরা নকিব ফুকার
বলো তো এমন আলো তোমাদের কার ?

পথ ছাড়ো—পথ ছাড়ো—আসিছে এবার,
গদাধর-পাদপদ্মে মতি গতি যার।
তাল-পত্র, তাম্রপত্র, পুথিপত্র থোকা,
বগলে পুঁটুলি বাঁধা কেতাবের পোকা।
এসো মিত্র লালেলাল মজলিস জাঁকাও,
কেদারা ঠেসান দিয়ে মোড়াসা হেলাও।
প্রত্নতত্ত্ব তল্লাসিতে দিগ্‌গজ মসনদ,
খড়ি মাড় নাই খাপে—আধোয়া গরদ।
আচার, আমের সত্ব, কুলকুটো ভাঁজ,
যখন যে দিকে হাত তাতে ধড়িবাজ।
বাক্‌যুদ্ধে, বাগ্মিতায় লেখার লড়ায়ে,
রাজনীতি রচনায়, সুর বাজখেঁয়ে।

ইংরিজি-বিদ্যা-বাগানে "ফাষ্টরেট" মালী,
ইউরোপের কালীঘাটে পড়ে যার ডালি।
সকল বিদ্যার খই—বুদ্ধি ভাজাখোলা,
বিধি বিড়ম্বনে আজ কাণে গোঁজা শোলা।
অহংত্ব বড় বেশী নহিলে হাজার
রাজার মাথার চূড়ো—তুল্য কে উহার ?

আসর জাঁকায়ে বসো তুমি অতঃপর,
গাল্‌জোড়া ক্যাঁসা গোঁপ—বুড়ো প্যাগম্বর।
চুঁচুড়ার কিনারায় যার পীঠস্থান,
হৃদয় ক্ষীরের খনি—আকারে পাঠান্‌।
হাঁসারঙা খাসা বুড়ো মাথা-জ্ঞান-গুড়ে,
নিরেট বেউড় বাঁশ ব্রাহ্মণের ঝাড়ে।
ইংরিজি শিক্ষার ফুল বাঙালি-শিকড়ে
স্বতেজে উঠেছে উচ্চ শিখরের চূড়ে।
তর্কেতে তক্ষক যেন, তেজে তেজপাতা,
শিক্ষাব্রতে সিদ্ধকাম শিক্ষকের মাথা।
বচন বটের ফল ধীরে ধীরে পড়ে,
দেশের দোছোট বটো—মোদ্দা কথা গড়ে।
ধনে মানে কুলে যশে পদে পাকা-তাল
সেকেলের মাঝে এক সুন্দর প্রবাল।
নবগ্রহ পূজাকালে আগে যার ভাগ,
দেখো হে পুতুলরাজা—বাঙালীর বাঘ।

তুমিও আসরে এসে বসো একবার,
কলিতে কাঁসারী কুলে প্রভা জ্বলে যার।
কণ্ঠে তুলসীর মালা দীনহীন বেশ,
কাঁধেতে চাদর ফেলা—পোষাকের শেষ।
সহরের দীনদুঃখী দরিদ্র অনাথ
আনন্দে দুহাত তোলে যখনি সাক্ষাৎ ;

চাহিয়া তোমার দিকে তাকায় আকাশে—
শিশুর চক্ষুর ধারা মুছে চীর-বাসে।
ভয় নাই এসো তুমি আছে অধিকার
বসিতে এদের পাশে "ছাড়্" বিধাতার ;
কি হবে কোমর পেটি, কে চায় চাপ্‌রাস্।
অনাথ-তারক নামে পেয়েছো যে "পাস্,"
তরে যাবে তারি গুণে সকল দুয়ার!—
আসর বর্ণনা আজ "ষ্টপ" আমার ॥
বড় বড় বুড়ো বুড়ো চুনে নিমু কটা,
ফিরে আবার আসর নেবো মাথায় বেঁধে ফ্যাটা ॥
গাইব তখন আবার শুনো গুণটি যেমন যার ;
আল্লা গৌর বলো এখন বেলা দুপুর পার।
শ্রীপাট কলকাতাতত্ত্বে অধ্যায় প্রথম,
হুতোম প্যাঁচার গান নরম গরম ॥

—'নবজীবন,' আশ্বিন ১২৯১

দেশেলাইএর স্তব

নমামি বিলাতি অগ্নি—দেশেলাইরূপী,
চাঁচাছোলা দেহখানি, শিরে কালো টুপি।
যেন বা ডিপুটি খাঁটি একহারা চেহারা,
মাথায় শালের বিঁড়ে—রাগে প্রাণ ভরা।

নমামি গন্ধকগন্ধ—মাথাটি গোলালো,
সর্ব্বজাতি-প্রিয়দেব, গৃহ কর আলো।
শান্ত সভ্য অতি ধীর শুয়ে যত ক্ষণ,
গা ঘেষিলে চটে লাল—গৌরাঙ্গ যেমন।

নমামি সর্ব্বত্রগামী দারু অবতার,
চৌর্য্যবিঘ্ন-বিনাশন, শ্যালক টীকার।
নিদ্রিতের গুপ্তচর, রাঁধুনীর প্রাণ,
লম্বাদাড়ি কাবুলীর শিরে পীঠস্থান।

নমামি খদ্যোতশিখা তিমির-হরণ,
লালেতে নীলের আভা দিব্য দরশন।
পোয়াতির প্রিয়বঁধু, তরুণীর অরি,
বিরাজ, রে দিয়াকাটি, কত রূপ ধরি।

প্রণমামি অগ্নিশিখ শুভ্র দেশেলাই,
সাহেব গোলাম তব, সাবাস্ বাদসাই।
সোণা টিন্ রূপা তামা বাঁধা তব গায়,
লাটের পকেটে ফেরো, লেডির ঝাঁপায়।

নমামি অদম্যতেজ বরষা-দমন,
আঁচড়ে কিরণধর সখের দহন।
আখা জ্বলে বিনা ফুঁয়ে বিনা চখে জল,
দিয়াকাটি, তোর প্রেমে মাগীরা পাগল।

উনিশ শতাব্দী সূর্য্য কাষ্ঠের চক্‌মকি,
তোমার চমকে বিশ্বকর্ম্মা গেছে ঠকি।
বন, জল, বিল, খাল, যেথা সেথা যাই,
শিরে ভাঁটা শাদাকাটি দেখি সেই ঠাঁই।

নমামি ভাস্কররূপী দারু-দেশেলাই,
কড়ি দিয়ে কিনে নিয়ে ঘরে তারা পাই।
পয়সা যোড়া বাক্স-বাঁধা ক্ষুদ্র প্রভাকর
ঘরে ঘরে আলো করে ধরণী উপর।

নমামি নমামি দেব স-অগ্নি ইন্ধন,
তোমার প্রসাদে হয় সাগরে রন্ধন।
সভ্য জগতের তুমি সোহাগের বাতি,
চুরুটভক্তের মোক্ষ পদার্থ বিলাতি।

নমামি ফর্‌ফরশব্দ "ফস্ফর"-বেষ্টন,
ধনি-মানি-জ্ঞানি-বন্ধু, কাঙ্গালের ধন।
সন্ধ্যার সোণার কাটি, জোছনার ছবি,
সাবাস্‌ বিলাতি বুদ্ধি বাক্সে বাঁধা রবি।

নমামি কিরণদণ্ড কোপনস্বভাব,
রাজগৃহ খড়ো ঘরে সমান প্রভাব।
সিন্ধুজলে, পথে, ঘাটে, গাড়ী, ঘোড়া, রেলে,
সকলে তোমায় খোঁজে সূর্য্য শশী ফেলে।

ভিখারী কুটীরে সুখী, ভীরুতে সাহসী,
তোমা পেয়ে খঞ্জ খাড়া, প্রাচীনা ষোড়শী।
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি মানবতারণ,
দিয়াকাটি, তোর গুণ কে করে কীর্ত্তন।

নমামি কলির দেব আগুনের শলা।
নমামি সুখর্ব্বদেহ খড়্কে মোমে গলা।
নমামি অনলযষ্টি অবনী-বিহারী,
দেশেলাই, প্রণমামি অন্ধকারহারী।
তোর গুণে, দিয়াকাটি, মুগ্ধ জগজন,
প্রণমামি দেশেলাই দেবের ইন্ধন।

-'প্রচার,' আশ্বিন ১২৯১

রীপণ-উৎসব—ভারতের নিদ্রাভঙ্গ

ভাঙিল কি তবে— এত দিন পরে—
ভাঙিল কি ঘুম ভারতমাতা ?
জরাজীর্ণ শীর্ণ শরীরে তোমার
ফিরে কি জীবন দিল বিধাতা ?
উঠ—উঠ মাতঃ ডাকিছে তোমায়
তোমার সন্তান যে যেথা আজ,
কিবা বৃদ্ধ শিশু কিবা যুবজন
কি দরিদ্র আর কিবা অধিরাজ ॥
ডাকিছে তোমায় মহারাষ্ট্রবাসী—
ডাকিছে পারসী—পাঞ্জাবী—শিক্,
ডাকিছে তোমার বীর পুত্রগণ—
রাজোয়ারাময় যত নির্ভীক ॥
তোমার নন্দন মহম্মদীগণ,—
বাহুবলে যার ধরণী টলে,
ডাকিছে তোমায় সবে একস্বর
জাগো মা ভারত—জাগো মা ব'লে ॥
একা বঙ্গ নয় হিমালয় হ'তে
কুমারীর প্রান্ত যেখানে শেষ,
আজি একপ্রাণ হিন্দু মুসলমান—
জাগাতে তোমায় জেগেছে দেশ ॥
"আর ঘুমাইও না" ব'লে কত দিন
কেঁদেছি—কেঁদেছে কত সে আর,
আজি জন্মভূমি জীবন সার্থক—
তোমার কণ্ঠে এ মিলনহার ॥
কত বারই মাতঃ উদাসীর মত
দেখেছি তোমার ভুবনময়
স্থাবর জঙ্গম কত দিকে কত
অরণ্য যেমন ছড়ায়ে রয় ॥

দেখেছি তোমার গিরি উপত্যকা,—
শস্যক্ষেত্র ভূমি, নগর, দেশ,
ছায়ামাত্র তায় প্রাণিবৃন্দ যত
কালের কালিতে কালিম বেশ ॥
জীবনের বিন্দু না হেরি কোথাই,
সব শূন্যময়—সকলি খালি,
চারি দিকে যত নরাস্থি কঙ্কাল,
চারি দিকে ধূ ধূ করিছে বালি ॥
উঠ গো জননি দেখো চক্ষু মেলি
সেই অস্থিগুলি নড়িছে ধীরে,
মৃদুল হিল্লোলে দেখো কি নিশ্বাস
সে শবপঞ্জরে বহিছে ফিরে ॥
একমাত্র শ্বাস মিলিত ভারত
নাসিকারন্ধ্রেতে ছাড়িল যেই,
কি মহা উৎসব বহিল উচ্ছ্বাসে—
ভারতে যাহার তুলনা নেই ॥
"আর ঘুমাইও না" ডাকি মা আবার
ভাবী আশাফল ভাবিয়া দেখো,
"রীপণ-উৎসব" সোণার অক্ষরে
হৃদয়ের মাঝে লিখিয়া রেখো ॥
শূন্যতল হ'তে নেমেছে পবন
বহিছে তোমার ভুবনময়,
নব-পল্লবিত করিতে তোমারে
ফুটাতে জীবন মঞ্জরীচয় ॥
এ ধীর হিল্লোলে যে বায়ু উঠেছে
কার সাধ্য আর নিবারে তারে,
অগ্রসর গতি কে বা রোধে তার—
কে বা আর তারে বাঁধিতে পারে ?
নব শিখাময় নব প্রভারাশি
ভারত ভস্মেতে মিশেছে ফের,

যে অস্থি কোলেতে কাঁদিলে ভারত
সজীব হবে সে শিখাতে এর ॥
জীবনদায়িনী এ দহন শিখা
ভারত অন্তরে ধরেছে ধীরে,
নারায়ণ মুখে হয়েছে উদ্ভব—
ভারতের বুকে থাকিবে স্থিরে ॥
জ্বলিবে আরো এ যাবে যত কাল,
জ্ঞানের আলোক—বিদ্যুৎছটা
দমে না দমনে, দমিলে দ্বিগুণ
ধরে খরতর তেজের ঘটা ॥
ভুলো না ভারত "রৌপণ-উৎসব"
ছিঁড়ো না যে ডোরে মিলেছ আজ,
এক বাণী ধর ভারত-সন্তান
যেখানে যে থাকো—পরো যে সাজ ॥
মনে ক'রো সবে নিভৃতে—উৎসবে
"রৌপণ-বিদায়" নহে এ খালি,
সম আশা ভয় ভারত অন্তরে
এ মিলন তার প্রকাশ্য ডালি ॥
নহে আকস্মিক দৈব সুঘটনা—
বহু দিন হ'তে অঙ্কুর এর,
জড়ায়ে জড়ায়ে ভারত অন্তরে
শিকড়ে শিকড়ে বেঁধেছে ফের ॥
আজি প্রস্ফুটিত হ'য়ে দিছে দেখা,
তরুমূল যেন পল্লবময়,
ধরণীর গর্ভে ধীরে ধীরে বেড়ে,
ফলে ফুলে শেষে সাজিয়া রয় ॥
ভারতের আশা ভারত-প্রত্যাশা—
জীবন উন্নতি ইহারই সার,
সুবারি-সেচক সে সব লতায়
"রৌপণ" কেবলি লক্ষ্য রে তার ॥

হবো অগ্রসর সেই আশাপথে
তিলেক তাহাতে নাহি সংশয়,
দিয়াছে দেখায়ে যে পথ উহারা
হবে পরিসর ধ্রুব নিশ্চয় ॥
দিয়াছে যখন দেখায়ে সে আলো
দিয়াছে যখন দেখায়ে পথ,
আজি আর কালি তাহাতে পশিব
সাধনে পুরাবো স্ব-মনোরথ ॥
আজি আর কালি পাবো রে সকলি—
আর এ ভারত নিদ্রিত নয়,
সম তৃষ্ণাতুর সব পুত্র তার
একি পথ পানে চাহিয়া রয় ॥
একি পথ পানে চাহে মহারাষ্ট্র
চাহে সে পারসী—পঞ্জাবী—শিক্,
চাহে ভারতের বীর পুত্রগণ—
রাজোয়ারাময় যত নির্ভীক ॥
ভারতনন্দন মহম্মদীগণ—
তাহারাও আজি—জাগো মা বলে,
সেই পথ পানে একদৃষ্টে চাহে
সাধনা সাধিতে সে পথে চলে।
উঠ উঠ মাতঃ ডাকিছে তোমায়
তোমার সন্তান যে যেথা আজ,
কিবা বৃদ্ধ শিশু কিবা যুবাদল
কি দরিদ্র আর কিবা অধিরাজ ॥
একা বঙ্গ নয়— হিমালয় হ'তে
কুমারীর প্রান্ত যেখানে শেষ,
আজি একপ্রাণ হিন্দু মুসলমান
জাগাতে তোমারে জেগেছে দেশ ॥
উঠ উঠ মাতঃ ছাড়ো নিদ্রাঘোর
পূরিয়া নিশ্বাস ফেলো গো মাতঃ,
দেখি কি না হয় অরুণ উদয়—
তরুণ ছটাতে প্রভাত প্রাতঃ ॥

—'নবজীবন,' পৌষ ১২৯১

নাকে খৎ

(হাস্য-কাব্য)

কাব্যোক্ত পাত্র

পুরুষ।

কষ্টকল্প বিদ্যেনিধি … [বন্ধু সমাজে, মিষ্ট অমল বিদ্যাম্বুধি নামে পরিচিত]	একজন নানাশাস্ত্র বিশারদ বহুভাষাজ্ঞ পণ্ডিত, কিন্তু বিষয়-বুদ্ধি প্রায় নাই। সম্প্রতি রত্নসভা* ইহাকে অনেক টাকার বৃত্তি দিয়া অধ্যাপকত্বে বরণ করিয়াছেন।
ধনুৰ্দ্ধর … [বন্ধুসমাজে-"গুণেন্দর"]	একজন ব্যবসাদার, বড় মানুষ; বিদ্যেনিধির বন্ধু।
অগ্নিভট্ট … [বন্ধুসমাজে-"ধুম্‌খালি"]	উকীল, বিদ্যেনিধির ছাত্র, পূর্ব্বোক্ত উভয়ের বন্ধু।
চাঁদকবি …	একজন কিম্ভূত কিমাকার কবি। পূর্ব্বোক্ত সকলের বন্ধু।
বাপ্‌পা পাঁড়ে …	বিদ্যেনিধির দরোয়ান।

স্ত্রী।

রাঙা বৌ …	বিদ্যেনিধির বর্ষীয়সী গৃহিণী ! স্বভাব কিছু অধিক ঋজু।
সতিন্ বৌ … …	বিদ্যেনিধির যুবতী স্ত্রী।
মোক্ষদা … …	রাঙাবৌএর দাসী।
কুঞ্জ … …	সতিন্‌বৌএর দাসী।
সর্ব্বরী … সন্ধ্যাবালা …	রাঙাবৌএর কন্যাদ্বয়।

---

* "রত্নসভা" নানা জাতীয় পণ্ডিতের একটি বৃহৎ সভা; কোন ধনশালী রাজা প্রতি বৎসর এক এক জন অধ্যাপককে মনোনীতপূর্ব্বক অনেক টাকা বৃত্তি দিবার ভার এই সভার প্রতি সমর্পণ করিয়াছেন।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কষ্টকল্প বিদ্যেনিধি। (seated,—a quantity of bank notes scattered before him)

বিদ্যেনিধি। (Solos স্বগত)

ঢের টাকা!—উঃ ঢের—heaps of'em ;
জয় জয়কার রত্নসভার! well that's a name!
অনেক শৰ্ম্মা—বিদ্যেনিধি, বিদ্যেস্মৃধি ভায়া
বেঁচে যান—(বড় নয়!)—আমারি যা হওয়া!
"একাদশ বৃহস্পতি"—বচনটা ত ঠিক!
ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র—শাস্ত্র কি অলীক?
নিদেন্ অনেক দুখ্খী প্রাণী (নামের পিঠে ছালা)
রত্নসভার দোহাই দিয়ে জুড়োন পেটের জ্বালা!

(নোটগুলো নেড়ে চেড়ে)

তা, এই গ্যালো—এক শো এক শো—আর এক শো এই ;
(এ মাসটা চল্‌বে ভালো, ভাবনা বড় নেই!)
আর চার শো—ওতে, শুধ্‌বো অম্বর ভায়ার দেনা ;
অঋণী মানবো শ্লাঘ্য—পরেও যদি ট্যানা।
এই পাঁশ্‌শো—বড় গিন্নির হাতে দেবো ফেলে ;
বাগ্‌দান্‌টা অনেক দিনের, আর চলে না ঠেলে।
(আ গ্যালো যা, তবু ফুরোয় না!)—বাকি এ পঞ্চাশ
(সব টাকা একবারে কি না!) এ পঞ্চাশ—ও সর্ব্বনাশ,
এ বছরের লাইসেন্সি যে আজো নিতে বাকি!
(বেওসাদারি মন্দ নয়, সেটাও হাতে রাখি,)
ও টাকাটা, পাঠাই তবে অগ্নিভট্টের কাছে,
শুভস্য শীঘ্রং যুক্তি ;—কে ওখানে আছে?

(বাপ্পা পাঁড়ের প্রবেশ)

এক জেরা ঠহ্ রো—
(দুইখানি চিঠির মোড়কে শিরোনামা লিখিয়া)
দো খৎ লেতে যাও ;
ইয়েঃঠো কাশ্মীরি ঠাকুর্—লেও হাঁতমে উঠাও,
ঠীকানা মালুম্ ? ইয়েঃ খাম্ উন্‌হিকো দেনা।—
দোস্‌রা ইয়েঃঠো ভট্‌জী (হ্যায় তো পহচানা ?)—
লম্বাসা মুরদ্, গোরা, বেল্‌কা তৌঅর্ সীর—
উন্‌কা পাস্ লে জানা।

বাপ্পা। হাঁ, মালুম কিয়া, মীর।
(বাপ্পা পাঁড়ে চিঠি লইয়া নিষ্ক্রান্ত।)

বি। ও সব্বরি! আয়, হেথা।—

(সর্ব্বরীর প্রবেশ)

ঠাকুর মা কোথা র্যা ?

সব্ব। পূজো কচ্চে ঠাকুরঘরে ; আমি যাই—অ্যাঁ—অ্যাঁ—
(পালাবার চেষ্টা।)

বি। শোন্না বলি, ফুল তুলেছে কে র্যা আজ তাঁর ?
তুই তুলিচিস্ ?

সব্ব। না বাবা না, আজ যে সোঁদির* ভার।

বি। যেই তুলিস্, তা অতো কেন ? আদ্ সাজিটাক্ দিবি,
পূজোয়-পূজোয় মলো মাগী!—বলি শোন্ সবি!
বলো গে তো রাঙা বৌকে আমার ঘরে যেতে।

সব্ব। কেন বাবা ? তাকে কি তুই সন্দেশ দিবি খেতে ?
আমায় দে না—

বি। দেবো এখন্, আগে গিয়ে বল্ ;
লক্ষ্মী মেয়ে সবি আমার, চল্ মা, ঘরে চল্।
(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।)

---

* সোঁদি—সন্ধ্যা।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

(পাশের ঘর)

রাঙা বৌ এবং বিদ্যেনিধির প্রবেশ।

রাং বৌ। কেন ডাকলে?
বি। আর কিছু না, এই কখানা নোট
(তিন শো টাকা) মাকে দিও,—মাস্‌খরচের মোট;
উপ্‌রি অতিথ যত কিছু, সবই এতে সারা—
রাং বৌ। আর হতভাগীর হলো বুঝি কথাই আশার ঝারা?
দেবো—দেবো, হচ্চে হবে, কতই এলাকাটি!
মিছে খালি কেঁদে মলুম ভিজ্‌য়ে আচোট মাটি।
বল্লে দেবে একখানা—তা সেই বা এত কি?
চাট্টে মেয়ে পেটে হলো—হ্যাড়া গলা ছি!
মুখ দেখাতে লজ্জা করে, লোকে কতই বলে;
আমার বেলায় শুকনো হাঁড়ী—সবার বেলাই চলে!
এদ্দিন কিছু বলি নাই—ভালো, টানাটানি,
এখন কি যে—ঐ কি বল্যে—শুনচি কাণাকাণি,
রত্নসভার কি নচ্ছারি—কি একটা ভারি
পদ হয়েছে—তবু কেন এখন মারামারি?
না যদি দেও, বলুই না হয়—ভাঁড়াভাঁড়ি কেনো?
মন ঠাণ্ডায় প্রাণ ঠাণ্ডা আসল কথা জেনো।
এদের—ওদের—তাদের বেলায় কতই শুন্তে পাই;
ধর্ম্ম ভেবে দেও ত দিও, এখন আমি যাই।
বি। চটুই কেন? শোনো বলি—
রাং বৌ। শুনে শুনে কালা!
বি। সত্যি বল্‌চি এবার তোমার পোহাবারোর পালা।
রাং বৌ। (থম্‌কে) তিন সত্যি কর।
বি। তিন সত্যি?—মেয়ের পড়ে!
মরদ্‌ কি বাৎ হ্যায় হাত্তী কি দাঁৎ—কব্‌ভি না তোড়ে,
ইয়াদ্‌ রাক্‌হো জী!

রাং বৌ। ও আবার কি? কি দেবে দেও।

(বিম্বে হস্ত প্রসার।)

দেখি—দেখি, কত ভরী?

বি। ধরো, এই নেও।

রাং বৌ। (গালে হাত)

ও পোড়া ছাই! কি অভাগ্‌গি!—এতেই ঝাঁপাই এত

ছেড়া কাগজ এক টুকরো—মেতি পাতের মত!

কাজ নি—রাখো—

বি। আ আবাগী, পাঁশ্‌শো টাকার নোট!

ঐ ভাণ্ডালিই দশনলী হয়—আর এক ছড়া গোট।

রাং বৌ। (আঁচলে বেঁধে)

জিগ্‌গুসবো—ঠাকরুণকে—

বি। দিব্বি—বিলক্ষণ!

(মুখরা প্রখরা ভার্য্যা তথাপি কাঞ্চন)

দাঁড়াও—শোনো, বলি শোনো—

রাং বৌ। শুন্‌বো, তা এখন

মিটুই আগে সন্দে'টা।

(প্রস্থান।)

বি। আ তোমার মরণ!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

(ধনুদ্ধরের বৈঠকখানা)

অগ্নি এবং ধনুদ্ধর আসীন।

অগ্নি। হরে কিষ্ট! হরে কিষ্ট! রাধামাধব, ছি!

ধনু। (XIX Century মুড়ে)

অ্যাঁ,—কি হে, ও অগ্নিভট্ট? কও ব্যাপারটা কি?

অগ্নি। (ধনুর হাতে দিয়ে)

এই নেও পড়ো চিঠিখানি—এই নেও ধরো নোট,

রত্নসভার অধ্যেপক—কেবল ভোটের যোট!

ধনু। (নোট ও চিঠি হাতে—অবাক্।)
আঃ গ্যালো যা!—রও ত দেখি ;
(উল্‌টে পাল্‌টে)
—না, পাঁশ্‌শোই বটে।
বেশ পঞ্চাশ, বিদ্যেনিধি।
অগ্নি। ল্যাজ বেঁধে দাও জটে।
চাঁচা ছোলা বুদ্ধিখানি গুরুর আমার বেশ ;
দিনকাণাটা মাঝে মাঝে—ঐটে দোষের শেষ।
অনেক জানে, অনেক পড়ে, অনেক ভাষায় জ্ঞান,
বিষয় কাজে এইখান্‌টা (কপালে হাত দিয়ে)—
আঁদারে ল্যাণ্ঠান্।
তাঁর আবার গে বেওসাদারি—লাইসেনির পাস।
মরুন গিয়ে ভট্টি পড়ে—নয় করুন গে চাষ।
ধনু। চটো কেন ?
অগ্নি। দেখো দেখি—চট্‌বো না ত কি ?
পঞ্চাশে—পাঁশ্‌শোর ফের—তার্ টিকি কেটে দি।
ধনু। থাকলে ত ?
অগ্নি। কি বল্‌বো ছাই—চাঁদ কবি যে নাই।
ধনু। না, বেচারা—ভাব্বে কত!—ফেরোৎ দেওয়া চাই।
অগ্নি। তুমি দেখছি আর একটি। রগড় করে কে ?
সাধে খুঁজি চাঁদ দাদাকে,—থাকতো যদি সে—
ধনু। তাই বলো না—রগড় খোঁজো ?
অগ্নি। বল্‌বে ঘোড়ার ডিম্।
টাকা ফেরৎ দেবে তাকে ?—খাক্ আগে হিমসীম।
ধনু। তবে চলো বড্ডীর হাতে দিয়ে আসি তাঁর,
বাড়তি যেটা সাড়ে চাশ্‌শো—বেশ হবে পয়জার।
ঘরে ঘরে বাধ্‌বে ভালো—জলটা উঁচু নীচু।
ভালো মানুষের মেয়ে না হয় পেয়ে যাবে কিছু।
অগ্নি। বেশ কথা এ,—চলো তবে—খাবার খেয়ে আসি,
শীগ্‌গির বলো গাড়ী জুতে।
(প্রস্থান।)

ধনু। কৌন হ্যায় রে ?—খাসী,
কোচ্‌মান্‌কো ভেজো ইহাঁ।—না, দিব্বি পীরের খাসী।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

(বিদ্যেনিধির বাটী।)

ধনুর্দ্ধর ও অগ্নিভট্টের প্রবেশ।

ধনু। বিদ্যেনিধি মহাশয়, বাড়ী আছেন গো ?
অগ্নি। কারুই যে সাড়া নাই—
ধনু। ও বিদ্যেনিধি,—ও—ও—;
না, ঘরে নেই।—ও সব্বরি,—ও নিশি—ও সন্দেবালা,
নিঝ্‌ঝুম যে, সাড়া শব্দ বন্দ—এ কি জ্বালা।
ও গো, কে আছ গো ?
অগ্নি। গ্যালো যা, বাড়ী শুদ্ধ কালা ?
রাং বৌ। (পরদার ভিতর হইতে মৃদুস্বরে)
ও মোক্ষদা, জিগ্‌গোস্‌ না, কে ?
মো। হ্যাঁ গা, কে তোমরা গা ?
কাকে খোঁজো ?—কত্তা বাড়ী নেই।
ধনু। কত্তার মা ?
তিনি কোথা ?—আর মেয়ে সব যত কুঁচো কাঁচা ?
মো। ওগো, সবাই গ্যাছে—সে বাড়ীতে।
ধনু। বাইরে এসো বাছা।

(মোক্ষদার প্রবেশ)

হ্যাঁ গা, একাই তুমি আছ ?—বৌও নেই ঘরে ?
মো। কোন্ বৌ গো, রাঙা বৌ ?—বাড়ী মাথায় করে
তিনিই কেবল আছেন একা।
ধনু। (অগ্নিকে) কর্ত্তব্য কি পরে ?

অগ্নি। গুরুপত্নী—হান্ কি তাতে ?—ওগো বাছা শোনো।
ধনু। করিস্ কি,—ও মিন্‌সে ?
অগ্নি। তুমি গাছের পাতা গোণো,
একাই আমি যাবো না হয়। ও ঝি, তাঁকে বলো,
বাবু একটি মোটা সোটা—গণেশ-পেটা, ধলো,
ধীরপুরে ঘর, বড় দরকার—দেখা কত্তে চান।
আর—পড়ো আমি গুরুঠাকুরের—আমাত্তরে পান
এনো দুটো হাতে কর্‌্যে।
মো। (অগ্নির প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিয়া)
আপনারা দাঁড়ান।
(প্রস্থান।)

মো। (পরদার পশ্চাৎভাগে)
ও রাঙাবৌ, খড়কি তুলে দেখো দেখি চেয়ে
বাবু দুটি, কে ওনারা ? চিন্তে পার মেয়ে ?
একটি ওঁদের গেরস্থারি, একটি কিছু কাঁচা
(জানিনে মা আজকালকের কলকাতার কি ঢাঁচা)
পান খেতে চায়! আবার বলে আস্‌বে তোমার ঠাঁই ;
চেনা শুনো হবে বুঝি! দরোয়ানটাও নাই ?
রাঙা বৌ। ও ঝি, ওঁদের আস্‌তে বল্, বস্‌তে জায়গা দে।
মো। (দুইখান আসন পাতিয়া)
আসুন তবে।
রাঙা বৌ। ও মখি, ও পোড়ারমুখী কপাট টেনে নে।
(কবাট অর্দ্ধবদ্ধকরণ)

ধনুঃ ও অগ্নির অন্দরে প্রবেশ।

ধনু। দরকারি কাজ তাই আজকে এতো বাড়াবাড়ি,
কত্তাটি কি গাঁজা টানেন! টাকার ছড়াছড়ি ?
পঞ্চাশেতে পাঁশ্‌শো দেন—হিসেব আঁটাআঁটি!
রাখো তুলে, ধরো এখন সাড়ে চাশ্‌শো খাঁটি।

পাশ আপিসে পঞ্চাশ দিতে পাঁশ্‌শো দেছে ফেলে,
মাথা খুঁড়্‌লেও দিও না তাঁয়, দেখ্‌বো কেমন ছেলে।
এ টাকাতে গয়না করো—না হয় যদি পারো
কোম্পানীর কাগোজ কিনে আখের সুসোর করো
দাঁতে কুটি নিলেও তবু দিও না এ তায়,
কোথা পেলে এখন যেন সন্ধান না পায়॥

মো। (রাঙা বৌএর হইয়া) উনি বল্‌চেন—
আপনিই রাখুন, কাজ কি হাতের ফেরে ;
গয়নান্তরে পাঁশ্‌শো টাকার নোট দিয়েছেন ধর্‌য়ে
আজ সকালে ; তাই ভাব্‌চেন আবার কেমন কর্‌য়ে
নেবেন এটা ?

ধনু। (মোক্ষদার প্রতি) কই, দেখি ? নেও ত চেয়ে।
(অগ্নিকে) ওহে শম্মা—বুঝেছ ত ?

অগ্নি। তোমার আগে—all bright as day.
(ভিতরে বাক্স টানা ও চাবি খোলার শব্দ)

মো। (ধনুর প্রতি)
এই নিন, এই কাগজখানি আজ সকালে দিয়া
নিউদ্দেশ সেই অবধি। (নোট প্রদান)

ধনু। (নোটখানি দেখিয়া)
ও শম্মা ভায়া,
দেখো দেখো, যা ভেবেচি, ঠিকঠাক এ তাই।
(নোট দেখাইয়া)

অগ্নি। হদ্দ কল্লে বিছেনিধি "ড্যাম his আই !"

ধনু। (৫৫০ টাকার নোট দিয়া)
এখন তুলুন সবগুলি এ সিন্দুকটি খুলে ;
আ হাবা, বামুনের মেয়ে, এতেই গেচেন ভুলে ?
পাঁশ্‌শো নয় ত ? পঞ্চাশ যে তোমার যা তা হেথা,
এখন কি আর এ সব নিতে ধম্মাধম্মির কথা ?
পাঁশ্‌শো দেছে পাঁশ্‌শোই ওঁর। কসে বাঁধুন গিরে
পরশু দিনে বিকেল বেলা আস্‌বো আবার ফিরে।

আমরা এলে পরে যেনো—দেছেলো যেখানি,
সেইখানিকে দেখিয়ে তাঁকে, করেন টানাটানি।
ঘোরফের সব মিটে যাবে মিলবো যখন সবে;
ভালোমানুষের মেয়ে তোমার পুরো পাঁশ্শোই হবে।

(আসন হইতে উত্থান।)

রাঙা বৌ। ও মোক্ষদা, বস্‌তে বল্, খাবার তৈয়ের করি।
ধনু। আজ্ থাক্, সে পরশুই হবে, আগে চুরি ধরি।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

(বিদ্যেনিধির অন্য স্ত্রীর বাটী।)

সতিন বৌ ও কুঞ্জর প্রবেশ।

স। কি লো কুঞ্জ—দেখা হলো?
কু। না, সত্যই মা, না।
স। ও বাড়ী নেই,—গেছে কোথা?
কু। ইচ্ছে যেথা।
স। তোমার মাথা!—ভেঙ্গে বল্।
তোর আজ্ জে নতুন কেতা।
কু। সবই নতুন—একলাই কেনে থাক্‌বো ছেঁড়া ন্যাতা?
স। তুই যে দাশুরায়কে টেক্কা দিলি? ও কুঞ্জ ঝি।
কু। সত্যই মা, শুনলুম গিয়ে ও বাড়ীতে
স। (সাগ্রহে) কি শুনলি, কি?
কু। শুনে এলুম কাণাঘুষো পাঁশ্শো টাকার মোট,
তিনশো ভরির চন্দ্রহার একশো ভরির গোট;
রাঙা বৌএর ভাঙ্গা কপাল শুনু গ্যাছে ফিরে।
এখন ভাগ্যবতীর পেস্তাবাদাম—সতীমমায়ের জিরে!
স। রাখ্ তোর ছড়াকাটা—কে বল্লে তোকে?
কু। ওরাই বলে—তারাই বলে—পাড়াশুদ্দ লোকে।
স। কুঞ্জ, আমার মাথা খাস্ লো, আন্‌গে তাকে ডেকে

কু। (জিব কেটে)
ছি, কি কথা ? আন্‌বো তো গা নাগাল পেলে তায় ?
চৌপাহারা চাদ্দিকে যার তায় কি ধরা যায় ?
কাট্‌লে শেকল আর কি পাখী দাঁড়ের পানে চায় ?
এখন রাঙা বৌএর খাঁচায় পোরা, আর্ কে তাকে পায়।

স। পোষা যে না ? অনেক দিনে অনেক ছাতু গুলে
সিটী দিতে শিখিয়েছি তায় সেও কি যাবে ভুলে ?
যা কুঞ্জ যা, যেখানে পাস্, আ—ঐ যে গুণমণি।
(দূরে বিত্তেনিধিকে দেখিয়া)
যা, সরে যা—ঐ ঘরে থাক্ ; আজকে খুনোখুনি।

বিত্তেনিধির প্রবেশ।

স। (তাহার নিকটে গিয়া)
আমার কিছু চাই।

বি। হাতে কিছু নাই।

স। ওদের, ওদের বেলা
তবে টাকার কেন খেলা ?
রাঙা ডোবার জলে
শুনি, ছী নী নি চলে।
ঢাকাই জালা পেট,
চন্দ্রহারে·সেট।
কাঁকাল গাদা বোট,
তাইতে সোনার গোট।
আমার বেলা যেই,
অমনি হলো নেই!!

বি। কে বলেচে এ সব কথা ?

স। কেন ?—এ কি সব উচ্ছে নতা ?

বি। দি, দিয়েছি ইচ্ছে আমার।

স। কে তোলাবে—আমার— ?

বি। যা ছিল—তা সব গিয়েছে।

স। কতো ছিল ?—কে নিয়েছে ?
বি। তোমায় বলে তা—হবে কি ?
স। শুভঙ্করী আঁক্ শিখ্ছি।
বি। ক্ষ্যামা কর—ক্ষ্যামা কর—সত্যি হাতে নাই।
স বৌ। একাদশ বৃহস্পতি—কি তবে সে ছাই।
শনিবারে জেবে পুরে এলে এতোগুলো—
মার্কামারা—"ভেলম-পেপার"—সেগুলো কি ধূলো ?
ভাল বটে নাগরালি—কারো মুখে খাজা।
তারি যেনো আট্টা মেয়ে—আমি কি তা বাঁজা ?
বি। ক্ষেমঙ্করি ক্ষ্যামা কর—হিসেব শোনো বলি ;
ধূলিগুঁড়ি সবই গ্যাছে—শূন্য এখন থলি।
দিব্বি করি পায়ে ছুঁয়ে (জানুপাতপূর্ব্বক)
—চাশ্শো মহাজনে,
তিন্শো গেলো পেটে খেতে—পঞ্চাশ লাইসেনে ;
আর পাঁশ্শো—আর পাঁশ্শো রাখ্তে দিয়েছি,
ভাল মন্দ আখের ভেবে—
স। আমিই তবে কি
ছাই ফেল্তে ভাঙা কুলো—ও বিদ্যেনিধি ?
বি। ফিরে বারে যত পাবো, তোমায় দেবো সব,
শুক্‌ন হাঁড়ি—পায়ে নেড়ে—কেনো কর রব ?
স। লেখো তবে—লেখো খত—(আন্ তো ঝি ইংষ্ট্যাণ্ড)
সুদ শুদ্ধ লিখে দেও—"প্রমিসরি বণ্ড"
আমি নাকি বোকা মেয়ে—আমায় দেবেন ফাঁকি ?
গুণনিধি, গুণীন্ আমি, চিনি ভালো—চাকি।
বি। (খত লিখিয়া পাঠ করণ)
"I. O. U.—আই প্রমিস্"—সাত শো টাকা সাড়ে,
"অন্ ডিমাণ্ডে" দেবো—আমি সুদে যত বাড়ে ;
মাসে মাসে—টাকায় টাকা সুদ দিতে স্বীকার ;
না যদি দি—সতীন বৌএর শ্রীপদ-প্রহার।

স। এখন—সে বাড়ী যাও বিদ্যেনিধি!—করো গে আহার।

সঃ বৌ। (প্রস্থান)

(ভাবিতে ভাবিতে বিদ্যেনিধির প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

(বিদ্যেনিধির গৃহ।)

আসীন তক্তপোষে—

বিদ্যেনিধি, ধনুদ্ধর ও অগ্নিভট্ট।

ধনু। আজ্ঞে বড় ব্যাজার ব্যাজার ?

বি। এমন কিছু নয়।

ধনু। তবু—তবু ?

বি। মাথা মুণ্ডু—

ধনু। বল্‌তে লজ্জা হয় ?

বি। আর জ্বালিও না,—ঢের জ্বলেছি!

অগ্নি। সে কেমন আবার ?

কি জ্বালাতন গুরুঠাকুর ?

সন্ধ্যাবালার প্রবেশ।

সন্ধ্যা। ও বাবা, একবার

বাড়ীর ভেতর মা ডাক্‌চে।

বি। যা যা—এখন যা।

সন্ধ্যা। আয় শীগ্‌গির—শীগ্‌গির করে—ডাক্‌চে তোকে মা!

বি। সেও মরুক—তুইও মর্, দে—কাপড় ছেড়ে দে।

যাবো এখন—যখন খুসী।

ধনু। ভারী গরম যে ?

যাও না কেনো, একটিবার শুনেই না হয় এলে ;

আমরাও ত বস্‌বো, খাবো—দোষটা কি তা গেলে ?

বি। বড় জ্বালালে—চল্ যাচ্ছি।

(সন্ধ্যার সহিত প্রস্থান)।

অগ্নি। আমরাও গুড়ি গুড়ি
চলো না কেন পেছু ধরি।
ধনু। আ বিদ্যের ঝুড়ি।
টের পাবে যে—সব ফাঁস্‌বে—তুমি কি পাগল ?
হেথা বসেই সব শুন্‌বে ;—ভাবনাটা কেবল
পার্‌বে কি না তাল রাখ্‌তে !—নয় কুঁহুলে খল।
অগ্নি। ঐ বেধেছে—নারোদ, নারোদ !—পাড়বে না কোঁদল ?
কোঁদল ছাড়া মেয়ে মানুষ কে দেখেছে কবে ?
ধনু। শোনা—শোনো—হচ্চে কি।
রাং বৌ। হ্যাঁ গা নাকি তবে
পাশ্‌শো টাকার একখানা নোট গয়নান্তরে দেছ ?
জুয়োচুরি এমনতরো কদ্দিন শিখেছ ?
তাই বুঝি, তা—ঠাক্‌রুণকে দেখ্‌তে দিতে মানা ?
ভেল্কি খেলার চোখে ধূলো—যায় পাছে বা জানা ?
নেই বা দিতে ;—এ ভাঁড়ামি এ বয়সে—ধিক্‌ !
গলায় দড়ি ! বিদ্যেনিধি উপেধটাতেও ধিক্‌ !
আর একটা—ঐ কি যে—রত্ন কিসের পায়া—
তাতেও ধিক্‌—ধিক্‌—ধিক্‌—বড়ই বেহায়া !
মাথা খুঁড়ে মর্‌বো আমি—ঘর সংসারে ছাই,
এই নেও সে জালী কাগোজ—
(৫০ টাকার নোট ফেলিয়া দিয়া)
বি। কি জ্বালা—বালাই।
এইখানা কি সেইখানা ?
রাং বৌ। না, অনেক স্যাঙাৎ ভাই
আছে কি না—দিচ্চে আমার হাতে গুণে গুণে ?
বল্‌তেও লাজ নাই কি মুখে ?—পোড়াও গে উনুনে !
বি। তাই তো—তবে কেমন হলো ! কাকে দিনু ভুলে ?
রাং বৌ। হয় তো তাকেই দেছ—যার পাধূলো খাও গুলে !
বি। (ক্রুদ্ধ হইয়া) মুখ সামালে কথা বলিস্‌—বড্ড বাড়াবাড়ি !
শিকেয় তুলে এমনিই হয় ভাঙা ছড়ার হাঁড়ি !

ধনু। (বাহির হইতে)
বিদ্যেনিধি, বলি ও কি?—কি হয়েছে অ্যাঁ?
ভদ্রলোকের কথার কেতা এমনিই বটে, ছ্যা।
বি। (হতবুদ্ধিভাবে নোটখানি দেখিতে দেখিতে প্রবেশ)
তাই ত!—তবে এ কি হলো?
ধনু। কি হয়েছে বলো।
বি। হবে আর কি, মাথা মুণ্ডু!—এদিক উদিক গ্যালো।
শম্মাভায়া, হ্যাঁ হে, তোমার চিঠির ভেতর মোড়া
নোটখানা সে কত টাকার?
অগ্নি। না, দিব্বি শালের যোড়া
পুরস্কারি হলো শেষে! এ নৈলে কি হয়?
গুরুর মত গুরু বটে—বিদ্যেনিধির জয়!
হুকুম যেমন—তেম্‌নি দিছি সরকারী-আপীসে
চাওরটিকে এখন দেখি জেলে পাঠাও শেষে!
বি। আরে চটো কেন? আমার হেথা—বেম্মোতেলো জ্বলে
ধনু। চটবার তো কথাই বটে—
বি। বাঁচি আমি ম'লে।
ধনু। কি হয়েছে, বলুই ছাই—বুঝতে তবে পারি।
বি। মাথামুণ্ডু বল্‌বো কি আর—করিছি ঝক্‌মারি
রত্নসভার টাকার পিণ্ডি—হাতে নিয়ে তুলে।
পাঁশ্‌শো টাকার একখানা নোট—কাকে দিছি ভুলে!
ঠিক মিলুতে ঘাম ছুটেছে—নাকে দিনু খৎ;
এ ঝক্‌মারি আর কর্‌বো না—দেখ্‌বো অন্য পথ।
ধনু। জানো—আমার ঠিকে ঠাকে আছে লেয়াকৎ।
বি। হ্যাঁ তা জানি।
ধনু। চলো—তবে, নাকে দেবে খৎ
রাঙাবৌএর চরণতলে,—মিলিয়ে দেবো তবে।
আর এক কথা—একটা ভালো ফলার দিতে হবে।
থাক্‌বো তাতে আমরা দু'জন—ইয়ার বক্‌স আর;
চাঁদকবিকে হবে দিতে কথকতার ভার।

আগাগোড়া সভার মাঝে ভাবৃবে তোমায় হুর্।
রাজী হও ত, অমটা তবে করি এখন দূর।

বি। তাই সই,—আর সয় না প্রাণে! যেথা সেথা জ্বালা,
দিবা রাত্তির ঝগড়া কোঁদল—কাণটা ঝালা পালা!
এক জায়গায় দাসের খৎ—এক জায়গায় মাকে;
অধ্যেপকি কর্ ভালো—চরকার পাকে পাকে॥

ধনু। চল এখন বৌএর কাছে।

বি। আজকে না হয় থাক্।

ধনু। না না,—না তা হবে না—ছেঁচ্‌তে হবে নাক!
পঞ্চাশ দিতে পাঁশ্‌শো দিলে—পাঁশ্‌শোতে পঞ্চাশ;
ঠিকেঠাকে মিলে গ্যালো—মিট্‌লো দশের আশ॥

(সকলের অন্দরমহলে প্রবেশ।)

—ইং ১৮৮৫ (?)

দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে

সুধাংশু গগনবুকে শীতাংশু ঢালিছে সুখে,
জগৎ শীতল হ'য়ে সে আলোকে ভিজিছে,
সুধীর সমীর বয়, দুলিছে পল্লবচয়,
উত্থানে রজনীগন্ধা নিশিমুখে ফুটিছে;—
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

স্বভাবের ভাবে ভোর, স্বপনে ছুটেছে জো'র,
পরাণ হৃদয় মন কত স্রোতে ডুবিছে;
অসাড় ইন্দ্রিয়-জ্ঞান, বিশ্ব-প্রাণে যুড়ে প্রাণ
মধুর মুরলীগান যেন শুধু শুনিছে!—
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

সে স্বপ্ন মুরলীধ্বনি সহসা ভুলি তখনি,
রমণী-কণ্ঠের স্বর কাণে যেন পশিল—
"শেষ দেখা এইবার, এবে সে ব্রত উদ্ধার,
এখন বৈরাগ্যপথে সখী তব চলিল।"—
রমণীর ছায়া এক তরুতলে পড়িল।

নয়নে ঝরিল বিন্দু—কোথা বা কিরণ ইন্দু!—
যৌবনলীলার সিন্ধু স্মৃতিপথে খেলিল,
মনে হল সমুদয়—এইরূপে চন্দ্রোদয়,
যবে এই তরুতলে আমারে সে বলিল—
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিল।

বলিল "কপালে লেখা হবে পুনঃ হবে দেখা,
আজি হ'তে শেষ এই" ব'লে ফিরে চলিল।
ফুরায়েছে যত বর্ষ যত খেদ যত হর্ষ
সে দিন—সে সব(ই) আজ স্মৃতিপটে জ্বলিল।
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিল।

যে ছবি হৃদয়ে ধ'রে ফিরেছি ভুবন 'পরে,
এসেছি—বসেছি ঘরে, ক'টা তার জাগিছে ?
আশার মোহের ছল বাহুতে দিয়াছে বল—
এবে তার আছে ক'টা—ক'টা তার ফুটিছে ?
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

উদাসে দেখিনু তায়, সে কান্তি কোথা রে, হায়,
যে কান্তি কল্পনা-পথ আলো ক'রে শোভিছে।
এই কি সে নিরুপমা প্রতিমা জিনিয়া রমা—
কিম্বা এ তরুর(ই) ছায়া—প্রতিবিম্বে ছলিছে ?
সে যে এই—দ্বিধা হৃদে কিছুতে না ঘুচিছে।

চেয়ে দেখি যত বার হিয়া কাঁদে তত বার—
সে মুখের সনে যেন কত যুগ(ই) ফিরিছে।
"যাও"—বলিবারে তারে রসনা জুয়াতে নারে,
কি যেন কোথায় থেকে কণ্ঠ আসি রোধিছে।
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

সুষুপ্ত প্রাণীর প্রায় "যাও"—শেষে দিনু সায়,
অমনি নয়ন-তটে বারিধারা বহিল,
ক্ষণেক না থাকে আর "এই শেষ—শেষ বার"
ব'লে অপাঙ্গের কোণে একবার চাহিল—
ধীরে ধীরে রজনীর ছায়া সনে মিশিল।

পুরুষ রমণী ছাঁচে প্রভেদ কি এত আছে ?
একি সাধ দু'জনার হৃদিতল মথিছে,
এক বাঁচে মরে আর, একি লীলা বিধাতার—
পাষাণে কুসুমহার কেন বিধি গাঁথিছে,
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

যার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে জগতের সুধা পিয়ে,
জেগেছি জগতীতলে—সে কোথায় কাঁদিছে ?
আমি সেই তরুতলে ভ্রমি সেই ভ্রমস্থলে,—
হিয়া মাঝে তার ছায়া কতবার বসিছে ?
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

আবার গগন-বুকে সুধাংশু উঠিছে সুখে,
জগৎ শীতল হ'য়ে সে আলোকে ভিজিছে,
সুধীর সমীর বয়, দুলিছে পল্লবচয়,
উদ্যানে রজনীগন্ধা নিশিমুখে ফুটিছে,
কঠিন পুরুষ-প্রাণ সকলি ত সহিছে।—
দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

—'ভারতী,' শ্রাবণ ১২৯২

গঙ্গার স্তোত্র

(হরিদ্বারের নিকট গঙ্গাদর্শনে।)

বন্দে গিরিবালে।
নগরাজ-কোল-শোভিনি,
কল কল কলভাষিণি,
সপ্তধার-হারধারিণি,
বিমলে।
বন্দে গিরিবালে॥
হরিদ্বার-দ্বারচারিণি,
জাহ্নবী-নামধারিণি,
গিরি নীলে-নীলবরণি,
মা মঙ্গলে।
বন্দে গিরিবালে॥
বন্দে গিরিবালে।
অবিরাম-গতি-গঙ্গে,
চির-নীর-হার-অঙ্গে,
দ্রুমরাজি চলে সঙ্গে,
তটভঙ্গি কত ভঙ্গে,
মাতঃ গঙ্গে।
তব তীরে কুশকাশ,
তব নীরে কত ভাব,
কভু ধীরে মৃদু হাস,
কভু ভীষণ গতি ভঙ্গে।
মাতঃ গঙ্গে॥
মাতর্গঙ্গে, তব নীরকুশলে
জম্বুদ্বীপ খ্যাত মহীমণ্ডলে
নির্ম্মল সলিলে ভারতমেখলে
মা গঙ্গে।

পুণ্য-শরীরে তব নীরতীরে
যুগ যুগান্তে কত কত বীরে
কত মহামতি তব তীর্থে ধীরে,
অস্থিভস্ম নিজ মিশায়েছে অঙ্গে
মাতর্গঙ্গে ॥
ধন্য জীবন তব ভূতলচারিণি
যোজন যোজন বর্ত্ম বিহারিণি
কাল মাহাত্ম্যে মা শৃঙ্খলধারিণি
বদ্ধ সুড়ঙ্গে ।*
নৃত্য করিতে আগে সিংহের অঙ্গে,
কাল-প্রলয়ে মাতঃ সেহ আজি রঙ্গে
সুরঙ্গ† দ্বার ধরে বিকট বিভঙ্গে
তব কপালে ।
বন্দে গিরিবালে ।
মাতঃ শৈলজে তব স্রোত মালে
কে পারে ভুবনে রোধিতে স্ববলে,
ধূর্জ্জটি লজ্জিত বাঁধি জটাজালে
বিপুলে ।
বন্দে গিরিবালে ।
সুন্দর হিমধাম হিমগিরি অঙ্গে,
পদতল-বাহিনি শ্বেত তরঙ্গে ;
বেষ্টিত উভতট হিমকূট জালে
বন্দে তরঙ্গিণি গিরিরাজবালে ।
বন্দে গিরিবালে ॥

—'প্রচার,' কার্ত্তিক ১২৯২

* মায়াপুর হইতে রুড়কি পর্য্যন্ত "গ্যাঞ্জেস কেনালে"র সুড়ঙ্গ ।

† রুড়কির নিকটে "গ্যাঞ্জেস কেনালে"র চারিধারে চারিটি ভীষণমূর্ত্তি সিংহ স্থাপিত আছে ।

হরিদ্বার

শুয়ে হিমালয় দিগন্ত ব্যাপিয়া
উঠে শৃঙ্গমালা গগন-ভেদিয়া
স্তরে স্তরে যেন সোপান বাঁধিয়া
ঘেরেছে স্বর্গের পথ।
দেখিতে সুন্দর শিখর উপর
রবিকরে ছায়া খেলে স্তরে স্তর
সুদূর শূন্যেতে ধবলাভূধর
কিরণে যেন রজত॥

পৃষ্ঠদেশে শৈল শিবালিক শ্রেণী
কল কল নাদে চলে সপ্তবেণী
দ্বীপপুঞ্জে সাজি সুরতরঙ্গিণী
নামিছে ধরণীগায়।
হরিদ্বার বুকে পড়ে ধারা ঝরি
ছাড়িতে না চায় রাখে কোলে করি
আরো যেন তায় কল কল করি
প্রসারে গঙ্গার কায়॥

মনোহর বেশ পুরী হরিদ্বার
চণ্ডীর পাহাড় শোভে পরপার
নীল ধারা চলে ধারে ধারে তার
চূড়াতে চণ্ডীর মঠ।
গগনের কোলে দিবানিশি স্থির
ক্ষুদ্র শ্বেতকায় চণ্ডীর মন্দির
দূরলক্ষ্য সদা সে মঠশরীর
শূন্যে কি সুন্দরপট॥

হরিপদচিহ্ন ধরিয়া শরীরে
হরি-পৌরঘাট শোভে গঙ্গাতীরে
পরশনে শুচি দেহ যার নীরে
স্নানে পুনর্জন্মক্ষয়।
কুম্ভমেলাযোগে যে ঘাট উপর
লক্ষ লক্ষ প্রাণী ফিরে নিরন্তর
বহে কোলাহলে প্রাণীর সাগর
দুকূল অদৃশ্য হয়॥

সে মেলা সংযোগে যে নাম শুনিয়া
জাগে হিন্দুজাতি ভারত ভরিয়া
চলে নদীবনকন্দর ভাঙ্গিয়া
সুখের কামনা ধ'রে
কিসে সে সন্ন্যাসী মুনি মৌনী নর।
কিবা সাধুজন পাষণ্ড পামর
জাতি বর্ণভেদে না থাকে অন্তর
সকলে আনন্দে ভরে॥

সেই পুণ্যক্ষেত্র অঙ্কেতে তোমার
তুমি স্বর্গপথ পুরী হরিদ্বার
মহাতীর্থ যত—মধ্যে তুমি তার—
চৌদিকে বিরাজ করে।
তোমারই সে কোলে মন্দাকিনী-জল
সুখে চিরদিন বহে নিরমল
তোমারি সম্মুখ নীলগিরি স্থল
বিম্বক পশ্চিমে সরে॥

উত্তরে তোমার বদরিকা স্থান
ঋষিকুল যেথা কৈলা সামগান
কেদার মাহাত্ম্য আজিও সমান
গঙ্গোত্রী আরও সে আগে।

দক্ষিণে কংখল সতীদাহস্থল
দক্ষপ্রজাপতি যেখানে ছাগল
হায় রে সেদিন হলো কতকাল
সে কুণ্ড আজিও জাগে ॥

কে বলে পুরাণ তোমার আখ্যান
মূলহীন বাক্য কল্পনার ভান
ভারতমণ্ডলে ভ্রমি কত স্থান
আজো সত্য হেরি সব।
তব তথ্যমূলে মিথ্যা কিছু নাই
আর্য্যাবর্ত্তভূমি এখনও রে তাই
আগেকারি মত সবি সেথা পাই
যেখানে যা কিছু তব ॥

তোমারি কোলেতে আজো সেই রবে
চলেছেন গঙ্গা তেমতি উৎসবে
কে পেয়েছে তার ঘুচাতে গৌরবে
আজিও প্রতাপ সেই।
বেঁধেছ তাহারে কতই বন্ধনে
অসুরের তেজে অসুরের পণে
তবু তাঁর গতি কে রোধে ভূতলে
সে তেজ ভূতলে নেই ॥

সেই হৃষীকেশ অদূরে শোভিছে
চারু তপোবন আজও বিরাজিছে
হিমালয়কোলে আজিও দুলিছে
লছমনঝোলা সেই ॥

দেবপুণ্যভূমি পুরী হরিদ্বার
এতদিন পরে জানিলাম সার
তুমি স্বর্গপথ ধরণী মাঝার
জানিনু আগে যা ছিল।

জানিলাম হায় আমরা সে মরা
ভারত কঙ্কালে কালগর্ভে ভরা
জানিলাম আর বৃথা আশা করা
কালেতে সকলে নিল।
এতদিন পরে জানিলাম মাতঃ।
আগে যা ভারতে ছিল॥

—'মানসী,' কার্ত্তিক ১৩১৯

আমায় কেন পাগল বলে পাগলে ?

লোকে করে যা   আমি করি না
লোকে ভাবে যা   আমি ভাবি না,
পাঁচের মত নই   হ'তে পারি না
—পারিলাম(ও) না—
এ ভূতলে।
আর যত সবে   কত সুখে ধায়,
কত আশা করে   কত দিকে চায়,
দুখ-শূলে বেঁধা—   তবু সুখময়
ভাবে সকলে।
তারা জানে না   পর-বেদনা,
কভু ভাবে না—   নিজ যাতনা
হৃদি তাড়না—   সহে বাসনা—
কু-ছলে।
আমি হেরি যত   চাহি যেবা পথ(ও)
হেরি ছায়াময়   সব মনোরথ(ও)
যত আশা ব্রত   কিছু মনোমত(ও)
নহে ভূতলে।
সবি দুখময়   সদা জ্ঞান হয়,
ভব সমুদয়   যেন ঢাকা রয়
ছেঁড়া—জরা আঁচলে।
যত খুঁজি আমি   খুঁজি কতবার(ই),
খুঁজে পাই কই—   কিবা নরনারী,
কিবা শিশু যুবা—   কিবা সদাচারী,
হেন নির্ম্মলে ?
নাহি ছায়া রেখা   যার(ও) হিয়া 'পরি,
যারে হৃদি মাঝে   পূরে পূজা করি,
হিয়া-মুকুরেতে   যারে দিলে ধরি
সদা উজলে।

কোথা পাই হেন ভব চরাচরে,
হিয়া দিলে যারে হিয়া দেয় পরে
বিনি কোন(ও) ছলে।
সখা-সখা—বলি কত সাধে বলি
দিছি কতবার(ই) হিয়াতলে দলি,
শূন্য তবু প্রাণ জীর্ণ আশা-কলি
তবু কপালে।
যত পরিবার(ও) সার(ও) জানি তার(ও),
ভাবে নিজ নিজ ভোর যেবা যার(ও),
আমি যে ভিখারী, আশা-ঝুলি সার(ও)
আজো—ভূতলে।
ভেবে ভেবে হিয়া হাসে মনে মনে
ভবে দেখে যত ভব-খেপা জনে,
পাঁচে কাঁদে খেলে মিশে ভবরণে,
আমি কাঁদি বনে অচলে।—
আমায় কেন পাগল বলে পাগলে?

—'ভারতী,' ফাল্গুন ১২৯২

আজি কি আনন্দ বাসর!

(ভারতেশ্বরীর জুবিলি-উৎসব উপলক্ষে)

দেখো দেখো চেয়ে ধরণীমণ্ডলে,
ধরণী আজি কি সেজেছে!
যেন ধৈর্য্য-হারা হ'য়ে বসুন্ধরা
আনন্দ-উৎসবে মেতেছে!
রক্ত নীল পীত পতাকা উড়িছে
রণতরি-দুর্গ-শিখরে,
বলাকার মালা যেন দলে দলে
আকাশ-প্রাঙ্গণে বিহরে!
লতা-পুষ্প-ঝারা নগর-তোরণে,
পথে, ঘাটে, মঠে রচনা;
পথে, ঘাটে, মাঠে, নদহ্রদকূলে,
বাজিছে মঙ্গল-বাজনা।
বাজে মনোহর বাদ্য নিরন্তর,
বাজিছে দুন্দুভি সঘনে,
রণতূরী-ধ্বনি, ঘন ঘণ্টানাদ,
উচ্ছ্বাসে উঠিছে পবনে!
খেলে সিন্ধুজলে জলযান শত,
রণতরি খেলে বহরে;
ঘন ঘন ধ্বনি গরজে কামান,
পৃথিবী জলধি শিহরে!
দেশ দেশান্তরে জাতীয় সঙ্গীত
'বৃটিশের' ব্যাণ্ডে বাজিছে,
'বৃটন'-আনন্দে যেন ভূমণ্ডলে
আনন্দ-ঝটিকা ছুটিছে।
কোথা, কবে, কা'র ছিল রে ভূতলে
এ দীপ্ত প্রতিভা, প্রভুত্ব, বল?

কার অভিষেকে হেন জয়োৎসবে
কবে সে কেঁপেছে পৃথিবী, জল ?
শুনি সত্যযুগে নৃপতি মান্ধাতা,
রামরাজ্য শুনি ত্রেতায় পরে,
কবে কার রাজ্যে রাজলক্ষ্মী হেন
গৌরব-পূর্ণিত মহিমা ধরে ?
নেহারো পশ্চিমে— এক রাজ্যসীমা—
পৃথিবীর প্রান্তে 'ক্যানেডা'-দেশ
পূর্ব্বদিকে সীমা— মহাদ্বীপপুঞ্জ—
প্রশান্তসাগরে হয়েছে শেষ।
উত্তরে আপনি, অসীম প্রতাপ,
সাগর-প্রাচীরে-বেষ্টিত-কায়,
স্বাধীনতা-খনি স্বয়ং 'বৃটানী'
'কোহিনুর' মণি জ্বলে মাথায়।
দক্ষিণ-সাগরে— এক ভুজলতা—
অখণ্ড ভারত শোভা ছড়ায়।
অন্য ভুজলতা— হেরো অন্যদিকে—
উত্তমাশা তীর ধ্বজা উড়ায়।
বাঁধা করতলে সপ্ত সিন্ধুজল,
চির-আজ্ঞাবহ বারিধিপতি;
উদয়াস্ত নাই এ রাজ্য-ভিতরে—
দিনমণি করে সতত গতি।
সার্থক-জনম, হে 'বৃটন'-জাতি,
সার্থক ভূতলে তব সুখ-ভাতি,
কি আনন্দ সদা হৃদয়ে তোর।
ভূমণ্ডলময় হেরো যেই দিকে,
সূর্য্যোদয় যেন হেরো সেই দিকে
পিতৃকুল-যশে হ'য়ে বিভোর।

স্মৃতির নয়নে 'ক্রেশি'-রণক্ষেত্রে
যে মুহুর্ত্তে চাহ পুলকিত নেত্রে,
কি সুখ-সাগর হৃদে উথলে।
হেরিলে 'পয়টীয়া' কিবা হরষিত।
কি সুখ-স্বপনে সুবর্ণ-মণ্ডিত-
'এজিন্‌কোর্ট'-সভা স্মৃতিতে জ্বলে।
'ব্লেনিমের' জয়ে কি আনন্দ-ধারা
বহে হৃদিতলে—ভেবে 'মারোল্‌বরা'
কি সুখে হৃদয় মথিত হয়।
আসিছে 'আর্মেডা' 'বৃটানী' তীরে,
শুনে যে উৎসাহ স্বজাতি-শরীরে—
সে উৎসাহ আজো প্রবাহে বয়।
খেলে রে পরাণে কি সুখ-নির্ঝর
স্মরি 'ট্রাফল্‌গারে'—শৌর্য্য-প্রভাকর—
'নেল্‌সন্‌' বীর মহা-শয়নে।
'ওয়াটর্লু'র' পানে চাহিলে চকিতে,
ভাবো যেন কেহ নাহি এ মহীতে
প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে সমুখ-রণে।
এ হৃদি-ঐশ্বর্য্য বলো আজ কার ?
বক্ষেতে কৌস্তুভ—বিজয়ের হার।
স্বনামে প্রসিদ্ধা ধরণীময়।
ধন্য ভিক্টোরিয়া, রাজদণ্ড ধরি,
রাজত্ব করিছ এ জাতি উপরি,
রাজরাজেশ্বরি, তোমার জয়।
দেখো চেয়ে দেখো 'বৃটন'-জননি,
দেখো গো চলেছে কি সাজে সেজে
তব প্রজাবৃন্দ— চারি ভূমণ্ডলে—
কেন্দ্র হ'তে কেন্দ্রে অমিত তেজে।
দূর-সিন্ধু-জলে, ধরাধর-শৃঙ্গ,
ধরণীর প্রান্ত—দ্বীপ—মালায়,

'ইউরোপ,' 'আসিয়া,' 'আফ্রিক,' 'আফ্রিকে'
কিবা হাস্তমুখে সুখে বেড়ায় !
কোথা 'স্যাণ্ডউইচ,' 'সেণ্ট-হেলেনা,'
'নিউজিলণ্ড'-দ্বীপ কোথায় ?
নাহি স্থল জল ভূমণ্ডল-অঙ্কে !
জয়ডঙ্কা যেথা নাহি বাজায় !
হেথা ভারতেশ্বরি, কখনো কি গো,
আমাদের ভাগ্যে হবে সে দিন ?
ওদেরি মতন অভয় হৃদয়ে
তব নাম মুখে ল'য়ে যে দিন
ভ্রমিব ওরূপে অমনি সাহসে,
অমনি উৎসাহে জাগ্রত র'ব ?
অসীম বাণিজ্যে বাঁধিয়ে কমলা
অমনি প্রভাবে মণ্ডিত হ'ব ?
যাবো দেশে দেশে অমনি উল্লাসে,
দেখাবো তুলিয়া ভুজের 'রক্ষি' ?
নিঃশঙ্কহৃদয় মরু, গিরি, বনে—
স্বদেশ স্বজাতি স্মরণে লক্ষ্যি !
এ ধরামণ্ডলে না পারিবে কেহ
পরশিতে দেহ প্রাণের ভয়ে,
স্বনাম-গৌরবে সতত গর্ব্বিত
স্বদেশ অথবা বিদেশে রয়ে !
থাকি বা একাকী দুরন্ত প্রান্তরে,
নগরে, পল্লীতে, কিবা মশানে,
রাজ্য-দেশ নামে সবে সশঙ্কিত,—
পশুপক্ষিগণও ত্রাসিত প্রাণে !
কবে গো আমরা— হবে কি সে দিন ?—
ওদেরি মতন সহাস্ত মুখে
অমনি করিয়া সদর্পে আসিয়া
দাঁড়াবো, জননি, তব সম্মুখে ?

দেখাবো তুলিয়া জগতের চিত্র,
অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তায়
বলিব আনন্দে— 'হে রাজনন্দিনি,
এই ধরাভাগ পূজে তোমায়'।

অর্দ্ধ শতবর্ষ পূর্ণ হ'ল আজ
রাজদণ্ড তুমি ধরেছ,
নানা মণিময় মুকুটমণ্ডল
রাজশ্রীরূপে শিরে পরেছ ;
হের নেত্র মেলি অভিষেক যজ্ঞ—
হের সে যজ্ঞের মহিমা—
দশদিক্ আজ দশভুজে যেন
সাজায় তোমার প্রতিমা!
'বৃটন'-জননি দেখো একবার
কি সৌন্দর্য্য আজ ভারতে,
হেন শোভা যেন নহে বিকশিত
পূর্ণ-জ্যোস্নাময়ী শরতে।
কত জয়োৎসব, কত যুগে যুগে
এ ভুবন হেরে নয়নে,
এ আনন্দধারা বহে নি কখনো
সমূহ ভারত-ভুবনে।
সাজে নি সাজে নি কখনো ভারত
এ হেন সুন্দর ভূষণে,
কিবা সত্যযুগে, কিবা সে ত্রেতায়,
অথবা দ্বাপর-যৌবনে।
মধ্যে বিন্ধ্যাচল, দুইধারে 'ঘাট,'
উত্তরে হিমাদ্রি আপনি,
কবে সে সেজেছে পতাকামালায়
এরূপে সাজায়ে অবনি?
কোন্ কালে হেন ভারত-বেষ্টন
সাগরের কূল ঘেরিয়া

সুমাল্য-শোভিত নেতের নিশান
উড়িছে পবনে দুলিয়া ?
কবে রে সরযু, জাহ্নবি, যমুনে
শতদ্রু, কাবেরি, নর্ম্মদে,
সেজে এ ভূষণে খেলায়ে হিল্লোল,
ছুটেছ এ হেন প্রমোদে ?
কিবা সে দিলীপ, কিবা যুধিষ্ঠির—
হিন্দুরাজকুল-শশাঙ্ক,
কিবা আকব্বর, কিবা আলমগীর—
ভারত-জীবন-আতঙ্ক।
না হেরে কখনো— স্বপনেও কভু—
এহেন পর্ব্বের সূচনা,
যে উৎসব আজ তব জয়োৎসবে
ভারত-ভুবনে জল্পনা।
এ 'জুবিলি'-দিনে, 'বৃটন'-জননি,
কি ভয় বলিতে মা'কে।
এ মহা-যজ্ঞের প্রাচীন পদ্ধতি
স্মরণে যেন গো থাকে।—
থাকে যেন মনে— এ আনন্দ-দিনে
য়িহুদি-জগতময়
দাসত্ব-কলঙ্ক থাকিত না কারো,—
প্রভু ভৃত্য এক হয়।
জয় ভিক্টোরিয়া জয়।
জয় ভিক্টোরিয়া, রাজরাজেশ্বরী,
জগত-আরাধ্যা, ধন্যা।
জয় পতিপ্রাণা, রাণী-কুললক্ষ্মী,
রাজমাতা, রাজকন্যা।
এ মহা-উৎসবে, হে ভুবনেশ্বরি,
কি দিয়ে পূজিব আর,
দিনু অর্ঘ্য, লহ,— ভক্তিবিমিশ্রিত
চির-কৃতজ্ঞতা-হার।—
আজি কি আনন্দ-বাসর।

—১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭

জীবনের লীলা ফুরালো

শিশির জড়িত যথা লূতা-জাল,
ক্ষণ শোভাময় চারু শিশুকাল
কোলে কোলে সুখে কাটিল।
জগতের স্নেহে ভব-রাজ্য ভরি
বাজিতে লাগিল মোহন বাঁশরী,
শিশুর পরাণ ভুলিল!
বর্ষ চারি পাঁচ হেরি স্বপ্নবৎ
জীবময় এই অপূর্ব্ব জগৎ,
শৈশবের ঘোর ভাঙিল।—
জীবনের উষা ফুরালো।
সুখ দুঃখ ময় বাল্যকাল যায়
হেসে খেলে কেঁদে— আশার শাখায়
তরুণ-মুকুল ফুটিল।
ভব অঙ্গে ঢালি কল্পনা-কুহেলি
সঙ্গীগণে মেলি কত খেলা খেলি
কাঁচে মণি-শোভা ধরিল।
খেলি কত রঙ্গে যার তার সঙ্গে,
ভাবি সম ভাব শার্দ্দূল কুরঙ্গে,
বিশ্বাসে হৃদয় ভরিল।
দিবস রজনী যত যায় আসে
জগতের চিত্র তত প্রাণে ভাসে,
নব রসে প্রাণ তিতিল।
এই বন্ধুভাব, এই ভালবাসা,
আবার কলহ— ফিরে মিষ্ট ভাষা,
বিষাদ বিরাগ ঘুচিল।
যা দেখি নয়নে করি তারি মত,
রন্ধন খেলন পূজা বার ব্রত—
ধূলাঘরে ভরি নিখিল।

ভবরাজ্য যেন কত মনোহর।
অভ্রময় এই জগত সুন্দর
নয়ন পরাণ ধাঁধিল।
জননী সহায়— প্রাণে নাহি ভয়।
অঞ্চলে লুকায়ে যমে করি জয়
অভয়ে নেহারি অখিল।
এ সুখের কাল ক'দিনের তরে
কিশোর জীবনে মেঘ রৌদ্র ক'রে
শরতের মত ফুরালো।
জীবন-প্রবাহ বহিল।
দেখা দিল এবে তরুণ যৌবন,
যুবার নয়নে অমরা-কানন
হ'য়ে ধরাতল সাজিল।
ভবরাজ্যময় আশার বাগান
ফুটিল কতই— প্রফুল্ল পরাণ
জীবনের তরু হাসিল;

নব নব ফুল, নব নব পাতা
ফুটে ডালে ডালে নব নব প্রথা,
জগৎ সৌরভে ভরিল;—
জীবন-প্রবাহ ছুটিল।

প্রণয় স্বপনে আশার ছলনে
গেলো কিছুকাল মুদ্রিত নয়নে,
ইন্দ্রজাল ক্রমে ছাড়িল;
শীত গ্রীষ্মতাপ বরিষা প্রখর
দেখা দিল ক্রমে জীবন ভিতর—
সুধাতে গরল মিশিল।
প্রণয়ের ফুল, প্রেম-নিদর্শন,
দিনে দিনে শুষ্ক— দিনে অদর্শন,
কৌটা-পুট হ'তে সরিল।

কত আশা-লতা আশার মঞ্জরি
দিবস রজনী পড়ে ঝরি ঝরি,—
শুষ্ক-অশ্রুবিন্দু রহিল।
যৌবনের লীলা ফুরালো।
শেষে প্রৌঢ়কালে নীরস জীবন,
ঝঞ্ঝা বায়ু ঘাত, ঘন বরিষণ,—
রবি-ছবি মেঘে ডুবিল।
নিজরূপে ধরা দিল দরশন,
চারিদিকে মাঠ বিকট ভীষণ,
জীবন-আলেয়া নিবিল।
ভব-রাজ্যময় ছায়ার পুতলি
হাসিতে কাঁদিতে নিরখি কেবলি,—
স্মৃতি-রশ্মি খালি রহিল।
ছিল যে পরাণী অসুর সমান,
বিশ্ব পূরে যার শুনে আশা-গান,
বামনের বেশ ধরিল ;—
জীবনের লীলা ফুরালো।

—'ভারতী ও বালক,' চৈত্র ১২৯৩

জয় জগদীশ হে

কোটি অবনি তব রূপ প্রকাশে,
কোটি তারকরাজি নীল আকাশে,
অগণিত পর্ব্বত সিন্ধু প্রবাহে ;
অসৈম্যরূপ দেব জয় জগদীশ হে ॥

কিবা বৈভবময় তব ভবরাজ্য,
বিস্ময়ে অহরহঃ হৃদয় অধৈর্য্য,
ইন্দ্র বৈভব সব লাঞ্ছিত যাহে ;
ঐশ্বর্য্যরূপ দেব জয় জগদীশ হে ॥

মূর্ত্তি কতইবিধ কে করে গণনা,
পবন পাবন জীবন মৃৎকণা,
আত্মা হৃদয় মনঃ সচেত দেহে ;
বহুস্বরূপ দেব জয় জগদীশ হে ॥

শূন্যে জগৎপাতা শক্তি অপার,
চলোর্ম্মি বহ্নি তড়িত তেজাধার,
ক্ষণে প্রলয় কর স্ফুলিঙ্গ দাহে ;
শক্তিস্বরূপ দেব জয় জগদীশ হে ॥

ভক্ত হৃদয় সুখ অনিদ্রা স্বপনে,
জগত শীতলকারি পাতকি নয়নে,
জীব কাণ্ডারি ইহ সংসার প্রবাহে ;
জগতপ্রণম্য দেব জয় জগদীশ হে ॥

কিবা জগশৃঙ্খল পদ্ধতি ক্রমে,
কেশাগ্র পরিমিত চ্যুত নহে ভ্রমে,
রেণু সমাবেশ কিবা রবিগ্রাহে ;
নিয়মরূপ দেব জয় জগদীশ হে ॥

জ্ঞানে অজ্ঞান—কি গূঢ় রহস্য,
আদি অনিশ্চিত অন্ধ ভবিষ্য,
অতীত জ্ঞান মনঃ কে বুঝে তোমা হে ;
রহস্যরূপ দেব জয় জগদীশ হে ॥

চন্দ্রকিরণকর রজনি বিধাতা,
প্রসূন পরিমল মলয়জ দাতা,
লাবণ্য মধুরিমা কমনীয় দেহে ;
সৌন্দর্য্যরূপ দেব জয় জগদীশ হে ॥

বসন্ত ঋতু সুখ সন্ধ্যা সুউষা,
প্রমোদ পরিহাস সরস সুভাষা,
প্রীতি প্রণয় মোহ পরিজন স্নেহে ;
আনন্দরূপ দেব জয় জগদীশ হে ॥

জয় জয় দেব মাহাত্ম্য প্রতিমা,
মানব-জড়-জীব-গৌরব সীমা,
ধ্যেয় ধ্রুবরূপ জীব নিগ্রহে ;
জয় জয় দেব জয় জগদীশ হে ॥

—'ভারতী ও বালক,' কার্ত্তিক ১২৯৪

বন্দে মাতর্গঙ্গে

হরিপদ-সংস্থতা ত্রিলোক-বিরাজিতা ধীর সমুন্নত বিবিধ তরঙ্গে,
ব্রহ্মকমণ্ডলু- জঠরবিঘাতিনি শূন্যবিহারিণি সহস্র ভঙ্গে,
চন্দ্রশেখরশির- মৌলিবিলাসিনি কেলিকুতূহলা সুরবালা সঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে।

বহুবলধারণ সুরেন্দ্রবারণ দর্পবিনাশন তব ভ্রূভঙ্গে,
শৈলনিবাসিনি বহুভাষভাষিণি তুষারচর্চ্চিত হিমাচলশৃঙ্গে,
নির্ম্মলসলিলে ত্রিভুবন-অখিলে পিতৃতর্পণ মা গো তব উৎসঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে।

স্বচ্ছতটশালিনি সু-অটবিমালিনি স্বর্গস্রোতস্বতি ক্ষিতিতল-অঙ্গে,
শশাঙ্ককরহারা শীতল শ্বেতধারা সাগরগামিনি বহুবিধ রঙ্গে,
সুরনর-অর্চ্চিতা অবনি-আবির্ভূতা ভারতভূষণ ভগবতি গঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে!

ধরণি মনোহরা ফলশস্যে ভরা নীরধারা তব যে স্থানে, জননি,
বনরাজিমণ্ডিত উভকূলশোভিত গভীর অক্ষয় প্রবাহধারিণি,
জয় জয় অন্নদে শুভদে মোক্ষদে ভারতজনগণ- ক্ষুধাসংহারিণি।
বন্দে মাতর্গঙ্গে।

বেদে প্রকট নাম পুরাণে গুণগ্রাম কত যুগ মা গো আরাধ্যা জগতে
ঋক্-সামন্-ঋষি হর্ষপীযূষে ভাসি স্তোত্র গাঁথিলা তব ছন্দস্ গীতে,
বাল্মীকি ব্যাস পরে ঐ পদ ধ্যান করে কি মধুর গুঞ্জিত পদ-তরঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে।

তুই মা জাহ্নবি আর্য্যমহিমাচ্ছবি উজ্জ্বল উন্নত যত ইহ ভুবনে
তোমারি নীরধারে যুগ যুগান্তরে হৈল প্রকাশিত ভারত-জীবনে,
রাজ্য বাণিজ্য দেশ দুর্গ পুরি অশেষ অস্ত উদয় কত হেরিলে অপাঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে।

ধন্য ভাগীরথি পাতকিজনগতি দুষ্কৃতিবারিণি তীর তরঙ্গে,
কিবা নিরুপমা তব ধৃতি ক্ষমা সমূহ ভারত- পাপ ধর অঙ্গে,
আর্য্যভুবনবাসী অন্তিমে তটে আসি অস্থি নিমজ্জয় তব উৎসঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে!

ধীরাজ মহীপাল ধনাঢ্য কি রাখাল পশ্বাদিপ্রাণিগণ অভেদ ও নীরে,
কি ঋষি ব্রাহ্মণ চৌর দস্যুজন নাহি নিবারণ একই প্রাণীরে,
সর্ব্ব পাতকিদেহ অঙ্কে তুলিয়া লহ দেহ মুক্তিদান কীটপতঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে!

মাতর্জাহ্নবি ঐ তব পদ সেবি পূর্ব্ব পিতৃ যত গত কালে কালে
বংশাবলী কত এখন হবে গত তব কোলে মাতঃ পূত সলিলে,
ভবজনতারণ পাপবিমোচন সমাধিস্থান হেন কোথা মহী-অঙ্গে;
বন্দে মাতর্গঙ্গে!

গঙ্গে অঙ্কে তব অন্তে কি স্থান পাব দেহ মিলাব মা গো তব পুণ্য তোয়ে,
ভ্রান্ত নিতান্ত মা দিও পদছায়া তাপতপ্ত কায়া ষড়রিপুরঙ্গে,
সর্ব্বপাতকহরা গঙ্গে রুদ্রশেখরা স্বর্গসরিদ্বরা লৈও মা সঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে!

—'প্রচার,' ফাল্গুন-চৈত্র ১২৯৫

ভূমিকা

[কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া'র]

এই কবিতাগুলি আমার বড়ই সুন্দর লাগিয়াছে; স্থানে স্থানে এমন মধুর ও গভীরভাবে পরিপূর্ণ যে পড়িতে পড়িতে হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যায়। ফলত বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ কবিতা আমি অল্পই পাঠ করিয়াছি।

কবিতাগুলি আজকালের 'ছাঁচে' ঢালা। যাঁহারা এ ছাঁচের পক্ষপাতী নহেন তাঁহাদের নিকট এ পুস্তক কতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে তাহা বলিতে পারি না; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে নিরপেক্ষ হইয়া পাঠ করিলে তাঁহারাও লেখকের অসাধারণ প্রতিভা ও প্রকৃত কবিত্বশক্তি উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই এ পুস্তকের অধিকাংশ স্থলে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ কবিতাগুলির ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির নির্ম্মলতা, এবং সর্ব্বত্র হৃদয়গ্রাহিতা গুণে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি। পড়িতে পড়িতে গ্রন্থকারকে মনে মনে কতই সাধুবাদ প্রদান করিয়াছি। আর, বলিতেইবা কি স্থলবিশেষে হিংসারও উদ্রেক হইয়াছে!

আমার প্রশংসাবাদ অত্যুক্তি হইল কি না, সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ পুস্তকখানি একবার পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি যে, এই নবীন 'কবি' দীর্ঘজীবী হইয়া বঙ্গসাহিত্য-সমাজের মুখোজ্জ্বল করুন।

একদিন আমি কবিবর মাইকেলের প্রশংসা করিয়া অনেকের নিকট নিন্দাভাগী হইয়াছিলাম; এ স্থলেও যদি আবার তাহাই ঘটে, তবে সে সকল নিন্দাবাদেও আমার কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হইবে না। তৎকালে মাইকেলের পুস্তক পাঠে আমার মনে যে আনন্দ ও সুখের উদ্রেক হইয়াছিল আমি কেবল তাহাই প্রকাশ করিয়াছিলাম, এক্ষণেও তাহাই করিতেছি; সমালোচকের 'সিংহাসন' গ্রহণ করি নাই।

—কার্ত্তিক ১২৯৬ (১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯)

দোহাঁবলী

সদ্‌গুরু পাওয়ে, ভেদ্ বতাওয়ে,
জ্ঞান্ করে উপদেশ্।
তও কোয়্‌লা কি ময়্‌লা ছোটে,
যও আগ্ করে পরবেশ্॥

সদ্‌গুরু যদি হয়, ভাব ভেঙ্গে জ্ঞান দেয়,
উপদেশে যদি বসে মন।
সব মলা ঘুচে যায়, কালো আঙ্গারের গায়
অগ্নি তায় প্রবেশে যখন॥

*

তুলসী জপ্ তপ্ পূজিয়ে,
সব্ গোড়িয়াকি খেল্।
যব্ প্রিয়সে সরবর্ হোয়ি,
তো, রাখ্ পেটারি মেল্॥

তুলসী রে, জপ তপ ভজন পূজন।
সকলি পুঁতুল খেলা পতি যেই মেলা
অমনি সে পেটারায়, গুটোনো তখন॥

*

তুলসী যব্ জগ্‌মে আয়ো,
জগো হসে তোম্ রোয়্।
অ্যায়্‌সে কর্ণি কর্‌চলো কি,
তোম্ হসো জগো রোয়্॥

তুলসী সংসার মাঝে, আইলে যখন।
জগৎ হেসেছে, তুমি করেছ ক্রন্দন॥
হেন কাজ করে চলো, জগৎ মাঝার।
তুমি হেসে চলে যাবে, কাঁদিবে সংসার॥

চল্‌তি চক্কি দেখ্‌ কর্‌, মিঞা কবীরা রো।
দো পাটন্‌ কি, বীচ্‌ আ, সাবিৎ গয়ানা কো॥

জাঁতা ঘোরে দেখে দুখে কবীর মিঞা বলে।
আস্ত নাহি থাকে কেহ, পড়ে পাটের তলে॥

*

চল্‌তি চক্কি সব্‌ কোই দেখে,
কীল্‌ দেখে না কোই।
যো কীল্‌কো পাকড়্‌কে রহে,
সাবেৎ রহা হেয়্‌ ওই॥

জাঁতা ঘোরে সবাই দেখে, খিল্‌ দেখে না কেই।
খোঁটা ধরে যে জন বসে, গোটা থাকে সেই॥

*

সব্‌ কি ঘট্‌মে হরি হেঁয়্‌,
পহছান্‌তো নাহি কোই।
নাভিকে সুগন্ধ মৃগ নহি জানত,
ঢুঁড়ৎ ব্যাকুল হোই॥

সকল ঘটেতে হরি, কেউ না চিনিতে পারি,
হরি হরি করিয়ে বেড়ায়।
সুগন্ধ নাভির মাঝে, তবু মৃগ সেই ঝাঁঝে
ছুটে ছুটে চারি দিকে ধায়॥

*

দুখ্‌ পাওয়ে তো হরি ভজে, সুখে না ভজে কোই।
সুখ্‌মে যো হরি ভজে, দুখ্‌ কাঁহাসে হোই॥

দুঃখে সবে ভজে হরি, সুখে ভজে কবে।
সুখে যদি ভজে হরি, দুঃখ কেন তবে॥

*

হরিকে হরিজন্‌ বহুৎ হেঁয়্‌,
হরিজন্‌কো হরি এক্‌।
শশীকে কুমদন্‌ বহুৎ হেঁয়্‌,
কুমুদন্‌ কো শশী এক্‌॥

হরির অনেক আছে, হরিভক্ত জন।
ভক্তগণে আছে মাত্র, সেই হরি ধন ॥
চাঁদের অনেক আছে কুমদিনীগণ।
কুমুদের একা সেই, কুমুদরঞ্জন ॥

*

সুখ্‌মে বাজ পড়ুঁ,
দুখ্‌কে বলিহারি যাই।
আয়্‌সে দুখ্ আওয়ে, যো,
ঘড়ি ঘড়ি হরিনাম সোঁরাই ॥

সুখে পড়ুক বাজ দুখে বলিহারি, আয় রে এমন দুখ।
ঘড়ি ঘড়ি যেন হরিনাম স্মরি, পাই রে পরম সুখ ॥

*

তুলসী পিঁদ্‌নে হরি মেলে তো,
মেয়্‌ পেঁদে কুঁদা আউর্ ঝাড়্‌
পাথর্ পূজ্‌নে হর মেলে তো,
মেয়্‌ পূজে পাহাড়্‌ ॥

তুলসীর মালা নিলে, তাতে যদি হরি মিলে,
আমি তবে ধরি গুঁড়ি ঝাড়।
পাথর পূজিলে ভাই, হরে যদি দেখা পাই
কেন তবে না পূজি পাহাড় ॥

*

নিত্ নাহেনে সে, হরি মেলে তো,
জলজন্তু হোই।
ফল্ মুল্ খাকে, হরি মেলে তো,
বাদুড় বাঁদরাই ॥
তিরণ্‌ ভখন্‌কে হরি মেলে তো,
বহুৎ মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়্‌কে হরি মেলে তো,
বহুৎ রহে হেঁয় খোজা।
দুদ্ পিকে হরি মেলে তো,
বহুৎ বৎস বালা।

মিঞা কহে বিনা প্রেম্‌সে,
না মিলে নন্দলালা ॥

নিত্য যদি প্রাতঃস্নানে, হরি মিলে ভাই,
জলজন্তু হয়ে সবে, এসো না বেড়াই ॥
ফল মূল খেয়ে যদি হরি মেলে ভাই ;
বাদুড় না হই কেন, করি বাঁদরাই ॥
তৃণ ঘাস খেলে যদি, হরি মেলে ভাই,
হরিণ ছাগল মৃগ, আছে ত মেলাই ॥
স্ত্রী ছাড়িলে তাহে যদি, হরি পাওয়া সোজা ;
জগতে আছে ত ভাই, বহুতর খোজা ॥
দুগ্ধ পানে দেহ ধরে, হরি যদি পাই,
দুগ্ধপোষ্য বালকের অভাব ত নাই ।
কহিছে কবীর মিঞা, সবারে সুধাই ।
বিনা প্রেমে নন্দলালে, মিলে না কোথাই ॥

*

বোল্‌কে মোল্ নাহি, যো কহেনে জানে বোল্ ।
হৃদয় তরাজু তৌল্‌কে, তঁহু বোল্‌কে খোল্ ॥

সে কথার মূল্য নাই, বলতে যদি জানো ।
মন-তৌলে ওজন করে, তবে কথা এনো ॥

*

যো যাকো শরণ্ লিয়ে, সো রখে তাকো লাজ্ ।
উলট জলে মছ্‌লি চলে, বহি যায় গজরাজ্ ॥

যে যার শরণ লয়, সে তার সহায় ।
উজানে চলেছে মাছ, হাতী ভেসে যায় ॥

*

বেহা বেহা সব্‌কোই কহে, মেরা মন্‌মে এহি ভাওয়ে ।
চড়্ খাটোলি ধো ধো লগ্‌ড়া, জেহেল্ পর্ লে যাওয়ে ॥

বিয়ে বিয়ে বলে সবে, আমার মনে ভয় ।
বাদ্যভাণ্ড চতুর্দোলে জেলে নিয়ে যায় ॥

*

দিন্‌কা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী,
পলক পলক লহু চোষে।
দুনিয়া সব্ বাউরা হোকে,
ঘর্ ঘর্ বাঘিনী পোষে॥

দিনের মোহিনী, রেতের বাঘিনী,
রক্ত খায় পল্ পল্।
তবু ঘরে ঘরে, দুনিয়া পাগল,
পুষিছে বাঘিনীদল॥

*

বহুৎ ভালা না বোল্‌না চল্‌না, বহুৎ ভালা না চুপ্।
বহুৎ ভালা না বর্ষা বাদর্, বহুৎ ভালা না ধূপ্॥

বেশী ভাল নয় বলা কি চলা, বেশী ভাল নয় চুপ।
বেশী ভাল নয় বর্ষাবাদল বেশী ভাল নয় ধূপ॥

*

ভাটকে ভালা বোল্‌না চাল্‌না, বহুড়ীকে ভালা চুপ্।
ভেক্‌কে ভালা বর্ষা বাদর্, অজ্‌কে ভালা ধূপ্॥

ভাটের বলা চলাই ভাল, বয়ের ভাল চুপ্।
বর্ষা বাদল ব্যাঙের ভাল, ছাগের ভাল ধূপ॥

*

বিপদ্ বরাবর্ সুখ নহি, যো থোড়া দিন হোয়্।
লোক্ বন্ধু মৈত্রতা, জান্ পড়ে সব কোয়্॥

বিপদ্ সুখের হয়, অল্প দিনে যদি যায়,
সে বিপদ্ বন্ধু বলে মানি।
লোক মিত্র সঙ্গীজন, মৈত্রতায় কে কেমন,
অল্পক্ষণে সব জানাজানি॥

*

প্রীত্ ন টুটে অন্ মিলে, উত্তম্ মন্‌কি লাগ্।
শও যুগ্ পাণিমে রহে, মিটে না, চক্‌মক্‌কে আগ্॥

ভালোর নিকটে খাটে না প্রণয়
আরো যদি শত মিলে।
শত যুগ জলে থাকিলে চক্‌মকি
তবুও আগুন জ্বলে ॥

*

জল বিচ্‌ কুমুদ্‌ বসে,
চন্দা বসে আকাশ।
যো জন্‌ যাকে হৃদ্‌ বসে,
সে জন তাকো পাশ্‌ ॥

জলে কুমুদের বাস, চাঁদের আকাশে।
যে যার বুকের মাঝে, সেই তার পাশে ॥

*

যো যাকো পেয়ার্‌ লগে,
সো তাকো করত বাখান্‌।
জ্যায়্‌সে বিষ্‌কো বিষমখি,
মানত অমৃত সমান্‌ ॥

যে যাহাকে ভাল বাসে, সে তাকে বাখানে।
বিষমাছি বিষ খেয়ে, অমৃতই জানে ॥

*

যো প্রাণী পরবশ পরো,
সো দুখ সহত অপার্‌।
যূথপতি গজ হোই, সহেঁ,
বন্ধন অঙ্কুশ মার্‌ ॥

পরাধীন পরাণীর দুঃখ না নিবারে।
যূথপতি গজরাজ তাহারও বন্ধন সাজ,
ডাঙ্গসের বাড়ি কত দিন পড়ে ঘাড়ে ॥

*

উদর্‌ ভরণ্‌কে কারণে, প্রাণী ন করতয়ি লাজ্‌।
নাচে বাচে রণ্‌ ভিরৈ, বাছে ন কাজ্‌ অকাজ ॥

উদর পূরাতে না করে ভরম্‌
কেহই দুনিয়া মাঝে।

রণে যায় ভীরু কেহ খেলে বাচ্
কেহ নাচে কেহ সাজে।
উদরের তরে দুনিয়া ভিতরে
বাছে না কাজ অকাজে ॥

*

তন্‌কি ভুক্ তনক্ হৈঁয়, তিন্ পাপকে সের্।
মন্‌কি ভুক্ অনেক্ হৈঁয়, নিগ্‌লত মেরু সুমের্ ॥

তিন পোয়া, নয়, সেরের ওজনে, উদরের ক্ষুধা যায়।
মনের যে ক্ষুধা মিটে না সে কভু, সুমেরু যদিও পায় ॥

*

গোধন গজধন বাজীধন,
আওর্ রতন ধন খান্।
যব্ আওত সন্তোষ ধন,
সব ধন ধূরি সমান্ ॥

গজ বাজী ধন কিবা সে গোধন
কিবা রতনের খনি।
ধূলির সমান সব হয় জ্ঞান
মিলিলে সন্তোষমণি ॥

*

কৌন্ কাহু সুখ দুখ কর্ দাতা,
নিজকৃত কর্ম্মভোগ সব ভ্রাতা।
জন্ম হেতু সব কহ পিতু মাতা,
কর্ম্ম শুভাশুভ দেই বিধাতা ॥

কেবা কার, কহ শুনি, সুখদুঃখদাতা।
নিজকৃত কর্ম্মভোগ কর সব ভ্রাতা ॥
জন্মহেতু ভবতলে পিতা আর মাতা।
শুভাশুভ কর্ম্ম দেন কেবল বিধাতা ॥

*

কাহা কহোঁ বিধিকি গতি, ভুলে পড়ে প্রবীণ্।
মুরখ্‌কে সম্‌পতি দেখি, পণ্ডিত সম্‌পত্তিহীন্ ॥

কে জানে বিধির খেলা, জ্ঞানীও অজ্ঞান।
পণ্ডিত সম্পদ্‌হীন, মূর্খ ধনবান্‌॥

*

ধনমদ তন্‌মদ রাজ্‌মদ, বিদ্যামদ অভিমান্‌।
এ পাঁচকো আউট্‌কে, পাওয়ে পদ নির্ব্বাণ্‌॥

ধনমদ বিদ্যামদ, রূপ অভিমান
রাজপদ আর, এই পাঁচখান,
এ পাঁচে জিনিতে পারো, পাইবে নির্ব্বাণ॥

*

তুলসী জগৎমে আইয়ে,
সবসে মিলিয়া ধায়্‌।
না জানে কোন্‌ ভেক্‌সে,
নারায়ণ্‌ মিল্‌ যায়্‌॥

জগতে আসিয়া তুলসী ভকত্‌, সবে মিলে জুলে যায়।
জানে না কখন্‌ কোন্‌ পথে গিয়া, নারায়ণে দেখা পায়॥

*

ভক্তি বীজ্‌ পল্টে নহি, যৌ যুগ যায়্‌ অনন্ত।
উচ নীচ খর্‌ আওত রে, ফের্‌ সন্তকে সন্ত॥

ভক্তিবীজ বসে যদি বিঁধিয়া হৃদয়।
অনন্ত যুগেও তার নাহি হয় ক্ষয়॥
উচ্চ কিবা নীচ ঘরে যেথাই ভ্রমণ।
জনম জনমান্তরে সাধু সেই জন॥

*

নির্গুণ হেয়্‌ সো, পিতা হামারা,
সগুণ হেয়্‌ মাহতারি।
কাকে নিন্দো কাকে বন্দো,
দুয়ো পাল্লা ভারী॥

পিতা সে নির্গুণ মাতা যে আমার
সগুণ স্বরূপ তাঁর।
দুই দিকে ভারি কারে নিন্দা করি
কারে বন্দি বলো আর

*

সব্‌মে রসিয়ে সব্‌মে বসিয়ে, সব্‌কা লিজিয়ে নাম্‌।
হাঁ জি হাঁ জি কর্ত্তে রহিয়ে, বসিয়া আপ্‌না ঠাম্‌॥

সব রস নেবে সবেতে মিলিবে
সব নাম করো ভাই।
আজ্ঞে হ্যাঁ বলে সবে সায় দিবে,
না ছেড়ো আপন ঠাঁই॥

*

কবীরা খড়ে বাজার্‌মে, লিয়ে লুকাটি হাত্‌।
জোঘর্‌ ফুঁকে আপ্‌না, চলো হামারে সাথ্‌॥

হাতে নিয়া আলো বাজারের মাঝে
কবীরা দাঁড়ায়ে আছে।
ঘর্‌ ঘর্‌ ফিরে ডাকিছে সবারে
কে আসিবি আয় কাছে॥

*

অলী পতঙ্গ মৃগ মীন্‌ গজ্‌, ইয়াঁকো একহি আঁচ্‌।
তুলসী ওয়াকো ক্যা গৎ, যাকো পিছে পাঁচ্‌॥

ভ্রমরা পতঙ্গ মৃগ হাতী মাছ, এক রিপু মাতোয়ারা।
ঘ্রাণ, রূপ, রস, শ্রবণ, পরশ, জ্বালাতে অস্থির তারা।
তাদের কি গতি হবে রে তুলসী, যাদের পেছনে পাঁচ।
রিপু মিলে সদা জ্বলন্ত অনল, জ্বালায়ে আগুন আঁচ॥

—১২৯১

কেন কাঁদ ?

১

বহিল বসন্ত অনিল বঙ্গেতে
আহা কি মধুরতর !
বাজিল বাঁশরী বঙ্কিম অধরে
কি সুন্দর মনোহর !
কল্পনা-প্রসূত প্রসূন কতই
স্বর্গের সুষমা ধরি,
ফুটিতে লাগিল অতুল ছটায়
বঙ্গ প্রাণ মন হরি ।
উল্লাসে উৎসাহে মাতিয়া উঠিল
বঙ্গ নরনারীগণ ।
ছিল মরুময় বঙ্গের সাহিত্য
হ'ল সে নিকুঞ্জবন ।

২

যাদুকর যেন কৌশলে দেখায়
কতই বিচিত্র ছবি,
তেমতি বিচিত্র চিত্র নব নব
ভাষায় আঁকিল কবি ।
প্রতিভা-ছটায় অপূর্ব্ব শোভায়
গাঁথিয়া ঘটনাবলি,
'নভেলে'র ছলে নব রসে খেলে
করে কত চতুরালি ।
কখন(ও) হাসায় কখন(ও) কাঁদায়
কখন(ও) আশায় ছলে,
মাতাইয়া প্রাণ গায় বীরগান
"বন্দে মাতরং" ব'লে ॥

৩

কভু ধর্ম্মসার— কভু কর্ম্মভার—
নিগূঢ় তত্ত্বের কথা—
বাখানে সুচারু সরল ভাষায়
ধরিয়ে নূতন প্রথা।
বাখানে আবার ইতিহাসবাণী
ভারত নির্ঘণ্ট করি—
কিবা অকলঙ্ক পূর্ণ নরদেব
ভারত কাণ্ডারী হরি।
নাহিক এমন সাহিত্য ভাণ্ডার
সুদৃষ্টি ছিল না যায়,
একা ছিল এক সহস্র জিনিয়া
ধীরেন্দ্র বীরেন্দ্র প্রায়।

৪

কোথা আজ তুমি কোথা সে তোমার
জ্ঞান পারিষদ যত,
গেলে কি ছাড়িয়া প্রিয় জন্মভূমি
পূরণ না হ'তে ব্রত?
কে পারিবে তব রাজদণ্ড নিতে
তিলক ধরিতে ভালে?
তোমার মতন সাধক রতন
পাব'আর কত কালে?
বিহনে তোমার করে হাহাকার
বঙ্গ নর নারী আজ,
হে বঙ্গভূষণ প্রিয় অতুলন
বঙ্গের সাহিত্য-রাজ!

৫

ধন্য ক্ষণজন্মা জনমিলে ভাই
আজন্ম দুখিনী কোলে,

ভুলালে বঙ্গের নর নারীগণে
অমিয়া মধুর বোলে ;—
গেলে কীর্ত্তি রাখি চিরদিন তরে
এ ভারত মহীতলে।
দিয়ে জীবদান বাঙ্গালীর দেহে
জ্বালাইলে শিখা তায়,
জাগ্রত করিয়া বঙ্গ নারী নরে
ভাতিলে নব বিভায়।
আপনি গঠিলে আপনার দল
সোদর সদৃশ প্রেমে,
শত ডোর দিয়া হৃদয়ে বাঁধিলে
কত রবি চন্দ্র হেমে।

৬

সে মলয়ানিল সহসা থামিল
ফুরাল বঙ্কিম-আয়ু,
সমূহ বাঙ্গালা কাঁদিয়ে আকুল
যেন হারা প্রাণ-বায়ু।
কেন কাঁদো বঙ্গ এ প্রাণীর তরে
এঁর যে মরণ নাই,
ধরার বিজলি এ জীবমণ্ডলী
এ নহে এঁদের ঠাঁই।
যে দেবমণ্ডলে মহাপ্রাণী দলে
জ্বলে চির জ্যোতির্ম্ময়,
হের কি শোভায় সেই দেবধামে
বঙ্কিম উদয় হয়।
পেয়ে যাঁর সঙ্গ পবিত্র এ বঙ্গ
গাও তাঁর চির জয়।

—'নব্যভারত,' আষাঢ় ১৩০১

প্রিয় বয়স্যের মৃত্যু

জীবনের বন্ধু মম আর এক জন
কাল-রূপ মহাসিন্ধু-সলিলে ডুবিল।
এত কাল ছিলে, সখে ভূতল-রতন,—
এখন এ ভবে তব কি চিহ্ন রহিল?
হায়! না দেখিব আর সে প্রিয় মূরতি।
সে ভোলা পাগল মন আপনা বিস্মৃত,
সে পাণ্ডিত্য, একাগ্রতা, সে প্রগাঢ় স্মৃতি,
অনন্তকালের মত হয়েছে নিভৃত।
প্রকৃতি, সখা হে, তব কি মধুর(ই) ছিল,
    যখনি হেরিত হিয়া হরষে ভাসিত,
জানিতে না জীবনের প্রথা কি জটিল,
    অবিরত জ্ঞান-সুধা পানে বিমোহিত।
লভিলে কতই রত্ন বিত্যার ভাণ্ডারে।
    সে জ্ঞান-পিপাসা, হায়, আছে ক'জনার?
আজীবন পর্য্যটন বাণীর বিহারে,
    ভক্ত-চূড়ামণি, সখা, ছিলে সারদার।
হৃদয়ে বড়ই ব্যথা রহিল আমার—
    দুজনে হ'ল না দেখা শেষের সে দিন,
ছড়াইতে তব নেত্রে নিবিড় আঁধার,
    যে দিন শমন করে এ বিশ্ব মলিন।
আঁধার এ ভব রাজ্য তোমার নয়নে,
    চির দিন তরে রবি শশী লুকাইল।
ভবের কি কিছু তবে ভেবেছিলে মনে?
    অথবা সে তমোজাল মানস(ও) ঢাকিল।
কে পারে ছাড়িতে এই প্রফুল্ল অবনী—
    সুন্দর রবির করে এ মহী মণ্ডিত?
মুমূর্ষু পরাণী নরে কে আছে এমনি,
    পরাণে না হয় যার বাসনা উত্থিত

কোন(ও) প্রিয়জন বক্ষে শিরস রাখিতে,
পরাণের দাহ যত জুড়াবার তরে ?
কোন(ও) প্রিয়জন হস্তে অশ্রু মুছাইতে,—
উছলে নয়নে যাহা গত মনে করে ?
মোহময় এ ধরায় মৃত্যুর(ও) শয্যায়
পারে কি ভুলিতে মোহ মানবের মন ?
বিন্দুমাত্র শ্বাস(ও) যবে বহে নাসিকায়,
তখন(ও) এ দেহে রহে মায়ার ব্রক্ষণ।
হৃদয়-কন্দরে, সখে, কি ভাবিলে, হায়,
অনন্ত নিদ্রায় যবে নয়ন মুদিলে ?
প্রিয়জন কার(ও) পানে, কোন(ও) বা সখায়,
কটাক্ষ ক'রে কি অশ্রু-কণা ফেলেছিলে ?
মনে কি পড়িল সখা সে দিনের কথা,
বিদ্যার সমরক্ষেত্রে যৌবনে প্রথম,
যুঝেছি ক'জনে যবে—সহপাঠী-প্রথা ?
লভিতে বিজয়কেতু কত বা উদ্যম ?
মনে কি পড়িয়াছিল পূর্ব্বের সে সব ?
দরিদ্রবাসনা যত হৃদে হ'ত লীন ?
আশার আশ্বাসপূর্ণ বাঁশরীর রব ?
সুদূরে মধুর কিবা আকাঙ্ক্ষার বীণ ?
মনে কি পড়িল, হায়, সংসার-সোপানে
উঠিতে কতই ক্লেশ—হরিষে বিষাদ ;
হাসি কান্না সে কালের বসিয়ে নির্জ্জনে,
রহস্য কৌতুক কত অমৃত আস্বাদ।
দরবিগলিত অশ্রু নয়নে আমার,
সেই সব ভাব আজি হৃদয়ে উঠিছে ;
বিভাবরী-কোলে যেন শত তারকার
মৃদু রশ্মি ধীরে ধীরে আঁধারে ছুটিছে।
কোথায় গিয়াছ, ভাই, কিছুই জানি না,
অজ্ঞাত সে দেশ—নরে, জানে না কেহই ;

প্রবেশিয়া কেহ তায় কভু ত ফেরে না,
প্রবেশ করিছে পান্থ অজস্র কতই ?
যেখানেই থাক, সখে, থাক যেই ভাবে,
তমের আঁধার কিবা দিবার কিরণে,
আমাদের চিত্তমাঝে নিত্য বিরাজিবে,
আছিলে ধরণী'পরে যেরূপ ধরণে।
সাঙ্গ না হইল হায় জীবনের ব্রত,
ডুবিল দেহের তরি—ফুরাল সকলি।
ভাসিতে সাগরনীরে তরঙ্গ তাড়িত,
সমপাঠী এবে দুটি রহিনু কেবলি।
অন্ধ এ জগৎ, সখা!—ধরণী-ভূষণ
মানব যাহারা, তারা দুর্লক্ষ্য মহীর।
যশের কিরণ করে মুকুটে ধারণ
চক্রী, চাটুকার, ভণ্ড, কত অবনীর।
অন্ধ এ জগৎ!—তোমা চিনিবে কি? হায়!
চিনি ত আমরা—ছিলে ভবের ভূষণ।
আমরা, সখা হে, সবে পূজিব তোমায়,
হৃদয়-মন্দিরে করি প্রতিমা স্থাপন।
প্রাণের বিগ্রহ হেন রাখিব যতনে,
জ্বালি স্মৃতিরূপ দীপ করিব অর্চ্চন,
প্রণয়ের ভক্তি সহ বিহ্বলিত মনে
দিব অর্ঘ্য প্রেম-পুষ্প সজল নয়ন!—
মধুর পবিত্র ভাব—বন্ধুর স্মরণ।

—১৩০০

মন্ত্রসাধন

সুধন্য ইংরাজ তোমার মহিমা!
সুধন্য তোমার স্ববীর্য্য-গরিমা!
স্বজাতিগৌরব, সাহস-ভঙ্গিমা,
অসীম তোমার হৃদয়বল!

নির্ভীক হৃদয়—অনতগ্রীবায়
করো পদাঘাত ধরণী মাথায়,
ও ভুজপ্রতাপে না পরশো যায়
ধরাতে এহেন নাহিক স্থল!

জগৎবিজয়ী রোমক সন্তান
ভূতলে ভ্রমিত তুলে যে নিশান,
তেজোগর্ব্বশিখা যাহে মূর্ত্তিমান্,
তোমাদের(ই) স্কন্ধে ধরেছ তায়।

নিষ্কম্প নিশ্চল (অচল মূরতি)
সঙ্কল্পদৃঢ়তা, একতার গতি
অনিবার্য্য বেগ যেন স্রোতস্বতী,
উৎসাহ, সাহস প্রলম্ফে ধায়।

সে ভুজ-বিক্রম কিবা ভয়ঙ্কর
সে সাহস বেগ কতই প্রখর
একতা-বন্ধন কিবা দৃঢ়তর
তোমরাই আগে শিখালে সবে;

শিখালে স্বদেশে কিবা সে প্রকারে
প্রজাতে নিবারে রাজ অত্যাচারে,
বিদ্রোহ-অনল জ্বালিয়া হুঙ্কারে
রাজমুণ্ডপাত করিলে যবে—*

---

* ইং ১৬৪৯ সালে ইংলণ্ডের ভূপতি ১ম চার্লসের দৌরাত্ম্যে উত্তেজিত হইয়া বিদ্রোহী প্রজাবর্গ তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিল।—ইংলণ্ডের ইতিহাস দেখ।

শিখালে আবার অভ্রান্ত প্রথায়,
অসহ্য পীড়নে উন্মাদের প্রায়
প্রজারা যখন কিরূপে রাজায়
নিক্ষেপে তখন চরণতলে।*

যে দর্পে কাটিলে প্রথম চার্লসে,
যে দর্পে তাড়ালে দ্বিতীয় জেম্‌সে,
যে তেজোগর্ব্বেতে আজিও স্বদেশে
রাজত্ব করিছ আপন বলে—

পুত্তলিকা মত রাজসিংহাসনে
সাজায়ে রেখেছ রাজা একজনে,
স্বদেশ ঐশ্বর্য্য দেখাতে নয়নে,
করিতে উজ্জ্বল আপন মান।

সেই দর্প তেজ নির্ভয় অন্তরে
দেখাইলে আজ জ্বলন্ত অক্ষরে,
রাজপ্রতিনিধি পদপিষ্ট ক'রে
শিখালে ভারতে গূঢ় সন্ধান;

দিলে শিক্ষাদান ভারত-নন্দনে
দিব্য চক্ষু দিয়া—কি মন্ত্রসাধনে
পরাধীন জাতি, পরাধীন জনে
বাসনা সফল করিতে পায়।

শিখিবে ভারত—শিখিবে এ কথা
চিরদিন তরে, না হবে অন্যথা—
এক দিকে কোটি প্রাণী কাতরতা
শ্বেতাঙ্গ ক'জন বিপক্ষ তায়;

* ইং ১৬৮৮-৮৯ সালে দ্বিতীয় জেম্‌স কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ইংরেজেরা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল।

তবুও ক'জনে চরণে দলিল
রাজপ্রতিনিধি, রাজমন্ত্রিদল—
স্বজাতিগৌরব অক্ষুন্ন রাখিল
এমনি তাদের অমিত বল।

শেখ্ রে এখন ভারত-সন্তান
শ্বেতাঙ্গ নিকটে তৃণের সমান
সমগ্র ভারত জাতি কুল মান—
রাজস্তুতিগান সব(ই) বিফল!

যে মন্ত্র সাধনে সুপটু উহারা
সেই বীরব্রত—একতার ধারা,
সে সাহস উৎস—সে উৎসাহধারা,
হৃদয়কন্দরে গাঁথিয়া রাখো—

তবে অগ্রসর হৈও কভু আর
করিতে এরূপে স্বজাতি-উদ্ধার
পণে যদি দাও প্রাণ আপনার—
নতুবা যা আছ তাহাই থাকো।

শুন হে রিপন—ভারতের লাট
আর নাহি ক'রো এ তাণ্ডব নাট
বিষময় ফল—বিষম বিরাট
মনুষ্যহৃদয় সহিত খেলা!

অতি হীনবল—ঘোর কৃষ্ণকায়
সে জাতিও যদি আশার দোলায়
দুলে বহু ক্ষণে—আশা না যুড়ায়,
সে নিরাশাঘাত রোধে না বেলা॥

সুধাছলে তুলে দিলে হলাহল
সম্প্রীতি করিলে সহ নিজ দল
বাড়ালে তাদের শতগুণ বল
"পৃটোরীয় গার্ড"* রোমেতে যথা।

ছিল কি অতুল প্রতাপ(ই) তাদের
সে তেজোগরিমা কোথা অসুরের!—
পরিণামে তার(ই) কি হইল ফের
ভুলো না রে কেহ সে গূঢ় কথা॥

না হৈও নিরাশ—ভারত-সন্তান,
সাহস উৎসাহে সে গর্ব্ব নির্ব্বাণ
করিলে অনার্য্যে—আজও সে বিধান
এ মহামন্ত্রের সাধন প্রথা॥

—১৩০০

* রোমকসম্প্রদায়ের পতনদশায় ইঁহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইঁহারা অতি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত এবং প্রথমে সম্রাট্‌দিগের দেহরক্ষকস্বরূপ নিযুক্ত ছিলেন।

জয়মঙ্গল গীত

অভিষেক

অৰ্দ্ধ কোরস্

কাছে এসো ভাই　　　করি আশীর্ব্বাদ
　চিরসুখে হর কাল।
তোমার কল্যাণে　　　ভারত-বিপিনে
　উদিল চন্দ্রিকাজাল।

পূর্ণ কোরস্

উজল আজি হে　　　বাঙালির নাম,
　উজল ভারতভূমি।
বঙ্গের প্রধান　　　বিচার আসনে
　আজি হে প্রধান তুমি॥
কাছে এসো ভাই　　　করি আশীর্ব্বাদ
　বিপুল ভারত জুড়ে।
জয় জয় জয়　　　ধ্বনি ছড়াইয়া
　তব কীর্ত্তিধ্বজা উড়ে॥

অৰ্দ্ধ কোরস্

আজি রে এ রবে　　　কেবা ঘরে রবে
　আনন্দে বাজিছে ভেরি।
"রিপনের জয়　　　রিপনের জয়"
　আনন্দে বাজিছে ভেরি॥
বৃটিশের বেশে　　　ঋষিতুল্য নর
　এ দেশে উদয় যবে।
ভারতের লক্ষ্মী　　　ফিরিয়ে আবার
　ভারতে উদয় হবে॥

আনন্দে বাজ্ রে মৃদঙ্গ মুরলী
আনন্দে বাজ্ রে ভেরি।
"রিপনের জয় রমেশের জয়"
সঘনে নিনাদ করি ॥

পূর্ণ কোরস্

কৈ বরণডালা আনো আনো আনো
ফুলসাজ আজ পরাব।
আগে দিব তুলে রিপনের গলে
পরে প্রিয়জনে সাজাব ॥

পূর্ণ কোরস্

আনো বরণডালা বাটী বাটী বাটী
সুগন্ধ তাহাতে থাকিবে,
গোটা গোটা ফুল ভোর বেলা তুলি
পরিপাটি কোরে রাখিবে;
অগুরু চন্দনে ছিটা দিয়া তায়
মাঙ্গল্য বিধানে ধরিবে।
আনো বরণডালা আনো আনো আনো
ফুলসাজে আজ সাজাব।
আগে দিব তুলে রমেশের গলে
পরে রিপনেরে পরাব।
আনো বরণডালা আনো আনো আনো
ফুলসাজে আজ সাজাব ॥

(সকলে একত্রে)

অন্নদা চন্দর ঈশ্বর সারথি।
ঘেরিল চৌধার দেশী বিলাতী ॥
আর্মানি "গ্রিগরি" "টুইডেল" সঙ্গে।
মিলিল সকলে কৌতুক রঙ্গে ॥

আরতি হেরিয়া অন্দরে রামা।
হুলুধ্বনি দিল সুন্দরী বামা॥
অন্নদা চন্দর ঈশ্বর সারথি।
চৌদিকে ঘেরিল দেশী বিলাতি॥
দিল সুখে সবে চন্দন ভালে,
দিল সুখে সবে দূর্ব্বার দলে
তণ্ডুলে গাঙ্গেয় ঢালি।
হোমভস্মেতে অভিষেক দিল
ললাটে ছোঁয়ায়ে ডালি॥

অৰ্দ্ধ কোরস্

আওয়ল সখাগণ গাওয়ল পেয়ারে।
ভাগলছমী আজু বাঢ়ল জোয়ারে॥
তুয়া সনে মো সবে বেরি বেরি মেলি।
পাঠ পঢ়ঁহু কতি কতনহি খেলি॥
অবহুঁ তুহারে চাহি প্রীত ভগবান।
হাম্ সব আশিসে তুয়া ভাগবান॥
কহল কহুজন করজোড়ি বাণী।
করল সেলাম কহু পরশল পাণি॥
হিন্দি পারসিক আংরেজি ভাখা।
খৎ ভেজল কহু চন্দনমাখা॥
হলাহল ঢাকল দুস্‌মন যেহি।
ক্ষীর উগারল পদরজঃ লেহি॥
ভেটল সখাগণ গাওয়ল পেয়ারে।
ভাগলছমী আজু বাঢ়ল জোয়ারে॥
সভে দেল সুখে চন্দন ভালে।
সভে দেল সুখে কুসুম মালে
তণ্ডুল গাঙ্গেয় বারি।
হোম ভসমে অভিষেক দেল
কপালে ছোঁয়াই ভারি॥

(অৰ্দ্ধ) তুলিল সঙ্গী মালতীমাল
(একক) গন্ধে মোদিল দেহ।
(অৰ্দ্ধ) তুলিল মল্লিকা যুথিকাজাল
(একক) পরাণে জাগিল স্নেহ॥
(একক) মোদিল দেহ মালতীমাল।
মোদিল দেহ মল্লিকাজাল
মোদিল দিশ পুরে।
রিপণের জয় রিপণের জয়
বংশী বাজিছে দূরে॥
(অৰ্দ্ধ) তুলিল সঙ্গী সুগন্ধা শিউলি
(একক) সোহাগে হৃদয়ে দেল।
(অৰ্দ্ধ) তুলিল যতনে রজনীগন্ধা
(একক) পবনা মাতিয়া গেল॥
(অৰ্দ্ধ) আনন্দে তুলিল গুলাবগুচ্ছ
চিকণ গাঁথনি হারে—
"রিপণের জয় রমেশের জয়"
বংশী বাজিছে দূরে॥

পূর্ণ কোরস্

মোদিল পুরি সেঁউতি হার
মোদিল পুরি কামিনী ভার
মোদিল পুরি গুলাবগুচ্ছ
চিকণ গাঁথনি হারে।
"রমেশের জয় রমেশের জয়"
বংশী বাজিছে দূরে॥

(সকলে একত্রে)

বংশী বাজিছে রমেশের জয়
আজ রে হৃদয়ে বড় সুখোদয়—

কাছে এসো ভাই   করি আশীর্ব্বাদ
চিরসুখে হয় কাল।
তোমার কল্যাণে   ভারত-বিপিনে
উদিল চন্দ্রিকাজাল॥
উজ্জ্বল আজি হে   বাঙালির নাম
উজ্জ্বল ভারতভূমি।
বঙ্গের প্রধান   বিচার আসনে
আজি হে প্রধান তুমি॥
আনন্দে বাজ্ রে   মৃদঙ্গ মুরলী
আনন্দে বাজ রে ভেরি।
জয় জয় জয়   সবে বলো মুখে
সঘনে নিনাদ করি॥
বাজ্ রে আনন্দে   মৃদঙ্গ মুরলী
আনন্দে বাজ্ রে ভেরি॥

—১৩০০

বিশ্ববিদ্যালয়ে

বঙ্গরমণীর উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে

১

কে বলে রে বাঙ্গালীর জীবন অসার ?
সৌরভে আমোদ দেখ্ আজ কিবা তার।
বাঙ্গালীর হৃদয়ের যতনের ধন,
তার মাঝে দেখ অই দুইটি রতন
রজনী করিতে ভোর উজলি গগন
আশার আকাশে উঠি জ্বলিছে কেমন।—
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে।
ভাসিল আনন্দ-ভেলা কালের জুয়ারে।

২

কি ফুল ফুটিল আজি বঙ্গের মরুতে
ফোটে কি রে হেন ফুল কোন সে তরুতে ?
কোন্ নদী কোন্ হ্রদ পাহাড় উপরে
ফুটন্ত কুসুম হেন আনন্দ বিতরে ?
রে যামিনি, তারা-হারা, কিবা আভরণ
আছে বল্ তোর বুকে দেখিতে এমন ?
এত দিনে বুঝিলাম সে নহে স্বপন,
ভারত-বিপিনে বীজ হয়েছে বপন॥—
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে।
ভাসিল আনন্দ-ভেলা কালের জুয়ারে।

৩

এত দিনে জাগিল রে জীবনে বিশ্বাস,
ঘুচিল হৃদয় হ'তে কালের হতাশ॥
বাঙালীর কামিনীর হৃদয়-কমলে
পাশ্চাত্য সাহিত্য-রূপ দিনমণি জ্বলে॥

সমপাঠে সহযোগী কুরঙ্গ-নয়নী,
ছুটেছে যুবক সঙ্গে যুবতী রমণী ॥
পরেছে উপাধি-হার—সুনীল বসন
সেজেছে অঙ্গেতে কিবা চারু-দরশন।—
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে!
ভাসিল আনন্দ-ভেলা কালের জুয়ারে।

৪

কবে রে দেখিব বল্ এ বিপিন মাঝে,
আর(ও) হেন কুরঙ্গিণী এ মোহন সাজে।
সে দিন হবে কি ফিরে এ দেশে আবার
নারী হবে পুরুষের জীবন আধার!
গৃহরূপ কমলের কমলা আকারে,
ছড়াইবে সুখরাশি চাহিয়া সবারে
হবে কি সে দিন, ফিরে যবে এ বাঙালী
অলকা পাইবে হাতে অভাগা কাঙালী।—
কি আশা জাগালি হৃদে, কে আর নিবারে?
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে।

৫

হরিণ-নয়না শুন কাদম্বিনী বালা,
শুনো ওগো চন্দ্রমুখী কৌমুদীর মালা,
তোমাদের অগ্রপাঠী আমি একজন,
অই বেশ, ও উপাধি করেছি ধারণ।
যে ধিক্কারে লিখিয়াছি "বাঙালীর মেয়ে,"
তারি মত সুখ আজ তোমা দোঁহে পেয়ে ॥
বেঁচে থাক, সুখে থাক, চির সুখে আর।
কে বলে রে বাঙালীর জীবন অসার।—
কি আশা জাগালি হৃদে কে আর নিবারে?
ভাসিল আনন্দ ভেলা কালের জুয়ারে ॥
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে।

—১৩০৭

সাবাস হুজুক আজব সহরে

ছেলাম টেম্পল্ চাচা, আচ্ছা মজা দিলে।
ভোজং দিয়ে, ভোটিং খুলে, মিউনিসিপাল বিলে।
ফ্যাক্‌ট বলি, সহর যুড়ে ভারি আড়ম্বর।
এক্‌ট জারি হবে নূতন পয়লা সেতম্বর॥
বলিহারি স্থবেদারি সুসভ্য কেতায়।
ভেল্কিবাজি ইংরাজের দ্বন্দ্ব মজা হায়।

ফুরায় আগষ্ট নিশি একত্রিশা বাসরে।
সহরে পড়িল চবব, পর্ব্ব ঘরে ঘরে॥
শয্যা ছাড়ি রাতারাতি না হইতে ভোর।
বাসাড়ে, বাসিন্দা, বেওয়া, বেশ্যা করে সোর॥
প্রাতঃকালে জারি হবে নূতন আইন।
ফ্রেম্ বাঁধা "ফ্রান্‌চাইসে" নেটিব স্বাধীন॥
কেরাণী, কারিন্দা, ক্লার্ক, মুচ্ছুদি, দেওয়ান।
মোল্লা, মুদি, মিউনিসিপেল বেঞ্চে পাবে স্থান॥
সহর খোঁড়া কলের কাটি নেটিব প্রজার হাতে।
দেখ্‌বো জারি বাহাদুরী কল্য দিবা প্রাতে॥
দর্প ক'রে দুপুর রেতে "ক্যাণ্ডিডেট্" যত।
ব্যস্ত হয়ে, বস্তা খুলে, সজ্জা করে কত॥
বনেদি বাবুর বাড়ি টোটাবাতি জ্বলে।
গ্যাস লাইটে ফাইন আলো আধুনী মহলে॥
উকিল, এটর্নি, মুদি, পোদ্দারের ঘরে।
রেড়ির তেলে আলো জেলে, পিরান পোষাক পরে॥
খোসপোষাকে সজ্জা করি বাহাল তবিয়ৎ।
স্বর্ণ চাঁপা স্মরণ করেন, সভ্য তরিবৎ॥
দুর্গা, কালী, শিব নাম শিকেয় তুলে রাখি।
সিদ্ধ হ'ন ফুলকুমারী, কিরণ্ময়ী ডাকি॥

বিল্বপত্র বিনিময়ে "বটন হোলে" আঁটা।
শ্রীমতীর কুন্তলের বাসি ফুলের বোঁটা॥
হৃদ্দ জপ পদ্মমুখে গন্ধ শুঁকি সুখে।
মন্দ যান "মৌনী শিয়াল" হতে, ছাতি ঠুকে॥
কোন বা বাবুজী বালা-সহিত বাগানে।
চক্ষু রাঙা, ওঠেন ঝেড়ে ভোরের কামানে॥
চোগা, ঘড়ি, টুপি, ছড়ি টাঁকিয়া চাপকান।
গড়াগড়ি পায়ে ধরি, নাছোড় বিবিজান॥
ছাঁদন দড়ি বাহুলতা, ছেদন কঠিন।
বাবুজী ভয়েতে ভেকো, বদন মলিন॥
দুঃখ দেখে মায়াবিনী বাঁধন দিল খুলে।
টপ্পা গেয়ে তেরিয়ান্ উঠিলেন ফুলে॥
রুমালে মুছিয়া মুখ ঝাড়িয়া চাপকান।
"দেহি পদপল্লব"—বলিয়া প্রস্থান॥
কোথাও কর্কশ কথা, বিষম ব্যাপার।
কর্ত্তাটি বলেন, খেপি, তলব রাজার॥
প্রত্যুষে হাজির যদি না হইতে পারি।
সর্ব্বনাশ হবে, খেপি, পর্ব্ব আজ ভারি॥
দয়াল দাদা "রয়াল" চড়ে যাচ্ছে করে জাঁক।
কম্বকৃতি, ওকৃত গেলো, তক্ত যাবে ফাঁক॥
ব'লে, আঁচল খুলে একদাপটে পগার হলো পার।
ঘোষজা খুড়ী অবাক্ ভেবে ভোটের ব্যাপার॥
পীরবক্স, রামগোবিন্দ, নব্য ভোটর যত।
"ফ্রান্চায়িসে"র ফ জানে না, ভয়ে বুদ্ধিহত॥
সারা রাত্রি বসে জাগে ভোটের রগড়ে।
হৃদ্দ তরিবৎ পায় মশার কামড়ে॥
হুগের হুকুম শক্ত, সময় যদি বয়।
চাবুকে করিবে লাল, সদা প্রাণে ভয়॥
পরিবার, পুত্র, কন্যা হাহাকার করে।
সাবাস হুজুক আজ আজব সহরে॥

সবাই তুফান ভাবে, ভয়ে হবুথবু—
কবি বলে, "সাধন বিনে সভ্যতা কি কভু ॥"

"ভোটিং হলে" মিটিং এবার যোটে কত লোক।
কেহ গোরো, কেহ দুধে, কেহ কৃষ্ণ জোঁক ॥
বাঁকা তেড়ি, হাতে ছড়ি, এক্‌লেঠে গড়ন।
কামিজ-আঁটা নধর বাবু নাগর কোন জন ॥
কেহ বা দোমেটে গাঁদা, কেহ ঘেঁটুরাজ।
মাথাছাঁটা মেইদি কেহ, কেহ সিমুল ভাঁজ ॥
গাড়ি গাড়ি নামে বাবু, বণিক, কেরাণী।
কাঁড়ি কাঁড়ি ক্যাণ্ডিডেট্, ফ্রেণ্ডের কোম্পানি ॥
কেহ চড়ে যুড়ি ফেটিন্, কেহ আপীস্-যানে।
কেরাঞ্চি কাহারো ভাগ্যে, কারো বা ঠন্‌ঠনে ॥
কেহ বা আড়ানি তোলা "ব্লাক্‌বুটে"র ছাল।
কারো শিরে "প্যারাসল্" বিবিয়ানা চাল ॥
"এল্‌বো" ঠেলে "হলে" ঢোকে সেথো লয়ে সাৎ।
ইংরেজী ধরণে গতি সাবাস্ ক্যাবাৎ ॥
"মার্চ" করে পিছে পিছে ভোটর ভায়ারা।
আগে আগে যষ্টিধারী ফুলিস্ পাহারা ॥
কেঁদে বলে হুঁসিয়ার ভোটর সে কোনো।
ছেড়ে দেও "দণ্ডবিধি," কাণ্ড কি তা শোনো ॥
ঘরে আছে পাঁচটি ছেলে, একা রোজগারী।
আমার ওপর বিনি দোষে "পত্তর" কেন জারি ?
"ফরণ চীজ্" চাই না বাবা ছেড়ে দাও যাই।
ঘরের খেয়ে, বনের মোষ কি হেতু তাড়াই ॥
তার সঙ্গে অন্য কেহ বলে কিন্তু হয়ে।
যমের ঘরে আমাদের কেন যাও বয়ে ॥
আমীর উজীর ওরা, কেহ বা মনিব।
ওদের সাতে পারবো কিসে আমরা গরিব ॥

ভোটের লড়াই এমনধারা আগে জানে কেটা।
তা হলে কি ধরা দিয়ে ভুগি এত লেটা॥
কান্নাকাটি, ঝটাপটী, কত করে সোর।
"হুগের" পুণ্যে কত পিণ্ডি—পুলিসের জোর॥
"ব্যাটন" গুঁতোর চোটে তোলে ভোটের কলে।
মর্ম্ম "হীটে" চর্ম্ম ফাটে, ভাসে ঘর্ম্মজলে॥

বার খাড়া দুই দল "হলের" দু ধারে।
মধ্যস্থলে মধ্যবর্ত্তী "সাইন্" হাঁকারে॥
"ইলক্টর" "ক্যাণ্ডিডেট" হবে জোঁকাজুঁকি।
পল্লিবাসী "ফ্রেণ্ড"দের গাত্র শোঁকাশুঁকি॥
কোথায় ঈশ্বর গুপ্ত তুমি এ সময়।
চতুর রসিকরাজ চির রসময়॥
দেখিলে না চর্ম্মচক্ষে হেন চমৎকার।
বঙ্গের গোগৃহ-রঙ্গ ব্যঙ্গের বাজার॥
কিছু কাল যদি আর থাকিতে হে বেঁচে।
"লিবার্টি"র জন্ম দেখে কলম নিতে কেঁচে॥
সাজাতে কতই রঙে নব্যতন্ত্র সঙ্।
তসর গরদ, গজে ঢালতে কত রঙ॥
বল্‌তে কেমন পাকা গোঁফে কলপ শোভা পায়।
বলিহারি জরির টুপী বুড়োর মাথায়॥
ঝুঁটিদার মোড়াসার আহা কিবা ঘটা।
বা(ও)য়াত্তুরে শিরে তাজ, কুরুক্ষেত্র ছটা॥
ঘুণধরা বনেদি বুড়ো, শিরে ত্যাড়া টুপী।
লেস্ বসানো "বেলাক্ ক্যাপে" ঝোলে "শিল্ক" থুপী॥
অপরূপ শোভা, আহা, বাব্‌রিছাঁটা চুলে।
শ্মশানশায়ী কান্ত হেরি কান্তা যাবে ভুলে॥
সাম্‌লার স্থকার্ণিস, মোড়াসার ফের।
মোগ্‌লাই ধুমুচির মাথা ধরা ঘের॥

"ব্লাক হ্যাট্", "ফেল্‌ট" টুপী, বোম্বেয়ে গঠন।
লাইন বাঁধা সারি সারি "জাইন্" কেমন॥
বাঙ্গালী বাবুর সাজ আমার চখে বালি।
নকলে মজবুৎ বঙ্গ, আসলে কাঙালি॥

ফর্দ্দ হাতে মধ্যস্থলে মধ্যস্থ দাঁড়ায়।
মেম্বর বাছনি হলে "ব্যাটন" হেলায়॥
ভোটর ধরে "আস্ক" করে তুমি কারে চাও?
কোনজন বলে, সাহেব, ঐটি আমায় দাও॥
কেঁড়ে কেতাব উড়ে কীর্ত্তি, বগলে যাহার।
এলেম-ভরা, "ডি এল" মারা পছন্দ আমার॥
"রাইট" বলে "ব্যাটন্" তুলে বাহদ্দার চায়।
"ইলক্‌টর" অন্য জনে ইঙ্গিতে শুধায়॥
সে জন বলে পরিপক্ব খাসা কালো জাম।
"নিগর্-কুলে" কালাচাঁদ ঐটি নেব হাম্॥
একতুরুপে, টেক্কা মেরে, "ব্যোম্" করে বসেছে।
"অম্বল" থেকে "অনারেবেল," আর কে অমন আছে॥
হেসে পুনঃ "আপীসার" "ব্যাটন্" ধরে তুলে।
বৈষ্ণব ভোটর বলে মনের কথা খুলে॥
আমি লবো রাঙা অই মুরলী রসিক।
রস-ভরা মুখখানি, হাসি ফিক্ ফিক্॥
মাথা ঘুরে পড়ে হেরে নয়নের ঠার।
অমন সুন্দর ছেলে কোথা পাব আর॥
বলিছে ভোটর কোন অই যে ও-ধারে।
ঝাঁটা গোঁফ কাঁচা পাকা, ঘটা করে ফেরে॥
দোহারা চেহারা খাসা, চোগা বুটিদার।
টাকার আণ্ডিল উঠি "কণ্ডের" ভাঁড়ার॥
দানাদার দাতা তবু "পার্স" নহে "লুস্"।
ঈশপের উপন্যাসে অই সে "গোল্ড গূস"॥

গিনি-কাটা খাঁটি সোণা, আছে "টুরু" রিং।
দেখে শুনে নিতে হল্যে "হ্যাট ঈজ দি থিং॥"
কেহ বলে আমি চাই অই সুব্রাহ্মণ।
পাকা দাড়ী,—সাদা চুল, ঋষিটি যেমন॥
বিয়ের জাহাজ বুড়ো, বৃদ্ধের নবীন।
খ্রীষ্টানের মুখপাৎ, চোখানো সঙ্গিন॥
আমার পছন্দ অই খ্রীষ্টভেক্‌ধারী।
সাপোর্টে দিলাম ভোট, জিতি আর হারি॥
"হোর্রা" দিয়ে, হেনকালে, ঢোকে দেখি "হল"।
ভঙ্গিতে বুঝিনু তারা উকিলের দল॥
চমকে চমক ভাঙে, "টীল্ট" হ'তে নামি।
"এণ্ট্রান্স" আটক করে দাঁড়াই গিয়া আমি॥
সকলের আগে এক মর্দ্দ দিল সাড়া।
দিগ্‌গজ ছ হাত, যেন তালের কাঁড়ি খাড়া॥
আদ্‌পাকা চুলেতে তেড়ি, বুরুসে বাগানো।
"পারফিউমে" ভরা কেশ, রুমালে ছড়ানো॥
সখের প্রাণ, শাদাশিদে, বল্‌ছে যেন হাসি।
"দেল্‌দারিতে" খ্যাতি আমার, আর সকলি বাসি॥
"সেকেন্" করে ছাড়ি তারে অন্য কথা নাই।
হীরে বাঁধা হৃদয়খানি, ঐটি আমি চাই॥

এবার টিকিট হেরে হাসি নাহি ধরে।
লেখা তাতে গোটা গোটা ছাপার অক্ষরে॥
গণিত, গায়ক, গাড়ী, "চটকে মস্থর"।
হিঁদুয়ানী হেকমতে হদ্দ বাহাদুর;
বারো মাসে তের পর্ব্ব, বাই, খেম্‌টা নাচ।
"হেল্‌থ্" ভালো, চিরকাল ঢালাই করা ছাঁচ॥
রাষ্ট্র জুড়ে "ফাষ্ট" খ্যাতি, ডঙ্কা মারা নাম।
সর্ব্ব ঘটে অধিষ্ঠান, বর্ণচোরা আম॥

দুই "পাস" একেবারে শূন্যেতে উত্থান।
এইবার রক্ষা কর মুস্কিলে আসান॥
দুই বাঙালে এক সঙ্গে "হলে" যেতে চায়।
কারে রাখি কারে ছাড়ি, পড়ি ঘোর দায়॥
এক বাহাদুর "হক্কে" ভারী বক্ষ কাঁপা পেট।
হাল্কাদেহ কঞ্চিকাটী অন্য ক্যাণ্ডিডেট॥
ছিপ্‌ছিপে বাঙাল বাবু রাগেতে ফোঁপায়।
মুদো-পেটা ভুঁদো দাদা মজবুৎ কথায়॥
রাকাড়ে রাকাড়ে ওটে কন্দলের ঝড়।
হাঁকাহাঁকি চেঁচাচেঁচি, বেহদ্দ বেগড়॥
বিদ্‌কুটে বাঙালে গোসা বড়ই বালাই।
আহেলী বেলাতি বোল্, আন্‌কোরা ঢাকাই॥
গরম গরম আচ্ছা রকম ইংরাজি ফোড়ন।
ভাস্‌চে তাতে সাধু ভাষা, মিষ্ট বিলক্ষণ॥
ভোটিং গেল ভ্যাস্তা হয়ে, "ফ্রেন্‌সিপ্ কুল"।
কবি বলে দুজনাই "ডাউন্ রাইট্ ফুল্"॥
"অনর্" বজায় কত্তে হলে, ঘুষি সাফাই চাই।
"ভল্‌গার" ব্যবস্থা কেন কথার লড়াই॥

আলীপুর যুড়ি জুড়ি গাড়ীতে ছয়লাপ।
চোপদার, চাপরাসি, ভৃত্য, কটিকষা চাপ॥
পেগম্বর জমিদার, খোস্ক রদি রাজা।
শিল্ক, সাটিন্, গরদ, চেলি, চাপকানেতে ভাঁজা॥
গলবস্ত্র সেক্রেটার সাহেবানে ঘেরে।
"পাইমেণ্ট" পাস পাইতে দ্বারে দ্বারে ফেরে॥
কেহ বলে খোদাবন্দ দুই লক্ষ আয়।
কেহ বলে "ভারত-তারা" আমার গলায়॥
কেহ বলে আমার "ফনে" ব্যাঙ্ক খাড়া আছে।
কেহ বলে "ফ্যামিন ফনে" অনেক টাকা গ্যাছে॥

"মা বাপ" সাহেব তুমি রক্ষা কর মান।
নৈলে ঘরে ফিরে গেলে, বোঁচা হবে কাণ ॥
অতি বৃদ্ধ পিতামহের খেলাৎ তুলে কেহ।
বলে সাহেব, সবার আগে আমায় "পাস্" দেহ ॥
কেহ বলে কৃষ্ণদাস আমার প্রতিবাসী।
খোদাবন্দ ফেল্ কল্লে পাড়া শুদ্ধ হাসি ॥
মৌলভী বলেন আমি মুসলমানের চাঁই।
হুজুর যেন ইয়াদ থাকে, বান্দার দোহাই ॥
নবাব বলেন আমি নমুদী উজীর।
হকিয়তে আমার হক্ ফিদ্ বি হাজির ॥
ফেসাদ করে, কত সেধে, মাথা কুটে, কেঁদে।
একে একে ফেরেন সবে জয়পত্র বেঁধে ॥
বাঙ্গালায় বন্দনীয় যত অবতার।
বলিহারি বঙ্গবাসী তারিপ্ তোমার ॥

নগর ভিতরে হেথা নাগরীর হাট।
নবীন তরঙ্গ তুলে করে কত নাট ॥
বাছনি "ভোটিং হলে" নাচনি পাড়ায়।
ব্যঙ্গভরা বামাস্বরে শ্রবণ যুড়ায় ॥
বিবিয়ানা তেরিকাটা তরুণ তরুণী।
তেফেরা সাড়ীতে বেড়া, গজের উড়নি ॥
"রুজ" মাখা মুখখানি, পাখা নিয়ে হাতে।
গরবে গজেন্দ্রগতি ঘুরিছেন ছাতে ॥
উদ্দেশে কাহারো বলে ভাল বুকের পাটা।
মিউনিসিপেল কমিসনর হবে আবার সেটা ॥
মেগের হাতে রাঁড়া রুলি, পেগের বড়াই খালি।
বাগীচা, বাগান, বোট, নাই একটি মালী ॥
সে আবার হইতে চায় ভোটের মেম্বার।
পোড়া কপাল, কালামুখ, ধিক্ ধিক্ ছার ॥

বাড়ীর নিকট ছাতে, সাড়ী কালাপেড়ে।
আঁচলে চাবির থোবা ঝোলে গলা বেড়ে॥
বসিয়া জনেক রামা "উলেন্" বিনায়।
সিঁথিতে সিন্দুরছটা চাঁদের শোভায়॥
শুনে কথা, মরালের মত মাথা তুলে।
বলে হায়, হাসি পায়, যম আছে ভুলে॥
কড়িতে কি যোটে মান, বড়িতে খিচুড়ি।
গুড়েতে কি খাজা হয়, এক আঙ্গুলে তুড়ি॥
আঙ্গটি, ঘড়ির চেন, বানরে কি সাজে।
আমার ভাতার হলে, আমি পালাতাম লাজে॥
হরপের এক অক্ষর যার ঘটে নাই।
সে হবে মেম্বর! তার মেগের মুখে ছাই॥
কোন গবাক্ষের কাছে রমণী আহ্লাদে।
লক্ষ্য করি অন্য জনে কথা কহে ছাঁদে॥
কিপ্‌টে ভাতার, কেয়া কাঁটা, কুম্‌ড়ো বলিদান।
মুখ মিষ্টি মধুপর্ক, সকলি সমান॥
সে বলে তলানি, জানি পুরুষ বড় দাতা।
লম্বা কোঁচা পরের কাছে, ঘরে ছেঁড়া কাঁথা॥
বল্যে—পালটা গেয়ে, আল্‌তা-মাখা পা দুখানি তুলে।
আয়না ফেলে, জান্‌লা দিয়ে, চল্লো খোলা চুলে॥
কবি কহে "ফিমেল" বাছাই হয় যদি কখন।
বাছুনির বাহাদুরী দেখাব তখন॥

পোলিং শেষে হাজ্‌রে ডাকা, পরক্ ভারী দড়।
বাছাই করা মেম্বরেরা কাউন্সেলে জড়॥
কাগজ হাতে, হগ্ বাবাজী, হাকিমি ধরণ।
একে একে, ডাকেন সবে ত্যাড়া উচ্চারণ॥
নবাব নমুদ আলী, খান্‌সামা গোলাম,
রায় রাজেন্দ্র, শ্রীরাম যুগী? উত্তর—"সেলাম"

কুমার ভেকেন্দ্রকৃষ্ট, কানাই নাজির,
সাহেবজাদা সেকেন্দর ? উত্তর—"হাজির" ॥
নাপিত নন্দেরচাঁদ, পদ্মবাহাদুর,
ছিদাম মালী, শ্রীধর মুচী ?—"হাজির হুজুর" ॥
রামভদ্র চেতলঙ্গী, নবি বর্কন্দাজ,
অনারেবেল শিষ্টদাস ?—"গরিব নমাজ" ॥
প্যাগম্বর "সি, এস, আই," পরেশ তৈনৎ,
শ্রীরাম মস্তফি হ্যায় ?—"সাহেব দণ্ডবৎ" ॥
মৌলভী তালিম্ মিয়া, ইন্দ্রেন্দ্র পিরালী,
ঘড়েল সাবুই বাগ্ ?—"হাজির হুজুরালি" ॥
ডিপুটি নফর বক্স, সৈয়দ নবিস্তে,
জো হুকুম শিরপ্যাঁচা ?—"আপ্‌কি ওয়াস্তে" ।
হাজ্‌রে ডেকে, সাহেব গেল, যাত্রা ভঙ্গ গোল ।
হল্লা দিয়ে ছুটলো পাছে তারুই মাঝের "শোল" ॥
কোলাকুলি, গলাগলি, "সেকেনে"র ধুম ।
মিউনিসিপেল মক্স দেখে, আক্কেল গুড়ুম ॥

—১৩০০

নেভার—নেভার

[রচনা ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, ইল্‌বার্ট বিল উপলক্ষে]

(১)

গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান্,
ডাক ছাড়ে ব্রান্‌শন্ কেশুয়িক মিলার্—
"নেটিবের কাছে খাড়া, নেভার—নেভার।"
"নেভার"—সে অপমান, হতমান বিবিজান,
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের "জানানা?"
বিবিজান্। দেহে প্রাণ কখনো তা হবে না॥
হিপ্ হিপ্ হিপ্ হুরে হ্যাট্ কোট্ বুট্ পরে
সরা ভাবে জগতেরে—তাদের বিচার
নেটিবের কাছে হবে?—"নেভার—নেভার"॥
"নেভার"—সে অপমান হতমান বিবিজান,
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের "জানানা?"
দেহে প্রাণ, বিবিজান। কখনো তা হবে না॥

(২)

কাঁপিল মেদিনীতল, ধরা যায় রসাতল,
অস্ত্র ফেলে ঊর্দ্ধশ্বাসে "ভলেন্টিয়ার" ছুটেছে,
কাগজ কলম ধরে কামিনীরা উঠেছে॥
হুরে হিপ্—হুরে হো, শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম্—এভার।"

(৩)

বিলাতি বৃষের রব কামিনী খেপিল সব,
বল্লভের কাছে গিয়া কাণে দিল পাক,
পুচ্ছ তুলে নৃত্য করে অতুল আনন্দভরে
ডাকিল বৃটিষ-বৃষ গাঁক্ গাঁক্ ডাক॥
হুরে হিপ্—হুরে হো, শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
বৃটন স্বাধীন সদা—"ফ্রীডম্—এভার।"

"নেভার"—সে অপমান, হতমান বিবিজান
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের "জানানা ?"
দেহে প্রাণ বিবিজান, কখনো তা হবে না ॥

(৪)

আয় রে ফিরিঙ্গি ভাই সিন্ধুপারে চলে যাই
সেখানে "লিবার্টিহল" আমাদেরই সভা।
পাত্র মিত্র যত জন সকলেই গবা।—
বুঝাইব খাঁটি হাল্ আছিলাম এত কাল
হিন্দুদেশে ভালবেসে হিন্দুর সন্তানে,
সিংহ যেন মৃগ কোলে স্বর্গের উদ্যানে ॥
লাথি কিল পটাপট, জুতো চড় চটাচট্,
"লিভর্" পীলে ফটাফট আপনি যেতো ফেটে।
আমরাই করুণায় মলম মাখায়ে গায়
রাখিতাম কোলে করে হিন্দুর সন্তানে।
সিংহ যেন মৃগ রাখে স্বর্গের বাগানে।
হুরে হিপ্—হুরে হো—শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম্—এভার"।

(৫)

হুঁসিয়ার ইলবার্ট দেখো হে রিপন লাট—
সাহেব-রক্ষণী সভা সংগঠিত হয়েছে।
হুপোঁচ তেপোঁচ মিলে লক্ষ টাকা দেছে তুলে
চামড়া কটা কতগুলা "এক্ষিবিয়স্" যুটেছে।—
হিপ্ হিপ্—হিপ্ হুরে হ্যাট কোট বুট পরে,
তাদের বিচার করে এ জগতে কেটা?
আয় রে ফিরিঙ্গি ভাই, সবরঙ্গা ডাকে সবাই—
সিন্ধুপারে দেখে আসি ইংরেজের সভা।
পালে ঢুকে মিশে যার আত্ম্ পিত্র্ নাহি রব
সিংহদলে স্থান পাব বেছে নেবে কেবা।

হুরে হিপ্—হুরে হো শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
এ-দিশী "বৃটন" মোরা গোরাদের ব্যাটা ॥

(৬)

জয় জয় বৃটনের জগৎ পেয়েছে টের—
ভারত উদ্ধার হবে আমাদের "মিসনে"।
সে বাসনা যত কাল পূর্ণ নহে, তত কাল
আমরা থাকিব হেথা কি করিবে রিপনে ?—
ভারত উদ্ধার হবে, আমাদেরই "মিসনে" ॥।
হিপ্ হিপ্—হিপ্ হুরে, হ্যাট কোট বুট পরে
বেড়াব শিকার ধরে যেথা পাব ভুবনে—
কি করিবে আমাদের "টেরেটর" রিপনে ॥
শত্রু যদি করে গোল, ধরিব বৃষভ-বোল,
উচ্চতানে শুনাইব নিছক খেউড় ।
সাবাস ইংরেজ জাতি সাবাস বুকের ছাতি,
লাঙ্গুলে বেঁধেছ ভাল সভ্যতা নেজুড় ॥
হুরে হিপ্—হুরে হো—শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম্—এভার।"
হুরে হিপ্—হিপ্—হুরে, হ্যাট কোট বুট পরে
সরা ভাবে জগতেরে তাদের বিচার
নেটিবের কাছে হবে ?—"নেভার—"নেভার !"

(৭)

কলরবে কুতূহলী নেটিবের দল ।
জনবুলে দেখাইল শিঙভাঙা কল ॥
দেখাইল বাড়ী গাড়ী জুড়ি বাছা বাছা ।
"ম্যাঙ্গো ফিশ" মনোহর আনন্দের খাঁচা ॥
ছড়া ছড়া পরিপক্ব তাজা মর্ত্তমান ।
দেখিলে ইংরেজ যাহে সদা মুগ্ধপ্রাণ ॥

দেখাইল রত্নগর্ভা বাঙ্গালার সুবা।
মান্দ্রাজ বোম্বাই দেশ চক্ষুমনোলোভা॥
রত্নমঞ্চ "রেসিডেন্সি" দেখাইল কত,
জ্বলিছে ভারত জুড়ে মাণিক পর্ব্বত।
চলেছে তাহার তলে এদেশী রাজারা,
পৃষ্ঠপরে শ্বেতকায় রাণীর প্রজারা॥
হুরে হিপ্—হুরে হো শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম্—এভার॥"

(৮)

হঠাৎ পড়িল ডাক সামাল সামাল।
বলি শোন্ ওরে ভাই ইংরেজছাবাল।
এ রাজত্ব ছেড়ে আর কোথা যাবি বল?
চির শিক্ষা বৃটনের পৃথিবীর লুট—
ভারত ছাড়িয়া যাবো—টুট টুট টুট॥
ধূপছায়া ভায়ারা সবে শোন তবে বলি,
আরমেনিয়া যাও হে কেহ—কেহ চুণাগলি॥
স্পষ্ট কথা বলা ভাল বিঘ্ন বড় ভারি—
"মিলচ্ কাউ" ইণ্ডিয়ারে ছেড়ে যেতে নারি॥
সবাই মিলে "অ্যা হেম্" বলে পকেট পানে চায়,
উচ্চতানে ধীরে ধীরে হাম্বা সুরে গায়—
হুরে হিপ্—হুরে হো—শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ
বৃটন স্বাধীন সদা—"হেথা ফরেভার"॥
হিপ্ হিপ্—হিপ্ হুরে হেথা ছেড়ে যাব ফিরে?
"ড্যাম্ দি নেটিব বিল" "নেভার—নেভার॥"

—১৩০০

বিদ্যাসাগর

[রচনা ১২৯৮ শ্রাবণ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু-উপলক্ষে]

(১)

ফুরাল বঙ্গের লীলা-মাহাত্ম্য সকলি,—
হরিল বিদ্যাসাগরে কাল মহাবলী
হারালে মা বঙ্গভূমি, পুত্ররত্নে আজ,
বিশীর্ণ, বিমর্ষ দুঃখে বঙ্গের সমাজ।
কি মহাপরাণ ল'য়ে জন্মেছিল ধীর,
কিবা বিদ্যা—বুদ্ধি প্রভা—করুণা গভীর।
বিদ্যার সাগর খ্যাতি,—আরো মনোহর
বিশাল উদার চিত্ত দয়ার সাগর।—
তেমন সন্তান, মা গো, কে আর তোমার ?

(২)

কাঁদিছে, হের গো, তাঁরে করিয়া স্মরণ,
দরিদ্র কাঙ্গাল দুঃখী কত শত জন :—
"কেবা অন্ন দিবে আর—কে ঘুচাবে দুখ,
দরিদ্র দুঃখীরে হেরে কে চাহিবে মুখ।
কত রাজা রাণী আছে এ রাজ্য ভিতর—
কাঙ্গালে করিবে আর কেবা সে আদর।"
মানবদেহেতে সেই দয়া মূর্ত্তিমান্,
সার্থক তাঁহারই জন্ম যশঃ কীর্ত্তিমান্,—
প্রাতে নিত্য স্মরণীয় যাঁর গুণগান।

(৩)

আপনার বেশ ভূষা সামান্য আকার,
দেখিলে পরের দুঃখ নেত্রে জলধার।

সমাজ-পীড়িত দুঃখ করিতে মোচন
জীবন উৎসর্গ নিজ করিল যে জন,
সমাজ-পীড়িত জনে করিতে উদ্ধার
আপনি সহিলা নিন্দা কত তিরস্কার ;
ঋণে বদ্ধ অবশেষ—তবু দৃঢ় পণ,
সংকল্প সাধন কিম্বা শরীর পতন !—
এহেন পুরুষ-সিংহ জন্মে মা, ক'জন ?

(৪)

অদ্বিতীয় বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষা-গুরু—
বর্ণমালা হতে বঙ্গ-সাহিত্যের তরু
স্বহস্ত-অর্জ্জিত যাঁর,—যাঁর প্রতিভায়
উজ্জ্বল বাঙ্গালা আজ প্রখর প্রভায় !
বালক বৃদ্ধের মুখে নাম ঘরে ঘরে,
জীবন্ত সুচির কীর্ত্তি রবে যাঁর পরে !
উপাধি উল্লেখে যাঁর নাম পরিচয় ;
ধন্য বঙ্গমাতা, গর্ব্বে ধর এ তনয় !—
কর-চিহ্ন কার এত কাল-বক্ষময় ?

(৫)

স্বাধীন স্বতন্ত্র চিত্ত কাহার তেমন ?
দর্প, নির্ভীকতা, বীর্য্য—যে কিছু লক্ষণ
তেজীয়ান্ পুরুষের—সবই ছিল তাঁয় ।
তৃণজ্ঞান পদ মান অবজ্ঞা যেথায়,
শ্বেতাঙ্গ-প্রসাদ(ও) গর্ব্বে ঠেলিত হেলায় !
হেন পুত্র, হায় মাতঃ, হারালে কোথায় ?—
হারালে কোথায় পুত্র হেন পুণ্যতম,
আত্মা যাঁর সত্য আর সাধুতা আশ্রম,—
হৃদয় যাঁহার দয়া—সাগরের সম ।

(৬)

প্রচণ্ড উত্তাপ-দগ্ধ ভারত-গগন,
সকলি অসাড় স্তব্ধ নিঃস্পন্দ যেমন
দুর্জ্জয় কলির দর্পে,—ধন উপার্জ্জন।
আর পদ-অন্বেষণ, শুধুই এখন
কার্য্য ভূ-ভারত মাঝে!—তবুও যে আজ
তাহার ভিতরে দীপ্ত করিছে সমাজ
মহাপ্রাণ—দুই এক,—বিদ্যুৎ যেমন
চকিতে চমকি দিক্ করায় দর্শন ;—
হে বিধাতঃ, সে কি, ওহে, ভাবী সুলক্ষণ ?

(৭)

এহেন অদিনে জন্মি অতি দুঃখিকুলে,
আপনার কীর্ত্তিধ্বজা নিজ হস্তে তুলে,
পবিত্র করিয়া তায় জগৎ-পূজায়,
স্থাপিলে শিখর 'পরে সমাজ-চূড়ায়,
অসামান্য দ্বিজবর!—তব দেবদেহ
মরণেও বঙ্গবাসী ভুলিবে না কেহ।
অমর তোমার সেই খর্ব্ব দেহঠাঠ,
সেই দয়াপূর্ণ নেত্র—বিশাল ললাট
বঙ্গের হৃদয়ে নিত্য করুণার পট।
দরিদ্র সন্তান হ'য়ে জিনিলে সম্রাট্।

—'হিতবাদী,' ১৩০৬

এবে কোথা চলিলে ?

[রচনা ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ জুলাই, সার্ রমেশচন্দ্রের মৃত্যু-উপলক্ষে]

এবে কোথা চলিলে ?
প্রখর সূর্য্যের প্রায়
উজ্জ্বল করি ধরায়
এত দিন ধরাতলে স্বকার্য্য সাধিলে,
দেশ অন্ধকার করি কোথায় চলিলে ?
জগতের হিত-ব্রত
সাধিতে মনের মত
ঈশ্বরের কোন্ রাজ্যে উদয় হইলে,
কোথা, ওহে মহাপ্রাণ, কোথায় চলিলে ?

এখন চলেছ যেথা সে দেশ কেমন ?
কিবা তার স্থল জল,
কি ঋতু সেথা প্রবল,
কুসুমের কি সুগন্ধ, কেমন কিরণ ?
কি পাখী সেখানে গায়,
কি বর্ণ রঞ্জিত তায়,
প্রকৃতির কিবা সজ্জা কেমন গঠন ?

সে ক্ষিতি মাটির কিম্বা গঠিত কাঞ্চনে ?
বায়ু বহে কি প্রকার,
ফল বৃক্ষ কি আকার,
গগনে আছে কি সেথা চন্দ্র তারাগণে ?
দিবাকরে কিবা দ্যুতি,
অনলের কি আহুতি
জীবের সুখের গতি কেমন সেখানে ?

সেথা কি নির্ঝর খেলে,
সেখানে কি শোভা ঢালে,
নদ, নদী, শৈলমালা, গিরি-কুঞ্জবনে ?

যে দেশে প্রাণের সখা মিলেছ এখন
দয়া মায়া কোমলতা সে দেশে কেমন ?
খেলাঘরে খেলা সারি'
সেই দেশ লক্ষ্য করি'
বহিতেছি এক প্রান্তে দুর্ব্বহ জীবন ;
একাকী যাইতে হয়,
থেকে থেকে তাই ভয়,
তোমারে সুধাই তাই বল বিবরণ—
যেতে পথ কি প্রকার,
আলো কিম্বা অন্ধকার,
আছে কি কণ্টক কিম্বা ভুজঙ্গ-গর্জ্জন ?

সুখে কি ক্লেশেতে সেথা হয়েছ উদয় ?
পথে পেয়েছিলে তরু ?
কিম্বা পথ শুধু মরু,
একা যেতে ক্লান্ত হ'লে কি করিতে হয় ?
যেতে পথে মেলে ফল ?
মেলে কি তৃষ্ণার জল ?
প্রাণী তো চীৎকার ক'রে কাঁদে না সেথায় ?
একাকী অজানা পথে,
নিঃসহায় যেতে যেতে
অকস্মাৎ প্রাণে যদি পেয়ে ওঠে ভয়,
আতঙ্কে শিহরি ভয়ে
ডাকিলে চীৎকার ক'রে,
আসে কি রক্ষক কেহ মহাদয়াময় ?

সখা! জীবনের প্রহেলিকা
ভেদি' ভব-কুহেলিকা
জীবন-পরিখা পারে কিছু কি বুঝিলে?
ঘেরিয়া নশ্বর কায়া
কেন এত দয়া মায়া
ফুরায়ে যায় কি তাহা এ দেহ ভাঙ্গিলে?
জড় জীবে কি বন্ধন,
কে করিল সংঘটন,
জীবাত্মা মানবদেহে কা হ'তে সঞ্চার?
এ গূঢ় রহস্য-কথা
প্রকাশ হয় কি সেথা
অথবা সেথাও এই আলো অন্ধকার?
কাল অঙ্গে চিহ্ন রাখি
মহিমার জ্যোতিঃ মাখি
জ্যোতির্ম্ময় দিব্য ধামে তুমি তো চলিলে;
তোমারে হইয়া হারা,
ধরাতে রহিল যারা,
কি সান্ত্বনা তাহাদের জুড়াতে রাখিলে?
তুমি কোথায় চলিলে?
তোমারে পাইলে কাছে জুড়াত পরাণ,
কি মধুর মাদকতা,
সৌরভের কি স্নিগ্ধতা,
সরস আনন্দ ভরা কি সুধা আঘ্রাণ!
শুনিলে তোমার কথা,
ভুলিতাম সব ব্যথা,
শোক দুঃখ ব্যাধি জ্বালা পাইত নির্ব্বাণ,
কোথা ওহে মহাপ্রাণ করিলে প্রস্থান?
হা মিত্র! মিত্রতা তব করিয়ে স্মরণ
বঙ্গভূমি আজি কত করিছে ক্রন্দন;

কাঁদিলে জনমভূমি
দেখিতে পার নি তুমি,
আজি দেখ দেশময় উঠেছে রোদন,
রোদনের প্রতিকার
করিতে পার না আর ?
হায় সখা, সে ক্ষমতা গেল কি এখন ?
ঢালি অশ্রু অবিরত
"সখা" ব'লে ডাকি কত,
নিদারুণ বধিরতা যে দেশে এমন,
কোন্ প্রাণে সেথা তুমি করিলে গমন ?
কেমনে বা ভোল আজ, আবাল্য প্রণয়,
একত্রেতে সব হয়,
কোথাও পৃথক্ নয়,
বিশ্রাম-ভবন কিম্বা বিচার-আলয়,
কত নিরজনে বাস,
কত হাস্য পরিহাস,
কত সুখ আলোচনা, শোক পরিচয় ;
মনকথা বলাবলি,
প্রেমে কত কোলাকোলি,
মিষ্টালাপ, শিষ্টাচার, কত সুখময়,
যৌবনে যশের আশা,
একত্র বিজয়-তৃষা,
যুগান্তের কথা যত আজি মনে হয় ।
তুমি রোগে শয্যা'পরে
অন্ধ হ'য়ে আমি দূরে,
দেখিতে নারিনু শুধু যাবার সময় ।
আমারো বার্দ্ধক্য-কষ্ট দেখিলে না হায় ।

কি আর বলিব সখা চিরসুখী হও।
স্বভাব দেবের ন্যায়,
কার্য্য দেবতার প্রায়,
মলিন মর্ত্ত্যের তরে তুমি সখা নও,
দেবলোক হ'তে এলে, দেবলোকে যাও।

সেবিবে দেবতাচয়,
সে রাজ্য দেবত্বময়,
দেব মাঝে দেবতার ভালবাসা লও,
দেবলোক হ'তে এলে, দেবলোকে যাও।
দেববাসে দেব পাশে,
দেবে দেবে ভাল বাসে,
দেব ভাবে দেবতারে ভালবাসা দাও,
দেবলোক হ'তে এলে, দেবলোকে যাও।
কত সাধ হয় মনে,
মিলিয়া তোমার সনে,
ভ্রমি চরাচরময় করি নিরীক্ষণ ;
জীব-স্তরে পরে পরে,
সুখ দুঃখ কিবা ঝরে,
জীবের অনন্ত গতি কিসে সমাপন।
ফলিবে না সে আশা কি, বৃথা আকিঞ্চন ?
আমার বিশ্বাস এই
প্রণয়ের অন্ত নেই,
একবার প্রাণে প্রাণে প্রণয়ে বাঁধিলে
অনন্ত কালেও আর
পার্থক্য নাহিক তার,
দুই স্রোতোধারা যথা একত্র মিলিলে।
ভুল না ভুল না সখা,
কখনো স্বপনে দেখা

দিও এই অভাগারে কাজের ডাকিলে,
ফুরালে কালের খেলা
অকূলে ভাসিলে ভেলা
ডেকে নিও নিজ পাশে ত্রাসিত হইলে।
কোথা ওহে মহাপ্রাণ, কোথায় চলিলে ?
প্রখর সূর্য্যের প্রায়
উজ্জ্বল করি ধরায়
এত দিন ধরাতলে স্বকার্য্য সাধিলে।
দেশ অন্ধকার করি কোথায় চলিলে ?

—'হিতবাদী,' ১৩১১

রাখিবন্ধন

[রচনা ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ, কংগ্রেস উপলক্ষে]

কি আনন্দ আজ ভারত-ভুবনে—
ভারতজননী জাগিল।
আহা কি মধুর নবীন সুহাসি
মায়ের অধরে রয়েছে প্রকাশি,
যেন বা প্রভাতী কিরণের রাশি
উষার কপোলে জ্বলিল।
মরি কি সুষমা ফুটেছে বদনে,
কিবা জ্যোতি জ্বলে উজল নয়নে,
কি আনন্দে দিক্ পূরিল।—
ভারতজননী জাগিল।
পূরব বাঙ্গালা, মগধ, বিহার,
দেরাইস্‌মাইল, হিমাদ্রির ধার,
করাচি, মান্দ্রাজ, সহর বোম্বাই,
সুরাটী, গুজরাটী, মহারাঠী ভাই,
চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল;
প্রেম-আলিঙ্গনে করে রাখি কর,
খুলে দেছে হৃদি—হৃদি পরস্পর,
একপ্রাণ সবে এক কণ্ঠস্বর
মুখে জয়ধ্বনি ধরিল।
প্রণয়-বিহ্বলে ধরে গলে গলে
গাহিল সকলে মধুর কাকলে
গাহিল—"বন্দে মাতরং;
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরং,
শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনীং
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীং

সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরং,
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরং।"
উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়স্বরে
ভারত-জগৎ মাতিল।
আনন্দ উচ্ছ্বাস ফুটেছে বদনে
মায়েরে বসায়ে হৃদি-সিংহাসনে,
চরণযুগল ধরি জনে জনে
একতার হার পরিল,—

পূরব বাঙ্গালা, অউধ, বিহার,
দূর কচ্ছ দেশ, হিমাদ্রির ধার,
তৈলঙ্গ, মান্দ্রাজ, সহর বোম্বাই,
সুরাটী, গুজরাটী, মহারাঠী ভাই,
মা ব'লে ভারতে ডাকিল।
যোগনিদ্রা শেষ জননীর তায়,
হাসি মৃদু হাস নয়ন মেলায়,
নবীন কিরীট নব শোভাময়
যেন জ্যোৎস্নারাশি ভাতিল
ভারতজননী জাগিল।
গাও রে যমুনে, ভাসায়ে পুলিনে,
গাও ভাগীরথি ডাকি ঘনে ঘনে,
সিন্ধু গোদাবরী গোমতীর সনে
ভুবন জাগায়ে গাও রে—
"যোগনিদ্রা শেষ আজি ভারতের
ভারতজননী জাগে রে।"
আর নহে আজ ভারত অসাড়,
ভারত-সন্তান নহে শুষ্ক হাড়,

দ্রাবিড় পঞ্জাব অউধ বিহার
এক ডোরে আজ মিলিল ;
ধ'রে গলে গলে আনন্দে বিহ্বল
চাহিছে মায়ের বদনমণ্ডল,
দেখ রে মুহূর্ত্তে ভারত-কঙ্কাল
জীবনের স্রোতে ভরিল।
আজি শুভ ক্ষণে ভারত উত্থান,
এ দেউটি কভু হবে কি নির্ব্বাণ ?
হে ভারতবাসি হিন্দু মুসলমান,
হের দুখ-নিশি পোহাল।
শত হৃদি বাঁধা একই লহরে,
পূরব পশ্চিম দক্ষিণ সাগরে
হিমগিরি আজি মিলিল ;—
ভারতজননী জাগিল।
দেখ রে কিবা সে উজল নয়ন
উৎসাহ-ভাসিত মানব ক'জন
দৈববাণী যেন করিয়ে শ্রবণ
জীবনের ব্রতে নামিল।
জয় জয় জয় বল রে সবাই—
পূরবী পঞ্জাবী আজি ভাই ভাই—
সম তৃষানলে আশাপথে চাই—
একতার হার পরিল,—

ধন্য রে 'বৃটন' ধন্য শিক্ষা তোর,
যুগ যুগান্তের অমানিশি ঘোর
তোরি গুণে আজ হ'ল উন্মোচন,
তোরি গুণে আজ ভারত-ভুবন
এ সখ্য-বন্ধনে বাঁধিল।
হবে কি সে দিন হবে কি রে ফিরে
বিশ কোটি প্রাণী জাগি ধীরে ধীরে

হয়ে একপ্রাণ, ধ'রে এক তান
ভারতে আপনা চিনিবে ;
বুঝিবে সবাই হৃদয়-বেদনা
ভারত-সন্তান জানিয়ে আপনা,
চিনিবে স্বজাতি—স্বজাতি-কামনা
আপনার পর জানিবে।

আর কেন ভয়—হের তেজোময়
ভারত-আকাশে নব সূর্য্যোদয়
নবীন কিরণ ঢালিল,
ভারতের চির ঘোর অমানিশি
তরুণ কিরণে ডুবিল।
গাও রে যমুনে ছড়ায়ে পুলিনে
গাও ভাগীরথি ডাকি স্বনে স্বনে
গাও রে যামিনী পোহাল।
সবে বল জয় ভারতের জয়
ভারতজননী জাগিল।
যোগনিদ্রা শেষ দেখে জননীর
কে নহে রে আজ রোমাঞ্চ শরীর,
কার না নয়ন তিতে রে ?
সহস্র বৎসর গোলামের হাল,
ভারতের পঙ্কে এত যে জঞ্জাল,
আজি তার ফল ফলে রে।
জীবন সার্থক আজি রে আমার
এ রাখি-বন্ধন ভারত মাঝার
দেখিনু নয়নে—দেখিনু রে আজ
অভেদ ভারত চির মনোরথ
পূরাবার তরে চলিল।—
যে নীরদ উঠি 'দ্বীপন'-মিলনে
শুষ্ক তরু ডালে সলিল সিঞ্চনে
অসার অঙ্কুর তুলিল পরাণে
সে আশা আজি রে ফুটিল।
জয় ভারতের ভারতের জয়
গাও সবে আজ প্রমত্ত হৃদয়
ভারতজননী জাগিল॥

—'হিতবাদী,' ১৩১১

লছমন্ ঝোলা

কি দেখিনু, ধরণি, তোমার চারু বেশ,
উজ্জ্বল করেছ রূপে হিমালয় দেশ।
হিমালয় চূড়ায় ফুটিছে শশধর,
অর্দ্ধ অঙ্গ প্রকাশিত কিবা মনোহর।
কোমল কিরণে কিবা করে ঝলমল,
ভূধরশিখর পুণ্য উচ্চ বনস্থল।
মরি মরি কিবা শোভা ধরিল গগন,
পূর্ণচন্দ্র গিরিচূড়ে উঠিল যখন।
নিখিল ভুবন' পরে কিরণ উজ্জ্বল,
সহাস্যবদন বন গিরি স্থল জল।
প্রকৃতি আনন্দে যেন স্বপনে মাতিয়া
আলোকে দেখিছে রূপ বিরলে বসিয়া।
শত খণ্ড শশধর বুকের উপর
চলেছে অচলতলে গঙ্গার লহর।
মাখিছে চাঁদের আলো কিরণে ফুটিয়া,
খেলিছে উপলখণ্ডে লুটিয়া লুটিয়া।
কল কল কল ভাষ জলের উচ্ছ্বাস,
শত শত মুক্তাধারা ধারাতে প্রকাশ।
কোথাও ফেনিল জল ফোটে শিলাতলে,
কাশপুষ্পবন যেন প্রস্ফুটিত জলে।
মধ্যস্থলে চলে স্রোতে মন্দাকিনী ধারা
দু'ধারে গগনস্পর্শী ভূধর পাহারা।
স্থল জল গিরি বন সুনিদ্রার সুখে ;
স্বপনের হাসি যেন প্রকৃতির মুখে।
ঝুলিছে লছমন্ ঝোলা গঙ্গার ও-পার,
সেই লছমন্ ঝোলা ভুলিব না আর ;
এক ধারে তপোবন-তলভূমিশেষ,
অন্য ধারে ঠেকেছে হিমাদ্রি কটিদেশ,

শূন্যকোলে রজ্জু দোলে সেতু চমৎকার ;
ঝোলা ঝুলাইয়া তায় পাছে করে পার।

ভুলিব না পর্ব্বতের সে খর বাতাস,
প্রহর নিশিতে যার প্রখর প্রকাশ ;
সারা নিশি ঝটিকার গর্জ্জন গভীর,
না হতে প্রহর বেলা আপনি সুস্থির।

ভুলিব না গঙ্গাতটে সে ক্ষুদ্র আলয় ;
জম্বুরাজদয়াগুণে পথিক-আশ্রয়,
গবাক্ষে বসিয়া যার পূরিয়া নয়ন
দেখিলাম হিমালয় নিখিল ভুবন!
বাল্মীকির তপোবন বলে যে ইহায়,
প্রত্যক্ষ দেখিয়া আজ মানিলাম তায়।
কোমল পদ্মের কলি ঋষির হৃদয়,
যাঁর হৃদে রামায়ণ-ধ্যানের উদয়,
জপ-তপ-ধ্যানভূমি তাঁরি বটে এই ;
ভারতে তুলনা দিতে স্থান বুঝি নেই!
দেবভূমি হিমালয় শুনিতাম আগে,
আজ হতে চিত্র তার চিত্তমাঝে জাগে ;
জাগিবে এ যত দিন থাকিবে জীবন,
ভুলিব না বাল্মীকির এই তপোবন।

ভুলিবারও নয় সেই অচল শরীর
গঙ্গার ও-পারে যেথা সীতার মন্দির ;
পড়েছে নিশির ছায়া বিটপের দলে,
করেছে নিবিড়তর আরো সে অচলে ;
একটি দীপের আভা অচলের গায়,
নিশি-অন্ধকারে কিবা সুন্দর দেখায়!
শ্রুতিসুখ শঙ্খ ঘণ্টা দূরে শুনা যায় ;
কেদার যাইতে পথ সে অচলকায়।

সীতার বর্জ্জন হেথা প্রবাদ-বচনে ;
এ অচল চিরদিন থাকিবে স্মরণে।

ভুলিবার নয় সে পবিত্র হৃষীকেশ,
অচলবেষ্টিত স্থান মনোহর দেশ।
বিরাজে মন্দির তায় গঠন সুন্দর ;
শ্রীরাম-ভরত মূর্ত্তি মন্দির ভিতর।
ভুলিবারও নয় সেই খুজাম্বর কূপ,
গজগিরি বাঁধা সরঃ দেখিতে সুরূপ ;
শীত গ্রীষ্মে চিরকাল সম উষ্ণতায় ;
গভীর পাথার জল গ্রীষ্মে না শুখায়।
পথি মাঝে মনোহর শত্রুঘনধাম,
তীর্থ সুপবিত্র অতি মৌনরেতি নাম ;
হৃষীকেশ ছাড়িয়া যাইতে তপোবন
পথের প্রথম ভাগে ইহার মিলন।

ভুলিব না কখনও সে ভীষণ কান্তার,
অবিচ্ছেদে শরবন যোজন বিস্তার।
দ্বিমানুষ ছাড়ায়ে উঠেছে শরকায়,
আরণ্য করিণী তার কোলেতে মিশায়!
মাঝে মাঝে পথ নাই—পথে ব্যাঘ্রভয়,
বীরভদ্র কান্তার জুড়েছে ক্রোশ ছয়।
দুরন্ত পর্ব্বত নদে লীলা ওতপ্রোত,
পথি মাঝে পাষাণে বহিছে কত স্রোত।
এবে শুষ্ক বরষায় বিরাট্ মূরতি—
তটিনী সুসুয়া-সোং কালাপানি গতি,
বাথ্‌রাও সুখরাও কত নাম আর
কাটিয়া চলেছে স্রোতে অচল কান্তার।
পথে রায়ওলা গ্রাম অরণ্যে সৌষ্ঠব
বাসন্তী দেবীর যেথা হয় মহোৎসব।

ভুলিব না হিমালয় তোমারও সে রূপ—
ঐরাবত 'পরে যেন ঐরাবত স্তূপ।
গগন ধরেছে শুণ্ডে উঠে স্তরে স্তর,
তপনকিরণে নীল বরণ সুন্দর।
দূর অচলের নীলে শোভিছে কিরণ—
অচলে কুয়াশা যেন নিত্য বরিষণ;
মধ্যাহ্ন প্রভাত সন্ধ্যা যত পথ যাই,
কিরণে কুয়াশা চূর্ণ নিরখি সদাই।
আরণ্য বিটপে পথে ছায়া সুশীতল,
শৈলজ ঔষধি লতা শোভে কত স্থল;
অদৃশ্য পুষ্পের গন্ধে স্নিগ্ধ কোন স্থান,
বায়ু হতে আপনি উঠিছে যেন ঘ্রাণ।
ভীমগড়া পারে নেত্রে যে চিত্র উদয়,
ভুলিব না কখনও তা ভুলিবার নয়।

ভুলিবার নয় তাহা, মাতঃ বসুন্ধরা,
যে গুণে অভাগা এত হয়েছি আমরা।
স্বদেশ, স্বজাতি গাথা, স্বধর্ম্মের স্থল,
দেখিব নয়ন পুরে—সে সাধও বিরল।
অসাধে ঠেলেছি—ছিল যা কিছু সম্বল।
যে যার ভবনে—কূপমণ্ডুক কেবল।
দেশ দেশান্তর হতে দূরবাসিগণ
আসিয়া ভারতভূমে করিছে ভ্রমণ;
এখানে জনম হায় এখানে মরণ—
আমরা ভারতবাসী ভাবি তা স্বপন।
এমন রহস্য কোথা ধরে এ ধরণী—
সে কথাও ভুলিব না—ভারতজননি॥

—'নাট্যমন্দির,' শ্রাবণ ১৩১

বিজয়া

(পাঠকালে [।] চিহ্নিত অক্ষরগুলি দীর্ঘ উচ্চারণ করা প্রয়োজন।
ইহা লগ্নী-রাগিণী যৎ তালে গীত হইতে পারে।)

ধীর পবন বহে,—   গগনে শরত শশী
হাসি রাশি মাখি কেলি করে ;
শ্বাস ফেলিছে পুনঃ   শরতে প্রকৃতি চারু
ভূষণ পরি বহু দিন পরে।
নীরদ নীর ছাড়ি   আহ্বানে জগতে
বিজয়া পুলক সম্ভাষ তরে।
আইস সখাকুল,   সম্ভাষ,—সম্ভাষি
উরসি আলিঙ্গন প্রেমভরে।
কুলু কুলু জাহ্নবী   চুম্বিছে তটতৃণ,
ভাসিছে ফুলকুল নীর তরঙ্গে,
খেলিছে শত তরি,   সুন্দর জলচর,
সুন্দরী অবগাহে সহচরী সঙ্গে,
সরোজ হায় অই—   সারদা বলিসার
ধীরি ধীরি আসে ভাসি চন্দন অঙ্গে,
বাল বালিকা শত   ধাইছে ধরিতে
পরিতে হৃদয়ে সে হার রঙ্গে।
আন সে চন্দন   সরোজ আন অই
আন আর ফুলকলি যত ফুটে
চরণে অদলিত   দূর্ব্বাদল নব
যতনে চয়ন করি আনহ ছুটে।

কমলা-পীঠ হতে কাঞ্চন রজত কণ
শস্য সম্পদ সার আনহ লুটে।
পূত বাসর আজি মঙ্গল নাটে মিলি
আশীষ আহ্লাদে অশিব টুটে।
শ্যাম কেলি স্মৃতি, বৃন্দাবন হায়
নভ পট শ্যামল যমুনা নীরে,
আনহ কুম্ভ ভরি নর্ম্মদা নদ জল—
বহিতে যে চুম্বিছে মর্ম্মর তীরে,
গোমতী গোদাবরী শতদ্রু স্মৃতি সখা
ব্রহ্মা-তনয় তোয় আনহ ধীরে
চলিতে না উছলে যেন পড়ে ভূতলে
জাহ্নবী জল আন পূত শরীরে।
সম্ভাষ সম্ভাষি পুলকে আইস সখা
সারদা বলিসার সরোজ বক্ষে,
বাল বালিকা যত পুলকে নাচিয়ে আয়
চুম্বিয়ে আশীষ করি, ধরি কক্ষে,
গুরুজন ব্রাহ্মণ পুলকে প্রণমি,
চঞ্চলচিত জনে রাখিও চক্ষে,
কলহ দ্বন্দ্বী যারা পুলকে ডাকি সবে,—
না রহে কলহ যেন অক্ষে পরোক্ষে।

'মাসিক বসুমতী', কার্ত্তিক ১৩২৯

অসম্পূর্ণ রচনা

জয় জয় দয়াময় জগতের পতি।
তব পদে বালকেরা করিছে প্রণতি।
অ আ ই ঈ উ ঊ আদি স্বর বর্ণচয়
ক খ গ ঘ বর্ণাদি ব্যঞ্জন সমুদয়,
তোমার মহিমাগুণে শীঘ্র যেন শিখি
শতকিয়া পণকিয়া গণিতাঙ্ক লিখি।
বিদ্যার মন্দিরে পরে প্রবেশি সকলে;
সুখে থাকি তোমার কৃপায় ক্ষিতিতলে।

(২)

এক বিন্দু (ং) অনুস্বর বিসর্গ বিন্দু দুই (:)
চন্দ্রবিন্দু চাঁদের উপর ˙ বিন্দু থুই;
বর্ণের উপরে র লিখিবার বেলা
রেফের আকার ধরে এইরূপে হেলা (র্)
অল্প ছেদে কমা চিহ্ন এইরূপে (,) আঁকে
বেশী ছেদে সেমিকোলন বিন্দু দিয়ে থাকে (;)
পূর্ণ ছেদে দাঁড়ি চিহ্ন (।) কথা সাঙ্গ তায়,
পয়ারে দুদাঁড়ি চিহ্ন (॥) কভু দেখা যায়।

অ ই উ ঋ ঌ এই পঞ্চ লঘু স্বর
হলবর্ণযোগে ি ু ৃ রূপান্তর,
ব্যঞ্জনের অন্য নাম হলবর্ণ হয়,
অ ই উ ঋ ঌ কারে হ্রস্ব স্বর কয়।

আ ঈ ঊ এ ঐ ও ঔ গুরু স্বর
া ী ূ ে ৈ ো ৌ রূপান্তর
া ী ূ রূপান্তর যুক্ত হলে
আ ঈ ঊ এ-কটিরে দীর্ঘ স্বর বলে।

(৩)

জয় জয় দয়াময় জগতের পতি
বালকেরা তব পদে করিছে প্রণতি।

বর্ণমালা পরে লিখি বানান এখন
দয়া কর দয়াময় দিয়া শ্রীচরণ।
পিতা মাতা শিক্ষকের কাছে যেন কভু
কোন দোষে অপরাধী নাহি হই প্রভু।
সন্ধ্যাকালে সকাল বিকাল দিনমান
ভালবাসে ভালবাসি সকলে সমান।
খেলা করি খেলিবার সময় যখন
পাঠকালে সদা যেন পাঠে থাকে মন।
তোমার স্মরণে সদা থাকে যেন মতি
জয় জয় দয়াময় জগতের পতি।

(৪)

নোংরা কথা বল্‌তে নাই।
নোংরা পথে যেতে নাই॥
পথিকে দেখাইও পথ।
বাক্যে কাজে হৈও সৎ॥

গালি মন্দ দিও না।
পরদ্রব্য নিও না॥
মামা মাসী পিসে মেসো।
জননীরে ভালবেসো॥
কাঙ্গালী দেখিলে পরে।
ভিক্ষা দিও দয়া করে॥
তোমা হতে দুঃখী যেই।
তারে কষ্ট দিতে নেই॥
অতিথি আইলে ঘরে।
সেবা করো যত্ন করে॥

(৫)

রাত নাই উঠ ভাই প্রভাত রজনী
মন্দ মন্দ সমীরণ খেলিছে আপনি।
চেয়ে দেখ পূর্ব্ব দিক্‌ জবার বরণ
তরুডালে গৃহচালে পড়িছে কিরণ॥
পাখিগণ করে গান আম্রবনময়
লূতাজালে মতি জ্বলে কিবা শোভা পায়।
ইত্যাদি—